আল্লাহ্ (ﷻ) এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে

৩০০০ কালো যুদ্ধ বিমান

মোহাম্মাদ কাসীম বিন আব্দুল কারীম

৩য় বিশ্বযুদ্ধ

ইমাম মাহদী [আঃ]

গাজওয়া ই হিন্দ

কিয়ামতের আলামত থেকে ইয়াজুজ মাজুজ পর্যন্ত

(রহমানী স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

- আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (মুবাশশিরাত) সু-সংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সুসংবাদবাহী বিষয়াদি কি? তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন।
(সহীহ বুখারী ই.ফা. ৬৫১৯)

- আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কিয়ামতের সময় সন্নিকটে হবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কম মিথ্যা হবে, যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুসলিমের স্বপ্ন হল নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (সুনান আত তিরমিজী ই.ফা. ২২৭৩)

- আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।
(সহীহ বুখারী ই.ফা. ৬৫২৬)

- ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের দুটি দল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পবিত্রাণ দান করবেন, একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবন মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে। (সুনান আন নাসায়ী ই.ফা. ৩১৭৮)

- ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের একটি খনিজ সম্পদের নিকট পরপর তিনজন খলীফার পুত্র নিহত হবে। তাদের কেউ সেই খনিজ সম্পদ দখল করতে পারবে না। অতঃপর প্রাচ্যদেশ (পূর্ব) থেকে কালো পতাকা উড্ডীন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে যে, ইতোপূর্বে কোন জাতি তদ্রূপ করেনি। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কিছু বলেছেনঃ যা আমার মনে নাই। তিনি আরো বলেনঃ তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যোগদান করো। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহদী। (সুনান ইবনু মাজাহ ৪০৮৪)

#MuhammadQasimDreams

✈✈✈ সূচীপত্র ✈✈✈

পৃষ্ঠা নম্বর

✪ কিয়ামতের আলামত

(০১) আল্লাহ্ (ﷻ) এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নে ---------- ১২
(০২) মোহাম্মাদ কাসীমের প্রথম রহমানী স্বপ্ন ---------- ১৭
(০৩) কিয়ামতে পৌঁছানো মহান বিচার দিবস ---------- ১৮
(০৪) কিয়ামতের পূর্বের ধারাবাহিক ঘটনা এবং বড় লক্ষণ সমূহ ---------- ১৯
(০৫) কিয়ামতের ৪টি প্রধান লক্ষণ সম্পর্কে মোহাম্মাদ কাসীম এর স্বপ্ন ------ ১৯
(০৬) ক্ষুধার্ত এবং মুক্তির পথ ---------- ২০
(০৭) কিয়ামতের আগের শেষ দিনটি ছিল ---------- ২৩
(০৮) কিয়ামতের পূর্বের শেষ দিন - একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন ---------- ২৪
(০৯) নিজ অক্ষের বাহিরে গেল পৃথিবী ---------- ২৬

✪ ৩য় বিশ্বযুদ্ধ

(১০) ইসলামের ৩টি মিনার ---------- ২৭
(১১) ৩ ভাইয়ের ইসলাম ধ্বংসের পরিকল্পনা ---------- ২৮
(১২) ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ---------- ৩০
(১৩) ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের নৃশংসতা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর বার্তা ----- ৩১
(১৪) ইসলামের ৩টি প্রধান দুর্গ ---------- ৩২
(১৫) সৌদি-প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমানের সম্ভাব্য মৃত্যু! ---------- ৩৩
(১৬) প্রেসিডেন্ট এরদোগানের অটোমান সাম্রাজ্য ---------- ৩৪
(১৭) এরদোগানের মৃত্যু এবং তুরস্কের পতন ---------- ৩৫
(১৮) আমেরিকার উপরে ইরানের প্রতিশোধ নেওয়া ---------- ৩৫
(১৯) মুসলমানদেরকে অবৈধ হত্যা এবং আল্লাহর নূর ---------- ৩৬

(২০) ধূলার ঝড়, ইসরায়েল ফিলিস্তিনে দাজ্জালের ৩য় মন্দির বানাবে ------- ৩৮
(২১) ফিলিস্তিনে কী ঘটতে যাচ্ছে??? গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ ---------- ৩৯
(২২) লাল গাড়ি সহ লোকটির ধ্বংস এবং এক যুবকের সাথে পরিচয় ------- ৪১
(২৩) অর্থনৈতিক ধ্বস ও ভূমিকম্প এবং স্বর্ণ ---------- ৪৬
(২৪) নির্বিচারে আক্রমণ এবং গোলাবারুদ ---------- ৪৭
(২৫) অশুভ শক্তির ভয়ানক বিস্ফোরণ ---------- ৪৮

ইমাম মাহদী মোহাম্মাদ কাসীম (আঃ)

(২৬) মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন? ---------- ৪৯
(২৭) আমি ইমাম মাহদী দাবি করিনা ---------- ৪৯
(২৮) আল্লাহর শাস্তি এখানে ---------- ৫০
(২৯) আল্লাহ্ এর আদেশ ---------- ৫১
(৩০) আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে লিখার মূল উদ্দেশ্য -------- ৫২
(৩১) আল্লাহর রহমতে বাতাসে দৌড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ জায়গা ---------- ৫২
(৩২) ক্ষুধার্ত সিংহ দেখে ভয় এবং আল্লাহর সাহায্য ---------- ৫৬
(৩৩) কাসীমের উড়ন্ত গালিচা ---------- ৫৮
(৩৪) কাঠের ডাইস / পড়িয়াম ---------- ৬০
(৩৫) প্লেন থেকে প্যারাসুট ---------- ৬০
(৩৬) পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ ---------- ৬১
(৩৭) মোহাম্মাদ কাসীমের সাজানো গাড়ি ---------- ৬৩
(৩৮) মোহাম্মাদ কাসীম এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা ---------- ৬৫
(৩৯) মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন কবে পূরণ হবে? ---------- ৬৮
(৪০) মোহাম্মাদ কাসীমের আযান ধর্মীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত করে --------- ৬৮

✪ শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)

(৪১) আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) বর্ণনায় মোহাম্মাদ কাসীম --------- ৬৯
(৪২) মসজিদে নববী এবং স্বর্ণের কাগজপত্র ---------- ৭০
(৪৩) উম্মতের প্রতি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর বার্তা ---------- ৭১
(৪৪) মোহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) এবং কাসীম ---------- ৭২
(৪৫) মোহাম্মাদ (ﷺ) মোহাম্মাদ কাসীমকে কী আদেশ করলেন? ---------- ৭২
(৪৬) নবী (আঃ) দের ও মুসলিমদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা ---------- ৭৪
(৪৭) মোহাম্মাদ (ﷺ) কাসীমকে ওমর (রাঃ) এর স্কুলে ভর্তি করলেন ------- ৭৫
(৪৮) খোরাসানের ভূমি নয় বরং খোরাসানের পূর্বের ভূমিটি ---------- ৭৮
(৪৯) গুপ্তধন উদ্ধার এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি ---------- ৮০
(৫০) মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পবিত্র গাড়ি ---------- ৮৪
(৫১) আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পথ ---------- ৮৫
(৫২) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বাড়ি ---------- ৮৬
(৫৩) আধুনিক বাস এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর ঘরের সন্ধান ------- ৮৮
(৫৪) বড় মসজিদ এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর নামাজ ---------- ৯২

✪ গাজওয়া ই হিন্দ

(৫৫) মোহাম্মাদ কাসীম বিতরণকারী ---------- ৯৩
(৫৬) মোহাম্মাদ কাসীম মদীনা এবং মক্কায় ---------- ৯৪
(৫৭) পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাক্ষ্য প্রদান ---------- ৯৫
(৫৮) ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন এবং গাজওয়া ই হিন্দ যুদ্ধ শুরু ----- ৯৬
(৫৯) মোহাম্মাদ কাসীম এবং আলেম-উলামা, মুফতি ও মুসলিম নেতাগণ --- ৯৮

✪ প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

(৬০) প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং শির্ক ---------- ৯৯
(৬১) গভীরে ডুবে যাওয়া ভূমি এবং ইমরান খান ---------- ১০০
(৬২) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ব্যর্থতা ---------- ১০১

(৬৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইমরান খানের তর্ক! ---------- ১০১
(৬৪) কীভাবে ইমরান খানের শাসন করা উচিত? ---------- ১০২
(৬৫) ইমরান খানের ঘনিষ্ঠজন ---------- ১০৩
(৬৬) ইমরান খানের পদত্যাগ ---------- ১০৩
(৬৭) ইমরান খানের অসুস্থতা ---------- ১০৪
(৬৮) ইমরান খান এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনকাল ---------- ১০৫
(৬৯) ইমরান খান ও পাকিস্তানে করোনা ভাইরাসের উপর নিয়ন্ত্রণ --------- ১০৭
(৭০) ইমরান খানের নিজ স্বার্থ ও বিরোধীদের উপরে মনোনিবেশ --------- ১০৯
(৭১) পাকিস্তান আমেরিকাকে সহযোগিতা করার শেষ পরিণতি কী হবে? ---- ১১১
(৭২) ইমরান খানকে তার ব্যর্থতা মেনে নিতে হবে ---------- ১১২
(৭৩) ইমরান খানের সিদ্ধান্ত সরলতা অবলম্বন করুন ---------- ১১৩
(৭৪) পাকিস্তানের শাসক ও শির্ক এবং সেনা কর্মকর্তারা ---------- ১১৪
(৭৫) ইমরান খানকে মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন ---------- ১১৭
(৭৬) ইমরান খানকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো আল্লাহর রহমতে সত্যি হয়েছে -- ১১৮
(৭৭) ইমরান খানের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং সমস্যায় পিটিআই ------ ১১৯
(৭৮) একটি সংলাপ ইমরান খানের সাথে এবং আল্লাহর পরিকল্পনা ------- ১২০

ইসলাম

(৭৯) কীভাবে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে? ------- ১২৬
(৮০) ইসলাম প্রকৃত ধর্ম এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ---------- ১৩৪
(৮১) অনুর্বর ভূমি এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বরকত ---------- ১৩৫
(৮২) কালো ঘোড়া এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভবনের স্বাধীনতা ---------- ১৩৬
(৮৩) জিবরাঈল (আঃ) এবং জান্নাত ---------- ১৩৮
(৮৪) আল্লাহর প্রসিদ্ধ পেইন্টিং ---------- ১৪০
(৮৫) কঠিন ঈমানী পরীক্ষা এবং অলৌকিক শহর ভ্রমণ ---------- ১৪১
(৮৬) আল্লাহর নূর এবং ৪টি চাঁদ ---------- ১৪২

✪ পাকিস্তান

(৮৭) আল্লাহ্ কেন পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন? ---------- ১৪৩
(৮৮) কাসীমের স্বপ্নের প্রথম নিদর্শন- পাকিস্তান "তোরা বোরা" ---------- ১৪৪
(৮৯) পাকিস্তান এবং মুসলিম দেশগুলিতে দুষ্ট শক্তি ভয়াবহ ধ্বংস চালাবে -- ১৪৫
(৯০) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্যে ভাইরাস এবং প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ --- ১৪৭
(৯১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন পরিকল্পনা, ফিলিস্তিনের মত পাকিস্তান ----- ১৪৮
(৯২) পাকিস্তানে ফিরছেন নওয়াজ শরিফ ---------- ১৫০
(৯৩) পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এর মৃত্যু ---------- ১৫০
(৯৪) ইলুমিনাতি বাহিনীর পরিকল্পনা, বিমানে আগুন ধরে ---------- ১৫২
(৯৫) ভারতের লাহোর আক্রমণ এবং লাল পতাকা দেশের সাহায্য --------- ১৫৪
(৯৬) পাকিস্তানের সকল স্থানে বিশৃঙ্খলা এবং মুক্তির পথ ---------- ১৫৬
(৯৭) পাকিস্তানে সমস্যা, সেনাপ্রধানের সাহায্য এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা ---- ১৫৭
(৯৮) পাকিস্তানের রাজনৈতিক লোক দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে দিতে চায় --- ১৫৮
(৯৯) পাকিস্তানে ইসলামিক সরকার ---------- ১৫৯
(১০০) আল্লাহর রাগ এবং পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা ---------- ১৫৯
(১০১) আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এবং পাকিস্তান ---------- ১৬১
(১০২) আল্লাহর কালো হেলিকপ্টার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ---------- ১৬২
(১০৩) সেনাপ্রধানের কাছে মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন ---------- ১৬৪

✪ দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) এবং ইয়াজুজ মাজুজ

(১০৪) মোহাম্মাদ কাসীম সত্যিকারের ইমাম মাহদী, শাহাদাত আঙ্গুল ------ ১৬৫
(১০৫) আব্দুর রহমান কিভাবে দাজ্জাল হল ---------- ১৭২
(১০৬) এই বাহিনীই হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী ---------- ১৭৪
(১০৭) দাজ্জালের ক্ষমতা ও যাদু তৈরি ---------- ১৭৮
(১০৮) আল্লাহর রহমতের দরজা এবং দাজ্জালের যাদু ---------- ১৭৯
(১০৯) দাজ্জাল এর ২ মুখি রূপ ---------- ১৮৪
(১১০) মোহাম্মাদ কাসীমের যুদ্ধ দাজ্জালের সাথে ---------- ১৮৫

(১১১) দাজ্জাল আতংকজনক বজ্রঝড়বৃষ্টি পাঠিয়েছিল ---------- ১৮৫
(১১২) দাজ্জাল এর আগমন এবং চূড়ান্ত ঈমানী পরীক্ষা ---------- ১৮৯
(১১৩) দাজ্জালের বিস্তারিত বর্ণনা ---------- ১৯১
(১১৪) ঈসা (আঃ), ইয়াজুজ মাজুজ এবং জুলকারনাইন ---------- ১৯৬
(১১৫) জুলকারনাইন কীভাবে প্রাচীরটি নির্মাণ করেছেন? ---------- ১৯৮

করোনা ভাইরাস

(১১৬) করোনা ভাইরাস সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বপ্ন, ভয়াবহ ভূমিকম্প ---------- ২০৩
(১১৭) করোনা ভাইরাসের টীকা তৈরির নিয়ম ---------- ২০৪
(১১৮) করোনা ভাইরাসের ৩/৪ টি ভ্যাক্সিন ---------- ২০৫
(১১৯) করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন ---------- ২০৫

স্বপ্ন প্রচারের কাজ

(১২০) মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে উপহাস ---------- ২০৭
(১২১) মোহাম্মাদ কাসীমের অধ্যবসায় ---------- ২০৮
(১২২) স্বপ্ন ছড়িয়ে দেওয়ার মিশনে কাজ ---------- ২০৯
(১২৩) মুসলমানদের একতা এবং বিশ্ব শান্তির সুসংবাদ ---------- ২১০
(১২৪) শান্তির ভূখণ্ড এবং যারা পিছনে থেকে যাবে ---------- ২১১
(১২৫) নোংরা বাড়ি ঘর ---------- ২১২
(১২৬) মোহাম্মাদ কাসীমের কাজে বস খুশি হন ---------- ২১২
(১২৭) কাসীম চাকরী পায় এবং সমস্যার মুখোমুখি হয় ---------- ২১৩
(১২৮) বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে ---------- ২১৬
(১২৯) মোহাম্মাদ কাসীম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন ---------- ২১৭
(১৩০) কাসীম তার সঙ্গীদের জন্য লোহা ও স্বর্ণ নরম করছেন ---------- ২১৯

✪ সাক্ষাৎকার

(১৩১) পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের অনুবাদ ---------- ২১৯
(১৩২) পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কাসীম এর সাক্ষাৎকার ---------- ২২৪
(১৩৩) মোহাম্মাদ কাসীমের টিভি ৩য় সাক্ষাৎকার ---------- ২২৫
(১৩৪) মালয়েশিয়ান মুসলিম ভাইয়ের সাথে কাসীম এর সাক্ষাৎকার ------- ২৩০
(১৩৫) মোহাম্মাদ কাসীমের সাক্ষাৎকার ভিডিওর অনুবাদ ---------- ২৩১

কালো পতাকা নয় বরং পাকিস্তানের ৩০০০ কালো যুদ্ধ বিমান যাদের গতি ঘণ্টায় ৫০০০ কিলোমিটার

● নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) উল্লেখ করেছেনঃ তারপর, কালো মান পূর্ব থেকে উত্থিত হবে, তারা তোমাদের সাথে এমন একটি উপায়ে যুদ্ধ করবে যে, পূর্ববর্তী জাতির দ্বারা কখনও করা হয়নি।

[সুনানে ইবনে মাজাহ |৪০৮৪| মারফু| সহীহ]

● সেখানে ২টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দভাণ্ডার রয়েছেঃ "আর-রায়াত" এবং "তাথলূ"। যদিও আর-রায়াত এর অর্থ হতে পারে "পতাকা" কিন্তু তার মানে শুধুমাত্র পতাকা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। আরবীতে, রায়াত (বহুবচনঃ রায়াহ) মানে- ব্যানার, নিশান, বা যাহা কিছুই সামরিক (চাক্ষুষ) সনাক্তকরণ হিসাবে ব্যবহৃত মান। মূলত (রায়া), একটি বিশেষ্য প্রতিশব্দ যাহা (রায়া, "দৃশ্য, উপলব্ধি") থেকে উদ্ভূত। এবং এটি ঐতিহাসিকভাবে সুপরিচিত যে, শব্দ "আর-রায়াত" (চাক্ষুষ) সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যের জন্য।

● অধিকন্তু, নিশ্চিতভাবে তাথলূ (মানেঃ উদীয়মান)। আরবি ভাষায় একটি ক্রিয়া যা সাধারণভাবে পতাকা নামেও ব্যবহৃত হয়না। যাহোক, এটি কোন কিছু নির্দিষ্ট করে যা সূর্য এবং চাঁদের মত আকাশে উদীয়মান হয়। এবং শূন্যে ভাসে বা আকাশ কোন কিছু ছাড়াই এটিকে ধরে রাখে বা ভারবহন করে।

● অতএব, এই "কালো মান" ই হচ্ছে (চাক্ষুষ) সনাক্তকরণের যন্ত্র যা শুধুমাত্র ভবিষ্যতে ঘটবে। যেটি আকাশে (তাথলূ) উদীয়মান হবে এবং একটি উপায়ে আপনার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। যা পূর্ববর্তী উম্মতের দ্বারা কখনও করা হয়নি।

● সুতরাং, এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে- আর-রায়াত আস-সুওদ এর কালো ব্যানার, কালো পতাকা নয়, কিন্তু কালো মান। সামরিক দলের গর্ব। যা আকাশে ভেসে থাকবে এবং উদীয়মান হবে, কোন কিছুই এটিকে ধরে রাখবে বা ভারবহন করবেনা। সুতরাং, যখন মানুষ তাদেরকে আসতে দেখবে, তাদেরকে আকাশের দিকে তাকাতে হবে এবং আকাশে সূর্য এবং চাঁদের উদীয়মানের দিকে তাকালে যেমন তাদের মাথা উচু করতে হয়। এতে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে ইমাম মাহদী (আঃ) এর বাহিনীর "কালো যুদ্ধ বিমান" থাকবে।

খলিফাতুল্লাহ ইমাম আল মাহদী
মোহাম্মাদ কাসীম এর স্বপ্নগুলো অনুবাদ
করেছে তার অনুসারীগণ, বাংলাদেশ।

(আল্লাহ্ (ﷻ) এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) ইমাম মাহদী মোহাম্মাদ কাসীম (আঃ) এর স্বপ্নে আসেন)

আস্‌'সালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীম। আমার বাড়ি - লাহোর, পাকিস্তান। আমার ঈমান হল যে- "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর শেষ নবী ও রসূল।" এবং আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মত। আমি গর্বিত যে, আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মত। আমার জন্ম ০৫ জুলাই ১৯৭৬ সালে এবং আমার বংশ কুরাইশ। আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে আমার স্বপ্নে আদেশ করছেন, আমার স্বপ্নগুলো অন্যদের সাথে বলতে এবং এইসবই আমি করছি। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ আমি আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) এর আদেশ পালন করতেছি। আল্লাহর রহমত সবার জন্য। আমার স্বপ্নগুলো প্রচার করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যেন আমি আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধু হতে পারি, এছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই কারণে আমি শুধুমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করি এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী। আমার বয়স তখন ১২, ১৩ বছর ছিল, যখন প্রথম বারের মত আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) উভয়ে আমার স্বপ্নের মধ্যে আসেন। তারপর ১৯৯৩ সালে যখন আমার বয়স ১৭ বছর ছিল, তখন থেকে আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) নিয়মিত ও অবিরতভাবে আমার স্বপ্নের মধ্যে আসতে শুরু করেন। এবং এখনো আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নের মধ্যে আসতেছেন। আমি গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এইসব স্বপ্ন দেখতেছি। এতদূর আল্লাহ্ আমার স্বপ্নে আসেন ৭০০ বারেরও বেশি বার এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে ৫০০ বারেরও বেশি বার আসেন। এই স্বপ্নগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে পাকিস্তান সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী দিয়েছেন। এক স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, কাসীম আমি পাকিস্তানকে উন্নত করব এবং রক্ষা করব। কিছু স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, কাসীম যাও আমার হুকুমে সারা দুনিয়াকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আস। এরকম আরো কিছু স্বপ্নে আল্লাহ্ তায়ালা এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বলেছেন যে, কাসীম, এক সময় আসবে যখন তুমি প্রথমে সকল মুসলিম উম্মতদেরকে তারপর সারা দুনিয়াকে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসবে, এবং এক দিন সারা দুনিয়া রহমত বরকতে ভরে যাবে। কিন্তু

এর শুরু হবে পাকিস্তান থেকে। ২০০৭ সাল থেকে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে আমার কি কি করা উচিত এবং আমার কী করা উচিত না। তারা আমাকে সব ধরণের শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য বার বার উপদেশ দিয়েছেন। এবং কীভাবে একজন ভাল মানুষ হওয়া যায়। ২০১৪ সালে আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন আমার স্বপ্নগুলো সবার সাথে বলি। তারপর আমি আমার স্বপ্নগুলো আমার ঘরের মানুষ, আমার বন্ধু ও পরিচিত লোকদের বলি। আমি আমার স্বপ্নে পাওয়া ভবিষ্যতবাণীগুলো ইমেইল এর মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতে ও পাকিস্তানের বড় বড় ব্যক্তিদেরকে এবং অন্যান্য সরকারি ইসলামিক ওয়েবসাইটগুলোতে শেয়ার করি। কিন্তু কেউ এগুলোতে গুরুত্ত দেয়নি। এই জন্য আমি আমার স্বপ্নগুলো লোকদেরকে বলা বন্ধ করে দিয়েছি। ডিসেম্বর ২০১৪ সালে এক রাতে মোহাম্মাদ (ﷺ) ২ বার আমার স্বপ্নে আসেন এবং বলেন, কাসীম পাকিস্তান এবং ইসলামকে বাচানোর জন্য তোমার স্বপ্নগুলো লোকেদের কাছে বল। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আমি বলি, আমি আমার স্বপ্নগুলো অনেক লোকের সাথে বলেছি কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। এর চেয়ে বেশি আমি আর কী করতে পারি। তার কিছুদিন পর পেশাওয়ার স্কুলে হামলার ঘটনা ঘটে। তাই আমি শিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক আমি আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) এর হুকুম পালনের জন্য আমার স্বপ্নগুলো লোকদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তারপর আমি ইন্টারনেটে আমার স্বপ্নগুলো প্রচার করা শুরু করেছি। আমি এখানে এই কথাটা ওয়াদা করে বলতেছি যে, আমি কোনো আলেম উলামা নই, আমি একজন সাধারন মানুষ। আমার দাড়িও নাই। ১৯৯৪ সালের স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ্ আকাশ থেকে আমার সাথে কথা বলেন, সেই শব্দগুলো আমার এখনো মনে আছে, "কাসীম, যেসব প্রতিশ্রুতি আমি তোমার সাথে করেছি, একদিন আমি আমার সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব। এবং যদি আমি আমার প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করতে না পারি, তাহলে আমি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা নই।" সেইদিন থেকে আমি আল্লাহর জন্য অপেক্ষা করা শুরু করেছি যে কবে আল্লাহর ওয়াদা পূরণ হবে এবং কবে আমার অপেক্ষা করা শেষ হবে। এবং আমি আজ পর্যন্ত আল্লাহর উপর আমার আশা হারাই না। কিন্তু যখনই আমার আশা হারানোর মত হয়, আল্লাহ্ বা মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নের মধ্যে আসেন এবং আমাকে এভাবেই বলেন যে- "সাব্রুন

জামীল কাসীম।" "কাসীম, মুসলমানরা আল্লাহর রহমত থেকে তাদের আশা হারাতে পারেনা। কাসীম, শুধুমাত্র কাফির লোকেরাই তাদের আশা হারায়। সবর কর, আল্লাহ্ ধৈর্য্যশিলদের আমল নষ্ট করেন না।" যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আশা দেন তখন আমি আবারো শক্তি ফিরে পাই। ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন- "কাসীম, ২০ বছর আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছি। আমি এটা দেখতে চেয়েছিলাম যে, তুমি কি তাদের মতই একজন কিনা? যারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশা হয়।" এই ভাবে ২০০৩ সালে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, কাসীম যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ওয়াদা পূরণ হওয়ার সময় না আসবে ততক্ষন তুমি স্বর্ণের মধ্যে হাত রাখলেও তা মাটি হয়ে যাবে কিন্তু যখন আমার ওয়াদা পূরণ হওয়ার সময় আসবে তখন তুমি মাটিতে হাত দিলেও তা আমার হুকুমে স্বর্ণ হয়ে যাবে। ২০০২ সালের এক স্বপ্নে মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বলেছেন, কাসীম আল্লাহর রহমত থেকে কখনো হতাশ হবেনা। কাসীম, এমন হতেই পারেনা যে, তুমি আছ আর এই সকল ঘটনা ঘটবে না। তোমার সময়ে জমিন তার ভিতর থেকে সব রকমের খাজানা বের করে দিবে। গাছগুলোতে পাতা কম এবং ফল বেশি হবে এবং সবদিকে রিজিক আর রিজিক থাকবে। এবং কেউ গরিব থাকবেনা। এবং সবদিকে শান্তি থাকবে। সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার হবে। এবং এমন যুগ এর আগে কেউ কখনোই দেখেনি। আমি আমার স্বপ্নে আল্লাহর দিকে তাকাই না, মানে যেমন আমরা নামাজে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকি তেমনি আমি নিজেকে আল্লাহর আরশের সামনে দাড়িয়ে থাকতে দেখি। এবং আল্লাহ্কে মাথা তুলে দেখার সাহস হয় না। আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি শুধু অনুভব করি যে, আল্লাহ্ আরশে আছেন এবং কণ্ঠ সেখান থেকে আসছে। বা আমি দেখি যে, নূর। এবং কণ্ঠ, নূর থেকে আসছে। বা আল্লাহ্ আকাশ থেকে আমার সাথে কথা বলছেন। প্রত্যেকটি স্বপ্নের মধ্যে আমি অনুভব করি, আল্লাহ্ আমার ঘাড়ের শিরার কাছে আছেন। এভাবেই আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সামনে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকি এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সামনে মাথা তুলে দেখার সাহস হয় না। এবং একারণেই আমি আজ পর্যন্ত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চেহারা দেখতে পারিনি, আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর মুখমণ্ডল দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু এত দূর থেকে দেখেছি যে, মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চেহারা বুঝা যায়নি। আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর শরীর দেখি। এক স্বপ্নে আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে আলিঙ্গন করি এবং আমার সম্পূর্ণ শরীর আমাকে সাক্ষী দেয় যে, তুমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে আলিঙ্গন করতেছ। আমার স্বপ্নগুলোর

মধ্যে আমি অনেক বার মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে হাত মিলিয়েছি। এবং আমার হাত আমাকে সাক্ষী দেয় যে, আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে হাত মিলিয়েছি। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি স্বপ্নের মধ্যে আমার জীবনের প্রথম বারের মত আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখের দিকে তাকাই। যখন আমার চোখ মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখের দিকে তাকাল, তারপর তারা স্থায়ী হয়ে গেল। এবং আমি দূরে তাকাতে পারিনি। আমি অনুভব করি, মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখকে আল্লাহ্ তার সকল নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এটা ছিল আমার জন্য একটি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। আমি আমার স্বপ্নে অনেক নবী রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু আমি শুধু সুলেমান (আঃ) এর চেহারা দেখেছি। এছাড়াও আমি হযরত ঈসা (আঃ)কে আমার স্বপ্নে অনেক বার দেখেছি। এক স্বপ্নে আমি ঈসা (আঃ)কে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, তারপর ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে আসে এবং আমি কিছু লোকদের সাথে ঈসা (আঃ) এর কাছে যাই, এবং তারপর আমরা ঈসা (আঃ) এর সাথে বসবাস করা শুরু করি। এবং কিছু স্বপ্নে দেখি যে, যখন সারা পৃথিবী শান্তিতে ভরে যায়, তার কয়েক বছর পর দাজ্জাল বের হয়ে আসে। এবং দাজ্জাল দুনিয়ার শান্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। ১৯৯৩ সালে আমি আমার স্বপ্নগুলো গুরুত্তের সাথে একটি ডায়েরিতে লিখা শুরু করি যে, আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ)কে কবে ও কতবার আমার স্বপ্নে দেখেছি এবং তাদের সাথে কী কী কথা হয়েছিল, কিন্তু কয়েক বছর আগে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মালামাল স্থানান্তরের সময় এটা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ)কে নিয়ে দেখা আমার এই স্বপ্নগুলোর সংখ্যা ১২০০ এর বেশি। এগুলোর মধ্যে অনেক স্বপ্ন আমার এখনো মনে আছে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের একটি স্বপ্নে আমি দেখি আল্লাহ্ বলেছেন- "কাসীম, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা বিশ্বাস করবেনা যে, তোমার স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ সত্য এবং সবকিছু সঠিকভাবে ঘটতে যাচ্ছে, যেভাবে আমি তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে বলেছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন করবনা। এবং তারা একই অবস্থায় থাকবে এবং আমি তাদেরকে প্রত্যেকটি দিক থেকে সংকুচিত করব।" ২০১৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন- "কাসীম, মুসলমানরা কি তোমাকে বিশ্বাস করে?" আমি আল্লাহ্কে বললাম- "না, শুধুমাত্র কিছু মানুষ, তাদের ছাড়া আর কেউ করেনি।" তারপর আল্লাহ্ বলেন- "কাসীম, যদি তারা তোমাকে বিশ্বাস না করে, তবে আমি তাদেরকে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকি দিব এবং আমি তাদেরকে পরস্পরের সাথে

যুদ্ধ করাব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে বিশ্বাস না করবে, তারা এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।'' তারপর আমি দেখি যে, মুসলমানরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং বাকি মুসলমানরা এখন খুব তীব্র হয়ে উঠেছে যে, এখন কী হবে এবং তারা কীভাবে যুদ্ধ থামাবে? এবং তারপর ঐ লোকগুলো, যারা আমার স্বপ্নগুলো সম্পর্কে জানে কিন্তু তারা এতে বিশ্বাস করেনা (বড় মানুষগুলো সহ) এবং ঐ লোকগুলো, যারা আমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করা হতে অন্যদেরকে বাঁধা দিত। তারপর তারা আমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করল এবং আমার স্বপ্নগুলোকে অন্যদের সাথে বলল। এবং তারপর এই খবর সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে গেল। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের স্বপ্নে মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বলেন- ''কাসীম, আমার ছেলে, তোমার আশা হারাবে না। তুমি তোমার ভাগ্যের খুব নিকটে, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করছেন। আমার ছেলে, শুধু অল্প একটু অপেক্ষা কর।'' আল্লাহ্ আমাকে অনেক স্বপ্নে এমন বলেছেন- ''কাসীম, একদিন আমি তোমাকে সাহায্য করব এবং তোমাকে সাফল্য দিব এবং আমি আমার সকল প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করব, এমনকি যদি শুধুমাত্র একদিনও কিয়ামত থেকে বাকি থাকে। এবং সমগ্র বিশ্ব তোমার সাফল্য দেখবে।'' কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বলেননি কখন সেই দিন আসবে। এবং আমি আল্লাহর জন্য গত ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছি এবং এখনো আমি আল্লাহর জন্য অপেক্ষা করছি। গত ২৩ বছরে আমি আমার আশা হারাইনি এবং আমি জানিনা, কখন বা কীভাবে আমি আমার ভাগ্যে পৌঁছাব। অনেক মানুষ আমাকে বলেছিলেন, আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ বা এটা শয়তান, যার কারণে আপনি এসব স্বপ্নগুলো দেখছেন। আমি অনেক লোকের কাছে এটা নিশ্চিত করেছি, আমি মানসিকভাবে অসুস্থ নই এবং এটা শয়তান নয়। আমি আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ)কে বিশ্বাস করি এবং তারা আমার স্বপ্নে আসছেন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেন- ''কাসীম, তুমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর শেষ উম্মত হিসেবে এই পৃথিবীতে মারা যাবে।'' তার মানে হল, ''আমার মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে আর কোন মুসলমান অবশিষ্ট থাকবেনা, কিন্তু শুধু খারাপ মানুষ থাকবে এবং তাদের উপর কিয়ামত নাযিল হবে।'' বহুবছর আগে এক স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন- ''কাসীম, ঘুমানোর আগে 'শেষ ৩ কুল মানে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস' পড় এবং তারপর ঘুমাও, তাহলে শয়তান তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে।'' এবং গত বহুবছর ধরে আমি এই কাজ করছি।

(মোহাম্মাদ কাসীমের প্রথম রহমানী স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৯৮০ বা ১৯৮১ সালে, ৪ বা ৫ বছর বয়সে প্রথম এই রহমানী স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। ৫ বছর বয়সে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করি। এবং যখন আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি তখন স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি। তাই আমি ধারণা করেছি ৪ বা ৫ বছর বয়সে প্রথম আমি রহমানী স্বপ্নটা দেখি। ছোটবেলায় গ্যাস বেলুনের প্রতি আমার অনেক আগ্রহ ছিল। এবং আমি সেগুলো কিনতাম ও আকাশে ছেড়ে দিতাম। এই স্বপ্নে আমি বাড়িতে ছিলাম এবং বড় ভাই জাবেদ বাহির থেকে এসে আমাকে বলল, বেলুনওয়ালা এসেছে, সে চলে যাওয়ার আগে তুমি তোমার বেলুন কিন, না হলে তুমি কান্নাকাটি শুরু করবা। আমি আম্মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাহিরে গেলাম এবং বেলুনওয়ালাকে একটা গ্যাস বেলুন দিতে বললাম। বেলুনে গ্যাস ভরার সময় বেলুনওয়ালা আমাকে বলল, কাসীম, তুমি কি জানো? তোমাদের বাড়ির ছাঁদে একটি সিঁড়ি আছে যা সরাসরি আকাশে চলে যাচ্ছে। আমি খুব অবাক হলাম এবং একটু উত্তেজনা অনুভব করলাম, কারণ আমি জানতে চাইতাম যে, বেলুনগুলো হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর আকাশে কোথায় যায়? এটা দেখার জন্য আমি দৌঁড়াইয়া আমাদের ঘড়ের ছাঁদে গেলাম, আমি এত বেশি উত্তেজিত ছিলাম যে, আমি বেলুন নিতে ভুলে গেলাম। আমি যখন ছাঁদে গেলাম তখন সত্যিই সেখানে সিঁড়ি দেখতে পেলাম। লাল রঙের ইটের তৈরী, মোগল স্থাপতের মত দেখতে, চক্রাকারে আকাশের দিকে উঠে গেছে। আমি সিঁড়ি দেখে খুব খুশি হলাম। এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা শুরু করলাম। অনেক উপরে উঠে নিচে তাকালাম, ঘরবাড়ী খুব ছোট মনে হয়েছিল। এইগুলো দেখে আমি বেশ খুশি হলাম। এবং আমার খুশি বাড়তে থাকল, যেন তা শেষ হবার নয়। আমি আরো উপরে উঠলাম এবং মেঘ দেখতে পারলাম এবার আরো বেশী খুশি হলাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল, আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে নিচে নামতে পারবনা এবং আম্মা আমাকে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে যাবে। তারপর আমি বললাম আমি ক্লান্ত হইনি, ক্লান্ত হলে আমি নিচে নেমে যাব। এরপর আমি আরো উপরে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, এই সিঁড়ি সরাসরি মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছে। অত্যন্ত খুশি ও আনন্দে আমার শরীর ও মন শিহরিত হল। আমি সর্বশক্তি দিয়ে উপরে

উঠতে থাকলাম, যেন তাড়াতাড়ি মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়ে গেল।

(কিয়ামতে পৌঁছানো মহান বিচার দিবস)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, একটি সুন্দর স্বপ্ন ছিল যেটিতে আমি শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করতে চাই। আমি যখন সিঁড়ির স্বপ্ন দেখতাম, তখন আমি সবসময় ভাবতাম যে সেই স্বপ্নের পরবর্তী অংশটা দেখতে হবে। ঐসব সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর কী হবে? তারপর ২০০৫ সালে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি পৃথিবী বা মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং আমি নিজেকে ময়দানে হাশর (বিচারের দিন) এর মধ্যে পেয়েছি। এবং সেই মাটি ছিল খুবই বিশুদ্ধ এবং খুব পরিষ্কার এবং নোংরা বা খারাপ লাগছিল না। আকাশে মেঘ এবং হালকা বৃষ্টি এবং খুব সুন্দর আবহাওয়া ছিল। আর ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার মুখ দক্ষিণ দিকে। দৃশ্যটি এত সুন্দর ছিল যে আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা করতে লাগলাম যে আপনি এত দয়ালু যে আপনি এই আবহাওয়া তৈরি করেছেন। অতঃপর আমি পশ্চিম দিকে তাকালাম এবং দেখলাম যে, আল্লাহর আরশের সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজনের উচ্চতা প্রায় আল্লাহর আরশকে স্পর্শ করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির উচ্চতা এতটাই লম্বা যে সে প্রথম ব্যক্তির হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একজন লোক খুব লম্বা এবং একজন খাটো এবং আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে যে তার উচ্চতা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত? (আমি সর্বদা কামনা করেছি যে আমার আওয়াজ আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছায়) এবং তার মাথার কাপড়ে আরশ ঘষছিল। আল্লাহ্ ও তিনি সামান্য নড়াচড়া করছিলেন এবং তার কারণে আরশ কিছুটা নড়ছিল। এবং আমি বললাম যে "এই ব্যক্তি কত মহান যে আল্লাহর আরশ কাঁপছে।" এবং তারপর আমি নিজেকে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি সেই লম্বা ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করব এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে পৌঁছাব। আমি যখন জেগে উঠি তখন আমার একটি আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছিল এবং এটি কমপক্ষে এক মাস ধরে ছিল। তারপর আমি বুঝতে পারি যে লম্বা মানুষটি কেবল শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পারেন এবং খাটো মানুষটি

ইব্রাহিম (আঃ)। তারপর এক মাস পর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে স্বপ্নে বললেন যে, লম্বা ব্যক্তিটি ছিলেন শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাটো ব্যক্তিটি হলেন ইব্রাহিম (আঃ) এবং আপনি যেমনটি ভাবতেন তা ঠিক ছিল। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(কিয়ামতের পূর্বের ধারাবাহিক ঘটনা এবং বড় লক্ষণ সমূহ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩১ আগস্ট ২০২২ সালের এই স্বপ্নে আমি এমন কিছু লোকের মাঝখানে আছি যারা আমার কথা শুনছে এবং আমার স্বপ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত আসতে আর কত সময় বাকি আছে। আমি তাদের বলি, "যখন যুদ্ধ শুরু হবে, এগুলো সবই হবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের অংশ এবং গাজওয়াতুল হিন্দ যুদ্ধের অংশ। তারপর, এই যুদ্ধের পর, সেখানে শান্তির একটি সময় আসবে। এই যুদ্ধ চলবে প্রায় ৪ বছর, এবং এর পরে শান্তির যুগ হবে ৭ বছর। অতঃপর, এই সময়ের পর দাজ্জাল, নবী ঈসা (আঃ) এবং ইয়াজুজ মাজুজ আসবে। সুতরাং যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় ১১ বছর পর, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। আর ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বোঝায় যে, কিয়ামত (বিচারের দিন) খুবই সন্নিকটে এবং খুব বেশি সময় বাকি নেই। কিছু লোক যা দাবি করেছে এবং বলেছে যে, এই ঘটনাগুলি এখনো অনেক দূরে।" তখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই যুদ্ধে কত লোক মারা যাবে? তারপর আমি গাজওয়া ই হিন্দ এবং ৩য় বিশ্বযুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিই যে, "এই যুদ্ধে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ মারা যাবে। কিন্তু দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরো অনেক মানুষ মারা যাবে। প্রায় ২০০ বা ২৫০ কোটি মানুষ মারা যাবে এবং তাদের অধিকাংশই হবে মুসলমান।" স্বপ্ন শেষ হয়।

(কিয়ামতের ৪টি প্রধান লক্ষণ সম্পর্কে মোঃ কাসীমের স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি ১০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করেছিলেন এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন- "আমার ছেলে কাসীম, কিয়ামতের ঠিক আগে, ৪টি বড় লক্ষণ দেখা দেবে।" তারপর তিনি আমাকে বললেন- "আমার

ছেলে কাসীম, প্রথম বড় চিহ্ন হল তোমার চেহারা!" আমি এই খবরে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং নিজেকে একজন ধর্মীয় পণ্ডিতের সাথে কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরামর্শ করতে দেখেছি। আলেম আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কযুক্ত?" আমি তাকে বললাম, তিনি আমার পিতা এবং লোকেরা তাকে আবু আল কাসীম নামে ডাকত। অতঃপর দেখলাম ঐ আলেম আমার বিষয় নিয়ে লোকদের সাথে কথা বলছেন। তিনি আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, "কাসীম! প্রথম বড় নিদর্শন আল্লাহ্ ইতিমধ্যেই দেখিয়েছেন এবং অন্যটি সামনে আসবে।" ৩ বা ৪ সপ্তাহ পরে, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, "আগামী বছরগুলিতে দ্বিতীয় প্রধান চিহ্নটি প্রদর্শিত হবে, যা হল দাজ্জালের আবির্ভাব।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, শেষ ২টি প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে, ঈসা (আঃ) এর অবতরণ করা এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের দ্বারা ধ্বংস।" স্বপ্নের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, শেষ সময় খুব কাছাকাছি। আমি নিজেও ভাবতে পারিনা যে, আগামী বছরগুলোতে পৃথিবী শেষ হতে যাচ্ছে। আমি কখনই কাউকে আমার উপর বিশ্বাস করতে বলিনা বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর শেষ রসূল আমার রহমানী স্বপ্নের মাধ্যমে উম্মাহকে যা আদেশ করছেন তাতে বিশ্বাস করুন। আমি বিনীতভাবে আপনাকে এই স্বপ্নগুলি আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের ও সকলের সাথেই শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করছি।

(ক্ষুধার্ত এবং মুক্তির পথ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালের এই স্বপ্নে আমরা একটি বিশাল বিল্ডিংয়ের মধ্যে ছিলাম এবং যারা ভবনে দৌড়ে এসেছিল, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যা কাউকে পালিয়ে যেতে বাধা দেয়। আমি এই ব্যবস্থায় খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলাম এবং পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি বের হওয়ার কোন উপায় খুজে পেলাম না। তারপর এক স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ্ আমাকে বললেন, সেখানে বের হওয়ার একটি পথ আছে, এটার অনুসন্ধান কর এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমি অবিলম্বে অনুসন্ধান করা শুরু করলাম এবং আমি কয়েকজন

লোকের সাথে দেখা করলাম। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন এই ব্যবস্থা থেকে বের হওয়ার একটি উপায় আছে। আসুন, চলুন যাই এবং এটাকে খুজি। কিন্তু তারা বলল "তুমি কি পাগল?" কেউই এই ভবন থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি এবং এমনকি যদি তারা করেও, আমাদের কোন সূত্র নেই, কীভাবে? তাই আপনার সময় নষ্ট করবেন না এবং আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। কেন আপনি বাকি সবার মতই এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে বসবাস করছেন না? আমি আমার মনের মধ্যে বললাম, আপনি ক্রীতদাসের মত জীবিত থাকা মনে করছেন? আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলাম, তাই আমি আমার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলাম। আমি কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ খুঁজে পেলাম, যাদের অনেক অনুসারী ছিল। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, এখানে বের হওয়ার একটি উপায় আছে। তারা উত্তরে বলল, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, এটি একটি পাগল। তারা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল এবং ডাক্তার তাদেরকে বলল যে, তার হৃদয়ে একটি ত্রুটি আছে এবং ঐ বিষয়ে কোন চিকিৎসা নেই। এই দেখার পরে আমি চিন্তিত হয়ে ওঠি। কেউ আমাকে শোনেনি এবং আল্লাহ্ এখনো আমাকে সাহায্য করেননি। আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম, তাই আমি চলে আসি। আমি একের পর এক কয়েকটি হল অতিক্রম করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি একটি স্থানে পৌঁছাই। সেখানে, যেখানে সূর্যের আলো ছিল এবং সেই আলো এক বা দুইজনের মধ্যে জ্বলছিল। তারা আমার দিকে তাকাল এবং তাদের একজন বলল, "দেখ, তার সোয়েটার কত সুন্দর।" আমি আমার সোয়েটারের দিকে তাকালাম এবং আমি বিস্মিত হলাম। চিন্তা করছিলাম, আমি আগে কখন এই সোয়েটার পরিধান করেছিলাম? এটা প্রকৃতপক্ষে আশ্চর্যজনক রঙের একটি খুব সুন্দর সোয়েটার ছিল। আমি বুঝতে পারিনি, তাই আমি সূর্যলোকের উৎসের দিকে হাঁটতে থাকলাম। একটি লোক বলল, "যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে খাবার এবং টাকা বিতরণ করবে।" আমি তাদেরকে উপেক্ষা করি এবং আলোর উৎসে গিয়েছিলাম। এটা ছিল দেয়ালের মধ্যে একটি ছোট ছিদ্র, যেখান থেকে সূর্যের আলো আসছিল। আমি খুশি হয়ে ওঠি। কিন্তু বললাম, এই গর্তটি আমার পক্ষে পালাবার জন্য যথেষ্ট বড় নয়। আমি আমার হাত আটকেছি দেখতে, যদি আমি এটা বড় করতে পারি এবং তা একটু করে প্রসারিত হয়। তাই আমি উভয় হাত এবং আমার মাথা ঢোকাই এবং আমি

উঠতে সক্ষম ছিলাম। আল্লাহর সাহায্য এসেছে তা জানতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার বাড়ি পেয়েছি, আমার বাড়ির মধ্যে সেখানে খাঁচার ভিতরে অনেক পাখি ছিল। এবং তারা ক্ষুধার্ত ছিল এবং জোরে জোরে চিৎকার করছিল। তারপর আমি ভাবলাম, কীভাবে আমি তাদেরকে খাওয়াব যেহেতু আমার সাথে তাদেরকে খাওয়ানোর কিছুই নেই। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে গেলাম, তাই আমি আমার হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে চেপে ধরলাম এবং খাদ্য শস্য অনুভব করলাম। আমি শস্য ঢেলে দিলাম পাখিদের এক পাত্রের মধ্যে যতক্ষণ না তা পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমার হাতও অবশিষ্ট শস্য দিয়ে ভরা ছিল এবং আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। চিন্তা করছিলাম, "এই শস্য কোথায় থেকে আসছে?" তারপর, আমি সামান্য পরিমাণে প্রত্যেক পাখিকে দিলাম, আমার হাতে শস্য ভক্ষণকারী পাখি ভয়ে দৌড়াতে পারে। কিন্তু তারা তা করেনি, এবং তারপর আমি তাদেরকে পানি দিয়েছি এটার মতই এবং তারা সবাই খাচ্ছিল। আমি এইসব করার পর অনেক ক্লান্ত হয়ে ওঠি এবং নিজেকে বলেছিলাম, এটা কত কঠিন কাজ। আমি তাদের খাঁচার দরজা খুলেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, সকালে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের জীবিকা সন্ধান করতে এবং সন্ধ্যায় তাদের খাঁচায় ফিরে আসতে এবং তাদের খাঁচাগুলিকেও পরিষ্কার রাখতে। তারা সবাই একমত হল এবং বলল, "যা কিছুই আপনি আদেশ করেন আমরা তাই পালন করব।" আমি বিস্মিত হলাম। ভাবছিলাম, কি ধরনের পাখি তারা, যে, তারা আমার সাথে কথা বলতে সক্ষম। তারপর সেই পাখিগুলো, কী আমি তাদেরকে করতে বলেছিলাম ঠিক তাই করেছিল এবং তাদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত বেড়ে যায়। এবং আমি বললাম যে, আমি এই পাখিগুলো বিল্ডিংয়ের ধনী লোকদের কাছে বিক্রি করব এবং সম্পদ অর্জন এবং বিল্ডিংয়ের লোকদেরকে প্রভাবিত করার জন্য আমাকে অন্য কিছুও করতে হবে। এবং আমি তাদেরকে অতিক্রম করব, তাহলে তাদেরকে আমার শর্তাবলী গ্রহণ করতে হবে। আমি মনে করি, কীভাবে বিল্ডিংয়ের মধ্যে তাদের শক্তির একটি উৎসের অভাব। তাই আমি বিদ্যুৎ তৈরির জন্য একটি নতুন জেনারেটর আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। তারপর আল্লাহর রহমত দ্বারা আমার সামনে একটি শক্তিশালী ও নতুন জেনারেটর হাজির হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, আমি কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করেছি এবং আল্লাহ্ তা বাস্তবে পরিণত করেছেন। তারপর আমি সেই

ভবনটির লোকদেরকে বলেছিলাম যে, আমি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি খুব সহজ ও নতুন সূত্র আবিষ্কার করেছি। তারপর সেই লোকগুলো তাদের সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠাল এবং তারা জেনারেটর দ্বারা বিস্মিত হল এবং তারা অনুরূপ একটি সূত্র তৈরি করতে অনুরোধ করল। জনগণকে মুক্ত করার জন্য আমার সম্পদ দরকার। তাই আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনাকে এটি বিনামূল্যে দিব? তারপর আমি পাখি এবং সূত্র বিক্রি করে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছি। আমি মালিকদেরকে টাকা দিয়ে বিল্ডিং থেকে অনেক মানুষ মুক্ত করেছি এবং আমি জনগণের মধ্যে টাকা বিতরণ করেছি এবং তাদেরকে খাদ্য দিয়েছিলাম, সেইসাথে বাস করার জন্য একটি জায়গা। ভবনটিতে এখনো অনেক লোক ছিল এবং আমি বিতর্কিত ছিলাম, আমি কি, বাকি খাবার এবং টাকা তাদের সকলকে দিয়ে দিব কিনা। আমি জানি, যদি টাকা শেষ হয় আমি লজ্জা বোধ করব এবং আমি অন্যদেরকে বাঁচাতে এবং তাদেরকে বিতরণ করতে পারবনা। এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বললেন যে, "ঐ লোকগুলো, যারা আল্লাহর করুণা থেকে হতাশ হয় না এবং ধৈর্যশীল হয়ে থাকে, তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে এমন একটি পুরস্কার দেয় এবং আল্লাহর ভাণ্ডার বিতরণের দ্বারা শেষ হয় না। পরিবর্তে, তারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।" স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(কিয়ামতের আগের শেষ দিনটি ছিল)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ডিসেম্বর মাস ২০১৬ সালে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি। এটি ছিল কিয়ামতের আগের শেষ দিনটি এবং আমি একটি বিল্ডিং দেখেছিলাম যেটাতে আমাকে আরোহণ করতে হয়েছিল। বিল্ডিংটির উপরে পৌঁছানোর জন্য আমার কাছে কোন সরঞ্জাম ছিল না এবং লোকজনেরা আমাকে নিয়ে মজা করছিল। বলছিল যে, সে কেবল তার সময় নষ্ট করতেছে। তারপর আমি দেখলাম বিল্ডিংটির একটি দেওয়াল থেকে কিছু ইট বেড়িয়ে আছে যা ধরে আমি উপরে উঠে যেতে পারব। আমি ইটে আরোহণ করা শুরু করলাম যেটি আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু আমি আমার আশা হারাইনি। আমি উপরে উঠতে থাকলাম এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে বললাম যে, তুমি কেন এটি আমার জন্য এতো কঠিন

করেছ? তারপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যে আমি অবশেষে বিল্ডিংটির শীর্ষে পৌঁছলাম। তখন মুসলমানরা আমাকে বলছিল, আমরা আপনার ভাই এবং আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করলাম যে, আমার যখন আপনার সাহায্যের দরকার ছিল তখন আপনি আমাকে নিয়ে হাসতেন এবং তারপর যখন আপনি দেখলেন আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন, তখন আপনি আপনার মন পরিবর্তন করেছেন এবং এখন আপনি আমাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছেন যে আপনি সত্যিই মুসলিম, বরং আপনি খারাপ মানুষ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, একমাত্র তিনিই আমাকে সাফল্য দিয়েছেন, তাই এটাই ভাল যে আমি ভবিষ্যতেও তার উপরই নির্ভর করি। স্বপ্ন শেষ হয়।

(কিয়ামতের পূর্বের শেষ দিন - একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেখানে এটি শেষ দিন ছিল, কিয়ামত (বিচারের দিন) এর আগে। প্রত্যেকবার আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তার দয়ার মাধ্যমে একটা দিন করে এটিকে প্রসারিত করতেন। এটার কারণ ছিল, তিনি (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) যে কাজ দিয়েছিলেন তা মোহাম্মাদ কাসীম শেষ করতে না পারার কারণে। কাসীম এর কিয়ামত সংক্রান্ত প্রথম স্বপ্ন ছিল ১৯৯৮ সালে। কাসীম বলেন, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলাম, যখন তিনি তার সিংহাসন এ ছিলেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে বলেছিলেন, "কাসীম সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে তোমার সব কাজ শেষ কর। তাহলে আমি কিয়ামত সংঘটিত করতে পারব।" আমি বললাম ঠিক আছে এবং বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমি একটি মেয়েকে আমার পথে দেখলাম এবং আমি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইলাম। আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করা শুরু করলাম এবং আমি পুরোপুরিভাবে ভুলে গেলাম, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) ৬ টায় কিয়ামত সংঘটিত করবেন। মেয়েটি খুব দ্রুত হাঁটছিল। আমি তার সাথে চলতে পারিনি। সেখানে অনেক বাধা এবং বিশাল জনতার ভীড় ছিল এবং আমার গতি ধীর করে দিল। যখন সে আমার দর্শনের বাইরে চলে গেল আমি তাকে খুঁজতে থাকলাম। যখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি তখন রাত ৮টা। আমি খুবই হতাশ হলাম। আমি আতংকিত হলাম এবং আমার মাথায় হাত রেখে বসে

পড়লাম। ভাবছিলাম আমার সাথে কি ঘটল! আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে শুধু একটা সুযোগ দিলেন আর আমি সেটাই নষ্ট করলাম। তারপর আমি অবাক হয়েছিলাম যে, কীভাবে আমি এখনো বেঁচে আছি এবং সন্ধ্যা ৬টা পার হয়ে গেছে। আমি ঐ জায়গায় ফিরে যাই যেখানে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়াতায়ালা)র সাথে কথা বলেছিলাম। আমি পুরোপুরি ভয়ে পরিপূর্ণ। আমি ভীত কন্ঠে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)কে জিজ্ঞেস করলাম, "ওহ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)! কেন আপনি এখনো কিয়ামত সংঘটিত করেননি?" তারপর আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) খুবই কোমল এবং নম্রতায় জবাব দিলেন, "কাসীম, তুমি আমাকে বলনি যে, তুমি তোমার কাজ শেষ করেছ কিনা?" "তাই আমি কিয়ামত সংঘটিত করিনি "আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়াতায়ালা)র দয়া দেখার পরে আমি স্বচ্ছন্দে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)কে বলেছিলাম, "কীভাবে আমি একটি মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম।" "আমি আমার সমস্ত সময় তার পিছনে নষ্ট করেছিলাম।" এমনকি পরিশেষে, আমি তাকে পাইনি। "আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বললেন, "সমস্যা নেই, কাসীম। তোমার জন্য আমি কিয়ামতের আগের দিন বাড়িয়ে দিলাম। তুমি অবশ্যই খুব ক্লান্ত এবং তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত এবং বিশ্রাম নেয়া উচিত। তারপর তোমার পছন্দমত যেকোন একটা দিনে কাজ শেষ কর। তারপর যখন তুমি কাজ শেষ করতে পারবে তখন আমাকে বল তাহলে আমি কিয়ামত ঘটাতে পারব।" আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম। আমি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)কে অন্তর থেকে বললাম, "আজ আপনি আমার উপর খুব বড় অনুগ্রহ করলেন।" এখন থেকে আমি শুধু আপনার উপরই নির্ভর করব। আমি বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে ছিলাম এবং সকাল ৭টায় উঠেছিলাম। আমি গোছল করে নতুন পোশাক পড়েছিলাম এবং আমার কাজ শুরু করেছিলাম। আমার একটি কাজ ছিল পৃথিবী থেকে অন্ধকার দূরীভূত করা। আমি আমার সব কাজ সকাল ১০টা অথবা ১১টার মধ্যে শেষ করেছিলাম। আমি নিজেকে বলছিলাম, বিকেল ৫টায় আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)কে আমার কাজ শেষ হওয়ার কথা বলব। কিন্তু এখনকার জন্য সবকিছু শান্তিপূর্ণ ছিল। আমি এবং প্রত্যেকে আমরা উপভোগ করছিলাম এবং আমরা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র দয়ায় খাচ্ছিলাম। বিকেল ৫টায় আমি সেই জায়গায় যাই, যেখানে আমি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র সাথে কথা বলেছিলাম। আমি

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)কে বলেছিলাম, "আপনার সাহায্যে আমি আমার কাজ শেষ করেছি যেগুলো আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।" তারপর আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বললেন, "ঠিক আছে কাসীম, আমি এখন কিয়ামত সংঘটিত করব।" আমি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)কে বললাম, "আপনি গতকাল কিয়ামত সংঘটিত করেননি আমার কারণে।" "এর মানে কি আপনি মানুষের জীবদ্দশা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।" আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে বললেন, "শুধু বাড়াইনি, তাদের জীবদ্দশা বাড়ালাম এবং আমি তাদের বিধানও বাড়ালাম। এই একই জিনিস আমার বাস্তব জীবনে ঘটেছিল। অক্টোবর ২০১৩, একটা সময় যখন আমি আমার জীবনকে অপচয় করেছিলাম। এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার সময় আর কখনো ফিরে আসবেনা। তারপর আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে ডিসেম্বর ২০১৩ সালের এক স্বপ্নে বলেন, "কাসীম তোমাকে নিয়ে আমার খুব বিশেষ কিছু পরিকল্পনা আছে, এখনকার জন্য তুমি বিশ্রাম নাও। এবং তারপর আমি তোমাকে বলব পরবর্তীতে কী করতে হবে।" তারপর এপ্রিল ২০১৪ সালে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে প্রথমবার বলেন, "কাসীম, তোমার স্বপ্নগুলো পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দাও, আমি সবাইকে জানাতে চাই যে, তুমি কে?" স্বপ্ন শেষ হয়।

(নিজ অক্ষের বাহিরে গেল পৃথিবী)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০০৪ বা ২০০৫ সালের স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম, আমি নিশ্চিত নই যে আমি কোনও বইয়ে পড়েছি বা শুনেছি যে একজন মহামানব ১৪০০ বছর আগে মারা গেছেন এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একটি বড় তাঁরা সৌরজগতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এবং এটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে যাবে যেন এটি সূর্যের সাথে সংঘর্ষ করতে চলেছে। তবে এটি তার দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু যখন এটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবে এবং তার প্রভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ্ পৃথিবীকে ফিরিয়ে আনবেন এটি আগে যেমন ছিল এবং এটিকে আবার অক্ষরেখায় ফিরিয়ে আনবেন। তারপরে নাসা থেকে খবর এল যে একটি বড় তাঁরা আসছে যা সূর্যের সাথে সংঘর্ষ করবে এবং সৌরজগত ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবে আমি বললাম, না, এটি সংঘর্ষ হবেনা। এটি সংঘর্ষ করবেনা, তবে পৃথিবী প্রভাবিত হবে। এবং সেই তাঁরা তার দিক পরিবর্তন করে তারপরে সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেই সময় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ এই পৃথিবীটি ধ্বংস হয়ে যাবে সে বিষয়ে অবহেলা করছে। এবং বিজ্ঞানী আরও বলেছিলেন যে এটি যতদিন বেঁচে থাকে তা বেঁচে থাকুক। তবে আমি বলেছিলাম, না, এটি এর অক্ষে থাকবে এবং এটি স্থির হবে। তারপরে আমি ঘুমাই এবং সেই স্বপ্নে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন যে "আপনি (কাসীম) পৃথিবীকে তার অক্ষরে ফিরিয়ে আনুন এবং আমি আপনাকে সাহায্য করব।" এবং আমি অবাক হয়ে জেগে উঠলাম। এটি বিজ্ঞানীরা না পারলে আমি কীভাবে এটি ঠিক করব? এবং তাদের কাছে সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে! তারপরে আমি বাইরে গিয়ে দেখি যে, পৃথিবী সূর্যের কাছাকাছি। এবং আমি চাঁদের সন্ধান করি কিন্তু এটি খুঁজে পাইনা। এবং তারপরে যখন আমি একটি মেশিনে মহাশূন্যে যাই। তখন আমি দেখলাম যে চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে। আর এই কারণেই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে। তখন আমি দেখেছি যে যদি চাঁদ মানুষের মাঝে না থাকে তবে তারা পুড়ে যেত এবং পৃথিবীও পুড়ে যেত। তখন আমি বলেছিলাম যে আমি কীভাবে চাঁদ এবং পৃথিবীকে সরিয়ে নিতে পারি। তারপরে আমি পৃথিবীতে ফিরে আসি এবং কিছু লোক আছে যারা বলে। "কাসীম তুমি কিছু কর" এবং আমি বলেছিলাম যে "আল্লাহর ইচ্ছায় চাঁদ ও পৃথিবী তাদের অক্ষে ফিরে যাবে। তখন লোকেরা দেখল যে এটি তাদের সামনে ঘটেছিল। তারপরে প্রত্যেকে এটি দেখতে পায় এবং তারা খুশি হয়। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইসলামের ৩টি মিনার)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২২ জানুয়ারি ২০১৭ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখি প্রতিটি দেশের নিজস্ব ভবন আছে। দেশ যত বড় তার ভবন তত বড়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ভবন ছিল এবং রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ভবন ছিল। মুসলিম দেশগুলোতে ইমারতের পরিবর্তে সাদা মিনার রয়েছে এবং আমি তাদের মাত্র তিনটি দেখেছি। দুটি মিনার কাছাকাছি ছিল কিন্তু তৃতীয়টি ছিল অনেক দূরে। প্রথম মিনারটিতে তুরস্কের পতাকা ছিল এবং তা অন্য দুটির চেয়ে বড় ছিল। এর পাশের একটিতে

সৌদি আরবের পতাকা এবং অনেক দূরে পাকিস্তানের পতাকা ছিল। তৃতীয় মিনারের পাশাপাশি দুটি ভবনে চীন ও ভারতের পতাকা ছিল। তারপর দেখলাম অমুসলিম নেতারা একটা পরিকল্পনা করছে। তারা একে অপরকে বলেছিল যে, "আমাদেরই সবচেয়ে ভাল ভবন এবং আমরা স্বাধীনতা দেই। কিন্তু মুসলমানদের মিনার আছে এবং তারা আল্লাহ্ নামের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এবং তারা আমাদের প্রভুর উপাসনা করেনা, এই মিনারগুলি বিশ্বের শান্তি এবং সৌন্দর্য ধ্বংস করছে। সুতরাং আমরা যদি এই তিনটি মিনার ধ্বংস করি তাহলে আমাদের বিল্ডিং থাকবে। আর তখন ইসলাম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে পুরো বিশ্ব একই পৃষ্ঠায় থাকবে। আর মুসলমানরা আমাদের প্রভুকে মেনে নেবে। আর না হলে আমরা তাদের মেরে ফেলব এবং আমরা সমগ্র বিশ্বকে শাসন করব এবং আমরা যা চাই তাই করব।" এই বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা শুনে আমি বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তারপর দেখলাম তারা তুরস্কের মিনার ধ্বংস করছে। গোড়া থেকে ওপরে পড়তে থাকে। আর তুরস্কের মানুষও জানত না। তুরস্কের ঠিক পাশেই ছিল রাশিয়ার ভবন। যখন তারা তুরস্ককে পড়ে যেতে দেখে, তারা তাদের দড়ি দিয়ে ধরে এটিকে বাঁচায়। তারা এটা করেছে শুধুমাত্র কারণ তারা ব্যক্তিগত লাভ দেখেছে এবং তুরস্কের কেউ তাদের মিনার বাঁচাতে কিছু করেনি। তখন অশুভ শক্তি রাশিয়ার দড়ি ভাঙতে থাকে। তারপর দ্বিতীয় মিনারের দিকে অগ্রসর হয়। এত ধাক্কায় আমি মনে মনে বললাম, অশুভ শক্তি তাদের পরিকল্পনায় এত কাজ করে। আর আমরা মুসলিমরা এখনো গভীর ঘুমে রয়েছি। আমরা তিনটি মিনার বাঁচাতে কিছু করছি না। এবং আমরা ইসলামকে বাঁচাতেও কিছু করছি না। আর যদি প্রথম মিনার ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে দ্বিতীয়টিও নিরাপদ হবেনা। তারপর তৃতীয় মিনার একা হয়ে যাবে। তাহলে তৃতীয় মিনার কিভাবে শত শত দালানের সাথে একা একা লড়াই করতে পারে। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(৩ ভাইয়ের ইসলাম ধ্বংসের পরিকল্পনা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি হোয়াইট হাউসের মধ্যে আছি। আমি হোয়াইট হাউসটাকে দেখতে থাকি ও দেখি যে, এটা অনেক ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবং তারপর আমি একটি হলে

যাই ও সেখানে একটি দরজা ছিল। আমি ঐ দরজাটা অতিক্রম করি ও সেখানে ২ জন লোক কথা বলতেছিল। এক লোক অন্য জনের কাছে ভিক্ষা চাইল, তাকে যেন তার ছোট ভাই করা হয়। এবং বলছিল যে, আমি আপনার প্রতিটি আদেশ মেনে চলব, এবং আপনি যা ই বলেন না কেন আমি সবই করব। এবং এই যে দেখুন, আমি একই রকমের ধ্বংস কাশ্মীরে ছড়িয়ে দিচ্ছি, যেমন ইসরায়েল ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে দিচ্ছে আপনাকে খুশি করার জন্য। এবং এটি শুনে অন্য ব্যক্তিটি খুবই খুশি হয়ে উঠল এবং বলল যে, আজ থেকে আপনি আমার ছোট ভাই, এবং আমরা এখন থেকে এক সাথে এই কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকব। এবং ঐ ব্যক্তিটি খুবই খুশি হয়ে বলল, আমি আমার বড় ভাইকে অভিযোগ করার আর প্রয়োজন হবেনা। এই দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই লোকগুলো কারা, যারা ভাই হয়ে গেছে? এবং তারপর বড় ভাই রুম থেকে বেরিয়ে এল এবং অন্যদিকে গেল। এবং আমি রুমে প্রবেশ করি ও দেখি যে, এটা ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি সত্যিই খুশি ছিলেন, কারণ তার মনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এবং আমিও অনেক অবাক হলাম যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোয়াইট হাউসে পৌঁছে গেছে এবং সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ছোট ভাই হয়ে গেছে। এবং এখন তারা একসাথে ধ্বংস ছড়াবে, এবং তারপর আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে যাই। তিনি অন্য রুমে চলে গিয়েছিলেন ও সেখানে তিনি অন্য কারো সাথে কথা বলছিলেন এবং সে বলল, আমরা একটা ছোট ভাই খুজে পেয়েছি, আমরা তাকে যা বলব সে তাই করবে, এবং তিনিই আমাকে এই কাজ সম্পর্কে বলেছেন ও তিনি এটা করেছেন। সে সঠিকভাবে আপনারই পথ অনুসরণ করছে। এবং এই শুনে সে খুব খুশি হয়ে উঠে এবং বলল, সেই দিন বেশি দূরে নয় যে দিন আমরা পুরো পৃথিবী শাসন করব। সে বলল, আমাকে তার সাথেও সাক্ষাৎ করান। তারপর তারা উভয়ে রুম থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যার সাথে কথা বলতেছিলেন তিনি ছিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তারপর তারা উভয়ে হলে গেলেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে আনলেন এবং বললেন যে, বেরিয়ে আসেন, এখন আপনার আর কারো কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। এখন আমরা এক সঙ্গে আমাদের মিশন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং তারপর তারা এটার জন্য প্রতিজ্ঞা করল এবং তারা বলেন যে, এখন আমরা মুসলমানদের চূর্ণ করতে থাকব। এইসব দেখে আমি বললাম যে, মুসলমানরা ঘুমাচ্ছে এবং কাফেররা দিনরাত তাদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে।

তাদের সবাই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং মুসলমানদের জন্য খারাপ সময় আসতে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানীরা এখন খুব কষ্ট পাবে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩ মার্চ ২০১৭ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে, তুর্কী অধঃপতিত হয় ও তুর্কীতে ধ্বংস শুরু হয়। তারপর ইসরায়েল সত্যিই সক্রিয় হয়ে উঠে। ইসরায়েল ফিলিস্তিন এলাকায় তার অপারেশন বৃদ্ধি করে, এবং এতে দাজ্জালের জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এবং মুসলমানরা প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা। ইসরায়েল অন্যান্য কিছু দলের সঙ্গে জোট গঠন করে এবং তাছাড়াও সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। যখন রাশিয়া এই ব্যাপারে জানতে পারল, তখন তারাও এইসব এলাকায় অন্যান্য দলের সাথে জোট গঠন করে। তারপর হঠাৎ করে আমেরিকা প্রকাশ্যে লাফ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আশে এবং ইসরায়েল ও অন্যান্য জোটের সাথে সাক্ষাৎ করে। এবং রাশিয়ার দলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। এসব দেখার পর রাশিয়াও লাফ দেয় এবং তার মিত্ররা সমর্থন করে। এবং এইভাবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এবং যুদ্ধের ময়দান হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, যার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে খারাপ ধ্বংস শুরু হয় ও এই যুদ্ধ বাড়তে থাকে। আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের মিত্রদের এই যুদ্ধের কারণে বৃহৎ পরিমাণ মুসলমানরা মরতে শুরু করে। এবং এই যুদ্ধ এত বেশি আতঙ্কজনক ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে যে, কেউ তাদের জন্য কিছুই করেনি। এই যুদ্ধ ধীরে ধীরে মিশর, সুদান, সৌদিআরব, কুয়েত, দুবাই, মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পরে। এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ইসরায়েলের মিত্ররা তা আরো বাড়িয়ে চলছে। কিছু মুসলিম দেশ আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে মিত্র হয়ে উঠে। উভয় পরাশক্তিই জমির অধিকাংশ নিতে চেয়েছিল। এবং ইতিমধ্যে যারা এই ক্ষেত্রগুলিতে ছিল তারাও দাড়িয়ে যায় এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অন্যদিকে পাকিস্তানের অগ্রগতি চলছে এবং এটি শক্তিশালী হতে থাকে। এবং ভারত মিত্র হয় আমেরিকা ও ইসরায়েলের যাতে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বরাবর থাকে। আমেরিকা, ইসরায়েল ও অন্যান্য মিত্ররা একসাথে পাকিস্তানের উপর হামলা চালায়। তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস

করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের শত্রুদের সংখ্যা ছিল মহান। কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করলেন "ব্ল্যাক ফাইটার জেট" বা কালো যুদ্ধ বিমান দ্বারা যার সংখ্যা ৩০০০ এর কাছাকাছি ছিল। তারপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয় এবং পাকিস্তান আল্লাহর সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হয়। এবং পাকিস্তান ভারতের সকল এলাকা দখল করে এবং বাংলাদেশ, আফগানিস্তানও পাকিস্তানের একটা অংশ হয়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়, কারণ পাকিস্তানের সকল শত্রুরা পরাজিত হয়। এরপর পাকিস্তান আল্লাহর সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যে লাফ দেয় ও উভয় পরাশক্তির সাথে লড়াই করে। পাকিস্তান ব্ল্যাক ফাইটার জেট দ্বারা হামলা করে এমন ভাবে যে, কেউ পাকিস্তানকে থামাতে পারেনা। এবং উভয় পরাশক্তিকে পরাজিত করার পর পাকিস্তান একাই বিশ্বে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি হয়ে উঠে। এবং এটি ফিরে মধ্যপ্রাচ্য, আরবদেশ, তুর্কী, মিশর, সুদানে। এবং এইসব এলাকা পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয় ও পাকিস্তান এই এলাকাগুলো পুনঃনির্মাণ শুরু করে। এবং নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রকৃত ইসলাম এইসব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে এবং যেখানে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল সেখানে শান্তি আসে। এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের নৃশংসতা এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর বার্তা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি ১৯ মে ২০২১ সালে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, এই স্বপ্নে আমি আল্লাহর কণ্ঠস্বর শুনেছি। এবং আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন, কাসীম, "আমার বাণী মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দাও।" মহিমান্বিত পালনকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা, তিনি রাগান্বিত সুরে কথা বলতে শুরু করলেন এবং আমি ভয় পেয়ে গেলাম। হে, মুসলমানরা তোমাদের সম্মান কোথায়! তোমাদের জনসংখ্যা ১৫০ কোটি থেকেও বেশি। কিন্তু এটাকে (ইসরায়েলকে) ধ্বংস করা তো দুরের কথা, হে মুসলমানরা, তোমরা তো ইসরায়েলকে যুদ্ধ বিরতি করতে রাজিও করাতে পারনি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ইসলামের ৩টি প্রধান দুর্গ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমার অনেক স্বপ্নের মধ্যে আমি ইসলামকে ৩টি খুব শক্তিশালী বিল্ডিংয়ের মত দেখেছি। এইগুলো দেখতে দুর্গের মত মনে হচ্ছিল। এই দুর্গগুলো ইসলামকে রক্ষা করছে। আল্লাহ্ আমাকে আমার স্বপ্নের মাধ্যমে এই ৩টা দুর্গ সম্পর্কে বলেছেন। আমার সত্যস্বপ্ন মতে, ১ম দুর্গ তুর্কী, ২য় দুর্গ সৌদিআরব ও ৩য় দুর্গ পাকিস্তান। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের স্বপ্নে আমি দেখি যে, মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বলেন, ইসলামের শেষ দুর্গ হল পাকিস্তান। এটা স্পষ্ট যে, ৩য় ও শেষটা হল পাকিস্তান। ২০১৪ সালের ৪ ডিসেম্বরের স্বপ্নে আমি দেখি যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখালেন ইসলামের ৩টা প্রধান দুর্গ আছে। আমি দেখলাম ৩টি দুর্গের ২টিকে দুষ্ট ইলুমিনাতি বাহিনী ধ্বংস করে ফেলেছে। তারা দেখল মুসলমানরা প্রতিরোধের সম্মুখীন না। মুসলমানরা উদ্বিগ্ন ছিল যখন দেখল যে, ১ম দুর্গ ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু তারা বাঁচাতে ব্যার্থ হল। এরপর মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল, যখন ২য় দুর্গটি দুষ্ট বাহিনী দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল, তারা বলল এতে ইসলামের বিধ্বংসী ক্ষতি হল। তারপর তারা ইসলামের ৩য় ও চূড়ান্ত দুর্গ পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হল। আমি আমাকে ইসলামের ৩য় ও চূড়ান্ত দুর্গে দেখতে পাই। আমি ৩টি দুর্গকে একটির পর একটি একই সারিতে দেখলাম এবং তার ২টি শত্রু ও অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমি খুব আতঙ্কিত ছিলাম এবং মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেউ মনোযোগ দেয়নি, তাই তারা ২টি দুর্গকে হারিয়েছে। তারপর আমি দেখলাম শুত্রুরা ইসলামের ৩য় ও শেষ দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। মুসলমানরা ভীতির সাথে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য দৌড়িয়ে চেষ্টা করছে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা লুকিয়ে থাক আর লড়াই কর তোমরা মারা যাবে। তারপর আমি ইসলাম রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ ও মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৩য় দুর্গে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন তার শক্তি দ্বারা ও শক্তিশালী ব্ল্যাক ফাইটার জেট দ্বারা। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা ইসলামের ৩য় ও শেষ দুর্গ পাকিস্তানকে সফলভাবে রক্ষা করল। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা পূর্ব থেকে সারা বিশ্বে সত্য ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করবে, সারা পৃথিবী শান্তি ও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ থাকবে দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত। আল্লাহ্ ইসলামের সকল দুর্গকে রক্ষা করুন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(সৌদি-প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমানের সম্ভাব্য মৃত্যু! শাসকের পুত্র অনুপস্থিত)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন ২০ জুন ২০১৭ সালে দেখেছিলাম। আমি এই স্বপ্নে একটি বড় প্রাসাদ দেখতে পাই। সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেই দেশের রাষ্ট্র প্রধানের দ্বারা। সেখানে আরো অনেক লোক আছে এবং আমি নিজেও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি। হঠাৎ কিছু ঘটে এবং কিছু লোক এই অনুষ্ঠানে এসে পড়ে, সেখানে গুলি করতে থাকে। বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ তাদের জীবন বাঁচাতে সব দিক থেকে দৌড়াতে শুরু করে। প্রাসাদের নিরাপত্তা প্রহরী ফিরে আসে এবং ঐ লোকদের থামায়। পরিস্থিতির যখন সামান্য উন্নতি হয়, তখন কেউ রাষ্ট্রের প্রধানের নাম বলে অভিহিত করে এবং বলে যে তার ছেলে মারা গেছে এবং এই সংবাদ পুরো প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ বলা শুরু করে যে, রাষ্ট্র প্রধানের ছেলে মারা গেছে কিন্তু কেউ তার মৃতদেহ খুঁজে পায় না। যখন রাষ্ট্রের প্রধান এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে জানতে আসে তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি তার পুত্রের মৃত্যুতে প্রতিশোধ নেবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে চান। তার পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু মানুষ ভবিষ্যতের পূর্বাভাস শুরু করে যে এখন পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটি একটি সাধারণ ঘটনা নয়। শাসক অপরাধীদের ঠিকানা খুঁজে বের করতে অনেক শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে, অনেক অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং এমনকি যদি সন্দেহের একটি ছায়াও হয় সেই এলাকা তার বাহিনী দ্বারা ধ্বংস করা হয়। পরিস্থিতি খারাপ এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনার কারণে অন্যান্য অনেক দেশ এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে পাকিস্তানও এই দুঃখজনক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইসব দেখে আমি নিজেকে বলেছিলাম এটা খুব খারাপ পরিস্থিতি এবং যদি এটা চলতে থাকে তাহলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাবে। পরিস্থিতি আরো ভাল করার জন্য আমি কিছুটা জায়গা ছেড়ে চলে যাই। যখন আমি সেখানে এসে যাই তখন আমি একটি মিনার তৈরি করা বিল্ডিং দেখি এবং আমি দেখতে পাই যে কিছু লোক সেখানে আছে। তারা এই ভবন থেকে বেরিয়ে আসে এবং হঠাৎ করে একদল মানুষ তাদের উপর গোলাগুলি করে। এই প্রতিক্রিয়ায় তারাও একই কাজ করে। আমি এক জায়গায় লুকিয়ে থাকি বন্দুকধারীদের গুলি বিনিময়ের কারণে প্রায় সব লোকই মারা যায়। আমি বেরিয়ে

আসি এবং নিজেকে বলি যে, এই ভবনে এমন কিছু আছে যা এই লোকেরা ইহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। একজন আহত মানুষ আমাকে বলেছে যে, এই ভবনের ভেতরে একজন মানুষ আছে, সেখানে যান এবং তাকে সাহায্য করেন কিছু লোক তাকে হত্যা করতে চায়। আমি ভবনের ভিতরে যাই এবং কিছু সময়ের জন্য ঘুরে বেড়ানোর পর বাড়ির উপরের তলায় পৌঁছাই এবং আমি সেখানে একজন আহত লোককে শায়িত অবস্থায় খুঁজে পাই। যখন আমি তার কাছে কিছুটা কাছাকাছি আসি, তখন আমি আশ্চর্য হই, তিনি রাষ্ট্র প্রধানের সেই পুত্র এবং তিনি বেঁচে আছেন। আমি নিজে ভাবলাম যে, মানুষ বলেছিল যে সে মারা গেছে আর সে বেঁচে আছে! কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম যে, লোকেরা ভাবছে তুমি মারা গেছ! কিন্তু তুমি বেঁচে আছ! সে আমাকে বলেছিল যে, কিছু লোক আমাকে অপহরণ করেছে কিন্তু অন্য কিছু লোক আমাকে খুঁজে পেয়েছে, এবং তারা আমাকে উদ্ধার করেছে এবং আমাকে এখানে এনেছে এবং তারপর আমি এখানে লুকিয়ে আছি। আমি নিজেকে বললাম, "সে জানেনা যে, যারা তার জীবন বাঁচিয়েছিল এবং এখানে এনেছে তারা এখন মারা গেছে।" আমি তাকে কিছু খাবার ও চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম, তখন স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

(প্রেসিডেন্ট এরদোগানের অটোমান সাম্রাজ্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে, তুর্কীর প্রেসিডেন্ট এরদোগান খুব বড় একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এবং তিনি তুর্কীর লোকজনকে বলছিলেন যে, আমরা আবার অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্য তৈরি করব এবং এইসব ক্ষমতা যা আমি অর্জন করেছি, এসব এটার একটি অংশ। এবং এইসব ক্ষমতা পাওয়ার পর আমরা মুসলমানদের হারানো অবস্থান ফিরে পাব। জনসভার ভাষণ শেষে, এরদোগান আবার তার আসনে বসলেন এবং তিনি অত্যন্ত গর্ভের সাথে হাসি দিলেন। এটা আমার অনুভুতি তৈরি করেছিল যে, এত শক্তি দিয়ে তিনি ইমাম মাহদী বলে দাবি করবেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তারপর আমি দেখি যে, খারাপ বাহিনীর বড় কিছু ব্যক্তিরা এইসব দেখে রাগান্বিত হন। তারা বলেন যে, এই লোকটা বিপদজনক, এইসব ক্ষমতা পাওয়ার পর সে যেকোনো কিছু করতে পারবে। এবং তার পরিকল্পনাও বিপদজনক এবং সে যদি

অটোমান সাম্রাজ্য পেয়ে যায় তবে এটা আরো বেশি বিপদজনক হবে। অন্য ব্যক্তিটি বলেন যে, তাকে যে কোন মূল্যে থামাতে হবে। তিনি ইতিমধ্যে তার মিশন শুরু করেছেন এবং তিনি সিরিয়াও অতিক্রম করেছেন। অন্য ব্যক্তিটি বললেন যে, তিনি মুসলমানদের একটি খুব শক্তিশালী নেতা হয়ে যাবেন। যাইহোক না কেন, এই ক্ষমতা পাওয়া থেকে তাকে আমাদের থামাতেই হবে। অন্যথায় সমস্যা আমাদের জন্যও তৈরি করা হবে এবং আমাদের মসীহের জন্য একটি পথও প্রস্তুত করা হবে। তখন আমি পিছনে ফিরে দেখলাম শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। এই জন্য আমার মনে হয়েছিল খুব শিগ্রই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(এরদোগানের মৃত্যু এবং তুরস্কের পতন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৭ জানুয়ারী ২০২০ সালের স্বপ্নে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি একটি পর্দার সামনে বসে আছি। আমি আমার সামনে পর্দায় প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে দেখছি। আমি এরদোগানকে বলি যে, তুরস্ক ধ্বংস হবে কারণ এটি প্রথম দুর্গ। দুষ্ট লোকেরা আপনাকেও (এরদোগান) হত্যার পরিকল্পনা করবে এবং চেষ্টা করবে। আমি এরদোগানকে বলি যে তুরস্কের পতনের পর অশুভ শক্তি সৌদি আরবকেও ধ্বংস করবে। তারপর দেখি এরদোগান এসব স্বপ্ন শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি তুরস্ক এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। স্বপ্ন শেষ হয়।

(আমেরিকার উপরে ইরানের প্রতিশোধ নেওয়া)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩ জানুয়ারী ২০২০ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, ইরানী জেনারেল কাসীম সুলেমানিকে আমেরিকা হামলা করে হত্যা করার পর ইরানী সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আমার এমন মনে হল যে, ইরানের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় নেতা তারা সকলে মিলে বলছে, আমরা এবার প্রতিশোধ নেব। আমি স্বপ্নে যে মুখগুলো দেখেছি তাদের চেহারার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় নেতার চেহারার সাথে মিলে যায়। তারপর আমি দেখি যে, আমেরিকার ২টি ফাইটার জেট

আকাশে উড়ছিল এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল হঠাৎ অন্যদিক থেকে ৫টি ফাইটার জেট বিমান চলে আসে এবং আমেরিকার ১টি ফাইটার জেট বিমানকে ঘিরে ফেলে ও ধ্বংস করে দেয়। আমি এর খুব কাছে ছিলাম এবং সব দেখতেছিলাম। আমি বলছিলাম এরা আমেরিকার ফাইটার জেট ধ্বংস করেছে এবং এই কাজটি ভাল কাজ হয়নি। আমেরিকার মত শক্তিশালী দেশের সাথে না বুঝে এমন করা ঠিক হয়নি। এরপর তারা অপর আরেকটি আমেরিকান বিমানকেও ভূ-পাতিত করে। জমিনের উপর মুসলমানগন এসব দেখে ভীষণ খুঁশি হয় এবং আনন্দ উল্লাস করে। পাইলটও ভীষণ খুঁশি হয় এবং বলতে থাকে আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানগন আশ্চর্য্য হয়ে পড়ে ও ভাবতে থাকে এটা কেমন ঘটনা ঘটল? এখনতো আমেরিকা চরম প্রতিশোধ নেবে এবং এটা সাধারন কোন বিষয় হবেনা। আমি নিজেকে মধ্যপ্রাচ্যে দেখতে পাই, অন্যান্য লোকজনের খবর নেই ও বাড়ি ঘরগুলো দেখি। এখনতো ঘর বাড়ি গুলো সব ঠিকঠাক মত আছে। কিন্তু আমেরিকা যখন হামলা চালাবে তখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। লোকজনগুলো পালাতে থাকবে এবং আতঙ্ক বিরাজ করবে। হামলা হওয়ার পূর্বে আমি নিজেই তখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মুসলমানদেরকে অবৈধ হত্যা এবং আল্লাহর নূর)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২২ আগস্ট ২০১৫ সালের স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, সেখানে সর্বত্র ছিল চরম বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি। এবং সকল মুসলমানেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারপর আমি একটি জায়গায় পৌঁছাই যেখানে দুষ্ট বাহিনীরা একটি পরিকল্পনা অংকন করছে। বলছিল, "কীভাবে মুসলমানদেরকে তাদের জীবনের সঙ্গে দখল করা যায়। তারা তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে অক্ষম হবে এবং আমরা তাদের প্রত্যেককেই ধ্বংস করব এবং এটা করে বিশ্বকে দেখাব যে, আমরা এটা করছি শান্তির জন্য।" তারপর তারা একের পর এক ক্ষমতাশালী মেশিন তৈরি করা শুরু করল। আমি ভাবছিলাম, কীভাবে? কারো পক্ষে এই শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক মেশিনগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। যখন তারা মেশিনগুলোর কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করল, আমি ফিরে গেলাম। মেশিনগুলো

উড়ে আকাশের উচুতে যায় এবং তারপর সেই মেশিনগুলো একে অপরকে গুলি ছোড়তে শুরু করে এবং আমরা মুসলমানরা মধ্যে আটকা পরে যাই এবং আমাদের সকলের ঘরবাড়ি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সেখানে ছিল। এবং সেখানে একটি বিশাল প্রাচীর ছিল। যে, কী ঘটছে তা দেখা থেকে দূরে রাখতে বাকি বিশ্বকে বাধা দেওয়া। অতএব তারা বাকি বিশ্বকে দেখায়, তাদের মেশিনগুলো কত শক্তিশালী ছিল এবং কীভাবে ২টি দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১টি দল যারা মুসলমানদের এবং তাদের ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস করছে। দুষ্ট বাহিনীরা বিশ্বকে বলল যে, "মুসলমানদের মধ্যে ১টি দল, যাদের শক্তিশালী মেশিনগুলো আছে। এবং তারা এছাড়াও বলে যে, আমাদের তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। আর না হয় তারা বিশ্বের শান্তিকে ধ্বংস করে ফেলবে।" কিন্তু এইগুলো ছিল ভয়ঙ্কর মিথ্যা এবং সকল মেশিনগুলো দুষ্ট বাহিনীদের অধিকারভুক্ত ছিল। এটা শুধুমাত্র একটি হতাশ অজুহাত ছিল, মুসলমানদেরকে অবৈধ হত্যা করতে। এবং এগুলো বিশ্বকে দেখানো হবে ন্যয়নিষ্ঠ হিসেবে। আমি কিছু লোককে একত্রিত করলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি? এই যুদ্ধের কারণে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাব। আমরা মুসলমানরা জানিনা, কী করতে হবে এবং প্রত্যেকেই লুকানোর চেষ্টা করছিল এবং আমরা নিহত হতে থাকি। তারপর আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে আল্লাহর নূর হাজির হয়। কিন্তু সেই মেশিনগুলোকে ধ্বংস করার জন্য এটা যথেষ্ট ছিল না। তারপর আমি বললাম, "ও আল্লাহ্, কোন কিছু কর, অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আমাদের বাড়িগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের অনেকে হত্যা হয়েছে। আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে অপদস্থ হতে যাচ্ছি।" তারপর আল্লাহ্ নূরকে বৃদ্ধি করে দিলেন। এত বেশি যে, আমি নিশ্চিত ছিলাম এটা সেই মেশিনগুলোকে ধ্বংস করে দিবে। যখন আমি সেই মেশিনগুলোর সাথে যুদ্ধে করতে বেরিয়ে গেলাম, তখন আমার পোশাক পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর আমি নিজেকে বলি যে, কাসীম, সেই মেশিনগুলোকে ধ্বংস করার এটাই চূড়ান্ত সময়। আমি দৌড়াতে শুরু করি এবং তারপর আল্লাহর করুণা দ্বারা বাতাসে চলতে থাকি। আমি সেই মেশিনগুলোর মুখামুখি ছিলাম এবং আল্লাহর নূর নিক্ষেপ করি। এবং আমি আশ্চর্য, সেই মেশিনগুলো এটাকে এমন কি ১ সেকেন্ডের জন্যও সহ্য করতে

পারেনি এবং সম্পূর্ণভাবে গলে নিচে পরে। তারপর আমি ফিরে আসি এবং সকল মুসলমানরা বেরিয়ে আসে এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বলছিল, আল্লাহ্ই আমাদেরকে রক্ষা করলেন এবং আমাদেরকে নিরাপদে রাখলেন। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে কীভাবে আছেন ও আপনি আবার কখনও ভীত হবেন না। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ধূলার ঝড়ে ঢেকে যাবে মধ্যপ্রাচ্য, হাজার হাজার মুসলমানের মৃত্যু এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিনে দাজ্জালের ৩য় মন্দির বানাবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে- ইসরায়েল, ফিলিস্তিন এলাকায় একটি বিশাল বাদামী রঙের বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করে। যার কারণে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা রেগে যায়, বাকি আরব দেশগুলোও রেগে যায়। কেন ইসরায়েল এইখানে এই বিল্ডিং নির্মাণ করছে? এটা মুসলমানদের দেশ। বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানেরাও এটার বিরুদ্ধে কথা বলছে এবং তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেছে। কিন্তু ইসরায়েল তা বন্ধ করেনাই। এবং মুসলমানরা প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারেনাই। যখন আমি এইসব দেখি তখন বলি, এই বিল্ডিংটা কী? যার কারণে মুসলমানরা এত বিক্ষোভ করছে। আমি ঐ বিল্ডিংটি দেখার জন্য একটি প্লেনের মত উড়ন্ত যন্ত্রে বসি। আমি যখন তার নিকটে আসি তখন দেখি, মুসলমানরা প্রতিবাদ করছে এবং ইসরায়েল বিল্ডিং বানানো প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। যখন বিল্ডিংয়ের ভিতরে লাইট জ্বালানো হয়, তখন মুসলমানরা আরো বেশি প্রতিবাদ করে। কিন্তু হঠাৎ বিল্ডিংয়ের ভিত্তির মধ্যে বিশাল বিস্ফোরণ হয় এবং তার প্রভাব এত বেশি যে, সমস্ত বিল্ডিং রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং বিস্ফোরণের কারণে একটি আতঙ্কজনক ধূলার ঝড় শুরু হয়। এবং এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। মুসলমান ও তাদের পরিবার এই ধূলার ঝড়ে আক্রান্ত হয় এবং এতে হাজার হাজার মুসলমান পুরুষ, নারী ও শিশু মরতে শুরু করে। ধূলার ঝড় এত বিরাট ছিল যে, তার কারণে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পরতে পারেনা। এবং এটি একটি অন্ধকার সন্ধ্যার মত মনে হয়। এবং এই ধূলার ঝড়ের

কারণে কেউ তাদের সাহায্য করতে যেতে পারেনা। আমি এটা দেখার পর ফিরে আসি। কিন্তু ধূলার ঝড় বাড়তে থাকে। এই ধ্বংস মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ যেমন- সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, সুদান, সৌদিআরব এবং আফ্রিকার দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পরে। এটা এত ধ্বংস ছড়ায় যে, আমি কোন শব্দ দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করতে পারবনা। এবং আমি বলি, ইসরায়েলের কী হয়ে ছিল? যার কারণে সে এত বড় একটি ধূলার ঝড় সৃষ্টি করেছে। এই বিল্ডিংয়ে কী ছিল? যার কারণে সকল আরব দেশ এর দ্বারা আক্রান্ত হল। এবং কখন এই ধূলার ঝড় থামবে? এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ফিলিস্তিনে কী ঘটতে যাচ্ছে??? ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রীর গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ !!!)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে একটি স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি সফরের জন্য ইসরায়েল গিয়েছিলেন। আমি বললাম এই জন্য একটি কারণ অবশ্যই আছে এবং আমায় খুঁজে বের করতে হবে কেন গিয়েছিলেন। আমি একটি কোট পরিধান করি এবং বিমান এর মত যন্ত্রে চড়ে ইসরায়েল ভ্রমণে আসি। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতের জন্য একটি বিল্ডিংয়ে জড়ো হয়। আমি বললাম যে আমি অবশ্যই ভিতরে যাব এবং যদি আল্লাহ্ চান কেউ আমাকে চিনতে পারবেনা। আমি আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ্) নিলাম এবং ভিতরে গেলাম, কেউ আমাকে থামিয়ে দেয়নি, যেমন তারা মনে করেছিল যে আমি সভায় অংশ নিচ্ছি। সেখানে বিল্ডিংয়ের বিশাল ঘর ছিল এবং সেখানে অনেক লোক ছিল, এবং আমি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নজর রাখলাম। তারপর তারা উভয়ে একটি কেবিন টাইপ এলাকায় রুমের কোণায় গিয়েছিল। আমি তাদের অনুসরণ করে দেখেছি যে তারা সেখানে বসে আছে এবং কথা বলা শুরু করেছে। আমি বলেছিলাম যে, তারা যা বলছে তা শুনতে আমাকে আরো কাছাকাছি আসতে হবে, আমি মনে করি যে কেউ আমাকে এখনো চিনতে পারবেনা। চেয়ারে বসার সময় তারা কথা বলছিল, আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেমনটা আমি কিছু গুপ্তসংস্থার একজন গুপ্ত কর্মকর্তা ছিলাম এবং তারা উভয়েই কথা বলতে শুরু করেছিল। ইসরায়েলের

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, "আমি দাজ্জালের গোপন মন্দিরটি প্রায় সম্পন্ন করেছি এবং শীঘ্রই শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের নাম রাখা হবে এবং শীঘ্রই আমরা সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য শাসন করব।" আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, তারা ইতিমধ্যেই দাজ্জালের মন্দির বানিয়েছিল যখন আমি অজানা ছিলাম। আমি অনেক উদ্বেগের সাথে সেখান থেকে চলে আসি এবং আমি ফিলিস্তিনের দিকে যেতে শুরু করলাম, এবং আমি দেখেছি যে ইসরায়েল বাহিনী ফিলিস্তিনের ঘর ভেঙে দিয়েছিল এবং ফিলিস্তিনের ছোট শিশু তাদের মায়ের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি সেইসব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখে খুব দুঃখ বোধ করলাম যে তাদের উপর এত বড় কষ্ট এসে গেছে, কীভাবে তারা বেঁচে থাকবে এবং কে তাদের সাহায্য করবে? তারপর আমি দেখেছি যে তারা সবাই বিল্ডিংটির দিকে যাচ্ছিল যা আমি ছেড়ে এসেছিলাম। আমি বললাম কেন আপনি এই ভবনটির দিকে যাচ্ছেন যেখানে আপনার হত্যার পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে? নারীরা বলল আমরা এই ছোট ছোট ছেলেদের কোথায় নিয়ে যাব? আমাদের আর কোন উপায় নেই, সম্ভবত তারা আমাদের হত্যা করবে কিন্তু হয়ত আমাদের সন্তানদের প্রতি তাদের দয়া থাকবে। আমি এটা শুনে আরো দুঃখিত হয়ে ওঠি, আমি বলেছিলাম যে এই লোকেরা খুব জালিম এবং তারা প্রত্যেককেই শেষ করার পরিকল্পনা করেছে। আমি দ্রুত আমার প্লেনে চড়েছিলাম এবং দাজ্জালের মন্দিরটি খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম যাতে এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা ধ্বংস করতে পারি এবং শীঘ্রই আমি দাজ্জালের মন্দির খুঁজে পাই। যখন আমি মন্দিরের কাছে গিয়েছিলাম তখন এটি একটি বাদামী রঙের বিল্ডিং ছিল এবং এটি সম্পন্ন হয়েছিল। এই দেখে আমি বললাম যে কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং যেখান থেকে বেরিয়ে আসা সর্বোত্তম। যেই মাত্র আমি আবর্তিত, একটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং একটি ঝড় শুরু হয় এবং বালি এবং ধুলা সর্বত্র উড়তে শুরু করে এবং বড় ভবন ধ্বংস হতে শুরু করে এবং মুসলমানদের বাড়ি খুব খারাপভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমি সেইসব বাচ্চাদের সম্পর্কে চিন্তা করলাম এবং আমি ঝড়ের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঝড় খুব বড় ছিল এবং এর ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারেনি এবং তাপমাত্রা খুব কমই পড়েছে এবং তারপর আমি দূর থেকে এই মহিলাদের ও বাচ্চাদের দেখেছি। ঐসব বাচ্চাদের দেখে আমি বলেছিলাম যে, এই নিম্ন তাপমাত্রায় তারা কীভাবে বেঁচে থাকবে? আমি তাদের কাছে পৌঁছানোর

জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বালুকাময় এতটাই যে আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি এবং আমি আমার অসহায়তা নিয়ে দুঃখ পেয়েছিলাম যে, এই শিশুদের জন্য আমি কিছু করতে পারিনা এবং এই তুষারের মধ্যে কেউ সাহায্য করতে পারবেনা, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পারেন। যে বালুকাময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখা এবং এটি সর্বত্র সর্বনাশ ছড়িয়েছে এবং আমি বললাম, কাসীম ফিরে যাও, যদি এই মেশিনটি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে তুমি এখানে আটকা পড়ে যাবে এবং তারপর আমি পাকিস্তানে এসেছিলাম এবং স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

(লাল গাড়ি সহ লোকটির ধ্বংস এবং এক যুবকের সাথে পরিচয়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নটি দেখেছি ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখে, এই স্বপ্নে আমি নিজেকে একটি বাড়িতে খুঁজে পাই যেটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যে। এটি খুবই বিশাল একটি বাড়ি কিন্তু এটার নকশা ছিল পুরনো ধরনের। সেখানে বাড়িটিতে অনেকগুলো ঘর ছিল এবং দেয়ালগুলো সবুজ রঙের ছিল। এই বাড়ির লোকগুলো ঘরে ছিল, যারা বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি নিজেকে বলছিলাম, আমি এই বাড়িতে কি করছি? আমি বাড়ির ভিতরে হাটঁছিলাম এবং সেখানে একটি ঘরে একটি জানালা ছিল, যেটা বাইরের দিকে খোলা ছিল। শুধু সেখানে আমি একটি বালককে দেখি, যে প্রায় ১২ বছর বয়সী হবে এবং সে ঐ জানালা দিয়ে বাইরে কিছু দেখছিল। আমি সেখান থেকে কিছুটা দূরত্বে আর একটি বাড়ি দেখি, এই বাড়িটি খুবই আধুনিক এবং এটি দেখতে বিশাল একটি ভবনের মত এবং সেখানে অনেকগুলো লোক ছিল। একজন ব্যক্তির সাথে একটি লাল রঙের গাড়ি এবং সে সেখানে এটি চালাচ্ছিল। আমি অনুভব করছিলাম যে, এই লোকটি এই পরিবারের প্রধান। লোকটি গাড়িটি চালাচ্ছিল এবং তার বিভিন্ন শারীরিক কসরত দেখাচ্ছিল। তার চারপাশের লোকজন এসব দেখে তার প্রশংসা করছিল। লোকটি আসলেই ভাল কৌশল দেখাচ্ছিল। যখন আমি আরেকটি ঘরের দিকে হাটঁছিলাম, যে বাচ্চাটি আমার নিকটে ছিল, আমার দিকে দৌঁড়ে আসল এবং আমাকে শুভেচ্ছা জানাল এবং তার নাম বলল এবং আমিও তাকে শুভেচ্ছা জানালাম। সে আমাকে বলছিল, আপনি কি দেখেছিলেন কি ভালভাবে লোকটি গাড়ি চালাচ্ছিল? আমি তাকে বললাম,

হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। এটি হচ্ছে ধনী লোকদের শখ, তার একটি গাড়ি আছে এবং বড় এলাকা আছে, সেজন্যই তিনি বিভিন্ন কৌশল দেখাচ্ছেন। তারপর সেই বালকটি আমাকে বলেছিল, আপনি কি আমার সাথে ক্রিকেট খেলতে পারবেন? আমার একটি ব্যাট এবং বল আছে। আমি তাকে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, কেন নয়! তারপরেই তার মা তাকে অন্যঘর থেকে ডাকল এবং বলল, আগে তোমার স্কুলের দেয়া বাড়ির কাজ শেষ কর, তারপর খেল। তারপর বালকটি আমাকে বলল, দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আমার বাড়ির কাজ শেষ করব এবং ফেরার পথে বল আর ব্যাট নিয়ে আসব। আমি তাকে বললাম, সেটাই ভাল, আমি এখানে অপেক্ষা করব। তারপর হঠাৎ করে আমার কিছু একটা মনে আসল যে আমি ঐ জানালার দিকে আবার গেলাম এবং লাল গাড়ি সহ লোকটিকে আবার দেখা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরে আর একজন লোক জানালার কাছে আসল এবং গাড়ির কৌশল দেখছিল। আমি আধুনিক বাড়িটির দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং এটি খুব শক্তভাবে তৈরি করা এবং এখান থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। লাল গাড়ি সহ লোকটি খুব গর্বের সাথে চিৎকার করছিল যে, দেখ, আমি কীরকম ভাল কৌশল করছি। তারপর হঠাৎ করে আমি বাড়িটির দেয়ালের ভিত্তি থেকে একটি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই এবং তাদের চারপাশের মাটি ডুবে যাচ্ছিল। তারপর বাড়িটির দেয়ালগুলোও ধ্বসে যেতে শুরু করেছিল। এটি দেখার পরে আমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বললাম, দেখুন, সেখান থেকে মাটি নিচে ডুবে যাচ্ছে এবং দেয়ালগুলোও ধ্বসে যাচ্ছে। সে এটি দেখে আশ্চর্য হল এবং বলল এটি কীভাবে ঘটছে! এই বাড়িটি খুবই শক্তিশালী ছিল। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু আমি চিন্তিত যদি ঐ বাড়ির দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ আমাদের বাড়িতে পড়ে এবং এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে জবাব দিল, না। এটি অসম্ভব। ঐ বাড়িটি অনেক দূরে এবং যদি দেয়ালগুলো ধ্বসেও যায় তবুও ধ্বংসাবশেষ আমাদের এখানে পৌঁছতে পারবেনা। তারপর আমি দেখি যে ঐ বাড়িটির সামনের মাটি ডুবে যাচ্ছে এবং একপাশের দেয়াল ধ্বসে যাচ্ছে। মাটিগুলো খুবই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিল কিন্তু চারপাশের লোকজন সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না এবং তারা লাল গাড়ি সহ লোকটির কৌশল দেখায় ব্যস্ত, আর না ঐ ব্যক্তিটি নিজেও পরিস্থিতিতে মনোযোগ দিচ্ছিল। আমি নিজেকে বলছিলাম যে, মাটির তলদেশে এই বাড়িটি ডুবে যাচ্ছে এবং এই লোকগুলো এটার প্রতি বিবেকহীন এবং তারা ঐ লোকটিকে প্রশংসা করতেই ব্যস্ত। তারপর হঠাৎ ঐ লোকটি তার গাড়িটি পার্কিং এলাকায় ঘুড়িয়ে নেয়। মাটি ইতিমধ্যে

খুবই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিল এবং যেসব লোক ঐ লোকটির প্রশংসা করছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন মাটির কবলে পড়ে যায়। বাকিরা চিৎকার করছিল তাদেরকে মাটিতে ডুবে যেতে দেখে। ধ্বসে যাওয়া দেয়াল এবং ডুবে যাওয়া মাটির কারণে সেখানে অনেক ধুলা ছিল। যেই মাত্র লোকটি তার গাড়ি নিয়ে পার্কিং অংশে পৌঁছল এবং তার গাড়ি রাখতে যাচ্ছিল, মাটি ডুবে যাচ্ছিল এবং লোকটি তার গাড়ি সহ একা খুব গভীরে ডুবে গেল। এটি দেখার পরে আমি খুবই দুঃখিত হলাম। আমি আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ভাবছেন লোকটি এখনো বেঁচে আছে? তিনি বললেন না, সে অবশ্যই মারা গেছে। আমি বললাম, হ্যাঁ, এত মাটির নিচে চাপা পড়ে সে অবশ্যই মরে গেছে দমবন্ধ হওয়ার কারণে। এরকম ভয়ংকর দৃশ্য দেখার পরে আমি বললাম, আমার বাইরে যাওয়া উচিত এবং লোকদেরকে সতর্ক করা উচিত সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য যে বাড়িটি ধ্বসে যাচ্ছে। আমি পোঁছানো পর্যন্ত মাটি খুবই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিল এবং এই কারণে অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল ঐ বাড়িতে। তারপর মাটি ক্রমশ ডুবতে থাকে যতক্ষণ না এটি আমি যেখানে উপস্থিত সেখানে পৌঁছে। বাড়িটির দেয়ালগুলোর মধ্যে একটা দেয়ালের নিচের মাটি ডুবে যায় এবং দেয়াল ধ্বসে যায়। তারপর ঘরগুলোর মধ্যেও একটা ধ্বসে যায়। সেখানে চারপাশে ধুলা ছিল। আমি খুবই দুঃচিন্তায় ছিলাম যে, এই বিপদ এখানেও পৌঁছে গেছে এবং এরপরে কি ঘটতে যাচ্ছে? তারপর এই বাড়ির প্রধান প্রবেশ দরজার কাছে এসে মাটি ডুবে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এটা শুধু ঐখান পর্যন্তই ডুবে যাচ্ছিল এবং আর কোথাও ডুবছিল না, যার কারণে বাড়িটির লোকগুলো সেখান থেকে বের হতে পারছিল। আমি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র প্রশংসা করছিলাম যে মাটি সেখানে ডুবে যাওয়া বন্ধ করেছিল। যখন আমি ডুবে যাওয়া মাটির দিকে তাকালাম যেটা ঐ বাড়িটি থেকে শুরু হয়েছিল, এটি সবদিকে একই সমান চওড়া। আমি দেখলাম মাটিতে কিছু লোহার টুকরা যেটা ডুবে গিয়েছিল এবং সেখানে একই নমুনা ছিল মাটির মধ্যে। এটি কাটা হয়েছিল একটি সংগঠিত উপায়ে সারিতে যেন সংঘটিত হওয়ার পরে বোঝা গেল কেউ একজন সুপরিকল্পনা করে এই বাড়িগুলো ধ্বসিয়ে দিয়েছে। তারপর আমি ভাবলাম আমার প্রস্তুত হওয়া উচিত, আমি ভিতরের দিকে দৌঁড়ালাম এবং চিৎকার করে বললাম, এই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাও, কারণ মাটির তলদেশে এই বাড়িটি ধ্বসে যাচ্ছে। কিছু মানুষ আমার কথা শুনল এবং তারা তাদের জিনিসপত্র নিল এবং বের হওয়া শুরু করল। তারপর আমি বুঝতে পারলাম আমারও কিছু জিনিসপত্র

এখানে। তারপর আমি একটি ঘরের দিকে দ্রুত যাই এবং আমার জিনিসগুলো নিই। এগুলো দেখার পরে আমি অনুভব করি যে আমি এগুলো আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমার জিনিসগুলো নেওয়ার পরে আমি ঐ বালকটির কথা ভাবছিলাম এবং আমি গেলাম এবং তাকে একটা ঘরে খুঁজে পেলাম। আমি তাকে বললাম এখান থেকে বের হতে যে বাড়িটি ধ্বসে যাচ্ছে। সে এবং তার পরিবার তাদের জিনিসপত্র নিল এবং বাইরের দিকে দৌড়াল। ডুবন্ত মাটি এখনো প্রধান দরজায় থেমে আছে কিন্তু বাড়ির অন্য পাশের মাটি ডুবে যাওয়া শুরু করেছিল এবং সেখানে চারদিকে ধ্বংস হচ্ছিল। বাড়িটি খালি করার পরে লোকগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করছিল এখন আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কোথায় যেতে পারি? আমি তাদেরকে বললাম, চিন্তা করবেন না এবং আমি পূর্ব দিকে ইশারা করলাম এবং তাদেরকে বললাম সেদিকে যাওয়ার জন্য। সেখানে পথে একটি ছোট নদী আছে, নদীটি পাড় হওয়ার পরে আপনারা আর একটি বাড়ি দেখতে পাবেন। আপনারা সেই বাড়িতে যেতে পারেন। ঐ লোকগুলো ঐ নির্দেশনায় হাঁটা শুরু করেছিল। আমিও আমার জিনিসপত্র আমার সাথে বহন করছিলাম এবং আমি এগুলো কখনোই নিচে রাখছিলাম না এবং আমি নিজেকে বলছিলাম, যদি আমি এগুলো কোথাও রাখি এবং ভুলে যাই অথবা এগুলো নিচে চাপা পড়ে যায়! এজন্য আমি আমার জিনিসগুলো সবসময় বহন করি। আমি বাড়িটির ভিতরে আবারও গেলাম এবং আরো কিছু লোককে বাইরে আনলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন প্রথম পক্ষের লোকগুলো আমার কাছে ফিরে আসল এবং জিজ্ঞেস করল, কীভাবে আমরা নদী পাড় হব? আমি তাদেরকে নিলাম, ঐ নদীটি একটা দিকে অগভীর। আমি তাদেরকে বললাম নদীটির সেদিক দিয়ে পাড় হতে। আমরা নদীটি অতিক্রম করলাম এবং সামনে এগুলাম এবং একটি ছোট, পুরনো এবং দূর্বল বাড়ি খুঁজে পেলাম। যখন আমি সেই বাড়িটি দেখলাম, আমি বলেছিলাম যে, এটা একই বাড়ি যেখানে আমি জন্মেছিলাম। আমি ঐ লোকদেরকে এই বাড়িতে আশ্রয় চাইতে বললাম এবং যখন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) চাইবেন, সবকিছু ভাল হয়ে যাবে। ঐ লোকগুলো বাড়িটিতে প্রবেশ করল। আমি তাদেরকে বললাম, আমাদের এই বাড়িটি শক্তিশালী করা দরকার এবং আমাদের উচিত মাটি তলদেশে যাওয়া প্রতিরোধ করা এবং যাতে বিপদ এই বাড়িতে ঘটতে না পারে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। তারপর আমি ফিরে যাই যেহেতু সেখানে আরো কিছু বাড়ি ছিল। আমি লোকদেরকে ঐ বাড়িগুলোর

কথা বলি এবং দুইটি বড় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসা এবং নদী পাড় হয়ে ঐ বাড়ির দিকে যাওয়া। ঐ লোকগুলো ঐ ছোট এবং পুরনো বাড়িটিকে একজনের পর একজন পরিচালনা করতে থাকে। এটির পরে স্বপ্নের দৃশ্য অন্যদিকে দ্রুত ঘুরে গেল। আমি মনে করতে পারলাম না ঐ সময়ে কী ঘটেছিল। তারপর যখন দৃশ্য আবারও স্বাভাবিক হল আমি আমাকে ঐ বাড়ির দরজায় খুঁজে পেলাম। আমি অনুভব করলাম যে বিপদ কেটে গেছে এবং যেসব লোক বেঁচে গিয়েছিল তারা সবাই এই বাড়িতে আছে। যখন আমি বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করলাম আমি দেখলাম যে এটি পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, আমি খুবই আশ্চর্য হলাম এবং বললাম যে, এটি একই বাড়ি যেটা হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং আমি আমার স্বপ্নে এই বাড়িটি দেখেছিলাম। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই বাড়িটি আমাদের কাছে ফেরত দিয়েছেন তার বিশেষ দয়ার মাধ্যমে। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। এই বাড়িটি ঐ বাড়ি দুইটির চেয়ে অনেক বড়। আমি বাড়িটির ভিতরে হাঁটছিলাম সেখানে শান্তি এবং সমৃদ্ধি সর্বত্র বিরাজ করছিল। আমি সেখানে একটি বড় ঘরে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে দেখলাম অনেক লোক একসাথে বসে আছে এবং তারা একে অন্যের সাথে কথা বলছে। সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং সংস্কৃতির মুসলমানেরা এক হয়েছিল। আমি তাদের দিকে তাকালাম এবং ভাবছিলাম যদি বিপদ তাদের উপর না পড়তো তাহলে এই লোকগুলো একে অপরকে দেখতেও পেত না এবং এখন তারা এক জায়গায় জমা হয়েছে এবং এমনভাবে কথা বলছে যেন তারা আপন ভাই। তারা একে অপরের সাথে প্রবোধন করছে এবং অনেক সম্মান ও কদরের সাথে আচরন করছে। তারপর একজন যুবক ঘরে প্রবেশ করল, তাকে দেখতে সুপরিচিত লাগছে এবং আমি অনুভব করলাম আমি তাকে আগে কখনো দেখেছিলাম। তারপর আমি নিজে নিজে ভাবছিলাম তার চেহারা ঐ বালকটির সাথে মিলে যায় যার সাথে আমি দেখা করেছিলাম মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে ঐ যুবকটি আমার দিকে তাকাচ্ছিল এবং আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। আমি তাকে বললাম, আমি একটি বালকের সাথে দেখা করেছিলাম এবং তার সাথে তোমার অনেক মিল। তোমাকে দেখে আমি ঐ বালকটিকে মনে করতে পারছি। সে আমাকে বলল যে, আমি একই বালক। আমি আশ্চর্য হলাম এবং তাকে তার নাম ধরে ডাকলাম এবং জিজ্ঞাস করলাম, তুমি সেই বালক? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমিই সেই বালক যার সাথে আপনি দেখা করেছিলেন। আমি তাকে বললাম, এখন তুমি বড় হয়ে গেছ। সে বলল, হ্যাঁ। আমি

এখন বড় হয়ে গেছি আর আমি আপনাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি। আমি তার সাথে কিছু সময়ের জন্য কথা বললাম এবং এটি দেখে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তারপর আমি ঐ ঘরের এক জায়গায় বসলাম, আমি এখনো শক্তভাবে আমার জিনিসপত্র ধরে আছি যেগুলো আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে দিয়েছিলেন। আমি নিজে নিজে বলছিলাম, অনেক বছর পার হয়ে গেছে বিশৃঙ্খলার এবং আমি বুঝতেও পারিনি এবং তখন এই যুবক বালক ছিল। অনেক বছর পরে আমি সময় পেয়েছি মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলার এবং দেখেছি এই সময়ের শান্তি এবং সমৃদ্ধি। হ্যাঁ, আল্লাহ্। যখন আমি এই ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আমি এমন অনুভব করলাম যেন এটি খুবই শক্তিশালী এবং কেউই এটির সর্বনাশ করতে পারবেনা। সেখানে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র মঙ্গল এবং দয়া আমাদের উপরে পড়ছে ঐ দেয়ালগুলো এবং ছাদ থেকে। তারপর আমি ভাবি, সেখানে আর বেশি সময় বাকী নাই, খুব শিঘ্রই আমরা এই পৃথিবীর অধিপতি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি এবং স্বপ্ন শেষ হয়।

(অর্থনৈতিক ধ্বস ও ভূমিকম্প এবং স্বর্ণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩ মে ২০২০ সালে এই স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি বলেন, "আমি আমার ঘর থেকে বের হয়ে এসে একটি বাগান দেখলাম এবং তারপরে দেখলাম একটি বড় ভবন নির্মিত হচ্ছে তবে শীঘ্রই এটি শেষ হয়ে যাবে। অনেকগুলি বিছানা সহ একটি বড় হল রয়েছে। এক বিছানায়, একজন পরিচিত ব্যক্তি থাকতে আসলেন এবং বললেন, "এটি আমার বিছানা।" আমি বললাম, সে এখানে কী করছে? তিনি জবাব দিলেন, "কেউ যদি এই বিছানাটি ব্যবহার করতে চায় তবে সে ব্যবহার করতে পারবে। আমি হলের কোণে যাচ্ছি, সেখানে একটি পার্ক আছে।" পরিচিত আরেক ব্যক্তি সেখানে এসেছিলেন। আমি এখানে বলছি, করোনার এই অবস্থা বেশ কয়েক মাসের মত থাকবে। যদি আমরা কড়া লক করি, তাহলে আমরা নিরাপদে থাকব। অন্যথায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। তারপরে আমি ভূমিকম্প সম্পর্কে আমার স্বপ্নের কথা ভেবেছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম, এই ভাইরাসের কারণে অনেক দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কয়েকটি দেশকে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং কেবল তাদের নামই থাকবে। তারপরে আমি এমন

একটি ভূমিকম্পের স্বপ্নের অংশ সম্পর্কে চিন্তা করি যেখানে অর্থনৈতিক ভবনগুলি ধ্বসে পড়েছিল। তখন আমি পাকিস্তান সম্পর্কে ভেবেছিলাম কিন্তু আমি ভেবে কিছু বলিনি সম্ভবত এটি সত্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেছেন যে, যদি দেশের অর্থনীতিগুলি ভেঙে যায় তবে আমাদের অবশ্যই ডলার জমা করতে হবে। আমি বলেছি না! আমার পরামর্শ হল সোনার সংরক্ষণ করুন কারণ যে কোনও দেশে স্বর্ণ ব্যবহৃত হবে। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(নির্বিচারে আক্রমণ এবং গোলাবারুদ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আমি স্বপ্নটি দেখেছিলাম। কোথায় থেকে শুরু হয়েছে জানিনা তবে একটু বিশৃঙ্খলা দেখলাম। এবং কিছু লোক অন্যদের সাথে লড়াই করার জন্য বারুদ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন আপনি গোলাবারুদ খুঁজছেন?" তিনি বলেন, "এখানে খারাপ লোক আসছে এবং তারা আমাদের বাড়ি ধ্বংস করার চেষ্টা করবে এবং আমাদের হত্যা করবে।" আমি যখন চারপাশে তাকাই তখন আমি খুঁজে পাই সে যা বলছে তা সত্য। তারপর আমি একটা জায়গা দেখলাম যেখানে কিছু লোক গোলাবারুদ নিয়ে উপস্থিত আছে এবং তারা অন্য পথে চলে গেল। আমি সেখানে গিয়ে কিছু গোলাবারুদ দেখলাম তারপর একজনকে দেখলাম এবং সে তা সংগ্রহ করতে লাগল। তিনি বলেছিলেন "আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদের এটি দরকার।" গোলাবারুদ সংগ্রহ শেষ করে সে দৌড়ে বাড়ি চলে যায়। আমিও তার পিছনে যাই সে কি করবে তা দেখতে। আমি তার বাড়িতে গেলে কিছু লোক এসে তার বাড়িতে হামলা শুরু করে। কিন্তু তিনি তা রক্ষা করেন এবং তারা পালিয়ে যায়। তারপর আমি অন্য দিকে যাই এবং দেখলাম বিশৃঙ্খলা আরও ছড়িয়েছে। গোলাবারুদ নিয়ে লোকজন এদিক ওদিক ছুটছে। তখন দেখলাম একজন বড় এবং পরিচিত লোকও গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে। আমি এই পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন আপনি এমন করছেন?" তিনি বলেন, "এখানে আরও শত্রু আসছে এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠবে, আমাদের নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে।" তারপর আমি অন্য পাশে গিয়ে দেখি আরেকজন

পরিচিত লোক, সেও গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "কেন গোলাবারুদ সংগ্রহ করছেন?" তিনিও একই কথা বললেন। আমি অনেক বিরক্ত হয়ে বললাম, "এখানে কি হচ্ছে? এবং এই গোলাবারুদ কোথা থেকে আসছে?" আমি দেখলাম যে গোলাবারুদ আসতেই থাকে এবং লোকেরা লড়াই করার জন্য তা সংগ্রহ করতে থাকে। সবাই গোলাবারুদ সংগ্রহে ব্যস্ত কিন্তু আমাদের শত্রু কে? তারপর টিভিতে খবর পেলাম যে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। আর এরপরই আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারপর আমি বললাম এখন এই বিশৃঙ্খলা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(অশুভ শক্তির ভয়ানক বিস্ফোরণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সালের স্বপ্নে আমি নিজেকে এমন একটি জায়গায় খুঁজে পাই যেটা পাকিস্তানের মত মনে হয় যা উন্নত নয়। একটু দূরত্বে, আমি কিছু বিল্ডিং এবং সুন্দর ঘর দেখতে পাচ্ছি। আমি বলি, "আমার সেখানে যাওয়া উচিত কারণ ঐ জায়গাটা এই জায়গার চেয়ে ভাল।" তারপর আমি সেখানে যাই এবং সুন্দর বিল্ডিং ও বাড়ি এবং প্রচুর লোক দেখতে পাই। হঠাৎ আমি একটি বিস্ফোরণ শুনতে পাই এবং আমি গরম অনুভব করি। লোকেরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে এবং আল্লাহ্ তাঁর রহমতে আমাকে রক্ষা করেছেন। যখন আমি সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে পৌঁছাই, তখন দেখি অনেক মৃত ও আহত মানুষ সাহায্যের জন্য কাঁদছে, তাদের শরীর গলে যাচ্ছে। আমি বলি, "এটা কী ধরনের বিস্ফোরণ ছিল? আমি যদি কারো হাত ধরি, তাহলে তাদের শরীর গলে যাওয়ায় তার হাত তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়।" আমি বলি, "কী ব্যাপার?" মৃত ও আহতদের অনেকেরই আরোগ্যের কোনো আশা নেই এবং তারা যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে। একজন ভাগ্যবান বেঁচে যাওয়া লোক আমাকে বলে, "কাসীম! এখান থেকে চলে যাও, এই জায়গাটা নিরাপদ নয়।" তারপর আমি আরেকটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনি এবং তারপর ধারাবাহিক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। আমি বলি, "আমি এই পরিস্থিতিতে কাউকে সাহায্য করতে পারিনা।" তারপর আমি এই জায়গা থেকে প্রথম স্থানে ফিরে যাই এবং বলি, "যদিও এই জায়গাটি উন্নত নয় তবে এটি

সেই উন্নত জায়গার চেয়ে ভাল জায়গা।" তখন আমি ভাবি, "কারা এসব বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং কখন ও কীভাবে তারা এসব বন্ধ করতে পারে?" স্বপ্ন শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে, আল্লাহ্ আমাকে বললেন, "কাসীম, কুরআন আমার কথা এবং যদি সকল শয়তান, জিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়, তারা এমনকি একটি আয়াত তৈরি করতে পারবেনা। একইভাবে, স্বপ্ন, যা আমি (আল্লাহ্) তোমাকে দেখিয়েছি, সেই স্বপ্নগুলি আমার দ্বারা তৈরি হয়েছে এবং এমনকি যদি সকল শয়তান, জিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়, তবুও তারা এমন একটি স্বপ্ন তৈরি করতে পারবেনা। আর শয়তানও কাউকে এমন স্বপ্ন দেখাতে পারেনা। এই স্বপ্নগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি সকল বিশ্বের একমাত্র পালনকর্তা।" স্বপ্নটি শেষ হয়।

(আমি ইমাম মাহদী দাবি করিনা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালের স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, কিছু কাজ করতে এবং আমি ঐ কাজগুলো করছি। কিছু লোক আমাকে বলছে যে, আপনি লোকদের পথভ্রষ্ট করছেন, আল্লাহ্ এবং তার রসূল (ﷺ) এর নাম ব্যবহার করে। কিছু লোক বলছে যে, আপনি নিজের মত করে স্বপ্ন লিখেছেন এবং চেষ্টা করছেন লোকদের মনে করিয়ে দিতে যে আপনি ইমাম মাহদী। যখন কিছু লোক আমায় বলে যে, আমি মিথ্যাবাদী। আমি আজ ঐ কথাগুলোর জবাব / উত্তর দিচ্ছি- না আমি আল্লাহ্ এবং তার রসূল (ﷺ) এর নাম ব্যবহার করে লোকদের ভুল পথে পরিচালিত করছি, আর না আমি নিজে থেকে স্বপ্নগুলো লিখেছি, না আমি চেষ্টা করছি লোকদের মনে করিয়ে দিতে যে আমি ইমাম মাহদী। আমি কখনোই নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করিনা এবং মসিহ (ঈসা আঃ) ও না। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ এবং আমি আমার এই কাজের জন্য কারো কাছে কোনো পুরস্কারও চাইনা। মোহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর শেষ নবী ও রসূল এবং আল্লাহর দয়া সবার জন্য। আমি আল্লাহ্ এর বন্ধু হতে চাই। এই হল সব এবং এখন এটি

পরিস্কার হওয়া উচিত। স্বপ্ন আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি খুব চেষ্টা করেছি বর্ণনা করতে স্বপ্নগুলো, যেভাবে আমি দেখেছি। একমাত্র আল্লাহ্ পারেন স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝে পরিবর্তন ঘটাতে। আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই এবং আল্লাহ্ আমার তত্ত্বাবধায়ক। আমি কাউকে জোর করছিনা স্বপ্নগুলো বিশ্বাস করতে এবং বিশ্বাস করা আর না করার ব্যাপারে সবারই মতামত আছে। আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বলেছেন স্বপ্নগুলো প্রচার করতে এবং আমি সেই কাজ করছি। আল্লাহ্ আমাকে আরো বলেছিলেন, "কাসীম, কেউ যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী ডাকে, তাহলে তাকে বল যে, তুমিও আস এবং আমিও আসব, তারপর আমরা দুজনেই, আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীর উপর অভিসমপাত পেশ করব এবং যে কেউ আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) এর নাম ব্যবহার করেছে, লোকদেরকে ভূল পথে পরিচালিত করার জন্য, তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে এবং আল্লাহর অভিশাপ সেই মিথ্যাবাদীর উপর। (আমিন)..."

(আল্লাহর শাস্তি এখানে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে দেখেছিলাম। আমি ঘর এবং বাড়ি দ্বারা ঘেরা কিছু জায়গায় ছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্ আমাদের উপরে মেঘের তুলনায় আমাদের নিকটবর্তী ছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্রোধের একটি উচ্চপদে ছিলেন। একটি উচ্চ এবং ভয়ঙ্কর কণ্ঠের সঙ্গে, তিনি কুরআন তিলাওয়াতের শাস্তির আয়াতের (আয়াত) মত কথা বলতে শুরু করেন। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্ কিছু করার জন্য এই সকল লোকদেরকে কিছু আদেশ দিয়েছেন এবং এই লোকগুলো সে আদেশ মান্য করেনি এবং তারা এটি সম্পর্কে যত্নবান না। এবং আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদের উপরে একই শাস্তি পাঠাবো। তাদের মত যাদের আগে পাঠানো হয়েছে, যারা আমার আদেশ মান্য করেনি।" আল্লাহ্ নবী লুত (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লোকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং বলেন যে, "আপনি আমার এই শাস্তি ভুলে গেছেন?" আমি বললাম, ওহ না, আল্লাহ্ খুব রাগান্বিত। আমি দেখেছি মানুষ দিশেহারা হয়ে চারপাশে দৌড়াচ্ছে এবং নিজেদের লুকানোর চেষ্টা করছে।

সর্বত্র তারা লুকাচ্ছিলেন, আল্লাহ্ বলেন, "আমি জানি আপনারা কোথায় লুকিয়ে আছেন এবং কেউ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারেনা।" তারপর তারা অন্য উপায়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল এবং আল্লাহ্ একই কথা বলেন। এই দেখার পরে আমি নিজেকে লুকাতে শুরু করি। আমি বললাম, এটা ভাল নয়। আল্লাহ্ যখন রাগান্বিত হন তখন কেউই তাকে থামাতে পারেনা। এটি থেকে দূরে থাকা এবং একটি নিরাপদ স্থান খোঁজা ভাল। তারপর আমি কয়েকজন লোককে আমার পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করিনি, কেন তারা আমার সাথে চলছেন? আমি দূরে কিছু জায়গা দেখেছি এবং আমি বললাম এটা ভাল দেখতে। তারপর আমি আমার পিছনে প্রাচীরের বিপরীতে একটি কোণে বসা। লোকগুলো যারা আমার সাথে আমার পাশে বসে আছেন। তারপর এই জায়গাটি খুব শান্ত দেখলাম। আমি আল্লাহর কন্ঠ শুনেছিলাম, তবে এটি খুব আস্তে ছিল। আমি বলেছিলাম যে, এই স্থানটিতে আল্লাহ্ এখানে তাঁর শাস্তি পাঠাবেন না। তারপর আমি দেখলাম কয়েকজন আরো বড় লোক এখানে এসেছেন, সেখানে আমাদের সাথে বসে দেখছিলেন। এবং একে অপরকে বলেন যে, তারা কেবল বসে আছেন, তাদের শান্ত অবস্থায় বসে থাকার অর্থ এই যে আল্লাহ্ এখানে তাঁর শাস্তি পাঠাবেন না। তারপর আমি অপেক্ষা করতে শুরু করেছিলাম এবং চিন্তা করতাম যে, কখন আল্লাহর রাগ শেষ হবে। যখন এটা হবে আমি সেখানে থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিব। আমি ভাবলাম যে, যখন আমি ফিরে যাব তখন কিছুই বাকি থাকবেনা। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহ্ এর আদেশ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৩ জুন ২০১৬ সালে আল্লাহ্ আমার স্বপ্নে এসেছিলেন। একটা তীব্র আসমানী জ্যোঁতি এসেছিল আলোর ভিতর থেকে। আমি এইরকম জ্যোঁতি পূর্বে কখনো দেখিনি। আল্লাহ্ পাক বলেন, কাসীম, আমার প্রদত্ত অনেক অবকাশ আছে লোকদের জন্য, কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া কারো তোমাকে বিশ্বাস হয়নি, তার পরিবর্তে তুমি অনেকের কাছেই উপহাসিত হয়েছ। আমার বার্তা পৌঁছাও

ঔসব লোকের কাছে, যাদের আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, চিন্তা করার এবং বুঝার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি যা চালু তা আসা বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং প্রস্তুত হও, আমার শাস্তি আসাদোনের / ভোগের জন্য !!! স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে লিখার মূল উদ্দেশ্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ডিসেম্বর ২০১৪ সালে, প্রথম বারের মত আমি আমার স্বপ্ন শেয়ার শুরু করি, আমি পন্ডিত ও মুসলিম নেতাদের ই-মেইল পাঠাই। ই-মেইলের শিরোনামে, আমি "সত্য স্বপ্ন" ব্যবহার করি। তারপর আল্লাহ্ একটি স্বপ্নে আমাকে বলেন যে, কাসীম, ব্যবহার কর এই শিরোনাম- "আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্বপ্নে।" এবং এরপর, এই শিরোনাম আমি ব্যবহার করেছি।

(আল্লাহর রহমতে মোহাম্মাদ কাসীমের বাতাসে দৌড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ জায়গার অনুসন্ধান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩০ নভেম্বর ২০১৭ এর একটি স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, আমি আমার শহরে ছিলাম এবং শহরের অবস্থা ভাল ছিল না। সেখানে মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আর অস্থিরতা ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু সমস্যায় জর্জরিত ছিল এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা শুধুমাত্র নিজেদেরকে নিয়ে যত্নবান ছিল। আমি আমার বাড়ির ছাদ থেকে এসব দেখছিলাম এবং বলেছিলাম যে, এই হচ্ছে রাষ্ট্র যার মধ্যে আমাদের বাস করতে হয়? আমি তখনো তাকাচ্ছিলাম। আল্লাহ্ আকাশ থেকে বলছিলেন, কাসীম বেড়িয়ে যাও, সেখানে একটি শান্তিময় জায়গা আছে, যেখানে আমার কল্যাণ এবং রহমত আছে। এটি খোঁজ, সেখানে প্রত্যেক প্রকার শান্তি আছে। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন। আমি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাই এবং সেই জায়গাটি খুঁজতে থাকি কিন্তু আমি সেটা খুঁজে পাইনি। আমি কিছু লোকের সাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম যে, এখানে কিছু শান্তিময় জায়গা আছে এবং আমাদের এটি খোঁজা উচিত। আমি কোনো রাস্তা

পাচ্ছিলামনা শহর থেকে বের হওয়ার জন্য, যাতে আমি বের হতে পারি এবং ঐ জায়গাটি খুঁজতে পারি। আমি কিছু বড় লোকের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করেনি এবং তারা বলেছিল এরকম কোন জায়গা এখানে নেই, অকারণে তোমার সময় নষ্ট করনা। তারপর অবশেষে, আমি একটি জায়গায় পৌঁছাই যেখানে একটি বড় বিল্ডিং ছিল এবং আমি বলেছিলাম, আমার এই বিল্ডিং এর ছাদে যাওয়া উচিত এবং জায়গাটি খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। আমি ছাদে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে তাকিয়ে ছিলাম কিন্তু আমি শুধু আমার নিজের শহর দেখতে পেয়েছিলাম এবং অন্য কোন জায়গা খুঁজে পাইনি। তারপর আমি বলেছিলাম যে, এটি একই বিল্ডিং? যেটা আমি আমার স্বপ্নে প্রায়ই দেখতাম যে, আমি একটি বড় বিল্ডিং এ গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে লাফ দিয়েছিলাম এবং আল্লাহ্ আমাকে তার রহমতে নেন। তারপর আমি বাতাসে দৌড়ানো শুরু করি। আমি বলেছিলাম যে, যদি আমি ঐ জায়গাটি খুঁজতে চাই তাহলে আমার লাফ দেয়া উচিৎ। আমি লাফ দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম। আমি পিছনে ফিরে দৌড়ালাম এবং লাফ দিলাম এবং পড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমি বাতাসে উড়া শুরু করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে সত্যই নিয়েছেন, আমি খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছিলাম এবং অনেক দূরে বাতাসে। এমনকি আমি শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি শুধু শহরের বাইরের পরিত্যাক্ত এলাকা সমূহ খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি দৌড়ানো অব্যাহত রাখি কিন্তু আমি কোন জায়গা খুঁজে পাইনি যেটা শান্তিপূর্ণ এবং আল্লাহর রহমত ছিল। আমি ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসি এবং ভাবতে থাকি যে, কীভাবে আমি খুব কঠিন সাধনা করব কিন্তু এখনো কিছুই খুঁজে পাইনি, এবং না কিছু বড় মানুষ আমাকে বিশ্বাস করেছিল, অন্যদিকে আমাদের ঐ জায়গাটি খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমি বলেছিলাম যে, মনে হয় ঐ লোকগুলোই সঠিক ছিল যে, যারা বলেছিল, এখানে এমন কোন জায়গা নেই, তোমার সময় নষ্ট করোনা। আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম যখন আল্লাহ্ আমাকে আবারো বলেছিলেন যে, কাসীম বেড়িয়ে যাও এবং ঐ জায়গাটি খোঁজ। দৌড়ানো অব্যাহত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গাটি খুঁজে না পাও এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইয়না। আল্লাহর থেকে শোনার পর আমি বলেছিলাম যে, পূর্বে আমি সব উপায়েই ক্লান্ত হয়েছিলাম। না বড় মানুষেরা আমাকে বিশ্বাস করেছিল আর না আমি জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিলাম। কাজটি আবার করা অহেতুক। তারপর আমি বলেছিলাম যে, এই

অন্ধকারে থাকার চেয়ে ঐ জায়গাটি খোঁজা উত্তম। মনে হয় আমি এটা খুঁজে পেতে পারি। তারপর আমি বের হয়েছিলাম এবং ঐ বিল্ডিংয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। চারপাশে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে, আমার কোথায় যাওয়া উচিৎ। তারপর আমি বলেছিলাম যে, আমার খুব উঁচুতে যাওয়া উচিত যতটা আমি পারি এবং সেখান থেকে আমার জায়গাটি খুঁজে বের করা উচিৎ। আমি আবারো লাফ দিলাম এবং বাতাসে এত উঁচুতে উঠলাম যতটা পেরেছিলাম। আমি সব দিকেই তাকিয়েছিলাম কিন্তু ঐ জায়গাটি খুঁজে পাইনি। আমি বলেছিলাম যে, আমি জায়গাটি খুঁজে পাব না। তারপর আমি বলেছিলাম যে, আমি এখন খুব উঁচুতে, আমার অন্তত চেষ্টা করা উচিৎ। তারপর আমি বলেছিলাম যে, প্রথমে আমি উত্তরে গিয়েছিলাম, এই সময় আমার পূর্বে যাওয়া উচিৎ। তারপর আমি একটু নেমে এসেছিলাম এবং পূর্ব দিকে দেখেছিলাম এবং ঐ অভিমুখে দৌড়ানো শুরু করেছিলাম। ঐসব বড় মানুষগুলো যারা আমাকে বিশ্বাস করেনি, তারাও আমাকে দৌড়াতে দেখছিল। যখন আমি শহর থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম তখন সেখানে বাতাসে কিছু কোলাহল ছিল এবং আমি সেখানে অল্প একটু ধীর গতি হয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সেখান থেকে খুব সুন্দরভাবে নিয়েছিলেন, কোলাহলময় এলাকা শুরু হয়ে ছিল এবং আমি খুব দ্রত দৌড়ানো অব্যাহত রেখেছিলাম এবং আমি থামছিলাম না। কিন্তু অনেক দূরত্বে যাওয়ার পরে আমি ধারন ক্ষমতাহীন হয়ে যাচ্ছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমি ঐ জায়গাটি খুঁজতে যাচ্ছিলাম না। কিন্তু তারপর আল্লাহ্ বলেছিলেন যে, দৌড়ানো অব্যাহত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গাটি খুঁজে না পাও। আমি উড়া অব্যাহত রাখি এবং হঠাৎ আমি কিছু শ্যামলিমা দেখা শুরু করেছিলাম এবং যখন আমি এটার কাছে গিয়েছিলাম তারপর আমি বলেছিলাম যে, এই হচ্ছে সেই জায়গা যেটা আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে, আমি জায়গাটি খুঁজে পেলাম। আল্লাহ্ সত্য বলেছিলেন যে জায়গাটি খুব শান্তিপূর্ণ, এটা শ্যামলিমায় ভরা। আমি জায়গাটি খুঁজে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম, তারপর আমি বলেছিলাম যে, আমার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে যাওয়া উচিত। এটা একটি নতুন জায়গা এবং এটি শান্তিপূর্ণও। মনে হয় আমি সম্ভবত আমার পুরোনো বাড়িতে আর যেতে পারবনা। তারপর আমি ফিরে আসি এবং কিছু চিহ্ন পেশ করি যাতে পরবর্তীতে এই জায়গাটি আবার খুঁজে পেতে আমার কোন সমস্যা না থাকে। ফিরে আসার পর আমি আমার ভ্রমনের মালপত্র গোছাই এবং তারপর আমি বের হই সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে আমি দুইজন লোকের সাথে মিলিত হই যাদের সাথে আমি আগেও

মিলিত হয়েছিলাম এবং তারা আমাকে বিশ্বাসও করেছিল এবং ঐ লোকগুলোও সেই জায়গাটি খুঁজছিল। আমি তাদেরকে পুরো কাহিনী বলেছিলাম এবং বললাম যে, আমি ঐ জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি এবং তারা খুবই খুশি হয়েছিল। তারা বলেছিল যে, আমাদেরকেও আপনার সাথে নিয়ে চলেন। আমি বলেছিলাম অবশ্যই, আপনারাও আমাকে ধরুন এবং যখন আমি আল্লাহর রহমতে বাতাসে দৌড়াবো তখন আপনারাও দৌড়াতে সক্ষম হবেন এবং পড়ে যাবেন না। তারপর আমরা সেই জায়গার দিকে বের হয়েছিলাম। আমরা শুধু একটু দূরত্বে গিয়েছিলাম তখন একজন লোকের হাত পিছলে গিয়েছিল এবং পড়ে যেতে শুরু করেছিল, কিন্তু আমি তাকে অকস্মাৎ আঁকড়ে ধরেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, এটি বিপদজনক এবং আমাদের একটি উড়ন্ত যন্ত্র তৈরি করা উচিৎ যাতে কেউ পড়ে না যায়। তারপর আল্লাহর রহমতে আমি একটি উড়ন্ত যন্ত্র তৈরি করেছিলাম এবং আমরা সহজেই এর মধ্যে বসেছিলাম। যখন আমরা উড়া শুরু করেছিলাম তারপর কিছু অন্য লোক দেখার পর আমাকে ডেকেছিল যে, আমাদেরকেও তোমার সাথে নাও। যখন আমি আবার নিচে নামি তখন এই লোকগুলো তারাই যাদের সাথে আমি প্রথমবার মিলিত হয়েছিলাম। আমি তাদেরকেও সবকিছু বলি, তারাও খুব খুশি হয় এবং বলে আমাদেরকেও আপনার সাথে নেন। আমি বলেছিলাম অবশ্যই। তারপর আমি উড়ন্ত যন্ত্রের আকার বৃদ্ধি করেছিলাম এবং এটা একটা বড় গাড়ীর মত উড়ন্ত যন্ত্র হয়েছিল এবং আমরা সবাই এর মধ্যে বসেছিলাম। আমি সবার দিকে তাকালাম এবং বললাম যদি এখানে কেউ অনুপস্থিত থাকে যারা আমার সাথে প্রথমবার মিলিত হয়েছিল এবং যারা আমাকে সাহায্যও করেছিল। আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। তারপর আমি জানিনা কেন আমি অলস হয়ে গিয়েছিলাম এবং চিন্তা শুরু করেছিলাম যে এই ভ্রমণটা দীর্ঘ এবং যদি আমরা একবার সেখানে যাই তাহলে আমরা আর ফিরে আসতে সক্ষম হব না। তারপর আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ সবকিছু করেছেন, এখন আমার শুধু যন্ত্রটা উড়াতে হবে এবং এটিকে ঐ জায়গার অভিমুখে নিতে হবে। তারপর আল্লাহ্ এই যন্ত্রটিকে ঐ জায়গায় পৌঁছে দিবেন এবং পাশাপাশি আমরা কী করতে যাচ্ছি এই অন্ধকার জায়গায় বাস করে, আমি আমার বাড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপর আমি আমার আসনে বসি ও উড়া শুরু করি ঐ জায়গার অভিমুখে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ক্ষুধার্ত সিংহ দেখে ভয় এবং আল্লাহর সাহায্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, মার্চ ২০১৫ তারিখের এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি আমার পুরাতন ঘরের মধ্যে ছিলাম, যেটি একেবারেই ভাঙ্গাচোরা ছিল, সে ঘরে লাইটও ছিল না এবং ঘরের খুব খারাপ অবস্থা ছিল, আমি বলতেছিলাম যে, মনে হচ্ছে এই অন্ধকার ঘরে থাকা, এটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। তখন হঠাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়া তায়ালা আরশে আসেন এবং বলেন যে, কাসীম আর কতক্ষণ এই অন্ধকার ঘরে বসে থাকবে, ঘর থেকে বেরিয়ে আস এবং আমার নেয়ামতের ও বরকতের ঘর তালাশ কর, যেখানে কোনো অন্ধকার নেই এবং নেই কোনো অশান্তি, এটা শুনে আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম এবং বলতেছিলাম, আল্লাহ্ খুব দয়ালু, তিনি আমাকে এই অন্ধকার থেকে বাহির করার জন্য এসেছেন, আমি অনেক আনন্দের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, একটু দূরে যেতেই দেখি যে, আট দশটি সিংহ, মনে হচ্ছে খুব ক্ষুধার্ত এবং আকারেও অনেক বড় ছিল, আমি এসব দেখে ভয় পেয়ে গেলাম এবং পিছনে ফিরে আমার ঘরের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম, এবং ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফেললাম, তখন বলতেছিলাম, হে আল্লাহ্ বাহিরে তো আট দশটি ক্ষুধার্ত সিংহ, এই সিংহগুলোতো আমাকে খেয়ে ফেলবে, তখন আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস কর। এই সিংহগুলোর একটিও তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবেনা। আমি সিংহগুলোকে দেখার জন্য জানালা দিয়ে বাহিরে দেখতেছিলাম, তখন তিনটি কুকুর ভয়ংকর আওয়াজ করতেছিল এবং লাফ দিয়ে আমার দিকে আসতে ছিল, আমি পিছনের দিকে দৌড় দেই এবং মাটিতে পড়ে যাই, জানালাতে ছিল লোহার জালি, সেই জালিতে ধাক্কা খেয়ে কুকুরগুলো বাহিরেই পড়ে যায়, তখন আমি বললাম হে আল্লাহ্ দেখুন, এই কুকুরগুলো আমার উপর হামলা করে দিল, আর আপনি বলতেছেন, সেই ক্ষুধার্ত সিংহগুলো আমার কাছে পৌঁছাতে পারবেনা, আমি ঘরের এক কোণে বসেছিলাম, তখন আল্লাহ্ সে কুকুরগুলোর উপর বিদ্যুৎ আকারে আল্লাহর গজব নাজিল করেন, কুকুরগুলো জ্বলে সেখানে মরে গেল, তখন আল্লাহ্ বললেন, কাসীম, সেই কাজগুলো কর, যা আমি তোমাকে আদেশ করেছি, আর না হয় এ অন্ধকার ঘরে পড়ে থাক চিরদিনের জন্য। তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমি তোমাকে হেফাযত করব এবং তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে সহি সালামতে পৌছে দিব, অবশ্যই আমি আমার কাজ সম্পন্ন করে থাকি। এই কথাগুলো বলে আল্লাহ্ সেখান থেকে চলে গেলেন, আমি সেখানে

বসে বসে চিন্তা করতেছিলাম এখন আমি কি করব, তখন আমি নিজেকে বললাম কাসীম মরণ তো এখানেও আসবে, বাহিরে গেলেও আসবে, আমি বাহিরে গিয়েই মরব এটাই উত্তম হবে, তখন আমি বলি যেহেতু আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, তিনি আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে সহিসালামতে পৌঁছে দেবেন এবং আমাকে হেফাজত করবেন, আমার আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত এবং এটি করা ছাড়া আমার কাছে আর কোন রাস্তাও খোলা নেই। আমি আল্লাহর নাম নিলাম ও অনেক ভয় ভীতি নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম, আমি দরজা খোলা রেখে দিলাম, যদি কোন সিংহ আমার উপর আক্রমণ করতে চায়, আমি যেন ঘরে ঢুকে পড়তে পারি, আমি ভয়ে ভয়ে চলতে থাকি কিন্তু কোন সিংহ চোখের সামনে পড়ল না, আমি চিন্তিত হলাম এই সিংহগুলো কোথায় চলে গেল, তখন একটু সামনে গিয়ে দেখি যে, সিংহের দেহের একটি কাটা অংশ পড়ে রইল, আর একটু সামনে গিয়ে দেখি যে আরেকটা সিংহের মাথা পড়ে রইল, আমি এগুলো দেখে বললাম, এটা অবশ্যই আল্লাহর কাজ, কারণ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এই কাজটি করতে পারবেনা, আমি আমার সামনে অনেক উঁচু একটি বিল্ডিং দেখি, আমি ঐ বিল্ডিংটির ছাদে যাই এবং আল্লাহ্কে খুঁজতে থাকি। আমি দেখি যে আল্লাহর নূর, আমার থেকে অনেক দূর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন আমি সেই নূরের পিছে দৌড়াতে শুরু করি, যখন আমি সেই নূরটির কাছে গিয়ে পৌঁছাই, তখন নূরটি সেখান থেকে আবার অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন আমার স্মরণ হল আমি কীভাবে এই বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে দৌড়ে এখানে চলে আসলাম, আমি নিচে কেন পড়ে গেলামনা, আর কীভাবে আমি আল্লাহর সাহায্যে বাতাসে উড়লাম, তখন আমি বলি আল্লাহই আমাকে সাহায্য করেছেন, তখন আমি খুব আনন্দিত হলাম এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জোরে জোরে বলতে থাকি, হে আল্লাহ্, তুমি কোথায়? তখন আল্লাহ্ অনেক দূরের একটি জায়গার নাম নিয়ে বলল, কাসীম আমি এখানে তাড়াতাড়ি আমার নিকট আস, তখন আমি চিন্তিত হয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকি, কীভাবে আমি আল্লাহর কাছে পৌঁছাব? তখন আমি দেখি যে, অনেক দামি কালো রঙের একটি মোটর সাইকেল, আমি সেটি চালাতে শুরু করি কিন্তু রাস্তা ছিল কাঁচা, এই কারণে আমি মোটর সাইকেল জোরে চালাতে পারছি না, আমি মনে মনে বললাম যদি পাকা রাস্তা হত, আমি আর একটু জোরে চালিয়ে যেতে পারতাম, এ কথাটি বলতে বলতেই দেখি যে জমিনের নিচ থেকে কালো পাকা রাস্তা বেরিয়ে আসল, তখন আমি মোটর সাইকেল সর্বোচ্চ গতিতে চালিয়ে, আমার গন্তব্যে পৌঁছে যাই, সেখানে একটি চমৎকার বিল্ডিং

ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল খামারবাড়ি, যেখানে মানুষ অবসর সময় কাটানোর জন্য যায়, আমি খুব খুশি হই এবং ভিতরে যাই, ভিতরের পরিবেশ খুবিই শান্তিপূর্ণ ছিল, মনে হচ্ছিল শতাব্দী ধরে কেউ এখানে আসেনি, তবে এটির কালার ছিল মাটির রংয়ের মত, একটু সামনে তাকিয়ে দেখি যে, সেখানে তাজা তাজা রং দিয়ে সাজানো, মনে হচ্ছিল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই বিল্ডিংটিকে আবার নতুন করে মেরামত করেছেন, সেখানে আমি অনেক ধরনের হালাল প্রাণী দেখেছিলাম, আমি হাটতে হাটতে একটি বড় ধরনের রুমে প্রবেশ করি এবং সেখানে আমি আল্লাহর নূর দেখতে পাই, তখন সেই নূর থেকে আওয়াজ আসছিল, কাসীম, আমি কি বলিনি, তোমাকে আমি এখানে পৌঁছিয়ে দিব সহি সালামতে? তখন আমি আল্লাহ্কে বলি, আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করেছেন, আপনি আমাকে রাস্তা দেখিয়েছেন এবং আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে এই আলোতে নিয়ে এসেছেন, আপনিই সর্বউত্তম রাস্তা দেখানেওয়ালা, আমি কাল সকালে গোসল দিয়ে রেডি হয়ে, আমার সকল কাজ সম্পূর্ণ করে আপনাকে জানিয়ে দিব। তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা খুব গুরুত্বের সাথে বললেন যে, কাসীম, যদি তুমি তোমার সকল কাজ কালকে দিনে শেষ করতে পার, আমিও সন্ধ্যাবেলায় কিয়ামত সংঘটিত করে দিব। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(কাসীমের উড়ন্ত গালিচা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১১ বা ২০১২ সালের এই স্বপ্নে আমি আর আমার ভাই কোথাও যাচ্ছি। মনে হয় যেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও আমাদের দেখছেন এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন। তারপর পথে আমরা একটি বিস্ফোরণ দেখতে পেলাম। আমি আমার ভাইকে বলেছিলাম যে এখানেই থাম, আমাদের উচিত এই লোকদের সাহায্য করা। আমি এবং আমার ভাই থামলাম এবং এটি এমন দৃশ্য যা আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যে আমাদের এখান থেকে যাওয়া উচিত আমি অসুস্থ বোধ করছি। এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই কাজটি পছন্দ করেন না এবং তিনি আমাদের দিকে মনোযোগ দেন না। এবং আমি উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে "যদি খারাপ হয়ে যায় তবে আমি বমি করতাম।" "তখন আমি বলেছিলাম যে "যদি আবার এটি হয় তবে

আমি জনগণকে সহায়তা করব।" আল্লাহ্ আমার তওবা পছন্দ করেন। তারপরে আমরা ঘরে ফিরে আসি তবে সেখানে অন্ধকার। আমি বলেছিলাম "আমরা আর কতক্ষণ অন্ধকারে থাকব?" তখন আমি বলেছিলাম "আমি যদি এই অন্ধকার থেকে বাহির হওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পাই তবে এটি অনেক ভাল হবে।" তারপরে কিছু লোক বলেছিল যে "একটি গালিচা আছে যা উড়ে যায় এবং উপরে যায়" তারপরে আমি কিছু লোককে জিজ্ঞাসা করি "কীভাবে প্রবেশ করব?" তারপরে একটি বেড়া এবং একটি পথ রয়েছে। এবং একটি কক্ষ আছে এবং ভিতরে কার্পেট রয়েছে। এই লোকেরা যাত্রার জন্য ২৫,০০০ টাকা নেয়। তারপরে আমি যখন টাকাটি গণনা করি যথেষ্ট আছে। এবং আমি বলেছিলাম "আল্লাহ্ অবশ্যই আমাকে এই অর্থ দিয়েছিলেন।" তারপরে আমি গেটের লোকদের সাথে কথা বলি এবং তারা ২৫,০০০ টাকা চেয়ে থাকে। এবং এমন লোক রয়েছে যারা ইতিমধ্যে এটি চেষ্টা করে এসেছিল এবং বলেছিল যে "আমরা ইতিমধ্যে কার্পেট ব্যবহার করেছি এবং এটি উড়ে যায়না এবং এই লোকেরা সবাইকে প্রতারণা করছে যে এটি উড়ে গেছে।" তখন আমি ভেবেছিলাম যে কিছু না করার পরিবর্তে আমার এটি চেষ্টা করা উচিত। তখন লোকেরা আমাকে দেখে বলল যে "অন্য একজন লোক তার অর্থ নষ্ট করছে।" তারপরে আমি বেড়ার ভিতরে যাই এবং যখন আমি ঘরের ভিতরে যাই তখন সেখানে আমি কার্পেটটি দেখতে পেলাম। আমি বললাম "এটি একই গালিচা যা আমি মোহাম্মাদ (ﷺ)কে দিয়েছিলাম এবং তিনি সালাত আদায় করেছিলেন।" এবং তারপরে আমি বলেছিলাম যে "এই গালিচাটি অবশ্যই উড়ে যাবে।" তারপরে আমি সেই কার্পেট / গালিচায় বসে থাকি এবং এটি সত্যিই উড়ে যায়। যখন আমি উড়ে উড়ে যাই তখন বেড়াটিও ভেঙে যায় এবং কার্পেটটি উড়তে শুরু করে। এবং একই ব্যক্তিরা যারা এই ব্যবসা করছে তারা বলে যে "আমরা কখনই এটিকে উড়াতে পারিনি এবং এই লোকটি এসে বসে আছে এবং এটি উড়েছে!" তারা আমার পিছনে ছুটছিল এবং আমার কাছে আসার আগে তারা বলেছিল যে "আমরা যদি জানতাম তবে আমরা তাকে এখানেই থামিয়ে দিতাম।" তখন আমি বলেছিলাম যে "গালিচাটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে যাবে।" তারপরে আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে পৌঁছাই এবং যখন আমি সেখানে পৌঁছাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- "কাসীম, মোবারক, আপনি এখানে এসেছেন,

আপনি এখানে বসে তাসবিহ করেন এবং এই লোকেরা আপনার কাছে যেতে পারবেনা।" স্বপ্ন শেষ হয়।

(কাঠের ডাইস / পডিয়াম)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে, কিছু লোক এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, কেউ ধর্মীয় আবার কেউ রাজনৈতিক। তারা বলে যে "এখানে এসে কথা বলুন।" তারা আমাকে মঞ্চে এসে ডাইস / পডিয়ামের সামনে কথা বলতে বলে। সেই ডাইস / পডিয়াম অমুসলিম দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং তারা এটি তৈরি করেছে। এবং যখন আমি এটি দেখি যে এটি কাফির / অবিশ্বাসীরা তৈরি করেছে। আমি লাথি মারি এবং এটি মাটিতে পড়ে যায়। আমি মাটিতে যেখানে পিঁপড়া রয়েছে তাদের বললাম। আমি তাদের বলেছিলাম যে আমার জন্য একটি ডাইস / পডিয়াম তৈরি কর। আমি অবিশ্বাসীদের দ্বারা তৈরি ডাইস / পডিয়ামের উপর কোনও বক্তব্য রাখতে যাচ্ছিনা। তারা মাটি থেকে এসে কাঠের ডাইস / পডিয়াম তৈরি করে। লোকেরা খুব অবাক হয়ে যায় যে "এটি কীভাবে ঘটেছিল আমরা এটি কখনই দেখিনি।" তারপরে আমি সেখানে একটি বক্তব্য রাখি এবং এই ঘটনার সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(প্লেন থেকে প্যারাসুট)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের এই স্বপ্নে আমি দেখলাম যে, সারা পৃথিবী থেকে কিছু লোক আমার সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। আমি তাদের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলি। তারপর আমি একে একে সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসতে থাকি। আফ্রিকা, ইউরোপ এবং অন্য সব জায়গা থেকে আমাকে আনতে হবে। এই কাজের জন্য আমার একটি বিশেষ বিমান রয়েছে। তারপর কিছু শত্রু এই কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারে। এই বিমান থেকে লাফ দেওয়ার জন্য আমার একটি বিশেষ প্যারাসুট রয়েছে। তারপর আমি বিমানটিকে আকাশ থেকে পড়ার সময় ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম, এর মানে হল আমি এই বিমানটিকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বিমানটি যখন উড়ছিল তখন

মনে হয়েছিল এটি ঠিকমত কাজ করছেনা এবং বিমানটি মাটির দিকে পড়তে শুরু করে। তারপর আমি প্লেনটিকে অটোপাইলটে রাখি এবং আমি প্যারাসুট দিয়ে প্লেন থেকে লাফ দিয়ে একটি বড় বিল্ডিংয়ে অবতরণ করি তারপর তারা বিমানটিকে ধ্বংস করে দিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি মুক্তি পাই। আর আমি সব লোককে জড়ো করার কাজে সফল হই। আলহামদুলিল্লাহ। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩ আগস্ট ২০১৮ সালের স্বপ্নে আমি দেখি, লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, অন্য দেশে উঁচু দালান আছে কিন্তু পাকিস্তানে নেই। তখন আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে যে একটা বিল্ডিং বানাই। স্বপ্নে দেখি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবনে ১১০ তলা আছে। আমার একটি জমি আছে এবং আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি সেই জমিতে একটি বিল্ডিং তৈরি করা যায় কিনা? তিনি বলেন, এটা অসম্ভব, একটি ভবনের জন্য আপনার একটি বড় জমির প্রয়োজন এবং এই প্লটটি মাত্র প্রায় ২৫ বর্গমিটার। এবং আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে "তাহলে অন্তত ভবনটি নির্মাণ করা যেতে পারে।" তিনি আমাকে বলেছিলেন যে "কিছু সরকারি নিয়ম-কানুনও রয়েছে, আপনি ৩ তলা ভবনের বেশি নির্মাণ করতে পারবেন না অন্যথায় তারা হস্তক্ষেপ করে আপনাকে বাধা দেবে।" তখন আমি মনে মনে বললাম, আমার চেষ্টা করা উচিত, আমি এত নীরবে এবং দ্রুত ভবনটি নির্মাণ করব যাতে কেউ এটি সম্পর্কে জানতে না পারে এবং যখন সবাই ভবনটি দেখবে তখন তারা খুশি হয়ে যাবে। আমি রাতে কাজ শুরু করি এবং সম্ভবত একদিনের মধ্যেই আমি প্রায় ৩ থেকে ৪ তলা বিল্ডিং তৈরি করতে পারি। তারপর আমি ভিতরেও ডিজাইনিং করি এবং আমি এমনভাবে ফ্ল্যাট তৈরি করি যাতে প্রতিটি তলায় একটি করে ফ্ল্যাট থাকে যা লোকেরা ভাড়া দিতে পারে এবং প্রতিটি ফ্ল্যাটে রান্নাঘর, রুম এবং ওয়াশরুম থাকবে। এরপর ৩ থেকে ৪ দিনে ঐ ভবনটি ৩০ থেকে ৪০ তলা হয়ে গেছে। আমি বাইরেও ডিজাইন করি এবং অভ্যন্তরেও কাজ করি, তারপর দেখি কিছু লোক আছে যারা অভ্যন্তর নিয়েও কাজ করছে। আমি আশ্চর্য হলাম যে, এই লোকগুলো কারা এবং এখানে কে ডেকেছে? আমি তাদের

সাথে কথা বলেছি এবং তারা বলেছে যে তারা এখানে কাজ করতে এসেছে। আপনি যে কাজটি করছেন তা খুব ভাল তবে আমরা এর অভ্যন্তরটিকে উন্নত করছি যাতে লোকেরা এটি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই লোকেরা খুব কঠোর পরিশ্রম করত এবং তারা প্রায় অবিরাম কাজ করে। তারা দেয়ালে কিছু রাসায়নিক ঢেলে ঘষে দেয় এবং দেয়াল চকচক করতে থাকে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন আপনি রাসায়নিক ব্যবহার করছেন এবং এমনকি এটি প্রয়োগ করার জন্য আপনি বিশেষ গিয়ার পরেছেন এবং এটি ঘষাও সহজ কাজ নয়। তারা বলল এই কেমিক্যাল ছাড়া মেঝে ও দেয়াল উজ্জ্বল হবেনা এবং কেউ পছন্দ করবেনা, আমি তাদের বললাম আপনারা যেমন খুশি করেন। তারপর আমি তাদের বললাম যে আগামীকাল এই বিল্ডিং ৬০ তলা হবে এবং তারা উত্তর দিল যে ঠিক আছে। পরদিন সকালে যখন পৌঁছলাম তখন সেই বিল্ডিংটা সত্যিই ৬০ তলায় পৌঁছে গেছে এবং অনেক দূর থেকে দেখা যেত। আমি যখন বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম তখন ঐ লোকজন ভবনের পরের ২০ তলায় কাজ করছিল, তবে এক পাশের দেয়াল তখনো তৈরি হয়নি। এখানে একটু চিন্তিত হলাম যে, আমরা ৬০ তলা নির্মাণ করেছি কিন্তু ভবনটি দুর্বল এবং এক পাশে দেয়ালও এখনো নির্মিত হয়নি বলে ভেঙে পড়লে কী হবে। আমি কেবল এই সম্পর্কে চিন্তা করি এবং হঠাৎ একটি পাইপ সহ একটি মেশিন সেখানে উপস্থিত হয় এবং কংক্রিট ভরাট করা শুরু করে, এটি দেখে আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর সম্ভবত কিছু লোক সেখানে এসে ভবনটি দেখে ভাবছে কে বানিয়েছে? যেহেতু এটি ভিতর থেকে ভাল ছিল তাই মানুষ এটি পছন্দ করেছে। কিছু লোক টপ স্টোরিতে গিয়ে লাহোর শহর দেখতে লাগলো যে এত উচ্চতা থেকে দেখতে কেমন লাগছে। মনে মনে বললাম ওখানে রেলিং নেই কেউ নিচে পড়ে গেলে কি হবে। তারপর আমি রেলিং লাগাতে উপরে গিয়েছিলাম কিন্তু এটি নিজেই ইনস্টল হয়ে গেছে। এসব কাজ আল্লাহর রহমতে হয়েছে। তখন ঐ লোকেরা ঐ ভবনের ভেতরে কিছু বড় লোক নিয়ে আসে যাতে আরও বেশি মানুষ এটি সম্পর্কে জানতে পারে। কিছু গণমাধ্যমের লোকজন ভবনটি সম্পর্কে জানতে পারলে তারা ক্যামেরা ও সাংবাদিক নিয়ে ভবনটি দেখতে আসেন। এই মুহূর্তে আমি মনে করি আমি ভবনটির ভিতরের অংশটি পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, আমি যখন ছাদে গিয়েছিলাম তখন সেই লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তারা টেলিভিশনে

দেখাচ্ছিল যে এটি এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের সবচেয়ে উঁচু ভবন। আমি যখন শীর্ষে পৌঁছলাম তখন আমার পোশাকও বদলে গেল। ঐ ব্যক্তিরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু আমি যখন পৌঁছলাম তখন সাংবাদিকরা বললেন, কাসীম সাহেবও এসেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত তিনি কীভাবে এই ভবন তৈরি করলেন? আমার পিছনে একটি ব্যাক প্যাক ছিল যা আমার কাঁধ থেকে স্কুল ব্যাগের মত ঝুলে ছিল তবে এটি ছোট ছিল। আমি যখন দৌড়ে বিল্ডিং থেকে লাফ দিতে যাচ্ছি, তখন যারা সেখানে কাজ করছিল তারা আমাকে বলল, তুমি কী করছ, পড়ে মরতে চাও? মিডিয়ার লোকেরাও উদ্বিগ্ন এবং আমি মনে করি আমি তাদের বলেছি যে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। তারপর আমি বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়লাম এবং আমি বাতাসে রয়ে গেলাম এবং আমি তাদের বললাম যে আমার এই ব্যাগটিতে একটি বিশেষ গ্যাস রয়েছে এবং এটি একজন ব্যক্তির ওজন বহন করতে পারে। তারপর আমি দৌড়ে আরো দূরে গিয়ে বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে বললাম এটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং হতে হবে এবং আল্লাহর রহমতে এ কাজ এখন সহজ হয়ে গেছে। আমাকে বাতাসে ছুটতে দেখে মানুষ খুব খুশি হল, মিডিয়ার লোকজনও খুশি হল। মনে হচ্ছিল এখন অনেক লোক এই বিল্ডিং সম্পর্কে জানতে পেরেছে কারণ মানুষ আমাকে নিচ থেকেও দেখছে এবং দু-একটি টিভি চ্যানেলও সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে তা দেখাচ্ছিল। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের সাজানো গাড়ি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নে আমি আমার একটি ঘরে ছিলাম। আমি গোসল করে নতুন জামাকাপড় পরলাম। আমার বাসা অনেক পুরানো, ক্ষতিগ্রস্ত এবং মরিচা পড়ে গেছে এবং আমি আমার স্বপ্নের কথা ভাবছিলাম যে, "আমার কয়টি স্বপ্ন সত্যি হয়েছে? এবং আমার স্বপ্ন অনুযায়ী আমি কোথায়?" তারপর আমি এটি সম্পর্কে চিন্তা করি এবং আমি বললাম যে, "আমি যাদের সাথে দেখা করেছি তাদের সাথে সম্পর্কিত আমার স্বপ্নগুলি এতদূর সত্য হয়েছে এবং এই লোকেরা আমার চেয়ে ভাল, তারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে এবং আমি আমার দুর্বলতার কারণে দ্রুত এবং কঠোর পরিশ্রম করতে পারিনা। যদি আমার দুর্বলতা দূর হয়, আমি তাদের

মত কাজ করব।" তারপর আমি বললাম, "যেভাবেই হোক, চল, হয়ত আরো স্বপ্ন শীঘ্রই সত্যি হবে।" তারপর রুম থেকে বের হয়ে বাসার সামনের রাস্তায় গিয়ে দেখছিলাম সেই দৃশ্য। তারপর দেখলাম আমাদের পুরোনো গাড়ি আসছে এবং সেই গাড়িটি আমার সামনেই থামল। এবং ২টি যুবক ছেলে বেরিয়ে এসেছিল, একজন বয়সে বড় এবং অন্যটি ছোট। যখন আমি গাড়ি এবং ছেলেদের দেখলাম তখন বললাম, "ওহ এটা আমাদের পুরানো গাড়ি, হ্যাঁ, আমরা এটি ঠিক করতে পেরেছি এবং এখন এটি আল্লাহর সাহায্যে আবার চলতে সক্ষম হয়েছে। এবং এখন তরুণ এবং পরিশ্রমী লোকেরা এই গাড়িটি চালাচ্ছে।" বড় ছেলেটি ছোট ছেলের সাথে কথা বলেছিল যে 'আমাদের এই গাড়ির জন্য জিনিসগুলি সাজাতে হবে তাহলে এই গাড়িটি আরও ভাল দেখাবে।' ছোটটি বলল, হ্যাঁ, লোকটি শীঘ্রই এই গাড়িটি সাজাতে আসবে। তারা গাড়ি থেকে সজ্জাগুলো বের করে এবং গ্যারেজে রাখে। এ সময় তাদের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। আমি শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম "তারা কি করছে?" তারপর তারা একই বাড়িতে চলে গেল যেখান থেকে আমি এসেছি। তারপর আমি বললাম, " হ্যাঁ, আমরা আবার এক জায়গায় যোগ দিচ্ছি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় থাকতাম। এখন আমরা আমাদের পুরানো বাড়িতে জড়ো হচ্ছি এবং শীঘ্রই আরও লোক আমাদের সাথে পরিচিত হবে এবং তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগ দেবে।" তারপর আমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি তারা বাড়ির ভিতরে কি করছে। আমি দেখলাম এই যুবক সহ প্রায় ৪ থেকে ৫ জনকে, তারা বলে, আমাদের আরও ভাল কাজ করতে হবে আরও বলে, কিছু পরিকল্পনা করছি। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম যে "তাদের পরিকল্পনা করতে দিন এবং তাদের বিরক্ত করবেন না।" এত কিছুর সময় কারো সাথে কথা না বলে আবার বাইরে চলে যাই। আমি যখন গ্যারেজে যাই, আবার দেখলাম একজন লোক সাজসজ্জার ব্যবস্থা করেছে। আমি যখন তাকে দেখেছিলাম, আমি বললাম "আমি তাকে আগে কোথাও দেখেছি কিন্তু আমার মনে নেই, তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কে এবং আপনি এখানে কি করছেন?" আমি তাকে বলিনি যে আমি তাকে আগে দেখেছি। তিনি বললেন, "আমি একজন মানুষ যে গাড়ি সাজায় এবং আমি এখানে এসেছি কারণ কেউ আমাকে এই গাড়িটি সাজাতে বলেছিল।" আমি বললাম " হ্যাঁ, আমি দেখেছি একটি অল্প বয়স্ক ছেলে

আপনার সম্পর্কে কথা বলছে।" তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি কি এতে ভাল আছেন, আমি বলি মানে আপনি কি পেশাদার?" তিনি বললেন, "আমি এর আগেও অনেক গাড়ি সাজিয়েছি, আপনি রাস্তায় যে গাড়ি দেখছেন, আমি সেগুলি সব সাজিয়েছি, তাই চিন্তা করবেন না আমি আপনার গাড়িটিকে পেশাদার উপায়ে সাজাবো।" তারপরে, আমি তার সাথে কাজ শুরু করি যাতে গাড়ি সাজানোর ক্ষেত্রে একটি ভুলও অবশিষ্ট না থাকে কারণ অন্য লোকেরা যখন আমাদের গাড়িটি দেখবে তখন যেন তাদের আমাদের গাড়ি দেখে ভাল লাগে। একটি বাক্স ছিল এবং এই বাক্সে, রং এবং ব্রাশ ছিল এবং সেগুলি ছিল সুন্দর রং এবং ব্রাশ। আমি অন্য কোনো গাড়িতে এই ধরনের রং এর আগে কখনো দেখিনি। তারপর দেখলাম বাক্সে কিছু রং ও ব্রাশ নেই, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "কেন তারা হারিয়ে গেছে এবং কোথায় আছে?" তিনি বললেন, "এইসব সাজসজ্জা আমার আছে এবং এই ছেলেরা সেগুলি নিয়ে গেল এবং সে বলল, ছেড়ে দাও!" তারপর আমি বলেছিলাম যে "অপেক্ষা করুন! আমাকে অন্যান্য সাজসজ্জা থেকে এটি খুঁজে পেতে দিন, সম্ভবত তারা অন্য জায়গায় আছে।" তারপর আমি সমস্ত সাজসজ্জা দেখি এবং আমি আল্লাহকে বলি "এগুলি খুঁজে পেতে আমাকে সাহায্য করুন।" এবং তারপর আমি ৩ থেকে ৪ ধরনের রং খুঁজে পাই এবং আমি তাকে এটি দিয়েছিলাম এবং তিনি বললেন, ভাল লাগল আপনি কিছু রং খুঁজে পেয়েছেন। তারপর, আমি বললাম, প্রায় ৪টি রং এখনও নেই এবং গাড়িটি ঠিকমত সাজানো হবেনা। তারপর তিনি বললেন "আমি এটিকে সাজিয়ে দিব যাতে কেউ এটিকে লক্ষ্য না করে।" তারপর তিনি গাড়িটি সাজাতে শুরু করেন এবং তিনি বলেন, "যখন এটি প্রস্তুত হবে, লোকেরা আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কীভাবে এটি করলেন এবং আমরা এর আগে কখনও এমন সাজানো গাড়ি দেখিনি।" স্বপ্নটি শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালের এই স্বপ্নে আমি আরও কয়েক জনের সাথে একটি ঘরে বসে আছি। আমি তাদের কাছে আমার একটি স্বপ্ন বর্ণনা করি এবং তারপর আমি তাদের কাছে তার ব্যাখ্যা চাই কিন্তু তারা

আমাকে সেই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলেন না। সেই স্বপ্নে আমি সকাল ১১টার দিকে বাসা থেকে বের হই। সূর্যের আলোর তীব্রতা খুব বেশি কিন্তু যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে। মুসলমানরাও আমাকে আমার পথে দেখতে পায় কিন্তু তাদের অনেকেই আমাকে উপেক্ষা করে এবং খুব কম লোকই আমার সাথে যোগ দেয় এবং তারপর বিকেল আসে, তারপর সন্ধ্যা এবং তারপর রাত হয়। রাতের বেলা, আমরা একটি বাড়িতে পৌঁছাই এবং তারপর দীর্ঘ এবং অন্ধকার রাতের পরে একটি নতুন সকাল শুরু হয়। এই স্বপ্ন শুনে তারা বলে যে, এই স্বপ্নের অর্থ কী হতে পারে? তারা আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে কিন্তু আমি তাতে সন্তুষ্ট নই। অতঃপর এক ব্যক্তি আমার আরেকটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে আমাকে তার ব্যাখ্যা বলল, আমি তাকে বললাম অনেক স্বপ্ন আছে কিন্তু তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনা। তারপর আমি সেখান থেকে চলে যাই এবং দেখি এক ব্যক্তি দেয়ালে কিছু আঁকছে। আমাকে দেখে সে আমাকে নিজের দিকে ডাকে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদর্শনের জন্য দেয়ালে একটি চিত্র আঁকে। দেয়ালে আঁকা ছবি দিয়ে তিনি আমার স্বপ্ন এবং অন্যান্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেন। দেয়ালে তার পেইন্টিং দেখে মনে মনে বললাম তার পেইন্টিং বেশ ভাল এবং সে অনেক পরিশ্রম করেছে। আমি তার সমস্ত ব্যাখ্যা শুনি তবে আমি এখনও সন্তুষ্ট নই এবং ভাবতে থাকি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী হতে পারে? ঐ ব্যক্তির সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি সেখান থেকে চলে আসি। আমি যখন রুমে ফিরে আসি তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে যে কাসীম অন্য স্বপ্নগুলি যে শেয়ার করেছে তার কী হয়েছে? সেগুলো কবে সত্য হবে? সেই ব্যক্তিরা স্বপ্ন সম্পর্কে বেশ চিন্তিত। একজন ব্যক্তি বলেছেন যে, "আমাদের উচিত সেই বিশেষ ব্যক্তিকে এই স্বপ্নগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা কারণ সে তাদের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে এবং কখন সেগুলি সত্য হবে।" আমি তাদের ব্যাখ্যা শোনার পর হঠাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে পারি যেন আল্লাহ্ তাদের ব্যাখ্যা দিয়ে আমার হৃদয়কে আলোকিত করেছেন। এবং আমি তাদের বলছি আপনারা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন, আমি আপনাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলব, আমি যখন সকাল ১১ টায় বাড়ি থেকে বের হই, তখনই আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে আমার স্বপ্নগুলি প্রচার করার নির্দেশ দেন। সূর্যের আলোর তীব্রতা মানে এই কাজটি সহজ নয়,

যদিও মুসলিমরা আমার স্বপ্ন পড়ে কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বিশ্বাস করেনা। আমি হাঁটতে থাকি এবং আরও কিছু লোক আমার সাথে যোগ দিতে থাকে এবং রাতের বেলা আল্লাহর সাহায্যে আমরা অবশেষে সেই ঘরে পৌঁছে যাই যেখানে আমরা এখন আছি। এর মানে হল যে, স্বপ্নগুলি প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা সেগুলি সব প্রচার করেছি এবং আমরা সেগুলি বড় লোকদের সাথেও প্রচার করেছি। স্বপ্নে দিনের সময়টি সেই সময়ের প্রতীক যখন মুসলমানরা চাইলে একত্রিত হতে পারত এবং সেই সময়ে পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য খুব একটা খারাপ ছিল না। সূর্যালোকের তীব্র অর্থ ছিল রুক্ষ ও কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুসলিমরা একত্রিত হতে পারত, যার অর্থ তারা স্বপ্ন অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে পারত। কিন্তু তারপরে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা এবং অবশেষে রাত নেমে এল যার অর্থ এই যে, যা ঘটতে চলেছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে মুসলমানদেরকে জানিয়েছেন শুধু তাই নয় বরং সময়ের আগেই সতর্ক করেছেন যাতে তারা নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা সময় নষ্ট করেছে এবং কিছুই করেনি। এখন রাতের সময় মানে ঐক্যের সময় চলে গেছে এবং মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এখন মুসলমানরা দেখতে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা যে তারা কোন দিকে যাবে এবং কিভাবে এই অন্ধকার থেকে বের হবে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মুসলমানরা যতই পরিকল্পনা করুক না কেন তা ব্যর্থ হবে এবং অপশক্তি তাদের হত্যা করবে এবং তারা কিছুই করতে পারবেনা এবং তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে থাকবে। আজ আপনার চারপাশের বিশ্বের দিকে তাকান আপনি দেখতে পাবেন যে, মুসলমানরা বেশি নিপীড়িত হচ্ছে এবং তারা অন্ধকারে থাকবে। যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচার হবে তারপর তখন এমন সময় আসবে যখন আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করবেন যে, "কাসীম! যাও এবং আমার অনুমতি ও সাহায্যে এই পৃথিবীর অন্ধকারকে আলোতে পরিণত কর।" অতঃপর আল্লাহর সাহায্যে আমি এই পৃথিবী থেকে অন্ধকার দূর করব এবং পৃথিবী এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে যে, সূর্যালোকের তীব্রতাও থাকবেনা, ঠান্ডাও থাকবেনা, মানে সর্বত্র শান্তি থাকবে। এটা আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার ব্যাখ্যা শুনে লোকেরা খুব খুশি হয়ে যায় যে আমরা খুব কাছাকাছি আছি যেখানে আমরা অন্যভাবে ভাবছিলাম। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন কবে পূরণ হবে?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩০ জুন ২০২২ তারিখ, আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্নে কেউ আমাকে বলেছে যে, আপনি যদি প্রথমে লক্ষণ আসার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং তারপরে আপনি কাজ করবেন, তাহলে আপনি ক্ষতির মধ্যে আছেন। আপনি শুধু কাজটি করুন এবং আল্লাহ সাহায্য করবেন এবং লক্ষণগুলি নিজেরাই আসবে। আপনি যদি লক্ষণের জন্য অপেক্ষা করেন তবে লক্ষণ কখনোই আসবে না। এটার মত কিছু। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের আযান ধর্মীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত করে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৯ মার্চ ২০২২ সালের এই স্বপ্নে আমি একটি ছোট পাহাড় দেখতে পাচ্ছি এবং আমাকে এই পাহাড়ে উঠে আযান বলতে হবে। আমিও কয়েকজনের সাথে আছি। আমি যখন এই পাহাড়ের দিকে হাঁটছি, আমি প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি কারণ আমি এটি কখনও করিনি, তবে আমি অনুভব করি যে আমাকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই কিছুটা দ্বিধায় পাহাড়ের দিকে হাঁটতে থাকি। যখন আমি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে আযান দেওয়া শুরু করি। আমি যখন ‘‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’’ দিয়ে শুরু করি তখন আমার আযান পেশাদার বাজে না (যেমন মসজিদে দেওয়া আযান যা সুন্দর সুরে তেলাওয়াত হয়)। কিন্তু আমি যতই আযান পড়া চালিয়ে যাচ্ছি, ‘‘আশহাদু-আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু-আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’’-এর অংশে পৌঁছেছি ততই তা আরও উন্নত ও পেশাদার হতে চলেছে। আমি যখন ‘‘হাইয়া আলাস্ সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ্’’ অংশটি আবৃত্তি করি তখন মসজিদের মত পেশাদার সুরে করি। তারপর আমি দেখতে পাই যে পাহাড়ের নীচে আরও ধার্মিক লোকেরা আমার আযান লক্ষ্য করতে শুরু করেছে এবং তারা মুগ্ধ বলে মনে হচ্ছে। আমি অবশেষে ‘‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ একটি সুন্দর এবং পেশাদার উপায়ে বলি, তখন আমার মনে আসে যে এই আযানের সমাপ্তিটি ঠিক

সেভাবে শোনাচ্ছে যেভাবে এটি কয়েকশ বছর আগে মক্কায় হয়েছিল, যখন মক্কা প্রথম আযান হয়েছিল। স্বপ্ন শেষ হয়।

(আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) বর্ণনায় মোহাম্মাদ কাসীম)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি আমার সত্য স্বপ্নে আল্লাহর শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে ৩০০ বারেরও বেশি বার সাক্ষাৎ করেছি। আমি আপনাকে বলতে পারবনা মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চেহারা দেখতে কেমন। কারণ যখন আমি তার কাছাকাছি যাই, আমার মাথা শ্রদ্ধায় অবনত থাকে এবং আমাদের নামাজের মত আমার দৃষ্টি থাকে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, তার মুখ থেকে সবসময় আলোর নির্গমন হয়। যার কারণে তার মুখের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারাটা কঠিন। মোহাম্মাদ (ﷺ) এর উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি (প্রায়)। তার আছে অত্যন্ত সুদর্শন দেহ। তিনি খুব সুন্দরভাবে ও সহজে পৃথিবীতে হাঁটেন। তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) এর দেহ থেকে সাদা নূর বেরিয়ে আসে। আমার পুরো শরীর সাক্ষী যে, এই হচ্ছে আল্লাহর নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)। এবং যখন আমি তার সাথে হাত মিলিয়ে অভিবাদন করি তখন আমার হাত অনুভব করে যে, এই হচ্ছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাত। এবং যখন আমি তার সাথে আলিঙ্গন করি তখন আমার দেহ সাক্ষ্য দেয় যে, এই হচ্ছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উষ্ণ দেহ। এবং আমি সত্যিই খুশি ও অধীর অনুভূতি পেয়ে থাকি। তিনি খুবই নম্রভাবে ও অমায়িকভাবে কথা বলেন। তিনি সবচেয়ে গভীরতম ভালবাসা দেখান এবং সবচেয়ে ব্যাখ্যাতীত ভালবাসেন। যেন তিনি তার দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া ছেলের সাথে দেখা করছেন। তিনি তার উম্মতের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের জন্য কাঁদেন। পূর্বে কেউ তার মত করে কাঁদেননি। তিনি বলতে থাকেন, আমার উম্মত...। তিনি গভীরভাবে তার উম্মতের জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি বিপথগামীদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আমি এমন বিষাদের জন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারবনা। আপনি যদি এই সম্পর্কে জানতেন, আপনি যদি চিন্তা করতেন, আপনি কান্না থামাতেন না। একটা উদাহরণ হচ্ছে, তিনি সমস্ত চারপাশ হাঁটেন আগে পিছে শুধু চিন্তিত। এবং তিনি এত বেশি আশা করেন শক্তি ও উদ্দীপনা, যখন তিনি আমাকে কিছু সুপারিশ করেন। একটা স্বপ্নের ঘটনা ছিল এটা আমি অন্য ভিডিওতে বলব। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম ঐ সময় তা

অশ্রুসিক্ত ছিল এবং আমি স্তম্ভিত ছিলাম। আমি অন্য কোন দিকে তাকাতে পারিনি। আল্লাহ্ তার চোখকে নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন।

(মসজিদে নববী এবং স্বর্ণের কাগজপত্র)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৫ মার্চ ২০১৫ সালের একটি স্বপ্নে, আমি নিজেকে মসজিদে নববীতে বসে থাকতে দেখি। এবং আমার খুবই ভাল ও শান্তিপূর্ণ অনুভব হচ্ছিল। কারণ আমি একটি বিশুদ্ধ মসজিদে আছি, যা মসজিদে নববী। এবং তারপর মোহাম্মাদ (ﷺ) আসেন ও আমার সামনে বসেন। মোহাম্মাদ (ﷺ) এর হাতে ৪টি বড় আকারের স্বর্ণের কাগজপত্র ছিল। মোহাম্মাদ (ﷺ) অত্যন্ত খুশীর সাথে বললেন- কাসীম, আবারো আমার জাতীর কাছে আমার এই বার্তা পৌঁছে দাও, "তোমাদের মধ্যে যে তোমাকে সমর্থন করবে, সে এমনই একটি ব্যক্তি, যে আমাকে সমর্থন করে। এবং সে অবশ্যই বিচার দিবসে আমার সাথে থাকবে।" এবং কাসীম, এই বার্তাটিও পৌঁছে দাও তাদের কাছে, সেই সকল লোক যারা তোমার সাথে আছে- তাদের এই চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, এই কাজ ভাল কাজ হিসেবে লিখা হচ্ছে কিনা। এবং তাদের এই চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, কোন ব্যাপারে কী কাজ ও এটার কোন মানে হল। এমন কি যদি কেউ খুবই ছোট একটি কাজ করে, আল্লাহ্ অবশ্যই এটা নষ্ট করে দিবেননা এবং আল্লাহ্ সেই কাজকে অনেক গুণ লিখেছেন। তারা যে কাজ করছে এটা কোন সাধারণ কাজ নয়। এবং তাদের এটা মনে করা উচিৎ নয় যে, আমি তাদের নাম ও তাদের কাজ জানিনা। এই নামগুলো আল্লাহ্ এইসব কাগজপত্রে লিখেছেন। আমি তাদের নাম পড়ি এবং তারা যে কাজই করে, আল্লাহ্ আমাকে তা অবগত করান। তাই তাদের চিন্তা করা উচিৎ নয়। বিচার দিবসে তারা আমার সাথে থাকবে। এবং এই স্বর্ণের কাগজপত্র আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। আমি তাদেরকে আমার সাথে মজুত রাখছি এবং এই স্বর্ণের কাগজে তাদের নামও লিখা থাকবে, যারা কঠিন সময়ে তোমার সাথে থাকবে। কাসীম, আমার সত্য ইসলাম আল্লাহর সাহায্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। নিশ্চিত কর যে, তুমি আমার এই বার্তা সব লোকদেরকে পৌঁছে দিবে। আমি মোহাম্মাদ (ﷺ)কে কিছুই বলিনি এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) তিনিই বলেছেন। আমি এই স্বর্ণের কাগজের নামগুলো পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু মোহাম্মাদ (ﷺ) সামনে ছিলেন।

আমি আমার শরীরের কোন অংশ সড়াতে সাহস করতে পারিনি এবং আমি সেখানে নিরব বসে ছিলাম ও নড়াচড়া করিনি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(উম্মতের প্রতি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর বার্তা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৯ অক্টোবর ২০১৫ সালে মোহাম্মাদ (ﷺ) ৩ বার স্বপ্নে আসেন। আমি মোহাম্মাদ (ﷺ)কে একই রাতে ৩ বার আমার স্বপ্নে আসতে দেখি। একবার আমি দেখি যে, মোহাম্মাদ (ﷺ) চিন্তিত ছিলেন এবং এখানে হাঁটছিলেন এবং চিন্তা করছেন। এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বলেন যে, কাসীম এই বার্তা সমগ্র উম্মতের কাছে পৌঁছে দাও। মোহাম্মাদ (ﷺ) বললেন, "কাসীম, যে কেহ তোমার সাথে থাকল, সে এমনই একটি ব্যক্তি যে আমার সাথে থাকল এবং যে কেহ তোমাকে সমর্থন করল, সে এমনই একটি ব্যক্তি যে আমাকে সমর্থন করল এবং বিচারের দিনে সে অবশ্যই আমার সাথে থাকবে।" এবং অন্য ২টি স্বপ্ন একই রকমের ছিল। এই স্বপ্নটি আমি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে দেখেছিলাম, এই স্বপ্নে এটা ছিল দিনের বেলা এবং মহান আল্লাহ্ তার আরশে সিংহাসনের উপরে ছিলেন। মোহাম্মাদ (ﷺ) এবং আমি একটা জায়গার মধ্যে ছিলাম ও আমি গভীর চিন্তিত ছিলাম এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারপর আমি মোহাম্মাদ (ﷺ)কে বললাম যে, "এই কাজ অনেক কঠিন। এখন পর্যন্ত খুবই অল্প সংখ্যক লোক আমাকে এবং আমার স্বপ্নকে বিশ্বাস করেছে এবং সেখানে আরো কিছু লোক অপেক্ষা করছে এটা দেখার জন্য যে, আমার স্বপ্নগুলো সত্য হয় কিনা এবং আল্লাহ্ই জানেন যে, সে সত্য বলছে কিনা এবং অনেক লোক আমাকে পাগল ভাবছে এবং তাকে সমর্থন করা একটি গুনাহের কাজ।" এসব শুনে মোহাম্মাদ (ﷺ) উদ্বিগ্ন হলেন এবং একটু রাগান্বিত হলেন এবং তাড়াতাড়ি আমার নিকটে আসলেন এবং বললেন যে, কাসীম, তুমি আমার এই বার্তা আমার সমস্ত উম্মতের কাছে পৌঁছে দাও যে, "যে কেহ তোমাকে সমর্থন করল এবং তোমার সাথে থাকল, সে এমনই একটি ব্যক্তি যে আমার সাথে থাকল এবং আমাকে সমর্থন করল। এটা আমার ইসলাম, অতএব তুমি যা কিছুই করতেছ কারণ আল্লাহ্ এবং আমি বলেছি এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁদেরকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দিবেন। দেখ, যে কেহ তোমাকে সমর্থন করল, আল্লাহ্ নিজেই তাদের নাম স্বর্ণের

কাগজে স্বর্ণের অক্ষরে লিখছেন এবং আমার ছেলে, আল্লাহ্ তাদের পুরষ্কার নষ্ট করেননা যারা ভাল কাজ করে।" মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে বা না করে তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। এটা আমার উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা এবং আমি কারো কাছে কোন পুরষ্কার চাচ্ছিনা। মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে আদেশ করেছিলেন তার বার্তা প্রচার করতে এবং আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর আদেশ পালন করছি।

(শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) এবং মোহাম্মাদ কাসীম)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, মে ২০১৫ সালে আমি স্বপ্নে দেখলাম, শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে বসে আছেন। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে "শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যেমন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এখন আমাকে ১৪০০ বছর আগের মত সত্যিকারের ইসলামকে পুনর্গঠন (পুনরুদ্ধার) করতে হবে। তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এসে বললেন, "তুমি একা নও, আমি তোমার পাশে আছি।" স্বপ্ন শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ (ﷺ) মোহাম্মাদ কাসীমকে কী আদেশ করলেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে আমি একটি স্বপ্ন দেখি, রাতের অন্ধকারের মধ্যে আমি কোথাও যাচ্ছিলাম এবং আমি জানিনা আমাকে কোথায় যেতে হবে। আমি হাঁটছিলাম, আমি দেখলাম, খোলা আকাশের নিচে মোহাম্মাদ (ﷺ) একটি বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি তার কাছে দৌড়ে গেলাম এবং বিছানায় বসার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আপনি এখানে শুয়ে আছেন? কেন আপনি আপনার বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন না? তাই মোহাম্মাদ (ﷺ) বলেন- "ছেলে, কোন বাড়ি? যে বাড়ি আমি বানিয়েছিলাম তা কিছু লোক দখল করে নিয়েছে। এবং সেই লোকগুলো, যারা আমার বাড়িতে আছে, তারা দলে দলে পালাচ্ছে। এবং যারা আমার বাড়ির উপরে আছে, তারা এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতি করছে।" এই সময় আমি আমার জীবনের প্রথম বার মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখের

দিকে তাকালাম। যখন আমার চোখ মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখের দিকে তাকাল, তখন তারা স্থায়ী হয়ে গেল। এবং আমি দূরে তাকাতে পারিনি। আমি অনুভব করি, মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখকে আল্লাহ্ তার সকল নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এটা ছিল আমার জন্য একটি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। আমি দেখলাম, মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখ ভিজা ছিল। মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বলেন, "আমার ছেলে, আল্লাহর সাহায্য দ্বারা সেই লোকগুলো থেকে আমার বাড়িকে মুক্ত কর। এবং আবার আমার বাড়িকে পুনঃনির্মাণ কর এবং আমার জাতিকে নেতৃত্ব দাও। এবং তাদের সকলকে আবার এক জাতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কর, তাহলে আমার বাড়ি আবার সারা বিশ্বে সম্মানিত হবে। এটা আগে যেমন সম্মানিত ছিল। এবং কোন ভয় পেয় না, আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন। তিনি তোমাকে অবশ্যই প্রত্যেক অবস্থায় সাহায্য করবেন। তুমি আমার ছেলে। এবং এটা অসম্ভব যে, আল্লাহর করুণা আমার ছেলেকে ছেড়ে যাবে।" আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর ভিজা চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এবং বললাম যে, "কোন ব্যাপারনা। যত বিপজ্জনকই এটা হয়, আমি অবশ্যই আপনার এই কাজটা করব আল্লাহর সাহায্য দ্বারা।" এই শুনে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চোখ সুখে ভরে উঠল। এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্কে ডাকতে শুরু করেন যে, আমার ছেলেকে সাহায্য কর। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। এবং আল্লাহর নূর আমাকে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর বাড়ির পথ দেখাল। এবং যখন আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আমি আমাকে বললাম যে, কাসীম, এটা হচ্ছে তোমার নিজের বাড়ি। তারপর আমি দেখলাম যে, সেখানে বাড়ির ছাঁদের উপরে কিছু অস্ত্রধারী লোক ছিল। তারা বাড়ির উপরে পাহারা দিচ্ছিল, যেন কেউ ভিতরে আসতে না পারে। হঠাৎ আমি দেখি, আল্লাহর নূর আবারো আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে। এবং আল্লাহর এই নূর দ্বারা আমি তাদেরকে ধ্বংস করি। এবং তারপর আমি ঘরের ভিতরে গেলাম। এবং আমি দেখি যে, সমগ্র ঘর একটি গুহায় রূপান্তরিত হয়ে আছে। এবং আমি খুবই দুঃখিত হলাম। এবং তারপর আমি মুসলমানদের জন্য তাকালাম যে, তারা সবাই কোথায়? এবং আমি কীভাবে তাদেরকে ডাকব? তখন আমি বলি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তাই কিছু লোক আমার কণ্ঠস্বর শুনে বলে, ইনি কে, যে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে আওয়াজ তুলছে? তারপর হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায়। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(নবী (আঃ) দের ও মুসলিমদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি ২০০৯ সালে স্বপ্নটি দেখি, এই স্বপ্নে এটা ছিল অন্ধকার সন্ধ্যার সময় এবং আমি আমার ঘরে বসে ছিলাম। তারপর হঠাৎ জানালা থেকে একটি তীক্ষ্ণ আলো প্রবেশ করে। আমি কৌতূহলের কারণে বাইরে দৌড় দিলাম এবং আমি কী দেখেছি? বর্ণনার ভাষা নেই। আমি আকাশে ভাসমান সুন্দর প্রাসাদ দেখেছি, যা তারার মত আকাশে জ্বলছে। এগুলো উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচের মত দেখতে এবং এক দিকনির্দেশনায় চলন্ত ছিল। এবং তাদের মধ্যে একটি প্রাসাদ দেখতে খুবই অবিশ্বাস্য এবং চমৎকার ছিল। এই প্রাসাদটি অত্যন্ত বিশাল ছিল, অন্য যে কোন প্রাসাদের চেয়ে অনেক লম্বা এবং বৃহত্তর ছিল। আমার চোখ এই প্রাসাদটির উপর স্থির ছিল, আমি দূরে তাকাতে পারছিনা। এটার সৌন্দর্য ছিল অপরিমেয় এবং এটার উচ্চতা অসমর্থনীয় ছিল। আকাশের উপরে যাচ্ছে এবং আমার দৃষ্টি সীমানার বাইরে। এই প্রাসাদটি অন্যান্য সকল প্রাসাদের নেতৃস্থানীয় ছিল। সেই প্রাসাদে নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম অলঙ্কারপূর্ণভাবে লিখিত ছিল। স্বপ্নে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে, এই প্রাসাদগুলি নবী আলাইহিস সালামের আধ্যাত্মিক পদ ছিল এবং প্রতিটি প্রাসাদে আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাও লিখিত ছিল। নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর ও আশ্চর্যজনক প্রাসাদ দেখার পরে আমি আনন্দে আত্মহারা হই। আমি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, আমি নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের একজন ব্যক্তি। যার আধ্যাত্মিক পদ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সর্বোচ্চ। নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাসাদে আধ্যাত্মিক পদটি ৯৯,০০০ লেখা ছিল। এবং এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সর্বোচ্চ ছিল। দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর আধ্যাত্মিক প্রাসাদটি ছিল নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর। এবং তারপর সেখানে অন্যান্য নবী (আঃ)দের আধ্যাত্মিক পদ ছিল। এবং আমি কোনো নবী (আঃ) এর আধ্যাত্মিক পদ ১২,০০০ এরও কম দেখতে পাইনি। নবী (আঃ)দের সকল প্রাসাদগুলো তারার মত জ্বলছিল। এটা কত বিস্ময়কর ছিল তা বর্ণনা করার জন্য সত্যিই কোন শব্দ ছিল না। এবং শীঘ্রই তারা আর আমার

কাছে দৃশ্যমান ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চলে গেছে। আমার অন্যান্য স্বপ্নে যা দেখেছি তা থেকে সাহাবা (রাঃ)দের আধ্যাত্মিক পদ ছিল ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত। কেউ কখনো নবী আলাইহিস সাল্লামদের আধ্যাত্মিক পদে পৌঁছাতে পারেনা। এবং এমনকি কেউ কখনো সাহাবা আকরাম (রাঃ)দের আধ্যাত্মিক পদে পৌঁছাতে পারেনা। এবং একজন সাধারণ মুসলিমের আধ্যাত্মিক পদ ২০০ থেকে শুরু। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ (ﷺ) মোহাম্মাদ কাসীমকে ওমর (রাঃ) এর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০০৪ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি একটি ঘরের মাঝে ছিলাম। একদিন আমি আমার নিজের সাথে কথা বলতেছিলাম, সেই সময় আল্লাহ্ আমাকে আসমান থেকে দেখতে ছিল। আমি নিজে নিজেকে বললাম, কাসীম এটা কোন জীবন হল? সারাদিন বিশেষ কোনো কাজ নেই, শুধু বেকার জীবন কাটাচ্ছি। একটু পরে দেখি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন, আমাকে উনার সাথে বসিয়ে বললেন, এই দেখ কাসীম, আমি তোমাকে একটি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, আমি স্কুলের নাম ভুলে গেছি, কালকে থেকে তুমি স্কুলে যাবে, রসূল (ﷺ) আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করে তারপর আমার নাম সারা দুনিয়াতে সম্মানিত কর, যেমনটা আগে সম্মানিত ছিল। আমি খুব খুশি হলাম যে, আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেছেন, রসূল (ﷺ) আমাকে ভর্তির ফরম দিলেন আর স্কুলের ঠিকানা দিলেন আর বললেন, কাল সকাল বেলা ৮ টা বাজার আগে আগে স্কুলে পৌঁছে যেও। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ্, আমি সময় মত পৌঁছে যাব। রসূল (ﷺ) আমাকে কোন প্রকারের বই-পুস্তক দিলেন না। আমার কাছে কিছু পুরাতন বই-পুস্তক ছিল, আমি সেগুলো জমা করলাম এবং সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য কাপড় ইস্ত্রি করে রেখে দিলাম। আমার কিতাবগুলো পুরাতন ছিল, জামা-কাপড় ও পুরাতন ছিল, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এটা সাধারন কোন স্কুল হবে, সেখানে কেইভা আমাকে দেখবে। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে, রেডি হয়ে স্কুলের জন্য রওনা দিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর, একটি চৌরাস্তার মোড় আসে, তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাকে কোন দিকে যেতে হবে, হঠাৎ দেখি যে, হযরত আবু বকর

সিদ্দিক (রাঃ) সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ওনাকে দাঁড়াতে বললাম, ওনাকে স্কুলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি স্কুলের নাম শুনে আশ্চর্য হলেন এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন, তুমি কেন এই স্কুলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতেছ? আমি বললাম আমাকেও এই স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে, আজকে আমার স্কুলের প্রথম দিন, তিনি আমার প্রবেশপত্র দেখলেন এবং বললেন, মাশাআল্লাহ্, উনি আমাকে স্কুলের ঠিকানা বলে দিলেন, আর আমি স্কুলের দিকে চলতে শুরু করি। যখন আমি স্কুলের কাছে পৌঁছাই, স্কুলের বিল্ডিংগুলো দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এটাতো অনেক সুন্দর বিল্ডিং, তখন আমি কিছু ছাত্রকে দেখলাম, তারাও অনেক দামি কাপড় পরিধান করেছিল এবং তাদের ব্যাগগুলোও অনেক দামি ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, মনে হয় আমি ভুল করে অন্য স্কুলে চলে এসেছি, তখন আমি স্কুলের নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পরে বুঝতে পারলাম স্কুলতো এটাই। তবে আমি ভাবতে থাকলাম মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কেন বলেননি যে, এটা এত উচ্চ পর্যায়ের বা বড় স্কুল, আমি এইসব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার জামা-কাপড় পুরানো এবং বইগুলো হাতের মধ্যে ছিল, সেগুলোও পুরানো বই-পুস্তক, স্কুলের বাহিরে একটি ক্যান্টিন ছিল, আমি সেখানে বসেছিলাম। তখন আরো কিছু ছাত্র আমার সাথে এসে বসলো। তাদের থেকে একজন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করল। আমি আমার নাম বললাম, পরে অন্য আরেকজন আমাকে তার কাছে ডাকল এবং বসতে বলল, আমি মনে মনে ভাবলাম এখন এরা আমাকে নিয়ে উপহাস করবে, আমি তাদের সাথে বসে গেলাম। তারা আমার সাথে অনেক সুন্দরভাবে কথা বলতেছিল, তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এখানে নতুন ছাত্র? আমি বললাম, জ্বী। আমার আজকে স্কুলের প্রথম দিন। অন্য একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি খাবেন? আমি বললাম কিছুই খাবনা। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তারা তখন জুস আর স্যান্ডউইচ নিয়ে আসল সবার জন্য, আমাকেও দিল। তখন তারা বলল, এখানে আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আমরা সবাই ভাই ভাই, আর আমাদের অন্য ভাইদেরও সে ভাবেই খেয়াল রাখতে হবে, যেভাবে আমরা নিজেদের খেয়াল রাখি এবং তারা বলল, আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাদেরকে বলবেন, আমরা আপনাকে সহযোগিতা করব। আমি মনে মনে বললাম, সুবহানআল্লাহ্। যেমনি স্কুলটি অনেক উচ্চ মর্যাদার, তেমনি স্কুলের ছাত্রগুলোও। তবুও আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম এবং অনেক লজ্জাবোধ করতেছিলাম। তারপর যখন স্কুলের ঘন্টা

বাজলো তখন সব ছাত্ররা স্কুলের ঘরের দরজার দিকে চলতে শুরু করল, তখন তারা আমাকে বলল আমাদের সাথে চলুন, আমি বললাম আপনারা যান, আমি একা একাই আসতে পারব। যখন তারা চলে গেল, আমিও স্কুলের রুমের দরজার দিকে চলতে থাকি এবং ভাবতে থাকি আমার সাথে এগুলো কেন হচ্ছে, কেনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেননি যে, এই স্কুলটি এত উচ্চ পর্যায়ের, এই স্কুলের ছাত্রদের পোশাক ও বই-পুস্তক সবকিছুই অনেক দামি, আমি চিন্তা করলাম এখন আমি কি করব, আমি ভাবতেছিলাম মনে হয় ক্লাসের মাঝে সবার জামা কাপড় দামি দামি হবে। এখানে শুধু আমিই একজন, পুরাতন কাপড় আর পুরাতন বই-পুস্তক এবং প্লাস্টিকের ছেড়া জুতা পড়ে আছি। আমি আমার চোখ বন্ধ করি এবং নিজেই নিজেকে বলি যে, এভাবে সবার সামনে লজ্জা পাওয়া থেকে উত্তম, আমি বাড়িতে ফিরে যাই, তারপর আমি অনুভব করি, আমার হাত থেকে আমার বই-পুস্তকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল এবং একটি ব্যাগ চলে আসল, আমি চোখ মেলে দেখি, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, আমার জামা-কাপড়, জুতো, ব্যাগ, সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার হাতের মাঝে এমন একটি ব্যাগ ছিল, যেমনটি অন্য ছাত্রদের কাছে আছে, এগুলো দেখে আমি বলতেছিলাম, এসব কীভাবে হল, যখন আমি চক্ষু বন্ধ করলাম, তখন এমন কি ঘটল যে সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন আসমান থেকে, আল্লাহর আওয়াজ আসতে ছিল, কাসীম, এমনটা কখনোই হতে পারেনা যে, যার সাথে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর দোয়ার বরকত আছে তাকে আল্লাহ্ একলা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ্ অতীব দয়ালু ও সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। এ কথাগুলো শুনে, আমার মনে এক আশ্চর্য ধরনের খুশি অনুভব করি, তখন আমি স্কুলের রুমের দিকে দৌড়াতে থাকি, আর জোরে জোরে চিৎকার করে বলতেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকেও অন্য ছাত্রদের মত সম্মানিত করেছে। যখন আমি ক্লাস রুমের সামনে পৌঁছাই, তখন আমি ওমর (রাঃ)কে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আমি উনাকে সালাম দিলাম, উনিও সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। আমি ওমর (রাঃ)কে বললাম, আমাকে এই স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে এবং আজকে আমার স্কুলের প্রথম দিন, তখন তিনি বললেন, সুবহানআল্লাহ্, এই স্কুলে শুধু তারাই ভর্তি হতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ্ অনুমতি দেন তার অশেষ রহমতে। চল, এখন আমরা ভিতরে যাব এবং সবাই মিলে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব, তারপর ক্লাস শুরু করব। তখন

আমি বললাম, আপনিই কি আমার প্রথম ক্লাস নিবেন? তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্। স্বপ্ন শেষ হয়।

(খোরাসানের ভূমি নয় বরং খোরাসানের পূর্বের ভূমিটি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২ এপ্রিল ২০১৬ সালে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি। এই স্বপ্নে রসূলুল্লাহ (ﷺ) মোবাইলের মত একটি যন্ত্র দিয়ে আমার সাথে কথা বলেন। তার কণ্ঠ থেকে মনে হল তিনি বৃদ্ধ, খুব ক্লান্ত এবং চিন্তিত ছিলেন। তিনি বললেন, কাসীম, আমি অনেক লোককে ডেকেছি কিন্তু তাদের কেউ আমার কথা শোনেনি। এখন আমি খুব ক্লান্ত এবং আমার আর কোনো শক্তি নেই। আমি বললাম, আমাকে বলুন কী করতে হবে, আমি এখানে আছি আপনার জন্য। তিনি (ﷺ) বললেন, কাসীম, আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, তুমি কি আমার কাছে আসতে পারবে? আমি বললাম, কেন নয়, আমাকে শুধু আমার পাসপোর্ট করতে হবে এবং ভিসা পেতে হবে। তিনি (ﷺ) বললেন, ঠিক আছে কিন্তু দ্রুত এই কাজটি কর। আমি ভ্রমণ সংস্থায় গিয়েছিলাম এবং তারা বলল এটা করতে ৩ থেকে ৪ মাস সময় লাগবে। আমি মোহাম্মাদ (ﷺ)কে কল দিলাম এবং তাকে অপেক্ষার সময়টা বললাম। তিনি দুঃখিত হয়ে ওঠলেন এবং বললেন, তুমি সেখানে থাক, আমি তোমার কাছে আসব। আমি জোর দিয়ে বললাম, যদি আপনি অপেক্ষা করেন আমি অবশ্যই যাব। আপনি খুব বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত এবং আপনার এইভাবে আসা উচিত না। তিনি বললেন, না, আমার ছেলে, এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাতে বিলম্বিত করা উচিত নয়। আমি বললাম, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনার জন্য এটা সহজ করে তুলবেন। আমার প্রিয় নবী (ﷺ) এর জন্য এটা সহজ করে দিতে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম। তারপর আমি বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম এবং তার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। যখন তিনি পৌঁছে ছিলেন আমি খুব খুশি হয়ে উনার দিকে দৌড়ে গেলাম এবং তিনিও খুশি হয়েছিলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে নিরাপদে এখানে নিয়ে এসেছেন। তিনি একমত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ খুবই দয়ালু। আমি আমার গাড়ী দিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম। আমার ঘর ছিল ভাড়া করা এবং বিদ্যুৎ প্রায় কাটা ছিল। তিনি ভিতরে এসে বসলেন এবং বললেন, কেউ আমার কথা শোনেনি, যদি আমার ইসলাম একই অবস্থায় থাকে তবে আমি ভীত

যে এটা ধ্বংস হবে। প্রত্যেকেই তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত এবং কেউ আমার বা আমার ইসলাম সম্পর্কে চিন্তিত নয়। আমি তোমার কাছে চাই যে, যেই স্বপ্নগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে দেখিয়েছেন সেগুলো প্রচার কর এবং মানুষের মধ্যে আমার বার্তা ছড়িয়ে দাও। আমি একটি যন্ত্র এনেছি যাতে তুমি তোমার স্বপ্নগুলো এবং আমার বার্তা প্রচার করতে পার এবং মুসলিমদেরকে এটাও বলবে যে, আমি এটা বলেছি। কোন ব্যাপার না, কাসীম কীভাবে হয়? সর্বোপরি সে আমার উম্মতের একটি অংশ এবং আমি আমার জাতির কাছ থেকে কাউকে ভেদাভেদ করিনা এবং দলে দলে বিভক্ত করিনা। আরো বললেন, ইসলাম পাকিস্তান থেকে জেগে উঠবে না? কিয়ামতের কাছাকাছি ইসলাম যেকোন জায়গা থেকে উঠতে যাচ্ছে। কোন ব্যাপারই নয় কোথা থেকে, ভাল যে মুসলিমরা আবারও ঐক্যবদ্ধ হবে, তারা তাদের হারানো অবস্থা ফিরে পাবে এবং সারা বিশ্বে সম্মানের সঙ্গে ইসলামকে দেখা যাবে এবং এই হল সব ব্যাপার সুতরাং এটা খারাপ কি? আমি উত্তর দিলাম, কোন ব্যাপার না, এই কাজটা যত কঠিন বা বিপজ্জনকই হউক না কেন তা আমি করব আল্লাহর করুণা দ্বারা। এটা শুনে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর ভিজা চোখে সুখ ছুয়ে গেল। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি অস্বীকার করবেনা। তিনি গভীর শ্বাস নিলেন এবং আল্লাহ্কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন, কাসীম, এই বাক্সে একটি মানচিত্র আছে। আল্লাহর রহমত দ্বারা যখন তুমি ঐ দেশে ইসলামের বাস্তব শহর নির্মাণ করবে তারপর আমি তোমাকে আমার কাছে আসতে বলব এবং তারপর তোমাকে বলব পরবর্তীতে কী করতে হবে। আমি তাকে বললাম, চিন্তা করবেন না এখন আপনি কিছু বিশ্রাম নিন। এই কাজটি এখন আমার এবং আমি আল্লাহর রহমত দ্বারা এটি করব, ইনশাআল্লাহ্। তিনি আমার সাফল্যের জন্য এবং আমার সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আমি ভেবেছিলাম এখন একমাত্র আল্লাহ্ই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এটা করা অসম্ভব হবে। তাই আমি বললাম, বিসমিল্লাহ্ এবং আমার কাজ শুরু করলাম। আমি বক্স খুলি এবং সেখানে একটি ট্যাবলেট টাইপ ডিভাইস এবং একটি মানচিত্র ছিল এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) এর একটি বার্তা ছিল। সেখানে জনগণের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার স্বপ্নগুলোও ছিল। আমি এই বার্তাটি নিয়ে বড় মুসলিম ব্যক্তিদের কাছে গিয়েছিলাম এবং তারা আমার উপর হেসে ছিল। তারা বলল, কাসীম, যাও এবং অন্য কিছু কর এবং আমাদের সময় নষ্ট করনা। এটা আমাকে বিষণ্ন করে কিন্তু আমি বলি,

না, আমি মোহাম্মাদ (ﷺ)কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি এই কাজটি করব। আমি খোরাসান দেখতে মানচিত্র খুললাম এবং খোরাসানের পূর্ব দিকে একটি ভূমি অঙ্কন করা ছিল যা পাকিস্তানের মত ছিল। তারপর সেখানে একটি টীকা ছিল। বলা ছিল, কিয়ামতের কাছাকাছি তুমি দেখবে যে খোরাসানের পূর্বের দেশটি থেকে প্রক্রিত ইসলাম ছড়িয়ে পরবে। এটাতে যোগ দাও এমনকি যদিও তোমাকে সেখানে যেতে নগ্ন পায়ে পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিতে হয়। আমি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বার্তা পেলাম, যে বিস্তারিতভাবে আমার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন না। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার বাড়িতে আসেন, আমি আপনাকে একটি মানচিত্র দেখাব। তিনি এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি একটি হাদীসে পড়েছি যে, মোহাম্মাদ (ﷺ) বলেছিলেন যে, এটা খোরাসানের ভূমি নয় বরং খোরাসানের পূর্বের ভূমিটি। এবং যদি এটি সত্য হয় তাহলে কালো মানদণ্ডের পতাকা / কালো পতাকা / কালো যুদ্ধ বিমান উয়ালা বাহিনীই হল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। আমি বললাম, হ্যাঁ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী হল বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী। কারণ তারা একের পর এক সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করছে। তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই এই বার্তাটি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে জানাতে হবে। আমাদেরকে ইসলামের শেষ দুর্গটি রক্ষা করতে হবে। আমি রাজি হয়ে বললাম, আমাদেরকে দ্রুত এটা করতে হবে। মোহাম্মাদ (ﷺ) আরো বললেন, যে আমার বার্তা পাঠ করবে সে যেন অন্যদের সাথেও তা প্রচার করে। অন্যান্য লোকেরাও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং আমরা গ্রুপের আকারে কাজ শুরু করেছিলাম। আল্লাহর রহমতে অন্যান্য লোকেরা স্বপ্নগুলো এবং বার্তা খুব দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বড় মানুষেরা বলল, আমাদের উচিত ছিল আপনাকে আগে বিশ্বাস করা। আমি তাদেরকে বললাম যে, যদি আল্লাহ্ কখনও দয়াশীল না হতেন এবং আমাদেরকে সাহায্য না করতেন তবে আমরা এটা অর্জন করতে সক্ষম হতামনা। স্বপ্নটি এখানেই শেষ হয়।

(গুপ্তধন উদ্ধার এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখের স্বপ্নে, আমি একটি জায়গা অতিক্রম করছিলাম, আমার পথে আমি জমির দিকে তাকালাম সাথে উপরে কিছু ঘাস গজানো ছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এই জমিতে স্বর্ণ, হীরা এবং

অন্যান্য মূল্যবান ধাতু উপস্থিত। যখন আমি পৃথিবী খুঁড়লাম আমি একটি বস্তুর মত পাথর পেলাম। যখন আমি এটি হতে ময়লা পরিস্কার করলাম তখন আমি খুঁজে পেলাম এটি একটি স্বর্ণ। আমি খুবই খুশি হলাম এবং পৃথিবী খোঁড়া অব্যাহত রাখলাম এবং স্বর্ণ, হীরা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু খুঁজে পেলাম। আমি খুবই খুশি হলাম এবং বললাম যে, আমি একটি যন্ত্র তৈরি করব যেটা আমি আল্লাহর সাহায্যে স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি সবকিছু একটি থলেতে রাখলাম এবং এটি তুলে নিয়ে সামনের দিকে চললাম। এখন আমি একটি জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম যেখানে আমি এই স্বর্ণগুলো এবং অন্যান্য ধাতুগুলো গলাতে পারি এবং যন্ত্রটি তৈরি করতে পারি। আমি চলা অব্যাহত রাখি এবং তারপর আমি আমার ডানে একটি ভবন দেখতে পাই। আমি বললাম, আমি সেখানে কিছু লোহার চুল্লি খুঁজে পেতে পারি, যেখান থেকে আমি যন্ত্রটি তৈরি করতে সক্ষম হতে পারি। যখন আমি ভবনের ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন আমি অনুভব করলাম যে, এটি কিছু শয়তানী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমি এই চিন্তা করে ভীত হয়েছিলাম এবং বললাম, যদি কোন একজন আমাকে দেখে ফেলে, তারা আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু আমার ভবনের ভিতরে যেতেই হবে এবং আর অন্য কোন বিকল্প নেই। আমি বললাম, যখন হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) মক্কায় প্রচরণ করেছিলেন, অবিশ্বাসীরা এলাকা অবরোধ করেছিল কিন্তু তিনি কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন, এর কারণে অবিশ্বাসীরা তাঁকে দেখতে পায়নি। অতএব, আমারও একি কাজ করা উচিত। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম কিন্তু শব্দগুলো স্মরণ করতে পারলাম না যেগুলো মোহাম্মাদ (ﷺ) তেলাওয়াত করেছিলেন (৩৬:৯)। ভবনের আলো ছিল খুবই কম। যার কারণে দৃষ্টিপাত ছিল কয়েক পা পর্যন্ত। আমি আল্লাহর নাম ঘোষণা করলাম এবং সামনের দিকে যাওয়া শুরু করলাম। যখন সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করছিলাম, শয়তানী শক্তি আমাকে দেখতে পায়নি। ভবনের মধ্যে আমি সোজা পথে যাচ্ছিলাম, যেটা অনেক দীর্ঘ ছিল এবং আমি অনেক বেশি ওজনও বহন করছিলাম। আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি ছেড়ে দেইনি এবং অনবরত চলা অব্যাহত রেখেছিলাম। এটি খুব বড় ভবন এবং ভিতর থেকে অনেক গভীর। আমি অনবরত ভয়ের ছাপ নিয়েছিলাম যে শয়তানী শক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছানোর পরে আমি অনুভব করলাম যে, আমি শয়তানী

শক্তির সীমার বাইরে বেড়িয়ে গিয়েছি। আমি খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম এবং আমি আমার বাঁদিকে একটি জায়গা দেখতে পাই। যখন আমি সেখানে গেলাম তখন আমি একটি লোহার চুল্লী, কিছু মাপনদন্ড এবং একটি লোহার টেবিল দেখতে পেলাম। এখানে সমস্ত উপকরণ যেগুলো আমি চাচ্ছিলাম তা উপস্থিত ছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ, এই হয় যা আমি খুঁজছিলাম। আমি আমার জিনিসপত্র সেখানে জায়গামত রাখলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে আমি লোহার চুল্লীটি দেখা শুরু করলাম। আমি অন্ধকারের কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। যখন আমি লোহার চুল্লীর দিকে তাকালাম তখন আমি দেখলাম এর মধ্যে আগুন জ্বলছে না। এটা মনে হচ্ছিল যে লোহার চুল্লীটি অনেক বছর ধরে ব্যবহার হয়নি। কয়লাগুলোও সেখানে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম যে, সেখানে কয়লায় আগুন জ্বালানোর মত কিছুই নাই। আমি বললাম, যদি আমি আগে এটি জানতাম তাহলে আমি অন্তত একটি দিয়াশলাই কাঠি নিয়ে আসতে পারতাম। আমি খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম এবং বললাম, এটি খুবই কঠিন কাজ। আমি ভেবেছিলাম যে এটি সহজ হবে। আমি অন্ধকারে আগুনের আলো জ্বালানোর জন্য কিছু খুঁজছিলাম। অবশেষে, আমি কিছু তেল আর পাথর পেলাম। কয়লার মধ্যে তেল ঢাললাম এবং পাথরে ঘর্ষণ তৈরি শুরু করলাম যাতে কোন ভাবে তারা আগুন ধরতে পারে কিন্তু তারা পারলনা। আমার হাতগুলো ক্লান্ত হয়েই ছিল সব ভারী জিনিস বহনের কারণে। এসব কিছুর মধ্যেই আমার বাঁহাতের পাথরটি পড়ে যায়। আমি খুব রেগে উঠি এবং বলি যে, আমি কোন ভাবেই এই কাজটি আর করতে পারবনা। আমি খুবই ক্লান্ত এবং এখনো অনেক কাজ বাকী আছে। এখনকার জন্য আমি আগুনও জ্বালাতে পারবনা এবং যদি আমি করি, স্বর্ণ এবং ধাতু গলানো এবং যন্ত্রটি তৈরি করা কঠিন কাজ। আমার হতাশার মধ্যেই আমি আমার দ্বিতীয় পাথরটিও কয়লায় নিক্ষেপ করি। এটি প্রথম পাথরটিকে আঘাত করে যেটি একটি বড় ফুলকি তৈরি করেছিল এবং কয়লাগুলো আগুন ধরে ফেলে। কিন্তু আমি তখনও বলছিলাম, আমি আর এই কাজ করতে চাইনা। আমি যা পেরেছিলাম তা সব করেছিলাম। তারপর আমি হতাশা নিয়ে ফেরার পথে একনজর তাকালাম এবং বললাম, আমি আশা করি, আমি যদি এই কাজটি শুরু না করতাম, এখন কীভাবে আমি এতদূর পথ ফিরে যাব, যেটা বিপদজনকও? তারপর আমি অন্যদিকে তাকালাম এবং বললাম, আমার

সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং পরীক্ষা করে দেখা উচিত, সম্ভবত সেখানে কিছু পথ থাকতে পারে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য। আমি শুধু দুই ধাপ নিয়েছি, আমি কিছু লোকের পদধ্বনি শুনতে পেলাম আমার চারপাশে হাঁটছে। যখন আমি আমার ডানদিকে তাকালাম আমি কিছু লোক দেখতে পেলাম। আমি তাদেরকে দেখার পরে থামলাম এবং বললাম, কারা ঐ লোকগুলো? যখন আমি গভীরভাবে তাকালাম তখন দেখলাম তারা কালো পোশাক পড়েছিল এবং মাথায় পাগড়ি ছিল। তারা লোহার চুল্লীর কাছে থামল এবং স্বর্ণ ও হীরা থলে থেকে নিল এবং তা একদিকে রাখল। তারপর তারা চুল্লীর আগুন বাড়াল এবং স্বর্ণগুলো গলাতে শুরু করল। আমি অবাক হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি করছে, এগুলো আমার জিনিস। তারপর আমি বললাম, কেন আমি লক্ষ্য করছি? আমি এই কাজ করতে যাচ্ছিনা। আমি অন্ধকারের কারণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলামনা। ঐ লোকগুলো গলিত স্বর্ণ থেকে কিছু তৈরি করছিল। একজন লোক স্বর্ণ থেকে তৈরি করা দুইটি জিনিস টেবিলের উপর রাখল এবং তারপর আবার কাজ শুরু করল। ঐ স্বর্ণটি অন্ধকারে খুবই উজ্জ্বলিত ছিল। আমি বললাম, এই লোকগুলো কি তৈরি করল? যখন আমি নিকটে গেলাম তখন দুটি স্বর্ণের সরঞ্জাম খুঁজে পেলাম যার উপরতলে হীরা খঁচিত ছিল। সেগুলো দেখার পরে আমি খুবই অবাক এবং খুশি হয়েছিলাম এবং বললাম এগুলো একদম সেই সরঞ্জামের মত যেগুলো আমি তৈরি করতে চাচ্ছিলাম। যখন আমি খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করলাম, আমি সেগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি পেলাম কিন্তু তখনও সেখানে কিছু ঘর ছিল উন্নত করার জন্য। প্রথমত, আমি ভাবছিলাম যে, আমার লোকগুলোকে বলা উচিত সরঞ্জামগুলোর উন্নতির জন্য। কিন্তু আমি থামলাম এবং বললাম, এই অন্ধকারে যা তৈরি হয়েছে তাই যথেষ্ট। আমি তাদেরকে বিরক্ত করবনা। আল্লাহ্ আমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। একবার তারা সব যন্ত্রাংশ তৈরি করলে আমি যন্ত্রটি তৈরি করব। যখন আমি সরঞ্জামাদির দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন আমি কারো পদধ্বনি শুনতে পাই। আমি তাকানোর জন্য ঘুড়ে দেখি এবং দেখি মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার দিকে আসছেন। আমি তাকে দেখে খুব খুশি হই। মোহাম্মাদ (ﷺ) এর চলার ধরন দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি খুবই দূর্বল এবং এটা আমাকে দুঃখিত করল। আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম এবং তিনিও আমাকে। আমি বললাম দেখুন, এই লোকগুলো এইসব সরঞ্জামাদি তৈরি

করেছে যেটা একটা কঠিন কাজ। কীভাবে এগুলো উজ্জ্বলিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে হীরাগুলোও জ্বলছে। মোহাম্মাদ (ﷺ) এগুলো দেখে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, এই লোকগুলো খুবই কঠিন কাজ করছে এবং ভাল কাজ করছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাদেরকে বড় পুরস্কার দিবেন। তারপর আমি বললাম, আপনি কি এগুলো ধরতে পারবেন এবং গুণাগুণ যাচাই করবেন? মোহাম্মাদ (ﷺ) বললেন, আমি খুবই দূর্বল হয়ে গিয়েছি এবং আমার ডান বাহুর পেশিও খুবই দূর্বল। এই সরঞ্জামাদি খুবই ভারী এবং আমি এগুলো তুলতে পারবনা। আমি বললাম, দুশ্চিন্তা করবেন না, শিঘ্রই যখন সবগুলো যন্ত্রাংশ তৈরি হয়ে যাবে, আমি একটি যন্ত্র তৈরি করব যেটা আপনার বাহু ঠিক করে দিতে সক্ষম হবে। আপনার বাহু আবারও স্বাভাবিক হবে এবং আপনি আপনার শরীরেও শক্তি পাবেন এবং আপনি কাজও করতে পারবেন যেভাবে কাজ করতে আপনি পূর্বে অভ্যস্ত ছিলেন। এটি শোনার পর মোহাম্মাদ (ﷺ) খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং উত্তেজনায় বলেছিলেন, কাসীম, আল্লাহ্ আপনাকে আরও জ্ঞান দান করুন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পবিত্র গাড়ি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম যে, আমরা শেষ প্রজন্মের মানুষ এবং আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য গাড়ি ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের হতাশার জন্য, আমরা জানতে পারি যে পূর্ববর্তী প্রজন্ম সেই গাড়ির খারাপ ব্যবহার করেছে। সবকিছু সম্পূর্ণ মরিচা এবং প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, আসনগুলো ছিল আবর্জনার মত এবং ইঞ্জিনগুলো পুরোপুরি ফেটে গেছে, টায়ার সমতল ছিল এবং গাড়ি মোটেও চালু হবেনা। তারপর আমি এবং আমার সাথে কিছু লোক গাড়ি ঠিক করতে শুরু করি। ফেব্রুয়ারিতে আমার অন্য স্বপ্নে আমরা গাড়ির আরো এবং আরো অংশ ঠিক করি। আমি এবং আমার সাথে যারা ছিল তারা কঠোর পরিশ্রম এবং অনেক কষ্ট করেছি। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বপ্নে, আমরা একসাথে ইঞ্জিনটি বের করেছি এবং এটি প্রতিস্থাপন করেছি। আরেকটি স্বপ্নে, আমরা গাড়ির বাহিরের অংশ প্রতিস্থাপন করি। একটি স্বপ্নে, আমরা ইঞ্জিনটি চালু করতে সক্ষম হয়েছিলাম যখন এটি খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল

আমরা এটিকে সাথে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আমরা জানতে পারলাম যে গাড়ির কোন ব্রেক নেই তখন আমরা গাড়ি থামিয়েছিলাম এবং এটি ঠিক করার জন্য অনেক কাজ করেছি। ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে, আমি শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছিল। এটি আমাদের আরও কঠোর এবং দ্রুত কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল এবং অবশেষে গাড়িটি চালানোর জন্য যথেষ্ট ভাল ছিল, কিন্তু এটি খুব ধীর গতিতে চলেছিল। আমি গিয়ে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম যে, আমরা গাড়ি চালিয়েছি তবে এটি বেশি দ্রুত যাবেনা। অতঃপর শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। কাছে এসে বললেন, এটা আমার পুরনো গাড়ি আর এখন আমরা আবার এই গাড়ি চালাতে পারব। গাড়ির পিছনে ছিলাম আমি, শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ), একজন মহিলা এবং আরও তিনজন এবং সামনে একজন তরুণ ড্রাইভার ছিল। আমি বললাম "আমরা আল্লাহর রহমতে আমাদের ভাগ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" এবং স্বপ্ন সেখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পথ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, অন্য একটি স্বপ্নে, আমি শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)কে সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুনগান ও প্রশংসা করতে দেখি, এবং আমি বললাম, "শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) কোথায় যাচ্ছেন?" অতঃপর আমি দেখলাম যে, শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) মহান আল্লাহর দিকে যাচ্ছেন। অতঃপর আমি মহান আল্লাহ্ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দিকে যাওয়ার জন্য আমাদের জন্য সর্বোত্তম উপায় কী? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন, ‘‘এটাই শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ।’’ অতঃপর আমি শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে হাঁটতে লাগলাম এবং তাঁর পথেই চলতে থাকলাম। স্বপ্ন শেষ হয়।

(হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বাড়ি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৪ মার্চ ২০১৭ সালে আমি একটি স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি শহরে ভ্রমণ করছিলাম, শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ি খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম। সর্বত্র অন্ধকার। মুসলমানদের ছোট ছোট ভাঙা ঘর ছিল যেখানে কোনো আলো ছিল না। আর সেই আলো আসছিল অমুসলিমদের বড় বড় দালান থেকে। আমি অনেক দূর ভ্রমণ করেছি যতক্ষণ না আমি খুব দূরে একটি জায়গা দেখতে পেলাম। আমি সেখানে পৌঁছানোর জন্য একটিও অশ্বারোহণ পাচ্ছিনা। তাই শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে ভাল সুযোগ এখানেই। তখন আমি কিছু লোককে দেখেছি যারা আমাকে চিনতে পেরেছিল এবং তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাসীম! তুমি কোথায় যাচ্ছ?" "আমি তাদের বলেছিলাম, আমি এমন একটি জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছি যেখানে আমরা সবকিছু পাব এবং সেখানে আর অন্ধকার থাকবেনা এবং সেই জায়গাটি শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হারিয়ে যাওয়া ঘর। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি সেই জায়গাটা খুঁজে পাব?" আমি তাদের বললাম, "হ্যাঁ, আমার স্বপ্ন থেকে, আমি এটি খুঁজে পেয়েছি।" তারপর তারা আমার সাথে হাঁটতে শুরু করল এবং আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমার সাথে কেন আসছেন? তারা আমাকে বলেছিল, "আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি এবং আমরাও এই অন্ধকার থেকে বাঁচতে চাই।" তখন আমি তাদের বললাম, "এটা তোমাদের জন্য খুব কঠিন হবে এবং তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।" তারা বলল, "আমরা ক্লান্ত হব না, এবং আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না।" আমি বললাম, "ঠিক আছে কিন্তু তোমরা ক্লান্ত হলে আমাকে দোষ দিও না!" তারপর আমরা কিছু দূর ভ্রমণ করে আশাহীন হতে শুরু করলাম। এক ব্যক্তি একটি জায়গার দিকে ইশারা করে বললেন, আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত। আমরা শহরের প্রান্তে পৌঁছানো পর্যন্ত সেখান থেকে হাঁটা শুরু করলাম। ভবনের আলোও নিভে গেল এবং আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। যেকোনো বিপজ্জনক প্রাণী আমাদের আক্রমণ করতে পারে, তাই আমি বললাম, "চলুন ফিরে যাই।" তারপর আমি পেছন থেকে শহরের দিকে তাকাই

এবং আমি এক জায়গা থেকে উজ্জ্বল এবং সুন্দর আলো দেখতে পাই। এবং আমি বলেছিলাম, "যন্ত্র ছাড়া শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন।" ফেরার পথে আমরা এক রহস্যময় গার্ডকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে বললাম, "আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি, তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এখানে কি করছেন?" তিনি সাড়া দেননি তাই আমি বললাম "অন্তত আমরা একা নই।" হঠাৎ দেখলাম, প্রহরী লোকটি যেখানে ছিল সেখান থেকে একটি তীক্ষ্ণ আলো আসছে। আমরা একটা বা দুইটা ব্লক ঘুরলাম যতক্ষণ না আমরা একটা পার্কে পৌঁছলাম। পার্কটি দুর্দান্ত এবং সুন্দর আলোতে ভরা ছিল। পার্কের মাঝখানে একটা ছোট্ট বাড়ি থেকে সব আলো আসছিল। দরজায় লেখা ছিল, ‘‘ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)এর ঘর।’’ আমি খুশি হয়েছিলাম যে অন্তত আমরা "নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর ঘর খুঁজে পেয়েছি।" আমি দরজা খুলতেই ভেতর থেকে একটা আশ্চর্য আলো বের হল। ছোট ঘর ছিল কিন্তু আমাদের বসার জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম, শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর এর থেকে অনেক বড় এবং আমাদের সেই ঘরটি খুঁজে বের করতে হবে। একজন মহিলা বললেন, ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু। আমি বললাম, হ্যাঁ! এটা সত্য, কিন্তু এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।" তারপর একটি ছোট ঘরে, আমি একটি কন্ট্রোল রুম খুঁজে পেয়েছি এবং এর সামনে একটি জানালা ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই বাড়িটি উড়তে পারে এবং আমি অন্যদের বলেছিলাম যে কীভাবে আমরা শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ি খুঁজে পেতে এটি ব্যবহার করতে পারি। তারপর বাড়িটাকে বাতাসে উড়িয়ে সেই দূরের শহরের দিকে চলে গেলাম। এবং আমি মনে মনে বললাম "ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহর সাহায্যে আমরা শীঘ্রই সেখানে পৌঁছাব।" আমরা কিছু দূরে উড়ে গিয়েছিলাম এবং স্বপ্নটি শেষ হয়।

(আধুনিক বাস এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর ঘরের সন্ধান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৬ আগস্ট ২০১৮ সালের এই স্বপ্নে আমি আমার বাড়িতে ছিলাম, তখন ছিল সকাল। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে জায়গা খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন, যা তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। আমি খুব খুশি যে আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজ দিয়েছেন। আমি রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হলাম কিন্তু জায়গাটা খুঁজতে কোন দিকে যেতে হবে বুঝতে পারছি না। তারপর একদিকে হাঁটা শুরু করি, কিছু দূর যাওয়ার পর কয়েক জনের সাথে দেখা হয়। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কাসীম কিনা, আমি অবাক হয়ে যাই যে আমি এই লোকদের সাথে কখনও দেখা করিনি, তারা আমার নাম জানল কিভাবে? তখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কোথাও যাচ্ছিলাম কিনা? আমি তাদের বলি হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নে যে জায়গা দেখিয়েছিলেন তা খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা শুনে তারা খুব খুশি হয় এবং বলে যে তারাও আমার সাথে যেতে চায়। আমি তাদের বলি সেই জায়গাটা কোথায় আমি জানিনা, আমি নিজেও সেটা খুঁজে পাইনি। আমিও জানিনা সেই জায়গাটা কত দূর, আপনারা হয়ত ক্লান্ত হয়ে যাবেন। তারা আমাকে বলেছে, যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা আমার পাশে থাকবে। আমি বলি, আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু পরে আমাকে দোষারোপ করবেন না। তারা বলে, ঠিক আছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর, আমি একটি বড় বাস পাই। এটি একটি আধুনিক বাস এবং বেশ বড় ছিল। আমি অনুভব করি যে আল্লাহ্ আমাদের জন্য এই বাসটি প্রস্তুত করেছেন। আমি আমার সাথে থাকা সমস্ত লোককে ভিতরে যেতে বলি। আমরা সবাই বসে পড়ি এবং আমি গাড়ি চালানো শুরু করি। কয়েকটি ছোট রাস্তায় গাড়ি চালানোর পরে আমরা একটি অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় পৌঁছাই এবং বুঝতে পারি যে এটি একই রাস্তা যা আমাদের শান্তিপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাবে। আমি বড় রাস্তার দিকে মোড় নিলাম। ঐ রাস্তায় প্রচুর যানজট ছিল। রাস্তার দুপাশে ছিল ঘরবাড়ি। আমরা যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে দৃশ্যমানগুলির পিছনের বাড়িগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটি একটি যুদ্ধের মত পরিস্থিতি বলে মনে হচ্ছে। আমি বলি, 'আমাদের এই রাস্তা দ্রুত পাড়ি দিতে হবে যাতে আমরা ঝামেলা বা

রাস্তা অবরোধ এড়াতে পারি।' আমি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে গাড়ি চালাতে থাকি। তখন আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে যায়। আমি বেশ দূর পর্যন্ত গাড়ি চালাতে থাকি কিন্তু রাস্তা শেষ হয়না। আর যানজট ক্রমাগত বাড়ছে। আমি বলি যে, আমি ক্লান্ত এবং রাস্তা শেষ হচ্ছেনা। তারপর হঠাৎ কিছু ঘটে এবং যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং অস্থিরতা দেখা দেয়। অনেক লোক বাম এবং ডান দিক থেকে রাস্তার দিকে ছুটে আসছে এবং এখানে এবং সেখানে দৌড়াতে শুরু করে। কিছু যানবাহনে আগুন ধরে যায় এবং মানুষ মারা যায়। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, এখানে কি হচ্ছে? আমি বাসের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করি কিন্তু অনেক ট্রাফিক আছে। হঠাৎ রাস্তা ভাঙতে শুরু করে, এটি ছোট ছোট টুকরা হয়ে যায় এবং ট্র্যাফিক জ্যাম সৃষ্টি করতে মাটিতে ডুবে যায়। তারপর কোথাও থেকে পানি ঢুকে পুরো এলাকা ডুবে যেতে থাকে। আমি আমার সামনে ট্রাকটিকে হর্ন দিই কিন্তু এর টায়ার রাস্তায় আটকে আছে এবং এটি চলতে পারেনা। এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল যে, পেছন থেকে আসা গাড়িগুলো সামনের গাড়িগুলোকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এটা দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং ভাবতে থাকি এখন আমার কী করা উচিত। আমি বিপরীতে চেষ্টা করি কিন্তু এটি আটকে ছিল, এর টায়ার মাটিতে আটকে গিয়েছিল। আমি আমার সঙ্গের লোকজনকে বলি, রাস্তা অবরুদ্ধ, বাস আটকা পড়েছে, রাস্তা ডুবে গেছে এবং সর্বত্র পানি। আমি তাদের বলি, তারা চাইলে বাসটি মাটিতে ডুবে যাওয়ার আগে চলে যেতে পারে বা এরপর আমাকে দোষারোপ করবেনা এখনও সময় আছে, আপনারা চলে যেতে পারেন। লোকে বলে আমরা আপনাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়ব না আমরা এখানে বাসে আপনার সাথে থাকব। আমি রেগে গিয়ে বলি যে, আমি চলে যাচ্ছি, আপনারা যা চান তাই করতে পারেন। আমি বাসের দরজা খুলি কিন্তু চারপাশে পানি খুঁজে পাই। আমি নিজেকে বলি যে 'এখন ফিরে যাওয়া কঠিন।' আমি বাসের দরজার পাশে সিঁড়ি খুঁজে পাই। আমি তাদের ব্যবহার করে বাসের ছাদে উঠি। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সামনের রাস্তাটা অনেক লম্বা। আর যানজট ছিল। এছাড়াও রাস্তা ডুবতে থাকে এবং মানুষের গাড়িতে আগুন লেগে যায় এবং অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আমি যে পথ থেকে এসেছিলাম তার দিকে তাকাই, এবং বলি, আল্লাহ্ কেন আমাকে বলেননি যে এই পথটি এত দীর্ঘ এবং কঠিন এবং আমি এখানে আটকে যাব? আল্লাহ্ যদি আমাকে

আগে বলতেন। আমি এতদূর আসতাম না। তারপর আমি সামনের পথের দিকে তাকাই এবং সামনে যাওয়ার পথও খুঁজে পাচ্ছিনা। পরিস্থিতি দেখে আমি ক্লান্ত, আমি ঠিক সেখানেই ছাদে বসে আছি এবং আমার সাথে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ করছি। তখন দৃশ্য পাল্টে যায় এবং আমার মনে হয় আল্লাহ্ আকাশ থেকে আমাদের দেখছেন। এবং বাসটি আকাশ থেকে আমার কাছে দৃশ্যমান, আমি উপরে বসে আছি এবং লোকেরা একে অপরের সাথে কথা বলছে যে, আমরা হাল ছাড়ছি না আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তারপর একজন ব্যক্তি উঠে ড্রাইভিং সিটে বসে। তিনি বাসটিকে কিছুটা উল্টে দেন, তারপরে এটিকে ডানদিকে ঘুরিয়ে ফুটপাতে রেখে এটিকে বাইরে নিয়ে যান। ফুটপাতসহ বাড়ির সামনের জায়গায় বাস চালাতে থাকে। আমি আশ্চর্য হই যে এই লোকটা কে যে বাসটিকে বের করে নিয়েছে? আমি রাস্তার পাশে কোন সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি না হয়ত সেগুলি ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে। এখন অনেক হেঁচকি নিয়ে বাস ধীর গতিতে চলে। বাস অন্তত চলন্ত তাই আমি সন্তুষ্ট বোধ করি। তারপর আমি নীচে এসে তাদের বলি যে আমাদের সাবধানে চলাচল করতে হবে যাতে আমাদের কোনও ক্ষতি না হয় কারণ আমাদের কেবল এই বাসটি রয়েছে। লোকেরা একে অপরের সাথে কথা বলছিল এবং আমি তাদের একটু রাগান্বিত স্বরে বলি যেন শব্দ না করে চুপচাপ বসে থাকে। চালককে বাস চালাতে দিন এবং সামনের সারিতে যারা বসে আছেন তাদের উচিত তাকে গাইড করা এবং কোন বাধা বা বিপদ হলে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যাতে আমরা বাসের কোন ক্ষতি এড়াতে পারি এবং আমরা আবার আটকে না যাই। তখন আমি বলি আল্লাহ্ আমাদের গন্তব্যে নিয়ে যাবেন, তিনি নিজেই আমাদের পথ দেখাবেন। আমি বাসের পিছনের দিকে উঠলাম। পথটা বেশ কঠিন ছিল। অনেক বাধা পেরিয়ে বাসে উঠতে হয়েছে। একজন ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্যজন গাড়ি চালানো শুরু করে। আল্লাহর সাহায্যে বাস চলতে থাকে তারপর সন্ধ্যা নেমে আসে। তারপর সাথে সাথেই রাস্তাটি খুব মসৃণ হয়ে যায় এবং উভয় পাশে বাড়ি এবং দালান দেখা দিতে শুরু করে। আমি আবার ছাদে গিয়ে জানতে পারি যে এটি একটি শান্তিপূর্ণ জায়গা এবং বাড়ি এবং ভবনে আলো জ্বলেছে। তখন আমি সেই ঘর-বাড়ি ও ভবনের ওপারে আলো দেখতে পাই। এটা দেখে আমি বলি, ওখানে আমাদের পৌঁছতে হবে। দৃশ্যটি আবার বদলে যায় এবং মনে হয় আল্লাহ্ আমাদের

দেখছেন। বাসটি রাস্তায় চলছে এবং রাস্তাটি একটি শেষের দিকে আসছে যেখানে এটি আরও দুটি রাস্তায় বিভক্ত হয়েছে। বাম এবং ডানে, আমি চিন্তা করি, আমাদের কোন পথে যেতে হবে? তখন আমার মনে হয় আল্লাহ্ আমাদের পথ দেখাচ্ছেন এবং তিনি ড্রাইভারকে বুঝতে দিয়েছেন কোন পথে যেতে হবে। তারপর বাসটি বাম দিকে মোড় নেয়, তারপর সেই রাস্তায় কিছুক্ষণ যেতে, ডানদিকে আরেকটি রাস্তা আছে। বাস সেই রাস্তাটা একটু এগিয়ে নিয়ে যায় দালান আর বাড়ি প্রায় শেষ। আর রাত প্রায় নেমে এসেছে। তখন আমি ডানদিকে একটি ঘর দেখতে পেলাম যেখান থেকে আল্লাহর নূর বের হচ্ছে। বাসটা আবার ডানদিকে বাঁক নেয় ঐ বাড়িটার দিকে। এটা দেখে আমি বলি, 'আল্লাহ্ আমাকে ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছানোর কথা বলেছিলেন।' আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলামনা যে আমরা সেখানে পৌঁছে যাচ্ছি। আমরা যখন একটু কাছে পৌঁছাই তখন বলি, 'এটি সেই ঘর যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বানিয়েছিলেন।' আমি অনেক স্বপ্নে এই বাড়িটিকে খুঁজে পেয়েছি। তখন দেখতাম ঘরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। আমি খুশি এবং বিস্মিত উভয়ই অনুভব করি যে আল্লাহ্ আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনার সাথে বলি এবং কিছুটা উচ্চ স্বরে বলি, "কোন সন্দেহ নেই যে আমার আল্লাহ্ আকাশ ও জমিনের মালিক তার কোন শরীক নেই।" তিনি আমাকে এই জায়গাটি খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন, আমি তাঁর প্রশংসা করলাম এবং আমার বাড়ি থেকে বের হলাম। আমি আমার পথে লোকদের পেয়েছি এবং আমি তাদের বাসে নিয়ে যেতে থাকি। আমরা অনেক বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং আমরা এক জায়গায় পুরোপুরি আটকে গিয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন তাঁর রহমতে। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন এবং অসুবিধা থেকে আমাদের বের করে নিয়ে চলেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর কথা প্রমাণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাজের উপর তাঁর দৃঢ় শক্তি আছে। বাস বাড়ির গেটে এসে পৌঁছায় এর মধ্যেই আমার আওয়াজ আকাশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তখন দৃশ্যটি ছিল খুবই আশীর্বাদপূর্ণ। মনে হল আল্লাহ্ সরাসরি আমার কথা শুনছেন। বাসের ভিতরের লোকেরা বাড়ি দেখে

আনন্দিত হয় এবং একে অপরের সাথে আনন্দে আড্ডা দেয়। এই বাড়িটিকে খুব কাছ থেকে দেখার জন্য তারা বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(বড় মসজিদ এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর নামাজ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সালে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজের জন্য ওযু করে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন এবং হাঁটার জন্য একটি লাঠির প্রয়োজন ছিল। তিনি (ﷺ) ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কেউ আছে কি?" কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি এবং সবাই নিজেদের কাজে মগ্ন থাকে। তিনি খুব বিরক্ত হলেন এবং নিকটতম মসজিদের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তিনি যখন মসজিদে পৌঁছালেন তখন কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করেনি এবং সালাত ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি আরও বেশি বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়েন যে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করেনি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন এবং কেউ সাহায্য করলেন না। আমি সবেমাত্র একটি কঠিন কাজ শেষ করে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর বাড়ির কাছে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, "কাসীম, নামায শেষ হলে তুমি আমার কাছে এসেছ। এখন কি লাভ? কেউ আমার কথা শোনেনি বা মসজিদে নিয়ে যায়নি।" আমি বললাম "চিন্তা করবেন না আর একটু দূরে একটা বড় মসজিদ আছে যেখানে নামাজ শুরু হয়নি, আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।" তিনি দুঃখের সুরে বললেন, "কাসীম, তুমি আমাকে কাছের মসজিদে নিয়ে যেতে পারলে না, তাহলে তুমি কিভাবে আমাকে দূরের মসজিদে নিয়ে যাবে এবং সময়মত নামাজ ধরবে। তোমার গাড়িও নেই, তার চেয়ে ভাল, কাসীম, ছেড়ে দাও, আমি বাসায় নামাজ পড়ব।" আমি তাকে বললাম "চিন্তা করবেন না! আমি যদি আগে এখানে আসতাম, তবে আমি আপনাকে সময়মত মসজিদে নিয়ে যেতাম। আল্লাহ্ (ﷻ) আমাদের সাথে আছেন তাই আমি আল্লাহর সাহায্যে আপনাকে মসজিদে নিয়ে যাব।" তিনি বললেন, "চল আমরা তাড়াতাড়ি মসজিদে যাই।" এবার আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি পথও জানিনা, গাড়িও নেই। এখন একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সাহায্য করতে পারেন। তাই আল্লাহ্ তায়ালা আমার ডান

কানে বললেন, "কাসীম, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুলে নিয়ে দৌড়াও, আমি তোমাকে মসজিদে নিয়ে যাব।" তাই আমি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে গেলাম। আল্লাহর রহমতে বাতাসে দৌড়াতে লাগলাম। আমাদের সামনে একটি বিশাল মসজিদ দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। এমনকি তিনি আমাকে নিয়ে গর্ব করে বলেছিলেন, "এটি আমার ছেলে যে আমাকে আল্লাহর সাহায্যে মসজিদে নিয়ে এসেছে।" আমরা প্রবেশ করার সাথে সাথে লোকেরা নামাজের জন্য উঠে গেল এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) অন্যদের জন্য নামাজের ইমামতি করলেন। আমি মসজিদে প্রবেশ করিনি কারণ আমার ওযু ছিল না। আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি ওযু করতাম তাহলে তাদের সাথে নামাজ পড়তাম। মসজিদটি অনেক বড় ছিল, সময়ের সাথে সাথে আমি আমার ওযু শেষ করলাম। তবে নামাজ আগেই শেষ হয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম, "যদি আমি এখানে আসার আগে ওযু করতাম তাহলে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাত / নামাজ মিস করতেন। যেভাবেই হোক ভাল জিনিস হল শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর সাহায্যে সময়মত মসজিদে পৌঁছেছিলেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখতে লাগলাম। স্বপ্নটি সেখানেই শেষ হয়েছিল।

(মোহাম্মাদ কাসীম বিতরণকারী)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কীভাবে অন্যান্য লোকদের কাছে খাদ্য বিতরণ করেছি। আমি সবাইকে খাবার বিতরণ শেষ করেছিলাম। এবং নিজেদেরকে পূর্ণ করতে তাদের কাছে যথেষ্ট খাবার ছিল। যখন আমি দেখলাম, কতটা খাবার আমার কাছে বাকি ছিল? সেখানে অনেক বাকি ছিল। তারপর মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে বললেন- "কাসীম, আরও খাদ্য বিতরণ কর।" আমি চারপাশে তাকালাম এবং সবাইকে সন্তুষ্ট এবং পূর্ণ লাগছিল। তারপর আমি আরও খাবার বিতরণ করা শুরু করলাম এবং মানুষ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তারা আমাকে বলছিল- "কাসীম, আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের পেট ভরে গিয়েছে।" আমি বিতরণ অব্যাহত রাখলাম। এবং আমি দেখেছি কীভাবে এখনও খাবার বাকি

ছিল। তারপর আমি কী নিজেকে বিশ্রামে রাখা উচিত নয় কিনা ভাবছিলাম। তারপর আমি এমন কিছু নিয়ে ভাবি যা আমাকে খারাপ মনে করেছে। আমি ভাবি, যদি মোহাম্মাদ (ﷺ) অন্য কারো স্বপ্নে আসেন তবে কী হবে? তাকে বলে যে- "যাও এবং কাসীমকে বল যে, মোহাম্মাদ (ﷺ) আরও খাদ্য বিতরণ করতে বলেছেন।" এমন সময় আসবে আমি কখনও চাই না, যেখানে মোহাম্মাদ (ﷺ) কেবল আমাকে উপলব্ধি করানোর জন্য অন্যদের বার্তা প্রেরণ শুরু করেছেন। এটা অবশ্যই আমাকে সত্যিই খারাপ মনে হবে। তাই আমি আরো খাদ্য বিতরণ শুরু করি যতক্ষণ না শেষ হয়। মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। এবং স্বপ্ন সেখানে শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম মদীনা এবং মক্কায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৭ জুন ২০১৫ সালের স্বপ্নে আমি দেখি, আমার বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল। মোহাম্মাদ (ﷺ) এবং আমি, আমার বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "কাসীম, যখন তোমার বাড়ি সম্পূর্ণ হবে, আমি তোমাকে ডাকব মদীনাতে আসতে। আমি তোমার সাথে সেখানে সাক্ষাৎ করব। তখন আমি তোমাকে আদেশ করব মক্কায় যেতে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে। এবং তারপর তোমাকে মুসলমান উম্মতদেরকে সাহায্য করতে হবে।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আপনি আমাকে যা কিছুই করতে বলবেন, আমি তা ই করব।" তারপর আমি নিজেকে একটি বিশাল মসজিদে দেখি, সাথে ছিল খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ আলো। এরই মধ্যে মসজিদের ইমাম নামাজ শুরু করেছেন এবং আমি তাদের সাথে যোগদান করি। যখন আমরা নামাজ শেষ করলাম, অল্প কিছু লোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবং আমাকে বলল, "আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি, একটি আলো আপনার কাছ থেকে আসছে।" আমি উত্তরে বললাম, "সুতরাং, কী?" তারা আমাকে বলল যে, "আপনি কি দেখতে পারেন যে, আমরা অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করছি? এবং সেই অন্ধকার প্রতিদিনই অবিরতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আপনার একটি আলো আছে, আমাদেরকে আলোতে নিয়ে আসুন। তবেই আমরা এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।" আমি তাদেরকে উত্তর দিলাম যে, "আমার কাছে শুধুমাত্র আল্লাহর

একটি নূর আছে এবং আমি এটার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণ করতে পারব।" তারা আমাকে অনুরোধ করেছিল, এটা তাদের জন্য করতে। তারপর আমি আল্লাহর নূরকে অন্ধকারময় আকাশে নিক্ষেপ করি। আকাশ নূরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সমগ্র বিশ্ব নূরে জ্বলজ্বলে ছিল। এবং মুসলমানদের মুখমণ্ডল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই আনন্দিত ছিল। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাক্ষ্য প্রদান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে, পাকিস্তান এবং তার সেনাবাহিনী অনেক অসুবিধার মধ্যে পরে যায় এবং সেনাপ্রধান অনেক চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনীকে এই অসুবিধা থেকে বের করে আনার জন্য। যেন পাকিস্তানে সুখ এবং শান্তি বিরাজ করে। যাহোক, এই প্রচেষ্টা কার্যকর হচ্ছেনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে না। পাকিস্তানের সম্পদ এবং তার সেনাবাহিনী কমে যাচ্ছে। এই কারণে সেনাপ্রধান মুশকিলে পরে যান। এসব দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পরি। তারপর আল্লাহ্ তার আরশে আসেন এবং বলেন- কাসীম, পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে আমার এই আদেশ প্রদান কর যে, "পাকিস্তান এবং তার সেনাবাহিনী অবশ্যই এই অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তোমার স্বপ্নের প্রতি সাবধানী মনোযোগ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তোমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করে। কাসীম, আমিই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পক এবং আমি অবশ্যই তোমার সাফল্যের জন্য একটি পরিকল্পনা করব।" আল্লাহ্ আমাকে এই স্বপ্নে আরো দেখিয়েছেন যে, যখন সেনাপ্রধান আমার স্বপ্ন সম্পর্কে জানবে এবং এটা শুনবে, মোহাম্মাদ (ﷺ) তাকে সাক্ষী দিবেন যে, "কাসীম তার স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা বলছে না, তার স্বপ্নগুলো সত্য এবং তা আল্লাহ্ হতে। এই ঘটনাবলীই ঘটবে যেমন আল্লাহ্ কাসীমকে তার স্বপ্নেগুলোতে দেখিয়েছেন।" আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নগুলোতে যা দেখিয়েছেন তা অনুযায়ী, যখন আমি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নগুলো পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে বলব, তিনি তা অনুযায়ী পরিকল্পনা করবেন ইসলাম এবং পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য। আল্লাহ্ তার সাহায্য দ্বারা সেই পরিকল্পনাগুলোকে

সফল করবেন। তারপর আমরা আল্লাহর সাহায্যে ইসলামকে এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করি। ইসলাম ও পাকিস্তানকে রক্ষা করার পরিকল্পনাগুলোও আল্লাহ্ আমাকে আমার স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়েছেন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন এবং গাজওয়া ই হিন্দ যুদ্ধ শুরু)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি গাজওয়া ই হিন্দ এবং ইসলামের জেগে উঠা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি আমার সত্য স্বপ্নে এই যুদ্ধ অনেক বার দেখেছি। এই যুদ্ধ পাকিস্তানের উপর আরোপিত হয় এবং আমরা আমাদের দেশ ও ইসলামকে রক্ষা করি। পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে এটি অত্যন্ত খারাপ একটি যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধটি একমাত্র পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্যই ছিল না, এই যুদ্ধটি ইসলাম বাঁচানোর জন্যও ছিল। কারণ এই যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের শক্তিশালী ২টি প্রধান দুর্গ তুর্কী ও সৌদিআরব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এবং যেহেতু পাকিস্তান ছিল ইসলামের শেষ দুর্গ, অতএব এটা অপরিহার্য ছিল ইসলাম রক্ষার জন্য ও পাকিস্তান রক্ষার জন্য। এই যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহ্ পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে আমার স্বপ্নের কথা জানান। এবং নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) তাকে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, "কাসীম তার স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা বলছে না এবং তার স্বপ্নগুলো সত্য ও তা আল্লাহ্ হতে আসে, এবং ঠিক তেমনই হতে যাচ্ছে, যা আল্লাহ্ কাসীমকে স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়েছেন।" তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানী জনগণ আমার স্বপ্নগুলোকে আরো বিশ্বাস করতে থাকে। তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানী জনগণ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলাম ও পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য। এবং তারপর যারা সত্যিই পাকিস্তানকে ভালবাসেন, এটা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন ও আমরা পাকিস্তানকে সকল রকমের অবিশ্বাসী রিতি থেকে বের করে আনি। এবং এমন একটি বিচার ব্যবস্থা গঠন করা হয় যে, বাকি বিশ্ব আশ্চর্য হয়ে উঠে, এবং এমন একটি সরকার ব্যবস্থাও গঠন করা হয়। তারপর পাকিস্তানের অগ্রগতি শুরু হয় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিও শুরু করা হয়, কিন্তু যে ধ্বংস শুরু হয় তুর্কী ও মধ্যপ্রাচ্যে। নতুন সন্ত্রাসী দল মধ্যপ্রাচ্যে গঠিত হবে। যখন পাকিস্তানের অগ্রগতি

শুরু হয়েছিল তখন ভারত, পাকিস্তানকে হামলা করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করলেন শক্তিশালী "ব্ল্যাক ফাইটার জেট" দ্বারা এবং এটা দেখার পর ভারত, পাকিস্তানকে হামলা করেনাই। এবং পাকিস্তান অগ্রগতি ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য একটা সুযোগ পেল। কিন্তু অন্য দিকে ভারত ও তার মিত্ররা এবং সন্ত্রাসী দলগুলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। আমরা হামলা করে কাশ্মীরকে মুক্ত করি ও আমাদের প্রতিরোধ আরো শক্তিশালী হয়। ব্ল্যাক ফাইটার জেটের কারণে ভারত একা পাকিস্তানের উপর হামলা করতে সাহস পাবেনা। এই ব্ল্যাক ফাইটার জেট দেখার পর সারা বিশ্ব থেকে অনেক মুসলমান পাকিস্তানে আসবে এবং ইসলাম পুনঃনির্মাণে তাদের ভূমিকা পালন শুরু করবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে খুব বুদ্ধিমান করবেন তার করুণা দ্বারা। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে বিমান ও জাহাজ তৈরি করব এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠব। এই যুদ্ধের আগে এক সময় একটি স্বপ্নের মাধ্যমে নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে মদিনায় ডাকলেন। যখন আমি মক্কা ও মদিনায় গেলাম তখন আমি তাদের পরিত্যক্ত ও বন্য দেখেছি এবং আমি মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ও অন্ধকার দেখেছি তাই আমি তাদেরকে বললাম যে, কিছু দিনের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহ্ তার সাহায্যে সবকিছু ঠিক করবেন। যখন আমি ফিরে আসি তখন শত্রুরা পাকিস্তানে হামলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। আমার সত্য স্বপ্ন মতে, "নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এই যুদ্ধে অলক্ষ্যে ও গোপনীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারের জ্ঞানে ছিল।" এবং তারপর খারাপ যুদ্ধ শুরু হয়, এবং পাকিস্তানের শত্রুরা নিশ্চিত ছিল যে, তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা অন্য কিছু ছিল ও আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধলোক, নিরস্ত্র মানুষ ও যারা শান্তি স্থাপন করতে চায় তাদেরকে হত্যা করবেনা। আমি জানিনা এটা কত দিন ছিল কিন্তু এই যুদ্ধে পাকিস্তান জয়ী হয়েছিল আল্লাহর সাহায্যে। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে, এই যুদ্ধে ৮০ কোটি (প্রায়) মানুষ হত্যা হয়েছে। তারপর আমি খুব কষ্ট পাই এবং আমি বলি যে, কেন এই যুদ্ধ আমাদের উপর আরোপিত হয়েছিল। তারপর আমি বললাম, আমরা শুধু নিজেদের রক্ষিত ও আমাদের শত্রুদের মৃত্যু চেয়েছিলাম। আমরা সকল

নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে সাহায্য করেছি এবং তাদেরকে একটি পরিবার হিসেবে গৃহীত করেছি ও তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেহেতু আমরা আল্লাহর সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং শত্রুরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে, তখন আল্লাহর সাহায্যে পূর্ব থেকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা বেড়িয়ে আসেন তাদের হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে। সেখানে আমাদেরকে থামানোর কেউ ছিল না। এবং সব ধরনের সন্ত্রাস ও নির্যাতন ধ্বংস হয়েছিল। আমরা আল্লাহর সাহায্যে পুরো পৃথিবীতে সত্য ইসলাম বিস্তার করি ও সারা পৃথিবীতে শান্তি পরিপূর্ণ হয়। পৃথিবীতে আবারো ইসলাম ছড়িয়ে পরে এবং প্রত্যেকেই জানতে পারে যে, মোহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রকৃত ইসলাম শান্তিতে পরিপূর্ণ। সব জায়গায় ছিল আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। সব জায়গা ছিল রিজিকে পূর্ণ এবং কেউ দুঃখিত ও গরীব ছিল না। সব মিলিয়ে আল্লাহ্ আমাদের উপর খুশি ছিলেন এবং কয়েক বছর পর "দাজ্জাল" বেড়িয়ে আসে।

(মোহাম্মাদ কাসীম এবং আলেম-উলামা, মুফতি ও মুসলিম নেতাগণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখি যে, সেখানে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের সবকিছু আছে বিদ্যুৎ ছাড়া। বাতি এবং টিউবলাইটগুলো আলোকিত করার জন্য এবং প্রত্যেকেই বিদ্যুতের সন্ধান করতেছে। তারপর আমি দেখি যে, আল্লাহ্ আমাকে বিদ্যুৎ দান করেন তার দয়ার দ্বারা। তারপর আমি আলেম-উলামা, মুফতি এবং মুসলিম নেতাদের কাছে যাই। আমি তাদের বলি যে, আমার কাছে বিদ্যুৎ আছে এবং আমি ইহা দিয়ে লোকদের বাড়িগুলোকে আলোকিত করতে পারি। কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করেনা যে, আমার কাছে বিদ্যুৎ আছে। তারা বলে যে, আমি মিথ্যাবাদী। আলেম-উলামা, মুফতি এবং মুসলিম নেতাগণ শুধুমাত্র আমার সাথে অসম্মত যে আমার কাছে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু তারা অতিরিক্ত কোনোকিছুই বলেন না আমাকে। তারা আমাকে থামায়ও না আর আমাকে তারা নিষেধও করেন না এসব অন্যদেরকে বলা থেকে। তারা বলেন, সে যা চায় তাই করুক এর জন্য সে নিছক তার সময় নষ্ট করতেছে, তার কাছে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বলেন, কাসীম, চিন্তা

করনা, আমি তোমার সাথে আছি, কেউ তোমাকে থামাতে পারবেনা এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব। তারপর আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন এবং সাধারণ মুসলিমরা আমার কথা বিশ্বাস করা শুরু করে। তারপর এই সংবাদ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর প্রত্যেকেই আমাকে বিশ্বাস করেন। তারা আমাকে সবকিছু আলোকিত করার জন্য বলেন বিদ্যুৎ দ্বারা, আল্লাহ্ যা আমাকে দিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহর দয়া দ্বারা আমি আলো ছড়িয়ে দেই। তারপর আলেম-উলামা, মুফতি এবং মুসলিম নেতাগণ বলেন, হায়, হায়! আমাদের উচিত ছিল তাকে বিশ্বাস করা। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং শির্ক)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৫ জুলাই ২০১৮ সালের, এই স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অনেক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার মুখোমুখি হন এবং যেভাবে তিনি তার লক্ষকে অনুসরণ করতে চান, তিনি তা করতে পারেন না এবং তার সাধনা ব্যর্থ হয়। তার ব্যর্থতার কারণে তার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমি একটি রুমের মধ্যে বসে এইসব পরিস্থিতি দেখতেছি। তারপর ইমরান খানও সেই ঘরের দিকে হেঁটে চলে আসেন যেখানে আমি ইতিমধ্যে উপস্থিত আছি। যখন তিনি রুমে প্রবেশ করেন, তিনি ক্রোধে কিছু বলেন, যা আমি মনে করতে পারছি না। আমি তার সাথে কথা বলি এবং তাকে বলি যে, যদি আপনি আল্লাহর সাহায্য চান তবে আপনাকে শির্কের সকল রূপগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। যেভাবে আপনি মাজারে সিজদা করেছিলেন, সেটি হল শিরকের একটি প্রধান রূপ এবং আপনার সেই কর্মের জন্য আপনার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাওবা করা উচিত। আপনার অনুশোচনার সাথে আল্লাহর সামনে সিজদা করা উচিত। আপনাকে একটি দৃঢ় এবং আন্তরিক প্রতিশ্রুতি করতে হবে যে, আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে আর কখনোই মাথা নত করবেন না। আমি তাকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, আপনি নিজেই বলেছিলেন যে, "ইমরান খান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথা নত করেনা।" তাহলে কেন আপনি তা করলেন? তখন ইমরান খান তার ভুল বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ, আমি এটা বলতাম। তারপর তিনি বলেন যে, আমি কেবল আল্লাহর কাছেই মাথা নত করতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি এমন লোকদের দ্বারা ঘিরে ছিলাম যে আমি ভুল পথে গিয়েছিলাম। তারপর আমি তাকে

বললাম যে, যে কেউ মারা গেছে সে মারা গেছে এবং সে এই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সাহায্যের জন্য আমরা তাকে ডাকতে পারিনা। ইমরান খান আমার কথা খুব যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমি তাকে বলি যে, যদি কেউ কোন কবরে যায় এবং মৃতদের কাছ থেকে কোন সাহায্য চায় তবে এটিও শির্কের একটি রূপ। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে শুভেচ্ছা জানানো বা সম্মান দেখানোর জন্য কারো সামনে মাথা নত করে যেমন জাপানের লোকজন করে থাকে তাহলে ঐটাও শিরকের একটি রূপ। এইরকম অন্যান্য আরো অনেক প্রকারের শির্ক আছে। যদি আপনি আল্লাহর সাহায্য চান এবং যদি আপনি সফল হতে চান, তাহলে আপনাকে সব ধরনের শির্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, অন্যথায় আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না। ইমরান খান খুব মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনেছেন। যেমন কেউ যদি কোন কিছুর মধ্যে একটি বড় আশা দেখে। এবং ইমরান খান এই আশাটি দেখেছিলেন শির্ক এবং শিরকের রূপগুলিকে এড়িয়ে চলার মধ্যে। কারণ এটার মত করে আগে কেউ তাকে শির্ক এবং শিরকের রূপগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেনি বা এই সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেনি। স্বপ্ন শেষ হয়।

(গভীরে ডুবে যাওয়া ভূমি এবং ইমরান খান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৫ আগস্ট ২০১৮ সালের, এই স্বপ্নে আমি নিজেকে একটি বিশাল এলাকায় খুঁজে পাই। সেখানে আশেপাশে অন্যান্য লোকও আছে, যেন তারা এলাকাটিতে টহল দিচ্ছে। এই ভূমিটি খুব বড় এবং সবকিছু ঠিক বলে মনে হয়। হঠাৎ কিছু ঘটে এবং নদীর গভীরতার মত ভূমি খুব গভীরে ডুবে যায় এবং অনেক লোক এই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং বললাম, এখানে কী ঘটেছে? সবকিছু ঠিক ছিল তাহলে কীভাবে এইসব ভূমি ডুবে গেল? লোকেরা কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করে, ভাবছে যে এটি ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কোন কিছুই উন্নতি হয় না। আমি নিজেকে বললাম, আমি গিয়ে দেখব ইমরান খান এই মুহূর্তে কি করছেন? তারপর আমি সেই জায়গার দিকে যাই যেখানে ইমরান খান উপস্থিত আছেন এবং আমি দেখি তিনি অন্যান্য কিছু মানুষের সাথে কোথাও যাচ্ছেন। ইমরান খান মর্মাহত এবং তিনি রাগান্বিত হয়ে হাঁটতেছেন, যেমন তাকে আমি আমার স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি পরিস্থিতির উপর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং কিছু লোকের সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে,

কেন এই লোকেরা আমাদেরকে কাজটি করতে দিচ্ছেনা? এই ঘটনাটি যে মাত্র ঘটল, কীভাবে এইসব সংশোধন করা যাচ্ছে? স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ব্যর্থতা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৭ আগস্ট ২০১৮ সালের এই স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংস্কার করার চেষ্টা করছেন। বিরোধীদলীয় নেতারা জোর দিয়ে বলেন যে, কোনো সংস্কার করা হচ্ছেনা এবং সবকিছু এখনও একই। মিডিয়া ও সাংবাদিকরাও জোর দিয়ে বলছেন যে, ক্ষমতাসীন পিটিআই দলেরও একই বয়সী মানুষ আছেন, যারা আগের সরকারেরও একটি অংশ হয়েছেন, তারা কী পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেন? কিন্তু পিটিআই ও তার সরকার এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা বলেন যে, আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি এবং অনেক কাজ করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন পিটিআই দলের সমর্থকরাও সাধারণভাবেই একই বর্ণনা গ্রহণ করেন এবং জোর দেন যে, তাদের সরকার সবকিছু ঠিক করছেন। তারপর হঠাৎ কিছু ঘটে এবং সবকিছু ভেঙ্গে যায় এবং প্রশাসনের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বাস্তবতা উন্মোচিত হয় এবং মানুষ একটি বড় আঘাত পায়। তারা এই পরিস্থিতির উপর বিশ্বাস করতে পারেনা। এবং কী ঘটেছে? এটা বলার মাধ্যমে তারা তাদের হতাশা প্রকাশ করে। ইমরান খানও ব্যর্থ হয়েছে এবং এরপর পাকিস্তানে মারাত্মক সংকট। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইমরান খানের তর্ক!)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের এই স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, ইমরান খান আমেরিকানদের সাথে সংলাপে রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে তার একটি কথোপকথন হচ্ছে। কথোপকথনের সময় কঠোর ভাষায় একটি বিনিময় হয় এবং ইমরান খান রাগান্বিত হন এবং তিনি আমেরিকানদের সঙ্গে একটি রাগান্বিত স্বরে কথা বলা শুরু করেন। আমেরিকানদের থেকেও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া আসে। তারপর কথোপকথন আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা উভয়েই একে অপরকে হুমকি দেয়। ইমরান খান আমেরিকানদের বলছেন যে আমরা দাস নই। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রাগে হাঁটতে শুরু করলেন, যেমন তাকে আমি আমার অন্য স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি হতাশ হয়ে বলেন, কেউ কি আছেন, যে এই সমস্যা

সমাধানের জন্য সাহায্য করতে পারেন? যখন এইসব দেখছি তখন আমি আমার ওভেনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং কিছু করতে প্রস্তুত করছিলাম। আমি বলি, এটা একই অবস্থা এবং এরপর আমি কিছু করি যা আমি মনে করতে পারছিনা। স্বপ্ন শেষ হয়।

(কীভাবে ইমরান খানের শাসন করা উচিত এবং কীভাবে তিনি সফল হতে পারেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ অক্টোবর ২০১৮ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, কীভাবে ইমরান খানের শাসন করা উচিত এবং কীভাবে তিনি সফল হতে পারেন। আমি টিভির সামনে বসে দেখি নানান কথা চলছে। ইমরান খান বলছেন, ঘৃণা এই দেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছে এর থেকে মুক্তি দিতে হবে যাতে আমরা মুক্ত হতে পারি। তখন দেখলাম ইমরান খান বিভিন্ন কর বসিয়ে দিচ্ছেন যাতে আমাদের ঋণ নিতে না হয় কিন্তু এর ফলে জিনিসের দাম বাড়তে থাকে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে মানুষের উদ্বেগও বেড়ে যায়। আমি এসব দেখছি এবং বলছি যে, দেশে এভাবেই মুদ্রাস্ফীতি আসবে। ইমরান খানও পুরো বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন জনগণের উপর। আজ এক বস্তা সিমেন্টের দাম ৬০০ টাকা। এভাবে চলতে থাকলে তা অল্প সময়ে ১০০০ টাকা খরচ হবে। বাকি সবকিছু একই রকম হবে। এমন পরিস্থিতিতে দেশে সমৃদ্ধি আসবে কীভাবে? এভাবে গরীবদের উপর বোঝা বাড়বে এবং রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হবে। ইমরান খানের উচিত পাকিস্তানকে শিরক থেকে মুক্ত করা এবং জিনিসের দাম বাড়াবেন না এবং তাদের উপর ট্যাক্স আরোপ করবেন না। এভাবে গরীবদের বোঝা বাড়বেনা। ইমরান খানের এখন ঋণ নিয়ে বেঁচে থাকা উচিত। এ দেশ যেখানে এত দিন ঋণে ডুবে আছে, সেখানে ইমরান খানের উচিত এদেশের গ্যাস-বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করা, প্রতিষ্ঠান ঠিক করা, দুর্নীতি নির্মূল করা, মানি লন্ডারিং বন্ধ করা, দুর্নীতিবাজদের ধরা, তাদের লুট করা টাকা ফিরিয়ে আনা, হাসপাতাল ও পুলিশ ব্যবস্থা ঠিক করা, আদালত এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগ গুলোতেও। যখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঠিক হয়ে যাবে, তখন ইমরান খানকে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হবেনা এবং মুদ্রাস্ফীতিও থাকবেনা এবং ইমরান খানের প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন থাকবে না হলে ইমরান খান যা করছেন, মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে এবং মানুষ গরিব হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এভাবে আমাদের

আগের থেকে আরও বেশি ঋণ নিতে হতে পারে এবং ইমরান খানও জনগণের সমর্থন হারাবেন এবং দেশ এমন এক জলাবদ্ধতায় আটকে যাবে যেখান থেকে বের হওয়া সহজ হবেনা। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইমরান খানের ঘনিষ্ঠজন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালের এই স্বপ্নে আমি বাসা থেকে বের হয়ে একটা বড় হলের ভিতরে যাই। সেখানে এমন কিছু লোক আছে যারা ইমরান খানের সহপাঠী বা ইমরান খানের কাছের মানুষ। আমি তাদের বলি যে স্বপ্নের খবর ইমরান খানের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তখন তারা উত্তর দেয় যে আমরা ইমরান খানের কাছাকাছি কিন্তু আপনি চেষ্টা করতে পারেন। এবং তারা আমাকে কোথাও এমন জায়গায় নির্দেশ করে যে, সে সেখানে থাকতে পারে। "সে যদি আপনার স্বপ্নের কথা শোনে তবে এটি একটি ভিন্ন জিনিস" এবং "আপনি চেষ্টা করতে পারেন।" কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে "স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়ে তুমি কি করবে?" এবং আমি বলেছিলাম "আমি একটি কোম্পানি তৈরি করব এবং লোকেরা এটি থেকে উপকৃত হবে এবং তাদের জীবন উন্নত হবে, দেশ সমৃদ্ধ হবে এবং অগ্রগতি হবে। এবং স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইমরান খানের পদত্যাগ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের এই স্বপ্নে আমি আমার বাড়ির ছাদে আছি এবং সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে বিমান উড়ছে। হঠাৎ আমি দেখি একটি বড় বিমান পাকিস্তানের ভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছে এবং এর নিচে একটি ছোট বিমান উড়ছে। তখন আমি বুঝতে পারি যে, এখানে এমন কিছু হ্যাকার রয়েছেন যারা এই বিমানের সিস্টেম ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন এবং তারা বিমানটিকে বিস্ফোরণ করলেন। বিমানটিতে একটি জোরে বিস্ফোরণ ঘটে এবং এর নীচের ছোট্ট বিমানটি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং আমি বলি যে এই ছোট বিমানটি কীভাবে বাঁচতে পারে, তবে এটি নিজেকে বাঁচায়। এবং বড় বিমানটি মাটিতে বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা চিৎকার শুরু করে যে, এটি

পাকিস্তানের জমিতে বিধ্বস্ত হয়েছে, সুতরাং এর দায় ইমরান খানের সরকারের উপরেই যায় কারণ এটি ইমরান খানের উপস্থিতিতে ঘটেছিল। আমি দেখি যে, ইমরান খান টিভিতে এসেছেন এবং এটির সাথে একমত হয়েছিলেন এবং বলেছেন যে, কারণ আমি সেখানে থাকাকালীন এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল তাই আমি পদত্যাগ করেছি এবং তারপরে ইমরান খানের সমর্থকরা বিচলিত হন এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইমরান খানের অসুস্থতা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি বাড়িতে যাই, যেখানে প্রচুর লোকেরা চলাফেরা করছে। আমি যে ঘরে রয়েছি সেখানে হঠাৎই ঘরের একটি দরজা খুলে যায়। সেখানে আমি দেখি একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এবং লোকেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছে। তখন আমি দেখতে যাই এবং বলি, যার স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ আল্লাহ্ তার উপর দয়া করুন। দরজা খোলা আছে এবং সেখানে কিছু কর্মচারী রয়েছে। তারপর আমি মনোযোগ দিয়ে দেখি ইমরান খান বিছানায় শুয়ে আছেন। তার অবস্থা এমন যেন তার রক্তচাপ বেশি এবং সে হাঁটতেও পারেন না। আশেপাশে চিকিৎসক এবং কর্মচারীরা রয়েছেন। একই সাথে সেনাবাহিনীর প্রধানরা সেখানে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। আমি যখন এটি দেখি, আমি বলি যে, এটি ইমরান খান, আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ হবে। তারপরে আমি এই হল থেকে রান্নাঘরে চলে আসি। এদিকে কেউ আমাকে একটি প্লেট আঁকড়ে ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। তাই আমি বলি কেন তিনি আমাকে তা দিচ্ছেন। যাইহোক, আমি এই প্লেটটি নিই এবং দেখি যে, ডিমের পায়েস তৈরি হয়েছে। তারপরে আমি যখন রান্নাঘরে যাই, আমি দেখি ইমরান খান টেবিলে বসে আছেন। সুতরাং আমি বলি যে, ইমরান খানের হাঁটার সমস্যা ছিল, তাহলে তিনি আমার আগে কীভাবে এখানে এসেছিলেন! তাকে উপেক্ষা করে রান্নাঘরে একজন মহিলা ছিল আমি তাকে প্লেটটি দিই। তিনি আমার কাছ থেকে প্লেটটি নিয়ে যান এবং এতে কিছু যোগ করতে শুরু করেন। এদিকে ইমরান খান আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনা এবং

আমি চুপ করে থাকি। সুতরাং সেই মহিলাটি বলেছেন যে, ইমরান খান আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন। তারপরে আমি ইমরান খানকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কী বলেছেন? আমি আপনাকে বুঝতে পারছিনা। তারপরে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং আমি বুঝতে পারি। এত অল্প সময়ে, সেই মহিলা এই ডিমের পায়েসে আরও কিছু রাখেন এবং তিনি আমাকে বলেন এই প্লেট ইমরান খানকে দেওয়ার জন্য। আমি বলি কেন তিনি আমাকে বললেন ইমরান খানকে এই প্লেট দিতে? যাইহোক, আমি এটি ইমরান খানকে দিয়েছি, তারপরে ইমরান খান আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন এবং আমার সাথে কথা বলতে চান, তবে আমি খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছিনা। তারপরে তিনি খাওয়া শুরু করেন এবং স্বপ্নটি সেখানেই শেষ হয়।

(ইমরান খান এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনকাল)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখের এই স্বপ্নে আমি দেখতে পাই যে আমি একটি বড় ঘরে বসে আছি যেখানে অন্য লোকেরাও জড়ো হয়েছিল। আমি ইমরান খান সম্পর্কে আমার স্বপ্নগুলি সেখানে জোরে জোরে বলতে শুরু করি এবং আমি যা বলি কিছু লোক তাতে আগ্রহী হতে শুরু করে, কারণ পাকিস্তানের অবস্থা আমার স্বপ্নের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। সেই লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে শুরু করেন, ইমরান খান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেগুলি পূরণ করতে সক্ষম হননি। আসলে সেই প্রতিশ্রুতিগুলির ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটেছে। যখন এটি হচ্ছে, ঘরের দরজাটি খুলল, এবং ইমরান খান রাগ করে ভিতরে হাঁটছেন। তিনি এই লোকদের বলেন যে তিনি সরকারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন, এবং তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হয় তা করছেন। আমি এই মুহূর্তে আরও জোরে কথা বলতে শুরু করি এবং ইমরান খানকে জিজ্ঞাসা করি, নির্বাচনের সময় আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কি হয়েছিল? গরিবদের দেখাশোনা, দুর্নীতি ও দাম বৃদ্ধি কমানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে? এটা শুনে ইমরান খান ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমি দেশকে ঠিকঠাক চালিয়ে যাচ্ছি, এবং সাধারণত কীভাবে দেশ পরিচালিত হয়। তারপরে তিনি পাকিস্তানে তার সাফল্য ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ইমরান খান তখন দরজার দিকে হাঁটলেন, এবং তারপরে আমি উচ্চস্বরে বলি যে আপনি হযরত ওমর (রাঃ)-

এর উদাহরণ দিয়েছিলেন, নদীর কাছে যদি একটি কুকুরও এক রাতের জন্য তৃষ্ণার্ত ঘুমিয়ে থাকে তবে উমর (রাঃ)কে এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আপনি যেহেতু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অনেক লোক প্রতিদিন না খেয়ে ঘুমায়, আপনাকে কি তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবেনা? আপনি নিজেই বলতেন যে একজন সাধারণ লোক হযরত উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কোথা থেকে তাঁর পোশাক পেয়েছেন? সুতরাং যদি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে আপনাকে কেন জিজ্ঞাসা করা যাবে না? এই কথা শুনে ইমরান খান যেন থামলেন, যেন হঠাৎ করেই তার উপলব্ধি এসে গেছে। আমি বলি যে, আপনি পাকিস্তানকে ব্যর্থ করেছেন কিন্তু আপনি এটি মানতে রাজি নন এবং আপনি এটিও জানেন যে, আমি আপনার সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখেছি সেগুলি সত্য। আমি আপনাকে এই স্বপ্নগুলির বার্তা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই স্বপ্নগুলি আপনার ব্যর্থতার কারণগুলি নির্দেশ করে এবং আরো ইঙ্গিত দেয় কীভাবে আপনি নিজেকে এবং আপনার সরকারকে বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে পারেন। আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, এবং এই স্বপ্নগুলি আপনার কাছে পৌছানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তবে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারিনি। আমি দেখি ইমরান খান এটি শুনে দুঃখিত হয়েছেন, এবং তারপরে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যখন তিনি বাইরে পৌঁছেছেন, আমি পৌঁছে গিয়ে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং যখন আমি এটি করি আমি বলি, আপনার সম্পর্কে আমার স্বপ্নগুলি যদি সত্যি হয়ে যায়, তবে পাকিস্তানের উন্নয়নের বিষয়ে আমার স্বপ্ন এবং পাকিস্তানের মানুষের সুখ আসার স্বপ্ন সত্য হবে। ইমরান খান আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। আমি তার চোখে আশা দেখেছি এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি, যদি আমার সম্পর্কে তার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে পাকিস্তান অবশ্যই তার স্বপ্ন অনুযায়ী বিকাশ ও সমৃদ্ধ হবে। এবং তাতে কি যদি আমি ব্যর্থ হই, তবে কমপক্ষে পাকিস্তানে সুখ থাকবে। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও পাকিস্তানে করোনা ভাইরাসের উপর নিয়ন্ত্রণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্নটি দেখেছিলাম ২৯ জুলাই ২০২০ সালে। এই স্বপ্নে আমি দেখতে পাই যে, আমি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কার্যালয়ের বাইরে বসে আছি এবং আমি ভাবছি কখন আমার পালা আসবে যে, আমি তাঁর সাথে দেখা করব। ইমরান খান তার এক মন্ত্রীর সাথে কথা বলছেন এবং তাকে অর্পিত কাজের ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন। মন্ত্রী বলেছিলেন যে, তিনি কাজের ফল যা প্রত্যাশা করেছিলেন তা হয়নি এবং তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসানও হয়েছে। তারপরে মন্ত্রী আরও বলেন, চিন্তা করবেন না, এটি একটি অনুশীলন ছিল, এবং এখন যেটা শিখেছি আমি পরের বার আরও ভাল করব। আমি যখন এটি শুনি, তখন আমি কথোপকথনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলি যে, আপনার কৌশলগুলি পরীক্ষা করার জন্য পাকিস্তান অনুশীলন কেন্দ্র নয়। আপনার (মন্ত্রী) কিছুই হবেনা, তবে পাকিস্তানের জনগণের জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আমার কথা শুনে ইমরান খান আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, সম্ভবত যা আমি বলেছিলাম তা উনি নিজেই মন্ত্রীকে বলতে চেয়েছিলেন। তখন আমি মনে করি আমার এমন কিছু কথা বলা উচিত যা ইমরান খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমি বলি, প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, পাকিস্তানে করোনা ভাইরাসের উপর নিয়ন্ত্রণ আপনার স্মার্ট লকডাউন বা এই মহামারীটিতে আপনার সফল নীতিগুলির ফলে নয়। এটি সমস্তই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করুণার কারণে এবং এই নিয়ন্ত্রণের আসল কারণ হল পাকিস্তান এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এবং ব্যতিক্রমী রেকর্ড উচ্চ তাপমাত্রার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত পাকিস্তানের লোকেরা এই গ্রীষ্মে ৬-৮ ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন লোডশেডিংয়ের কারণে পুরো দিন ধরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বা ব্যবহার করতে পারেনা। এই কারণে, ভাইরাসটি অন্য দেশে যেমন ছড়িয়ে পড়েছে সেভাবে বাড়ার এবং ছড়িয়ে পরার উপযুক্ত পরিবেশ পায়নি। এই কারণেই ভারতে করোনা ভাইরাসের আরও বেশি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রয়েছে এবং তীব্র উত্তাপ, লোডশেডিং এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে পাকিস্তান এর দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে, সবই আল্লাহর রহমতের জন্য। আপনার এই কৃতিত্বের কৃতিত্ব নেওয়া উচিত নয়।

এবং যখন সেপ্টেম্বর মাস আসবে এবং শীতের মৌসুম শুরু হবে, পাকিস্তানে আবার করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে। তেমনি আপনি দেখতে পাবেন যে দরিদ্র দেশগুলির অবকাঠামো ঘাটতি এবং সুবিধার অভাব রয়েছে, তাদের করোনা ভাইরাসগুলিতে বিস্ফোরক ছড়িয়ে নেই। আফ্রিকার দিকে তাকান, সেখানকার দরিদ্র দেশগুলির ক্ষেত্রে খুব বেশি বিস্তার লাভ হয়নি, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকায় এর সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশি। এই কথা শুনে ইমরান খান আমার দিকে তাকাচ্ছেন, এবং মুগ্ধ হয়েছেন যে আমি এ বিষয়ে একটি যৌক্তিক যুক্তি দিয়েছি। আমি তখন অফিস থেকে অন্য জায়গায় চলে যাই, এবং প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও আমাকে অনুসরণ করেন। আমি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে বলেছি যে, আপনি সঠিকভাবে পাকিস্তান পরিচালনা করেননি। অ্যাকাউন্ট ঘাটতি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপনার প্রাথমিক ফোকাসের ফলে করের প্রশস্ততা ঘটেছিল যার ফলে দামের বিশাল মূল্যস্ফীতি ঘটে। লোকেরা এর কারণে বেকার হয়ে পড়েছিল এবং দরিদ্র পাকিস্তানী আরও বেশি দরিদ্র হয়ে উঠেছে তারা প্রাথমিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। দরিদ্রদের ত্রাণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আপনার মনোনিবেশ করা উচিত ছিল। এমনকি যদি আপনাকে এই জন্য ত্রাণ ও নিতে হয়, তবুও আপনার উচিত ছিল দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকি চালু করা এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। এবং অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি যা এখন অবধি বিদ্যমান তা সরানোর জন্য আপনার সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করা উচিত ছিল। আপনি আজ সেই প্রতিষ্ঠানগুলির আরও ভাল পারফর্ম করতে দেখতেন। পাকিস্তান এইভাবে সমৃদ্ধ হত, এবং অ্যাকাউন্টের ঘাটতি যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে পারত। আপনি এই সমস্ত সুযোগ মিস করেছেন। এই মুহূর্তে, আমি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি শুনতে শুরু করি এবং শুনেছি যে তিনি স্বীকার করেছেন যে আমি বুদ্ধিমান এবং যৌক্তিক যুক্তি দিয়েছি। তিনি বলেছেন, এমনকি তাঁর বর্তমান মন্ত্রীরাও এ জাতীয় কথা এমনভাবে ভাবতে পারবেন না। এবং আমি দেখতেছি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দুঃখ পেয়ে আফসোস করে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং ভাবছেন, কেন তিনি আজকের চেয়ে আগে কাসীমের সাথে দেখা করেননি? স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইমরান খানের নিজ স্বার্থ ও বিরোধীদের উপরে মনোনিবেশ করা পাকিস্তানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। কীভাবে পাকিস্তান ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তার এই বর্তমান অবস্থা এবং মর্যাদার মধ্যে?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ জানুয়ারী ২০২১ সালে আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, ইমরান খান কোথাও একটি বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নিজের এবং তাঁর সরকারের প্রশংসা অব্যাহত রেখেছেন যে তারা ক্ষমতায় আসার পর থেকে অসংখ্য অর্জন লাভ করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, আজ দেশের পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও ভাল এবং আমরা ইতিবাচক দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটি দেখে আমি বলি যে ইমরান খান পাকিস্তানের জনগণের সাথে প্রতারণা করছেন। তখন আমি দেখি যে ইমরান খান বিরোধী দল নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন এবং তাদেরকে চোর বলে অভিহিত করেছেন এবং তারা দেশকে লুট করেছে এবং কীভাবে তিনি কাউকে NRO (জাতীয় পুনর্মিলন অধ্যাদেশ) দেবেন না। আমি বলি যে ইমরান খান এখনও নিজের অহংকারে আটকে আছেন এবং বিরোধীদের তাড়া করছেন। এবং তিনি খ্যাতি, এবং তার অবস্থান বাঁচাতে এইসব করছেন। সমস্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ইমরান খান কখনও স্বীকার করেননি যে তিনি পাকিস্তানের জনগণের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করেননি বলে তিনি লজ্জিত। এর পরিবর্তে, তিনি তার দল এবং নিজেকে পরিপূরক করার দিকে মনোনিবেশ করেন যখন লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত। যে শাসক নিজের অহংকার এবং তাঁর খ্যাতি বাঁচানোর চেষ্টা করবেন তিনি তার জাতির আসল সমস্যাগুলি ভুলে যাবেন এবং তারপরে জনগণ বা দেশের সমস্যাগুলি তার কাছে দৃশ্যমান হবেনা। এবং তারপরে এই জাতীয় নেতা কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে। তারপরে আমি ঘোষণা করছি যে অদূর ভবিষ্যতে গাজওয়া-ই-হিন্দ এর মত বড় বড় ঘটনা এবং যুদ্ধ রয়েছে। আর ইমরান খানের দেশের বা জনগণের সমস্যা নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। আমি তখন হাঁটতে থাকি, এবং হঠাৎ আমি কাছেই বসা এক বিখ্যাত ব্যক্তির মুখোমুখি হই। আমার মনে

একটা ধারণা আসে যে, পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে তাকে আমার জানাতে হবে যে, ইমরান খান এই দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তার সাথে বসে তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে শুরু করি। আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রথমদিকে, সে আমার দিকে খুব বেশি মনোযোগ দেয় না এবং ব্যস্ত থাকে, তবে আমি হতাশ হই না এবং আমি কথা বলতেই থাকি। আমি বলেছি যে ইমরান খান যাদের চোর বলে ডেকেছেন তারা ইতিমধ্যে দেশ ত্যাগ করেছেন, সুতরাং পাকিস্তানের পরিস্থিতি আজকে আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল তবে পূর্ববর্তী লোকেরা যা রেখেছিল তাই আছে। কিন্তু ইমরান খান যেহেতু ক্ষমতায় ছিলেন, আজকের পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ এবং আজ অবধি ইমরান খান জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে লজ্জা বোধ করেননি। জনগণের অসুবিধা নিয়ে কথা বলার পরিবর্তে ইমরান খান বিরোধীদের দিকে মনোনিবেশ অব্যাহত রেখেছেন এবং কীভাবে তিনি তাদের NRO (জাতীয় পুনর্মিলন অধ্যাদেশ) দেবেননা তা নিয়েই কথা বলেছেন। ইমরান খান পাকিস্তানে যে নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন তারজন্যও তাঁর সরকারের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব নেই। ইমরান খান যত তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করবেন, পাকিস্তানের মানুষ তত কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অদূর ভবিষ্যতে বড় যুদ্ধ আসতে যাচ্ছে। পাকিস্তান ইসলামের শেষ দুর্গ এবং পাকিস্তানকে অবশ্যই গাজওয়া-ই-হিন্দ যুদ্ধ করতে হবে। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আপনার সামনে। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব আজ তাদের শীর্ষে। আর ইমরান খানের দেশের এ জাতীয় বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই। তার একমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি জিনিসে এবং তা হল বিরোধিতা। কমপক্ষে তার উচিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনগণকে স্বস্তি দেওয়া। এবং তার সেনাবাহিনী এবং ভবিষ্যতের ইভেন্টগুলি কীভাবে আরও শক্তিশালী করতে পারে তার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের কেবল গাজওয়া-ই-হিন্দেই লড়াই করতে হবে তা'না, আমাদের ইসলামকেও বাঁচাতে হবে। পাকিস্তানের অবস্থা এমন যে গাজওয়াতুল হিন্দ আমাদের ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে, আমরা ভারতের সাথে একটি ছোট যুদ্ধও করতে পারিনা। আমি এখানে লক্ষ্য করেছি যে, এই বিখ্যাত ব্যক্তিটি আমার বলা কথা গুলোর বিষয়ে আগ্রহী। কারণ এটিই বাস্তবতা, এবং তিনি আমার দিকে একাগ্রতার সাথে তাকান। তাই আমি এই

ব্যাখ্যাটি চালিয়ে যেতেছি যে, পাকিস্তানের পুরো সেনাবাহিনীর চেয়ে ভারতের সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর সংখ্যা বেশি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মাত্র ৫,৫০,০০০ সক্রিয় পুরুষ। আমাদের সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য ইতিমধ্যে সীমান্তে নিযুক্ত রয়েছেন। আর সেনাবাহিনীরও একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমরান খানের সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর তুলনায় পাকিস্তানের অন্যান্য শত্রুদের প্রতিরক্ষার জন্য আলাদা সেনা রয়েছে। তাহলে কীভাবে পাকিস্তান আসন্ন ঘটনাগুলিতে সাফল্য অর্জন করবে? বিরোধী দল এবং দেশের বাকী চোরদের মত আজ ইমরান খানও কেবল নিজের স্বার্থ এবং নিজের সমস্যাগুলিই দেখেন এবং সেবা করেন। এতদিনে ইমরান খান কী অর্জন করেছেন? তিনি আসলে কিছুই করেননি। তিনি পাঞ্জাবের বৃহত্তম প্রদেশে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন যিনি ভবিষ্যতের জন্য কী পরিকল্পনা করতে হবে বা করবেন তাও জানেননা। এই পরিস্থিতিতে ইমরান খান পাকিস্তানের প্রতি আন্তরিক কিনা তা আমাকে বলুন। তিনি যদি জাতির প্রতি আন্তরিক হন তবে তিনি নিজের ভুলটি স্বীকার করতেন এবং তিনি বলতেন যে, সিস্টেমটি সঠিক না হওয়ায় আমি কিছুই করতে পারছি না। এবং আমি আমার ব্যর্থতার কারণে আজ চলে যাচ্ছি। এর পরিবর্তে তিনি কেবল তার খ্যাতি এবং অহংকার বাঁচাতে জনগণ ও দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পরে এই বিখ্যাত ব্যক্তিটি বলেছেন যে আমি সত্য কথা বলেছি, এবং এগুলোই দেশের বর্তমান বাস্তবতা। এবং তিনি বলেছেন যে তাকে কিছু করতে হবে। তারপরে এই ব্যক্তি ইমরান খান ও তার সরকারের নীতিগুলির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তান আমেরিকাকে সহযোগিতা করার শেষ পরিণতি কী হবে?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৬ জুন ২০২১ সালে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছিলাম। এই স্বপ্নের শুরুতে আমি দেখেছি, ইমরান খান তার কৃতিত্ব এবং অর্জনের কথা প্রচার করছেন এবং কথা বলছেন। তার নেতৃত্বের অধিকার অতীতের চেয়ে ভাল এবং পাকিস্তান এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরাও ইমরান খানকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। এটা দেখার পর আমি বলি, ইমরান খান যা বলছেন বাস্তবতা

তা নয়, এই পরিসংখ্যান ভুল এবং ভুয়া। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে বাস্তবতা ভিন্ন। এবং আমি এটাও বলছি যে, ইমরান খানকে এখন অবশ্যই আফগানিস্তানের দিকে ভালভাবে মনোযোগ দিতে হবে। তখন আমি দেখি আমার স্বপ্নগুলো অন্যদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে একদল মানুষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এবং সেই লোকেরা জানতে পারে যে, পাকিস্তান গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার ঘাঁটি দিয়েছে। যাতে আমেরিকান সরকার তাদের উপর নজর রাখতে পারে। এই রহস্য জানার পর আফগানিস্তানের এই গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানকে হুমকি দেয়। এবং এরপরপরই তারা পাকিস্তানে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি করে। আমি মনে করি আমার স্বপ্নে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং এই গোষ্ঠীর লোকেরা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সমগ্র পাকিস্তান এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং জনগণ আমেরিকাকে গোপনে ঘাঁটি দেওয়ার জন্য সরকারের সমালোচনা করে। জনসাধারণের এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে ইমরান খানও উদ্বিগ্ন হন। তিনি বলেছেন যে, এই সন্ত্রাসী ঘটনা পাকিস্তানে ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এখন যা ঘটছে লোকেরা তার জন্য আমাকে দায়ী করবে। এবং আমেরিকার প্রতি আমাদের সমর্থনের রহস্যও প্রকাশ হয়েছে। এইসব এখন আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইমরান খানকে তার ব্যর্থতা মেনে নিতে হবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৮ নভেম্বর ২০২০ সালের এই স্বপ্নে আমি একটি বড় হল দেখতে পেলাম। এই হলে একটি মঞ্চ ছিল যেখানে ইমরান খান বসেছিলেন। ডেস্কের পাশের চেয়ারে বসে ছিলেন ইমরান খান। আর ইমরান খানের খুব কাছের একজন তার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। স্বপ্নে সেই অন্য মানুষটিকে চিনতে পারিনি। তাছাড়া হলের বাকি অংশ ফাঁকা ছিল। আর আমি স্টেজের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর দেখলাম ইমরান খান মৃদুস্বরে এই ব্যক্তিকে বলছেন যে, "আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারিনি যা আমি জনগণকে দিয়েছিলাম, আমি যেভাবে চেয়েছিলাম এবং এখন আমি ব্যর্থ হয়েছি।" আমি ইমরান খানের কথা শুনে অবাক হয়ে বলেছিলাম যে, "মানুষের সামনে ইমরান খান অসংখ্য কৃতিত্বের জন্য দাবি করেন যে আমি অনেক বড় কাজ করেছি, আমাদের দেশ উন্নয়ন করছে এবং আমরা উন্নতি করছি কিন্তু ঘরের ভিতরে, তিনি তার ঘনিষ্ঠদের কাছে স্বীকার করছেন যে সে ব্যর্থ হয়েছে।" তখন আমি ইমরান

খানের সামনে এসে বললাম, "মিস্টার ইমরান খান! আপনার ঘনিষ্ঠদের পাশে বসে আপনি বলছেন আপনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং আপনার ব্যর্থতা স্বীকার করছেন কিন্তু আপনি যখন জনসাধারণের কাছে যান, আপনি বলছেন যে বিরাট উন্নতি হচ্ছে। তাই যখন আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, তাহলে আপনি জনসমক্ষে এটা স্বীকার করছেন না কেন?" ইমরান খান আমার কথা পাল্টাবার চেষ্টা করেছেন। তারপর আমি ইমরান খানকে বললাম, "খান সাহেব! আপনি যত তাড়াতাড়ি স্বীকার করবেন যে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, পাকিস্তানের ক্ষতি তত কম হবে এবং পাকিস্তান দ্রুত সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে।" ইমরান খান আবার কিছু বললেন, কিন্তু আমি বারবার বললাম, "আপনি আপনার ব্যর্থতা স্বীকার করতে যত বেশি সময় নেবেন, পাকিস্তান তত বেশি সমস্যায় পড়বে এবং সমস্যা বাড়বে। সুতরাং, আপনি যত তাড়াতাড়ি আপনার পরাজয় স্বীকার করবেন, এই দেশ এবং আপনার জন্য ততই মঙ্গলজনক হবে।" এর মধ্যে ইমরান খান কিছুটা পাল্টা দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি ইতিমধ্যে তার কথা শুনেছি এবং আমি সব জানি। তারপর চুপচাপ আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি আবারও বললাম, "যত তাড়াতাড়ি আপনি সত্য উন্মোচন করবেন এবং আপনার ব্যর্থতা স্বীকার করবেন, এই দেশটি তত দ্রুত ছন্দে ফিরে আসবে। অন্যথায়, আপনি যত বেশি সময় দেরি করবেন, পাকিস্তান তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই দেশটি সমস্যায় পড়বে।" স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ইমরান খানের সিদ্ধান্ত সরলতা অবলম্বন করুন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে, এই স্বপ্নের শুরুতে ইমরান খান পাকিস্তানের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতির কারণে বিদ্যুৎ ও পেট্রোলের দাম বাড়ছে। আর আগের সরকারের অযোগ্যতার কারণেই আমরা এই দিন দেখছি। কিন্তু এই কঠিন সময়টাও কেটে যাবে। আমাদের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হচ্ছে তবে কিছুটা সময় লাগবে। সবার সরলতা অবলম্বন করা উচিত এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোল সাশ্রয় করা উচিত এবং এগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করবেন না। তাই আমি বলি, কী হচ্ছে? আমার ২০১৮ সালের পুরনো স্বপ্নে, আমি মনে করি কিছু সেনা সদস্য পাকিস্তানের জনগণকে সরলতা অবলম্বন করতে বলেছিল। কিন্তু এখানে অন্য কিছু ঘটছে। আর

এটা দেখে আমার মন খারাপ। তারপর আমি ইমরান খানকে অনুসরণ করি কেন তিনি এই কথা বললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর, আমি দেখতে পাই যে ইমরান খান তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বলছেন যে, আমরা বিরোধীদের তাড়া করছিলাম এবং আমরা অর্থনীতি এবং বড় কোম্পানির দিকে মনোযোগ দিইনি। এর কারণে আমাদের চার বা পাঁচ বিলিয়ন টাকা ক্ষতি হয়েছে। এবং এখন আমাদের কাছে কোনো অর্থ নেই। তাই এখন আমি জনগণকে বলেছি সঞ্চয় করতে এবং সরলতা অবলম্বন করতে কারণ আমাদের কাছে অন্য কোনো সমাধান নেই এবং আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমরা জাতির কাছে যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা তা করতে পারিনি। এরপর স্বপ্নের মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে এবং ইমরান খান দর্শকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন। ইমরান খান আবার একই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করেন যে আমাদের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হচ্ছে, এটি একটু কঠিন সময় কিন্তু আপনাকে একটু সহ্য করতে হবে এবং আমি এই চোরদের ছাড়বনা এবং তারপরে তিনি তার সরকারের প্রশংসা করতে শুরু করেন। আমি এইসব শুনে হতবাক, আমি বলি যে, কিছুদিন আগে তার সহকর্মীর সাথে, ইমরান খান তার ব্যর্থতা স্বীকার করছিলেন এবং এখন তিনি মানুষের সামনে এসে বলছেন যে, আমরা খুব ভাল কাজ করছি। তার বক্তৃতার পর, আমি দেখি ইমরান খান আবার একই রুমে যান এবং পুনরাবৃত্তি করেন যে "আমরা ব্যর্থ হয়েছি।" তাই আমি বলি, কেন তিনি জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেন? তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে তাকে এগিয়ে আসতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে। জনগণকে এভাবে ধোঁকা দেওয়ার দরকার কী? স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানের শাসক ও শির্ক এবং সেনা কর্মকর্তারা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৬ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের এই স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম যে, অনেক সরকার এসেছিল এবং সে সময় পাকিস্তানকে শাসন করেছিল কিন্তু পাকিস্তানের পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। তারপর ইমরান খান এসেছিলেন এবং মানুষ আশাবাদী ছিল যে এখন ইমরান খান এসেছে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয়না এবং সবকিছু আগের মত একই থাকে। কিন্তু আসিফ জারদারি সরকারের উপর রাগান্বিত হয়ে বক্তৃতা ও বড় রাজনৈতিক সমাবেশ শুরু করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাকে অব্যাহতি দিবনা এবং আমি আপনার সরকারকে কাজ করার অনুমতি দিবনা এবং এই দেশ এগিয়ে

যাবেনা। আমি এইসব টিভিতে দেখছি। এইসব দেখার পর আমি আমার বাড়ির বাইরে এসে বললাম, পরিস্থিতি যদি একই রকম থাকে তবে দেশের পরিস্থিতি উন্নত হবেনা। তারপর আসিফ জারদারি একটি বড় রাজনৈতিক সমাবেশ পরিচালনা করে এবং আমি বহুদূর থেকে এটি দেখেছি। আমি যখন সেই ভিড়টি দেখছি তখন আমার ডানদিকে ভূমি একটি ক্ষেত্রের মধ্যে রূপান্তর হওয়া শুরু করে এবং নরম মাটির একটি স্তর এই ক্ষেত্রের উপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই ক্ষেত্রটিতে মাটি এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেন কেউ মাটির স্তরকে বেশ সংগঠিত ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাটির উপরে মাটি দিয়ে এমন ভাবে সমান করা হয়েছে যেমন মাটি দিয়ে একটি মেঝে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি একটি খুব আধুনিক ও বিশেষজ্ঞ কোম্পানি মাটি ছড়িয়েছে বলে মনে হয়। সেই মাটি খুব উপযুক্ত এবং উর্বর বলে মনে হয়। কারণ উপরের দিকে এটি নরম এবং ভেজা হয়ে যায়, একই ভাবে এটি গভীরভাবে ভেজা হয় এবং এটি সাধারণত শুষ্ক হয়না। তখন আমি সেই মাটিতে মনোযোগ দিতে পারিনি এবং আসিফ জারদারিকে আবারও দেখা শুরু করলাম এবং আমি বললাম যে, অনেক শাসক শাসন করেছে যেমন সেনাবাহিনীও, অন্যান্য শাসক এবং ইমরান খানও শাসন করেছে কিন্তু কিছুই উন্নত হয়নি। তারপর আমি আবার মাটির দিকে তাকালাম এবং এটি অনেকটা ছড়িয়ে পড়ল এবং এটি এখনও ছড়িয়ে পড়ছিল, এটি উপরের দিক থেকে সমান ছিল এবং এর সারি সমান দূরত্বে ছড়িয়ে ছিল এবং একই সাথে এটি পাশাপাশি সারি করা হচ্ছিল। মাটিও ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমি বললাম, মাটির উপরের অংশে এটাকে কে ছড়িয়ে দিচ্ছে? তখন আমি নিজে ভাবতে লাগলাম যে এখন জারদারি কথা বলছে, একইভাবে শীঘ্রই আমার পালা হবে এবং আমাকেও জনগণের সাথে কথা বলতে হবে এবং এর জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমার কী বলা উচিৎ এবং আমি কী বলবনা তা নিয়ে আমাকে পরিকল্পনা করতে হবে। তারপর আমি একটি রুম বা একটি ছোট বাড়িতে গিয়েছিলাম। যখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম তখন আমি দেখলাম যে এটি হল রুমের মত একটি হল এবং সেখানে কয়েকজন লোক বসে আছে। আমি তাদের সাথে কথা বললাম এবং বলেছিলাম যে এতদূর অনেক শাসক শাসন করেছে এবং যদি আপনি তাদের ইতিহাস দেখেন তবে প্রতিটি সময় সেখানে একটি আশা ছিল যে দেশটি উন্নতি করবে, কিন্তু কিছুই হলনা, বরং পরিস্থিতি আগের তুলনায় আরও খারাপ হয়ে গেছে। তখন আমি তাদের বললাম যে এই ব্যর্থতা ও অরাজকতাটির জন্য একটি মাত্র কারণ রয়েছে এবং এর কারণ হল যে, যতক্ষণ না আমরা শিরক

মুছে ফেলব এবং এই দেশ থেকে শিরকের সমস্ত রূপ মুছে ফেলব, সেখানে কোন সমৃদ্ধি হবেনা এবং আল্লাহর সাহায্যও আসবেনা। আমি দেখেছি যে আরো মানুষ সেখানে এসেছিল এবং তারা আমার কথোপকথন শুনছিল। তারপর আমি দেখেছি যে কিছু সেনা কর্মকর্তা দূর দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারাও আমার কথোপকথনটি শুনছিল। তারপর আমি বললাম যে, শহরগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা ও জংশনে শিল্প ও সংস্কৃতির নামে স্মৃতিস্তম্ভ এবং মূর্তি আছে, সেখানে বড় বিলবোর্ড রয়েছে যার উপর অপ্রয়োজনীয় ছবি রয়েছে, একইভাবে পার্কগুলিতে মূর্তি এবং ভাস্কর্য রয়েছে এবং শহরগুলিতে অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ছবিগুলো স্থাপন করা হয়েছে যেগুলো অপ্রয়োজনীয়, এইসবগুলি শির্কের রূপ। নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) শিরক নির্মূল করার জন্য মূর্তি এবং ভাস্কর্য ধ্বংস করেছিলেন। যখন আমরা এইসব ধরনের শিরক ধ্বংস করব তখন আল্লাহর সাহায্যও আসবে। তাহলে শুধু গাজওয়া-ই-হিন্দে ই পাকিস্তান বিজয়ী হবেনা বরং এটি ৩য় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ও রাশিয়ার মত শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও বিজয়ী হবে এবং এটি একমাত্র মহাশক্তি হয়ে উঠবে। সেনা কর্মকর্তারা এবং অন্য কিছু লোকজন আমার কথোপকথন শুনছিল এবং আমি বললাম যে, যখন আমরা শিরক ও তার রূপগুলি বিলুপ্ত করব তখন আল্লাহ্ আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষণ করবেন এবং আমাদের উপর তাঁর ধন-সম্পদ উন্মোচিত করবেন, কারণ সর্ব প্রথম নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)ও উপদেশ দিয়েছিলেন শিরক ধ্বংস করতে এবং একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে যা শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তারপর আমি নিজেকে সরাসরি সাক্ষাৎকারে বসে থাকতে দেখেছিলাম এবং নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল এবং বলেছিল যে এই দিনে ও বয়সে ছবিগুলি একটি প্রয়োজনীয়তা এবং আমি তাকে বললাম যে যেখানে তাদের প্রয়োজন সেখানে আমাদের ব্যবহার করা উচিত তবে আমাদের ব্যবহার করা উচিত না যদি তাদের প্রয়োজন না হয়। তারপরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেখানে আইডি কার্ড এবং মুদ্রা নোটে ছবি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় অথবা যদি কেউ ফটোগ্রাফি ব্যবসায়ের মধ্যে থাকে তবে তারা ছবিগুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ এটি প্রয়োজনীয়। এর পাশাপাশি আপনি শহর জুড়ে অপ্রয়োজনীয় ছবি এবং চিত্র দেখতে পান অথবা কিছু লোক তাদের বাড়িতে সেলিব্রিটিদের ছবি ব্যবহার করে তবে এটি অনুমোদিত নয় এবং এটি শির্কের আকারে পড়ে। তারপর আমি বললাম যে আপনি বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের লাইভ টিভি শো দেখেন এবং তারা সেখানে তাদের ছবিগুলি ব্যবহার

করেন, যারা বিখ্যাত না তাদের টক শোগুলির প্রচারে একটি ছবি ব্যবহার করা তাদের জন্য ঠিক আছে তবে বিখ্যাত হোস্টগুলির ছবি প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই, এটি প্রয়োজন হয়না। সেনা কর্মকর্তারা ক্রমাগত একটি দূরত্বে থেকে এইসব পর্যবেক্ষন করছেন এবং তারা সাবধানে আমার কথোপকথন শুনছিলেন। এবং স্বপ্ন সেখানে শেষ হয়।

(ইমরান খানকে মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৪ নভেম্বর ২০১৯ সালে আমি স্বপ্নে দেখছি একটা বড় দালান আছে এবং ইমরান খান সেখানে উপস্থিত আছেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছেন। আমিও এই জায়গায় উপস্থিত আছি এবং আমি অবাক হয়েছি যে, আমি এখানে ইমরান খানের কাছাকাছি এসেছি। তখন আমি মনে করি ইমরান খানকে তার সম্পর্কে আমার কাছে আসা স্বপ্নগুলি সম্পর্কে জানানোর এটি একটি ভাল সুযোগ তবে আমি সারাদিন তাকে আমার স্বপ্নগুলি বলার সুযোগ পাইনা এবং রাত হয়ে যায়। তারপর দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং তিনি একটি প্রোগ্রাম শুরু করেছেন। তখন আমি বলি যে "সে যেমন চেয়েছিল তেমন সফল হবেনা এবং শিরক করার কারণে সে কিছুই করতে পারবেনা।" তখন আমি দেখতে পাই যে, সে যা করতে চেয়েছিল তা সত্যিই হয়নি এবং বাকিটাও করা হয়নি। তারপর তাকে খুব ক্লান্ত এবং হতাশ দেখায় এবং সে রাতে তার ঘরে চলে যায়। এরপর আমি একটি রুমে যাই এবং সেখানে একজন লোককে দেখি, এবং তারপর আমি বলি "রাত হয়ে গেছে এবং ইমরান খান তার রুমে চলে গেছে, এখন আমি কীভাবে ইমরান খানের কাছে পৌঁছাব? কেন আমি এই লোকটিকে আমার স্বপ্নের কথা বলিনা? উচ্চকণ্ঠে, যাতে আমার কণ্ঠ ইমরান খানের কাছে পৌঁছায়। তারপর আমিও তাই করি এবং আমি ইমরান খান সম্পর্কে আমার সমস্ত স্বপ্ন এই লোকটিকে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করি। আমি তাকে ইমরান খানের শিরক এবং তার ব্যর্থতা সম্পর্কে আমার সমস্ত স্বপ্নের কথা বলি। তারপর দেখি আওয়াজ ইমরান খানের ঘরে পৌছে যায় এবং সে স্বপ্নের সব কথা শুনতে পায়। এই কথা শুনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ভাবতে থাকে, কে যে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়ে যায়।

(ইমরান খানকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো আল্লাহর রহমতে সত্যি হয়েছে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৫ এপ্রিল ২০২২ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখি, ইমরান খানের সরকার ব্যর্থ হয়েছে, শেষ হয়েছে এবং তারা সরকারী অফিস ছেড়ে চলে গেছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছি। আমি বলি যে, ইমরান খানের সাথে সে সবকিছুই ঘটেছে, ঠিক যেমনটি তাদের আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি এটা দেখে খুব খুশি যে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি বলি আল্লাহ আমাকে সত্য দেখিয়েছেন। তারপর আমার বাসার দিকে রওনা দেই। আমি যখন বাড়ির দিকে হাঁটছি, তখন দেখি রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে উলামায়ে কেরামের একটি বড় দল আমার দিকে হেঁটে আসছে। দেখে মনে হচ্ছিল এই উলামাদের দল সারা বিশ্ব থেকে এসেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে আরও ইন্দোনেশিয়ান উলামা ছিল। আমি যখন তাদের কাছাকাছি যাই এবং অবশেষে তাদের পাশ দিয়ে যাই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ (অধিকাংশ ইন্দোনেশিয়ান) থামে এবং বলে, এই হল কাসীম যিনি এসব স্বপ্ন দেখেন। এবং তারপর তারা আমাকে সালাম দিতে আসে এবং আমার সাথে হাত মিলায়। অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, যারা আমাকে চিনতেন না, তারাও এটা দেখে থেমে যান। তখন আমি বলি ইমরান খানকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো আল্লাহর রহমতে সত্যি হয়েছে। ইমরান খানকে নিয়ে আমার স্বপ্ন সত্যি হলে ইসলাম ও পাকিস্তানের উত্থানের স্বপ্নও সত্যি হবে। আমি মনে মনে ভাবি, এই উলামায়ে কেরাম যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ)কে ভালবাসেন, তাহলে আমার স্বপ্নের সত্যতা ও প্রমাণাদি সামনে আসার পর তাদের উচিত, যে কোনো পরিস্থিতিতে এই স্বপ্নগুলোকে প্রমাণসহ অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। তারা যদি এই স্বপ্নগুলো এভাবে ছড়িয়ে দেয়, তাহলে এর প্রভাব পাকিস্তানসহ বাকি বিশ্বের ওপর পড়বে। আমি যখন হাঁটতে থাকি তখন আমি এটি সম্পর্কে চিন্তা করি এবং আমি দেখতে পাই যে, সেই উলামারাও আমাকে আমার বাড়ির দিকে অনুসরণ করে। আমি বাড়িতে পৌঁছলাম, এবং সেখানে অনেক লোক এবং উলামায়ে কেরামের সমাবেশ, যেন আমার বাড়ির সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(ইমরান খানের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং সমস্যায় পিটিআই)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১১ আগস্ট ২০২২ সালে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই স্বপ্নে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, একটি বিমান উড়ছে এবং এই বিমানটির নাম পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ)। যেমন, সাধারণত বিমান সংস্থাগুলির নিজস্ব ব্র্যান্ডিং থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কাতার এয়ারওয়েজ, পিআইএ বা এমিরেটসের নিজস্ব ব্র্যান্ডিং রয়েছে। ঠিক একইভাবে, এই বিমানটিতে পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ) এর ব্র্যান্ডিং রয়েছে। এই বিমানের পিছনের দিকে, লেজের কাছে, আমি দেখতে পাচ্ছি একটি ইঞ্জিন বিমানের সাথে সংযুক্ত আছে, এবং এই ইঞ্জিনটি এই পুরো বিমানটিকে চালাচ্ছে। স্বপ্নে দেখলাম এই প্লেনে একটাই ইঞ্জিন আছে। এমনকি এই ইঞ্জিনটিকে ইমরান খান (পিটিআই থেকে ইমরান খান) নামে ব্র্যান্ড করা হয়েছিল। আমি আরও দেখি যে এই ইঞ্জিনটি নাট এবং বল্টুর মাধ্যমে প্লেনে আটকানো হয়েছে। কিন্তু এই নাট এবং বল্টু সময়ের সাথে দুর্বল হয়ে গেছে, এবং কিছু ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে। এবং দেখে মনে হচ্ছিল ইঞ্জিনটি কোনোরকম বিমানের সাথে ঝুলছে। উড়োজাহাজ যেমন উড়ছে, ইঞ্জিনও কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু নাট-বল্টুর সংযুক্তির দুর্বলতার কারণে, এটি এমনভাবে নড়াচড়া করছে বা প্রবলভাবে কাঁপছে যেন ভেঙ্গে পড়বে। তারপর হঠাৎ দেখি, ইঞ্জিন বিকল হয়ে উড়োজাহাজ থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এটি প্রত্যক্ষ করার পর, আমি দেখতে পাচ্ছি যে পিটিআই -এর শীর্ষ নেতৃত্বের সদস্যদের হৃদয় ভেঙে গেছে এবং তাঁরা চিন্তিত। তাঁরা বলেন, "এখন এই বিমান চালাবে কে? একটি মাত্র ইঞ্জিন ছিল, যা এখন ভেঙে পড়েছে এবং পড়ে গেছে। কে এখন এই বিমানের নতুন ইঞ্জিন হবে?" তারপরে আমি দেখতে পাই যে তারা এই বিমানের জন্য অন্য ইঞ্জিন অনুসন্ধান শুরু করেন। এইসব দেখে আমি বলি, "ইঞ্জিন ছাড়া এই বিমান চলবে কী করে? একটি মাত্র সক্ষম ইঞ্জিন ছিল যেটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি জানিনা অন্য একটি ইঞ্জিন এই পুরো বিমান চালানোর মত শক্তিশালী হবে কিনা।" স্বপ্নটি শেষ হয়।

(একটি সংলাপ ইমরান খানের সাথে এবং আল্লাহর পরিকল্পনা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩০ জানুয়ারী ২০২০ তারিখের এই স্বপ্নে আমি একটি বাড়ির ভিতরে ছিলাম, সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। চারপাশে তাকানোর সময়, আমার দৃষ্টি একজন লোকের উপর পরে যাকে আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি যে আমি এই লোকটিকে আগেও দেখেছি, এই লোকটি দেয়ালের বিপরীত পাশে একটি চেয়ারে বসে আছেন, সাবধানে পরিদর্শন করার পরে আমি বুঝতে পারি যে এই লোকটি ইমরান খান এবং সে তার কাজে ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে, অবশেষে আমি আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরি। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি মনে করি যে আমি ইমরান খানের কাছে পৌঁছানোর এবং আমার গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নগুলি শেয়ার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং এখন আমার কাছে এই সুযোগটি রয়েছে, আমার উচিত এটির সদ্ব্যবহার করা এবং তার সাথে কথা বলা। আমি ইমরান খানের কাছাকাছি পৌঁছেছি, এবং আমি তাকে বলি যে, "আমি আপনাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছি এবং আমি এই স্বপ্নের বার্তা আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি সফল হইনি। এখন যেহেতু আমার এই সুযোগ আছে, আমি আপনার সাথে একটি স্বপ্ন শেয়ার করতে চাই, এবং আমি চাই আপনি এই স্বপ্ন সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং যখন আপনি সময় পাবেন এবং আমার সাথে দেখা করুন, যাতে আমি আমার স্বপ্নগুলি সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা করতে পারি আমি তাদের যেভাবে দেখেছি ঠিক তেমনই সত্য হচ্ছে।" আমি বর্ণনা করি যে "২৫ জুলাই ২০১৮, নির্বাচনের এক রাতে, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মানুষের জন্য তা পূরণ করতে সংগ্রাম করছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। বিপরীতে, আপনি প্রত্যাহার করেন এবং আপনার প্রতিশ্রুতিগুলিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন, যা আপনি পূর্বে পরিকল্পনা করেছিলেন তার থেকে ভিন্নভাবে। আপনি কেন আমার স্বপ্নে ব্যর্থ হয়েছেন তার কারণও আমি দেখেছি" এই কথা বলার পরে, আমি পিছনে সরে গিয়ে পরামর্শ দিই "আমি আপনাকে যা বলেছি তা নিয়ে চিন্তা করুন এবং সুযোগ পেলে আমার সাথে দেখা করার জন্য

কিছু সময় বের করুন। "আমি তখন সরে যাই এবং অবশেষে অন্ধকার হয়ে যায় (রাতের সময়)। আমি একই বাড়িতে আছি, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইমরান খান আরও কয়েকজনের সাথে হাঁটছেন। আমাকে দেখে সে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে বলুন তো কি স্বপ্ন দেখেছেন?" আমি তাকে বলি, "আপনার সময়সূচী থেকে কিছু সময় নিন, এবং আমাকে পর্যাপ্ত সময় দিন যাতে আমি আপনাকে এই স্বপ্নগুলি সঠিকভাবে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।" সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করি যে তিনি খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, তাই আমি আমার স্বপ্নের আরও কিছুটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করি। আমি বলি যে "আমি আপনাকে নিয়ে আরও স্বপ্ন দেখেছি, উদাহরণস্বরূপ আমি দেখেছি যে আপনার আশেপাশের লোকেরা আপনাকে কাজ করতে দেয়না, আপনাকে ভুল পরামর্শ দেয় এবং আপনাকে বিভ্রান্ত করে এবং তারা তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ভুল তথ্য জানায়, যখন বাস্তবে পাকিস্তানে ঘটছে উল্টোটা। আপনার দলের মধ্যে বিরোধী সদস্যরা আছে যারা অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও গ্রুপ তৈরি করেছে এবং জোটের সদস্যরাও আপনাকে চাপ দিচ্ছে। আমি আরও বলেছি যে আমি এই তথ্যগুলির কোনওটি নিজে তৈরি করিনি, আমি আমার স্বপ্নে এই সমস্ত কিছু দেখেছি, এবং আমার স্বপ্নগুলি ইউটিউবে আপলোড করার সময় স্বপ্ন দেখার তারিখ উল্লেখ করেছি। আপনি যদি চান, আপনি নিজেই এই তথ্য যাচাই করতে পারেন। এবং আমি স্বপ্নেও দেখেছি যে উসমান বাজদার আপনার দলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে এবং এর সুনাম ক্ষুন্ন করবে।'' এটি শুনে ইমরান খান বুঝতে পারেন যে আমি যা বলি তার প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে এবং তিনি স্বপ্নের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হন। তিনি আমার সাথে আরও আলোচনা করতে এগিয়ে যান। "তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি আর কী স্বপ্ন দেখেছ?" রুমের কাছাকাছি, আমি ২টি চেয়ার দেখেছিলাম, এবং আমরা দুজনেই এই চেয়ারগুলিতে বসেছিলাম যখন আমি তাকে আমার স্বপ্নগুলি ব্যাখ্যা করতে শুরু করি। আমি বলি যে ''আমি ২৫শে জুলাই ২০১৮-এ যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু আপনি এত অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি। অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল, গ্রুপিং এবং জোটের চাপও আপনার কার্যকলাপে বাধা দেয় এবং আপনি এই পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে পরেন। আপনিও বলেন, এই লোকগুলো কেন

আমাকে ঠিকমত কাজ করতে দিচ্ছেনা। তথাপি, এসব কথা বাদ দিয়ে, আপনি সবচেয়ে ক্ষতিকর যে কাজটি করেছেন তা হল আপনি যখন পাক-পত্তনে মাজারে সিজদা করার জন্য নত হয়েছিলেন, এটি শিরক ছিল এবং মনে রাখবেন যে আপনি নিজেই বলেছিলেন যে আপনি অন্য কারো সামনে মাথা নত করবেন না আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত।" এই কথা শুনে ইমরান খান আমাকে বাধা দেন এবং বলেন, "না, আমি কবরে সিজদা করিনি, আমি কেবল মেঝেতে চুমু খেয়েছি এবং লোকেরা এটিকে ভুলভাবে নিয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে।" আমি উত্তর দিয়ে বলি, "না, আপনি সিজদা করার ২ দিন পর আমি আরেকটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যেটিতে আমাকে দেখানো হয়েছে যে, কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে রুকু করলেও সেও শিরক করেছে। মনে রাখবেন আপনি নিজেই বলতেন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন, আর শুধু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করেছেন, এই কারণেই আপনার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেই। আপনি আপনার কর্মের জন্য অনুতপ্ত হননি বা ক্ষমা চাননি।" "আমি আরও একটি স্বপ্নে দেখেছি যে আপনি পাকিস্তানের বড় সমস্যা মোকাবেলা এবং চলতি হিসাবের ঘাটতি কমাতে অগ্রাধিকার দেন। এটি করার সময়, আপনি মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে ভুলে যান যা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পাকিস্তান এমন একটি স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে আপনি অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন না। এই পরিস্থিতিতে, পাকিস্তানের নাগরিক এবং বিরোধীরা আপনাকে উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি ব্যর্থ হচ্ছে এবং সঠিকভাবে কাজ করছেনা, কিন্তু আপনি তাদের উপেক্ষা করেন এবং শুধুমাত্র আপনার চারপাশে থাকা লোকদের বিশ্বাস করেন। আমি পূর্বের তারিখে এই স্বপ্নটি ইউটিউবেও আপলোড করেছি।" উসমান বাজদারের অভিনন্দন, এই স্বপ্ন আমি ২০১৪ সালে দেখেছিলাম, আপনি এবং আপনার দল একটি ট্রাকে ভ্রমণ করছেন। এই ট্রাকের চালক অভিজ্ঞ নয় এবং এর আগে ট্রাক চালায়নি। আমি আপনাকে সতর্ক করছি যে এই চালক এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয় এবং আপনার ট্রাক (যানবাহন) গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিটি আপনার ট্রাকটি কোথাও বিধ্বস্ত করবে, যেখানে আপনি এই বলে আমার সতর্কবাণী খারিজ করেন, "না, এই ড্রাইভারটি ভাল, শুধু দেখুন তিনি এই ট্রাকটি খুব ভাল চালাবেন।" কয়েক মুহূর্ত পরে আমার সতর্কতার

ঠিক একই জিনিসটি ঘটে, যে বিষয়ে আমি আপনাকে সতর্ক করেছিলাম। আপনি যে রাস্তাটি দিয়ে যাচ্ছিলেন সেটি একটি তীক্ষ্ণ বৃত্তাকার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, এবং চালক উসমান বাজদার তীক্ষ্ণ বাঁক দেখে ভয় পেয়ে যান এবং গতি কমানোর পরিবর্তে তিনি ট্রাকটির গতি বাড়িয়ে দেন এবং কাছাকাছি একটি বিল্ডিংয়ে বিধ্বস্ত হয়। এই বিশেষ স্বপ্নে, আমি দেখেছি যে আপনার দলের অনেক সদস্য এই দুর্ঘটনায় আহত হয়, এবং এমনকি কেউ কেউ মারা যায়। ২০১৯ সালে, অন্য একটি স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছিল যে এই ট্রাক চালক আসলে উসমান বাজদার, এবং তার সাথে ড্রাইভিং সিটে অন্য একজন রয়েছে। এখন আপনি আপনার নিজের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে এই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে কারণ আপনি এই ড্রাইভার (উসমান বাজদার)কে প্রতিস্থাপনও করতে পারবেন না এবং আপনি তার উপর নির্ভর করতেও পারবেন না (তাকে রাখা)। আপনার মনে মনে ভয় হতে লাগল যে, এই নির্বাচনে জয়ী না হয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না হলে আপনার কী হবে। আপনি ভীত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন যখন আপনার দল সরকার গঠনের জন্য পর্যাপ্ত আসন জিততে পারেনি, এইভাবে আপনি জোট সরকার গঠন করতে বাধ্য হন। আমাকে আমার স্বপ্নে এইসব দেখানো হয়েছে এবং আমাকে এটাও দেখানো হয়েছিল যে আপনার জোট সরকার গঠন করা উচিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, আপনার কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করা উচিত ছিল, যা আপনি করেননি।" এই কথা শুনে ইমরান খান পাল্টা জবাব দেন এবং বলেন, "আপনার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না থাকলে সরকার গঠন করা যাবেনা এবং আমরা যা সঠিক তা করেছি।" আমি উত্তর দিলাম "না, আপনি মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন যে আপনি আর পর্যাপ্ত আসন জিততে পারবেন না।" আমি তখন ইমরান খানকে জিজ্ঞাসা করি, "২০১৩ সালে আপনার দল কতটি আসন জিতেছিল", তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "আমাদের ৩০টি আসন ছিল।" আমি এই বলে উত্তর দিই, "না, তারা ৩০ এর একটু বেশি ছিল," যার উত্তরে তিনি বলেন "হ্যাঁ, এটা সম্ভব, আমি ভালভাবে মনে করতে পারছিনা।" তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি ২০১৮ সালে তার দল কতটি আসন জিতেছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, প্রায় ১১৫টি আসন। আমি ইমরান খানকে ব্যাখ্যা করছি যে, ‘‘আপনি মাজারে শিরক করলেও আল্লাহ আপনাকে আপনার দলের আসন ৪ গুণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছেন। আপনার

জোট সরকার গঠন করা উচিত হয়নি, বরং আপনার উচিত ছিল পিছিয়ে থাকা যেমন আপনি বলতেন আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেই সরকার গঠন করবেন, অন্যথায় আপনি পারবেন না। একটি জোট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে, আপনি আল্লাহর পরিকল্পনার উপর ভরসা বা আস্থা রাখেননি এবং আপনি আরও অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই সমস্ত সময়ে আল্লাহর সাহায্য আপনার সাথে ছিল না এবং আপনি যে শিরক করেছিলেন তার প্রতিও আপনি মনোযোগ দেননি।'' যখন আমাদের কথাবার্তা চলছিল, আমি লক্ষ্য করেছি যে অন্য কেউ এসে ইমরান খানের পাশে বসেছিল কিন্তু আমি অন্ধকারে আলোর কারণে দেখতে পাচ্ছিলামনা যে এই ব্যক্তিটি কে ছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে ইমরান খান খুব মনোযোগী এবং আমার কথা শুনছেন। অত্যন্ত মনোযোগ, তারপর আমি ইমরান খানকে বলি যে, ''আপনি যদি আল্লাহর উপর ভরসা করতেন, এবং আপনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে সরকার গঠন না করতেন, তাহলে বিরোধীরা জোট সরকার গঠন করত। এটি জনসাধারণের জন্য ভাল হতনা এবং পাকিস্তানের নাগরিকদের আপনার প্রতি তাদের আস্থা, শ্রদ্ধা এবং সংকল্প বাড়িয়ে দিত, কারণ তারা এখনও আপনার শাসনের অভিজ্ঞতা পায়নি। তাহলে বিরোধীদের আসল চেহারা ও তাদের ব্যর্থতা জনগণের সামনে উন্মোচিত হত। তারা বুঝতে পারত যে একই লোকেরা শাসনে ফিরে এসেছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছেনা। এটি আপনাকে নির্বাচন প্রত্যাহার করার, বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করার এবং জনগণের বর্ধিত সমর্থন এবং তাদের অতিরিক্ত আস্থা নিয়ে সরকারকে পুনরায় সেট করার সুযোগ দিত। হয়তো পুনঃনির্বাচনে আপনি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন না কিন্তু আপনি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। তা সত্ত্বেও, আপনি আল্লাহর উপর আস্থা রাখেননি এবং আপনার বিশ্বাস ও ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে, ফলে আপনি আপস করে একটি জোট সরকার গঠন করেছেন। এখন বিরোধী দলের সমালোচনার পরিবর্তে আপনার শাসনব্যবস্থার সমালোচনা হচ্ছে। আপনার সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে আজ সাধারণ পাকিস্তানিরা কী বলে তা আপনার দেখা উচিত। আপনি কী অর্জন করেছেন? আপনি যদি আজ আপনার সরকার হারান, বা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন হলে, বা অন্য কিছু হলে আপনার কী সম্মান থাকবে? পাকিস্তানের এই ইতিহাসে জনগণ আপনাকে সবচেয়ে খারাপ

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনে রাখবে। তারা বলবে, একবার ইমরান খান এসেছিলেন এবং অনেক বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আফসোস তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।" এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইমরান খান আমার কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছেন, এবং উপসংহারে বলেছেন যে "এই ব্যক্তি আমার সম্পর্কে যেভাবে কথা বলছে, আমি এর আগে অন্য কারও কাছ থেকে শুনেছি তার থেকে ভিন্ন, এবং তিনি হাসি দিয়ে তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন। তারপর আমি ইমরান খানকে বলি যে "আমি আপনার কাছে পৌঁছানোর এবং এই স্বপ্নগুলি শেয়ার করার জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করেছি। আমি আমার স্বপ্ন সবার সাথে শেয়ার করেছি, এমনকি আপনার কাছের এবং আপনার মন্ত্রীদের কাছে একটি বার্তাও দিয়েছি কিন্তু সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধুমাত্র যদি এই লোকেদের মধ্যে কেউ আপনার সাথে এই বার্তাটি শেয়ার করতেন তবে আপনি আজ যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তা আপনি হতেন না, এবং এমনকি এখনও আপনার কাছে এইসব ঠিক করার সুযোগ রয়েছে।'' ইমরান খান তখন আমাকে প্রশ্ন করেন কিভাবে এসব ঠিক করা যায়? আমি প্রতিক্রিয়া জানাই এবং বলি, ''প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আপনার উচিত পাকিস্তানের জনগণকে ভর্তুকি দেওয়া, মৌলিক খাদ্য সামগ্রীর দাম কমানো, কর কমানো, জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম কমানো এবং সবচেয়ে দরিদ্রদের তহবিল দিয়ে সহায়তা করা। ৩-৪ মাস এভাবে চলতে থাকলে দেখবেন আপনার সম্পর্কে মানুষের মতামত বদলে যাবে। মৌলিক জিনিসের কম দাম, কর কমানো এবং তাদের ব্যবসা ও উপার্জনের অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে মানুষ স্বস্তি পাবে। ৩-৪ মাস পরে আপনার সরকারী সমাবেশ ভেঙ্গে দেওয়া উচিত, পাকিস্তানের জনগণ আপনাকে আরও বিশ্বাস করবে এবং একবার নির্বাচন হলে, সম্ভবত আরও বেশি লোক আপনাকে ভোট দেবে এবং আপনি সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার সরকার গঠন করতে পারেন। একবার আপনার সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার হলে, বর্তমান সরকারের মত আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই, পারভেজ খট্টক কীভাবে আপনাকে চাপ দিচ্ছেন যে তিনি তার দল নিয়ে চলে যাবেন। আপনার যদি দুই-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত, তাহলে কেউ আপনার কর্তৃত্বকে হুমকি দেওয়ার সাহস পেত না।'' এইসব শুনিয়ে, আমি ইমরান খানের চোখে স্বস্তি দেখতে পাচ্ছি, এবং তিনি আফসোস

করেছেন যে তিনি এই পরামর্শগুলি আগে শোনেননি, তবে ৩-৪ মাসের জন্য দাম কমানোর বিষয়ে আমার পরামর্শ শোনার পর ইমরান খান এই কথা বলেন যে ‘‘আইএমএফ আমাকে ৩-৪ মাসের জন্য দাম এবং কর কমাতে দেবেন না।’’ আমি এই বলে উত্তর দিই, "ভয় পাবেন না, আপনি এখনও চিন্তিত যে আইএমএফ কী করবে? এবং আপনি আন্তর্জাতিক স্তরে কী ধরনের চাপের সম্মুখীন হবেন? আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং আপনি যে শিরক করেছেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আইএমএফ কিছুই করতে পারবেনা, সবোর্চ্চ আইএমএফ আপনাকে ঋণ তহবিল দেওয়া বন্ধ করবে, তারা আর কী করতে পারে? কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর পরিকল্পনার উপর ভরসা না করেন তবে আপনি সফল হবেন না।" ইমরান খান আমার কথার প্রতি খুব মনোযোগ দেন, এবং তিনি সমাধান শুনে স্বস্তি প্রকাশ করেন, তবে তিনি আফসোস করেন যে তিনি কেন আরও আগে আমার স্বপ্নের কথা শোনেননি। আর স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(কীভাবে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ও তার হারানো অবস্থা ফিরে পেতে পারে এবং সাফল্যের চাবি কী???)

প্রত্যেক মুসলমানই এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেন যে, কীভাবে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং রাজ্য পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারি এবং সাফল্যের চাবি কী? এর উত্তর হচ্ছে; আমাদেরকে শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। আজ আমি আপনাকে শিরক সম্পর্কে কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা বলব যা মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীমকে তার রহমানী স্বপ্নগুলোতে আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রথমত আসুন দেখি, শিরক কী?

শিরক হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা করা, রব ও ইলাহ হিসাবে নিযুক্ত করা, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, যেমন প্রভুত্ব হিসাবে, ঈশ্বর হিসাবে ও ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলী যা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার জন্য যেকোন নিয়ম, রূপ, গঠন করা,

অনুমোদন দেয়া শিরক। যেমন, অন্য কাউকে বা অন্য কারো জন্য ইবাদত করা। যে কোন প্রকারের ইবাদতকে গাইরুল্লাহর জন্য জায়েজ মনে করা। যেমন, গাইরুল্লাহর জন্য নামাজ পরা, গাইরুল্লাহর জন্য রোজা রাখা, গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করা। একইভাবে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা, মানে গাইরুল্লাহকে ডাকাও শিরক।

উদাহরণস্বরূপ, কবরে যারা আছেন, মানে, যারা মারা গেছেন, মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সাহায্য চাওয়া এবং কল্যাণ চাওয়া বা তাকে ডাকা অথবা সাহায্যের জন্য গায়েবী কাউকে ডাকা, এমন কিছু বিষয় যেখানে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা, এটাও শিরক। এছাড়াও, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা বা কসম করাও শিরক। কারণ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন, যে কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করেছে সে কুফরী করেছে বা শিরক করেছে। রিয়া বা লোক দেখানো আমল করাও শিরক, কারণ এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি আল্লাহর জন্য কোন কিছুই করেনা কিন্তু সে অন্যদেরকে দেখানোর জন্য ইবাদত করতেছে।

কোরআন মাজীদে নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর গল্পটি খুব উৎসাহী করে তুলে এবং এক আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে। কোরআন মাজীদের সূরা আল আন-আম এর ৭৫-৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

(৭৫) এমনিভাবেই আমিই ইব্রাহিমকে আসমান ও জমিনের রাজত্ব (পরিচালনা ব্যবস্থা) আবলকন করিয়েছি, যাতে তিনি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

(৭৬) অনন্তর যখন রাত্রির অন্ধকার তাকে আবৃত করল, তখন তিনি আকাশের একটি তারকা দেখতে পেলেন, আর বললেনঃ এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেনঃ আমি অস্তমিত বস্তুকে ভালবাসিনা।

(৭৭) অতঃপর যখন তিনি আকাশে চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখলেন, তখন বললেনঃ এটাই আমার প্রতিপালক। কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হল, তখন বললেনঃ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

(৭৮) অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন তখন বললেনঃ এটি আমার মহান প্রতিপালক। কারণ এটি হচ্ছে সব থেকে বড়, যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর অংশীদার কর তা থেকে আমি মুক্ত।

(৭৯) আমার মুখমণ্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

কীভাবে শিরক শুরু হয়?

একটি ছবি শিরক এর একটি কারণ হতে পারে। কারণ মানুষ শিরক কাজ করা শুরু করেছিল একটি ইমেজ বা একটি ছবি বা মূর্তির কারণে। আল্লাহ্ কোরআনের সূরা নূহ এর ২৩ নং আয়াতে বলেছেন,

"এবং তারা বলেছিল, কখনও তোমরা তোমাদের দেবতাদেরকে ছেড়ে দিও না এবং ত্যাগ করনা ওয়াদ, সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।"

ইব্নু আব্বাস (রাঃ) তিনি তার তাফসীরে বলেন,

এই নামগুলো নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মাজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ কর। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদেরকে পূজা করা শুরু করে দেয়। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৪৯২০)

শির্ক এড়িয়ে চলার গুরুত্বঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সমস্ত নবী ও রসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য প্রথম যে বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন তা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার অর্থ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।" এবং এটাকে বলে, তাওহীদ। আরবী ভাষায় তাওহীদ,

আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে এবং তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করে। তার এবং তার গুণাবলীর মধ্যে কোন অংশীদার বা সহকারী নেই। তাওহীদের বিপরীতে হয় শিরক। যার অর্থ আল্লাহর সাথে অংশীদারি করা এবং আল্লাহ্ শির্ককারীদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।

যেমন, আল্লাহ্ কোরআনের সূরা আন নিসা এর ৪৮ নং আয়াতে বলেছেন,

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে অবশ্যই একটি জঘন্য মহাপাপ করল।"

মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীম অনেক স্বপ্ন দেখেছেন, যার মধ্যে আল্লাহ্ ও নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) তাকে সোজা পথ অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং কিছু বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য বলেছেন। যে বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল, অবশ্যই শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে। মোহাম্মাদ কাসীম এই কথাটির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, যে, আমাদের শিরক থেকে এবং শির্কের বিভিন্ন রূপ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এটিই একমাত্র পথ, যার দ্বারা আমরা এই বিশ্বে এবং আখীরাতে সাফল্য অর্জন করতে পারি। এবং যদি আমরা অন্ধকার এবং অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তবে অবশ্যই আমাদেরকে শিরক এবং শিরকের রূপগুলি পরিত্যাগ করতে হবে এবং এই সম্পর্কে অন্যদেরকে উপদেশও দিতে হবে। আল্লাহ্ কাসীমকে অনেক স্বপ্নের মধ্যে বলেছেন যে, কাসীম, আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করছি কারণ তুমি শিরক এবং তার বিভিন্ন রূপগুলি পরিত্যাগ করতে শুরু করেছ। আল্লাহ্, কাসীমকে আরও বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন আমি যে কোন পাপ ক্ষমা করব, কিন্তু আমি শিরক এর পাপ ক্ষমা করবনা।"

আধুনিক যুগের শিরক ও এর উদাহরণ এবং এটি থেকে কীভাবে এড়িয়ে চলা যায়ঃ

আধুনিক সময়ে শির্কটি চিহ্নিত করা এবং এটিকে এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন এবং দুর্ভাগ্যবশত সেখানে সর্বত্র প্রচুর শিরক এবং তার বিভিন্ন রূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনকি আল্লাহ্ কাসীমকে একটি স্বপ্নে বলেছিলেন যে, এই পৃথিবী কখনোই

আজকের মত এত ধরনের শিরকে পরিপূর্ণ ছিল না। শিরকের একটি ফর্ম বা রূপ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ছবি এবং ইমেজ। খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেটগুলিতে এবং অন্যান্য দৈনিক ব্যবহারের প্যাকেটগুলির উপর ছবি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পানীয়, দুধ, দই, শ্যাম্পু, ও পুরুষ এবং মহিলাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য আইটেমে ছবি থাকে। একইভাবে চলচ্চিত্রের মধ্যে শিরক আছে যেখানে মিথ্যা ঈশ্বর এবং তাদের ক্ষমতাকে প্রদর্শন করা হচ্ছে অথবা অন্যান্য মন্দ কাজ যেখানে যাদু হিসাবে তারা স্বাভাবিক মানুষকে খুব শক্তিশালী প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে দেখায়। আমরা প্রায়ই জামাকাপড়ের দোকানে মূর্তিগুলি বা মানবমূর্তি দেখতে পাই, যেটি শিরকের একটি রূপ।

১. আপনি যদি কোন বিজ্ঞাপন বোর্ডে কোন ছবি দেখেন তাহলে আপনার মুখকে অন্যদিকে ঘুরান এবং এটির দিকে তাকাবেন না এবং বলুন, সুবহানআল্লাহ্। এর অর্থ হচ্ছে, আমি যা দেখেছি আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র এবং তার কোন অংশীদার নেই।

২. যদি আপনি কোন পার্ক, দোকান বা অন্য কোন জায়গায় মূর্তি বা চিত্র দেখতে পান তাহলে আপনার চোখকে বন্ধ করুন এবং তাদের দিকে তাকাবেন না।

৩. যদি আপনি কোন সিনেমা দেখতেছেন এবং এটাতে কোন মিথ্যা ঈশ্বর দেখানো হচ্ছে তাহলে এটি দেখা বন্ধ করুন।

৪. আপনার রুমে বা আপনার কক্ষের দেওয়ালে যদি কোন ছবি বা ইমেজ থাকে তবে সেগুলিকে মুছে ফেলুন বা তাদেরকে সরিয়ে দিন।

৫. যদি আপনার বাচ্চাদের খেলনা থাকে, তবে যখন তারা তাদের সাথে খেলা বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের এমন জায়গায় রাখুন যেখানে তাদেরকে আপনার চোখে আর দেখা যায়না।

৬. যদি আপনার বাড়িতে কোন ছোট ছবি বা মূর্তি থাকে তাহলে তাদেরকে বাতিল করুন এবং তাদেরকে আবর্জনা হিসেবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।

৭. আপনার যদি কোন সুগন্ধি বা অন্য কোন প্রসাধনী সামগ্রী থাকে, কিছু ব্রান্ডের পণ্যগুলোর গায়েও একটি জীবন্ত ব্যক্তির ছবি বা ইমেজ আছে, তাহলে দয়াকরে এমন ছবিটি একটি মার্কারের কালি দিয়ে বা একটি টেপ দিয়ে লুকিয়ে রাখুন, কারণ আপনাকে সেই পণ্যটি ব্যবহার করতে হবে, যতক্ষণ এটি চলবে।

৮. এমনকি যদি আপনার পকেটে একটি চুইং-গাম থাকে যার উপরে একটি ছবি আছে তাহলে এটাকে আপনার পকেটে রাখবেন না অথবা প্যাকেটটি ফেলে দিন, যে, এটা থেকে ছবিটি সরিয়ে দেওয়া হল।

৯. কারো সম্পর্কে বলবেন না বা লিখবেন না যে, তিনি আমাদের আশা বা ভরসাস্থল বরং বলতে হয় যে, আল্লাহ্ একমাত্র আশা।

১০. মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপে ছবি রাখা একটি সমস্যা নয় কারণ তাদের দেখাচ্ছেনা, এমনকি কম্পিউটারেও, তাদেরকে একটি ফোল্ডারে লুকিয়ে রাখুন।

১১. আপনার ডেস্কটপে একটি জীবন্ত ব্যক্তির ছবি থাকলে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় বা অন্য কোন জায়গায় যদি আপনার প্রোফাইল ছবি থাকে তাহলে দয়াকরে এটি সরিয়ে ফেলুন কারণ প্রতিবার আপনি এই ছবিটিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেখছেন যখন এটি দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

১২. আপনি একটি মোবাইল ফোন বা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আপনার এবং আপনার পরিবারের ছবি তৈরি করতে পারেন কিন্তু তাদের লুকিয়ে রাখুন এবং শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে তাদের খুলুন।

১৩. যদি আপনি একজন বন্ধুর বাড়িতে যান এবং তার বাড়িতে বা তার রুমে ছবি থাকে তবে সেগুলি মুছে ফেলা বা আবর্জনায় ফেলে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করবেন না কারণ এই বাড়িটি আপনার সম্পত্তি নয় এবং আপনি এর জন্য দায়ী নন। তবে যদি আপনার বন্ধু শির্ক সম্পর্কে জানতে চায় এবং তারা নিজেরা ছবিগুলোকে সরাতে ইচ্ছুক হয় তাহলে তা উত্তম।

১৪. একইভাবে লোকেরা বাগানে যেমন ফুল এবং উদ্ভিদের পাত্র রাখে, সেখানে কখনও কখনও একটি জীব-জন্তুর মূর্তি থেকে তৈরি একটি ঝরনা বা ইমেজ থাকে,

তাদেরকে আপনার বাড়িতে রাখবেন না এবং যদি আপনি তাদেরকে অন্য কারো ঘরের মধ্যে দেখেন তবে তাদের দিকে তাকাবেন না।

১৫. ভারতীয় সিনেমা একটি মূর্তি বা মিথ্যা দেবতার একটি ছবি দিয়ে শুরু হয় বা মুভিতে তারা মূর্তি পূজা বা শিরকের কিছু ফর্ম প্রদর্শন করে। চলচ্চিত্রটিও একটি বিশ্ব। এটির জন্য মানুষ বিভিন্ন শর্ত ব্যবহার করে যেমন চলচ্চিত্র বিশ্ব বা সিনে ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি এবং এই বিশ্বেরও একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্। এবং এমনকি এই চলচ্চিত্র জগতেও কেউই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অংশীদার দেখানো বা ঘোষণা করতে পারেনা।

১৬. কখনও কখনও আমাদেরকে সরকারি নিয়ম অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় যেখানে ছবি ব্যবহার করা হয়, এই ধরনের পরিস্থিতিতে ছবির ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য, যেমন ডলার ও রুপী এবং টাকা, পাসপোর্ট এবং আইডি কার্ড ইত্যাদিতে চিত্র রয়েছে।

১৭. কারো যদি কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে এবং ঔষধের প্যাকেটের উপর ছবি আছে তাহলে এটা আমাদের পকেটে রাখা ঠিক আছে। তবে আমাদের পকেটে কোনও অপ্রয়োজনীয় ছবি রাখা উচিত নয়।

১৮. আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, যা আমরা পরিধান করেছি, আমাদের কাপড়ের উপর কোন জীবন্ত মানুষের কোন ছবি নেই। যে কোন পর্দা যা আমরা জানালাগুলিতে ব্যবহার করি, কোন বিছানার চাদর, গামছা, কম্বল, কার্পেট এবং এমনকি জায়নামাজ। একটি প্রার্থনার মাদুর ব্যবহার করার জন্য অনেক যুক্তিযুক্ত, যেটিতে একটি খুব সহজ মুদ্রণ বা নকশা আছে। কখনও কখনও যদি আপনার প্রার্থনার মাদুরের উপর অনেক ফুল বা নকশা আছে, তারা এমনকি একটি জীবজন্তুর কিছু ছবির মত তৈরি করে বা তাদের চেহারার মত দেখায়, এ ধরনের জায়নামাজকেও বাদ দিতে হবে।

১৯. যদি আপনি কোনও ছবি বা মূর্তি বা বিলবোর্ডকে অজানতে দেখে ফেলেন তবে আপনার চোখ দূরে সরিয়ে দিন কিন্তু তারপরও বলুন, সুবহানআল্লাহ্।

শিরক থেকে সুরক্ষার জন্য হাদিসের মধ্যে দোয়াঃ

রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ছোট ছোট শিরক এর বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন, ভয় যে তার উম্মত এটির মধ্যে পরে যেতে পারে। মোহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যাপারে আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় করি তা হল ছোট ছোট শিরক।" (আহমেদ দ্বারা বর্ণিত- ২৩১১৯)

এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আরও বলেছেন, শিরক তোমাদের মধ্যে একটি শিলার উপর একটি পিঁপড়ার পদধ্বনির শব্দের তুলনায় আরো সূক্ষ্ম হয়। আমি কি তোমাকে কিছু বলবনা? যে, যদি তুমি এটি কর, তবে এটি তোমাকে উভয় আকারের ছোট এবং বড় শিরকের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ

আল্লা-হুম্মা ইন্নি আউ'জুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা- লা- আ'লাম। (মুসনাদে আহমাদ, ছহিহ জামে)

অর্থ- 'হে আল্লাহ্! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হতে তোমারই নিকট আশ্রয় চাই। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (ছহিহ জামে- ২৮৭৬)

আজকের দুঃখজনক বাস্তবতা হল যে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের কেউ শিরক এড়ানোর চেষ্টা করেনা, এই সম্পর্কে কোন সচেতনতা দেওয়া হচ্ছেনা। কিন্তু যদি মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং তাদের হারানো অবস্থান ফিরে পেতে চায় তবে এই অর্জনের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে, সবস্তরের শিরক এবং শিরকের সকল রূপগুলিকে বাতিল করা। ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্, আমাদেরকে পথ দেখাও এবং আমাদেরকে সব ধরনের শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য শক্তি দান কর, আমীন।

(ইসলাম প্রকৃত ধর্ম এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৪ সালের এই স্বপ্নে আমি নিজেকে গোসল করে নতুন জামা কাপড় পরে পার্কে যেতে দেখি। আমি দেখলাম যে প্রধান দরজা খোলা হয়েছে তখন আমি সেখানে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাই এবং উনাকে অস্থির দেখি। শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বেগের মধ্যে এখানে এবং সেখানে হাঁটছেন এবং আমি বাঁধা দেইনা এবং আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে সম্ভবত তার আমাকে কিছু বলার আছে। শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘‘হে কাসীম! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তুমি এখানে এসো।" শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং আমি তাকে অনুসরণ করছি। তিনি আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে গেলেন এবং সেখানে একটি বড় দালান আছে। তিনি আমাকে ভবনের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, "আমার ছেলে, দেখ, এটা ছিল আমার ইসলামের দালান, ভিতরের নেতারা আমার এবং আমার ইসলামের প্রতি সুবিচার করছেনা, তারা দল বেঁধেছে এবং তাদের অনেকেই কাফেরদের গোলাম হয়ে গেছে। আর এই ভবনের নেতারা আন্তরিকভাবে কাজ করছেনা। তারা গরীবদের চিন্তা করেনা এবং তারা ন্যায়বিচারও করছেনা এমনকি এর প্রভাব তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সমস্ত মানুষ তাদের নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে এবং তারা অন্যদেরকে তাদের নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য করছে, যার কারণে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় বিরাজ করছে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে আমার ইসলামকে অপমান করা হচ্ছে। আসলে আমি চাই তুমি আমার জাতির নেতা হও কারণ তুমি আমার সাথে আন্তরিকতার সাথে আচরণ করেছ এবং তুমি তোমার সমস্ত কাজ ন্যায়ের সাথে করেছ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে তুমি সাহায্য চাওনা। অভাবগ্রস্তকে সম্পদ দান কর এবং ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দাও যাতে এর প্রভাব সকল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং সবাই সুখী হয় এবং সর্বত্র শান্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র বিশ্ব দেখতে পায় এটাই আসল ইসলাম।" তারপর আমি বলি, "আপনি যেমন আদেশ করেন।" একথা শুনে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে বললেন, "আমার

ছেলে, কিছুতেই ভয় পেও না, আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন এবং আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তোমাকে কখনো একা ছেড়ে যাবেন না।" স্বপ্নটি সেখানেই শেষ হয়।

(অনুর্বর ভূমি এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বরকত)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালের এই স্বপ্নে আমি একটি বড় মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম যেখানে জমি অনুর্বর এবং কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কোথায় যাচ্ছি? আমি তাদের বলি যে আমি সেই বড় মাঠে যাচ্ছি এবং তাদের কেউ কেউ আমার সাথে সেই জমি দেখতে আসে। আমি মানুষকে বলি যে "একদিন আল্লাহর রহমতে এই ভূমি শস্য ও ফল উৎপাদন করবে এবং তাদের কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে।" তারপর আমি সেখানে অপেক্ষা করি কিন্তু কিছুই হয়না এবং সেই জমি শুধুমাত্র অনুর্বর থাকে। তারপরে আমি হতাশ হয়ে নিজেকে বললাম যে, এই জমি কখনোই কিছু উৎপন্ন করবেনা এবং আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তখন আল্লাহ্ আকাশ থেকে বললেন, "যখন আমি কিছু করার ইচ্ছা করি তখন তা অবশ্যই ঘটে" এবং তারপর আকাশে মেঘ দেখা দেয়। তারপর কিছু ঘটে এবং কিছু বৃষ্টি নেমে আসে। আল্লাহর রহমতে সেই অনুর্বর জমিতে ছোট ছোট গাছপালা জন্মে যা তাজা ফসলের মত যা জমি থেকে বের হয়। সেই গাছপালাগুলো বেশ ছোট এবং তারপর একটি ঢেউ আসে এবং সেই গাছগুলো বড় হয়। যখন এটি ঘটে তখন যারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারাও তাদের সামনে এই ঘটনা দেখে। তারপর আরো ঢেউ আসে এবং সেই গাছপালা আরও বড় হয়। যখন প্রায় ৪ থেকে ৫টা ঢেউ আসে তখন সেই গাছগুলি বেশ বড় হয় এবং তাদের উপর শস্য এবং ফলও থাকে। যখন এটি ঘটছে এমন কিছু লোক যারা এইসব দেখছে তারাও আমার উপর বিশ্বাস করে যে কাসীম যা বলেছে তা সত্য হতে চলেছে। তারপর আরেকটি ঢেউ আসে এবং সেই গাছপালা বা ফসল প্রস্তুত থাকে যার মানে তাদের উপর ফল থাকে এবং তারপর তারা মাটিতে লম্বা হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা খুব অবাক হয়ে যায় যে আমি যা বলেছিলাম তা সত্যিই ঘটছে এবং সেই অনুর্বর জমি এখন শস্য এবং ফল উৎপাদন শুরু করেছে। যখন শেষ ঢেউ আসে তখন

মানুষ তাদের গাড়ির দরজা খুলে দেয় এবং তাদের গাড়ি থেকে নামার প্রস্তুতি নেয় কারণ তারা মনে করে যে ফসল এখন প্রস্তুত হতে চলেছে। তারপর লোকেরা তাদের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং যারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারাও সেই মাঠের দিকে ছুটে যায় এবং ফল তোলা শুরু করে। তারা সবাই খুব খুশি হয়। যখন আমি সবকিছু দেখলাম তখন আমিও অবাক হয়ে গেলাম যে এইসব কীভাবে হল? কিন্তু এইসব গাছপালা সেই সময় মাটিতে পড়ে থাকে এবং আমার মনে হয় যেন ফসল প্রস্তুত হবার আগে মানুষকে সেই ক্ষেতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা উচিত ছিল। এবং তারপর শেষ ঢেউ আসার পরে ফসল বা গাছপালা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়। মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা প্রথমে আমাকে বিশ্বাস করেছিল কিন্তু পরে তাদের মন পরিবর্তন করেছে এবং তারাও ফল তোলার জন্য সেই ক্ষেতের দিকে ছুটছিল এবং তারা খুবই অনুতপ্ত ছিল। স্বপ্ন শেষ হয়।

(কালো ঘোড়া এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভবনের স্বাধীনতা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৩ আগস্ট ২০১৫ সালের এই স্বপ্নে আমরা অন্ধকারে ভরা একটা ছোট্ট জায়গায় বাস করছিলাম। আমাদের প্রধান ইসলামী ভবন ইসলাম বিরোধী শক্তি দ্বারা দখল করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রহমতে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আমরা সবাই সত্যিই খুশি হয়েছিলাম যে আল্লাহ্ তায়ালা শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আর এখন সময় এসেছে আমরা আবার ঐক্যবদ্ধ হই এবং আমাদের ইসলামিক ভবন পুনরুদ্ধার করি। শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন যে "কাসীম! যাও এবং আমার সম্পর্কে সমস্ত মুসলিম নেতাদের বল যে, শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আমাদের কাছে এসেছেন এই ইসলামী ভবনটিকে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে এবং এটিকে পুনর্নির্মাণ করতে।" আমি তাকে বলি যে " হ্যাঁ, আমি এখন যাব এবং তাদের সবার কাছে আপনার

বার্তা পৌঁছে দিব।" উনি আমাকে বলেন যে "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" কিন্তু আমি যখন মুসলিম নেতাদের কাছে যাই এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পৌঁছে দেই তখন তারা আমাকে বিশ্বাস করেনা। তারপর আমি তাদের বলি যে "আপনি কি শুধু আপনার কথায় শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন? যে কেউ তার জিহ্বা দ্বারা শক্তিশালী কথা বলতে পারে। আপনাদের সকলের উচিত শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)কে আপনার ভালবাসা প্রদর্শন করা আপনার কাজের মাধ্যমে, আপনার কথার দ্বারা নয়। তিনি আপনাদের সবার জন্য অপেক্ষা করছেন।" তখন তারা আমাকে বলে যে "কাসীম! আমাদের সময় নষ্ট করবেন না এবং আমরা জানি কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। আমরা যা কিছু করছি, ইসলামের সেবার জন্যই করছি।" তারপরে আমি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু ফেরার পথে আমি শক্তিশালী কালো ঘোড়া দেখতে পাই, তাই আমি তাদের সাথে নিয়ে যাই। ফিরে এসে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলি। এবং আমি তাকে বলি যে, আমি একাই যাচ্ছি আপনার ইসলামের ভবন মুক্ত করতে। তিনি বললেন, "দাঁড়াও আমার ছেলে, আমি তোমার সাথে যাব।" আমি বললাম "ঠিক আছে! ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য একটি খুব শক্তিশালী ঘোড়া আছে! আপনি এটি চালান।" অতঃপর শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য লোকদের বললেন এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে। তারপর আমরা সেই জায়গায় যাই যেখানে আমাদের মূল ভবন ছিল। আমরা আগে এই ভবনে থাকতাম। ইসলাম বিদ্বেষী বাহিনী এই ভবনটি দখল করে নিয়েছে এবং তারা সেখানে আগে থেকে থাকা মুসলমানদের হত্যা করছে এবং ইসলামকেও ধ্বংস করছে। আমি এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়াই শুরু করেছিলাম কিন্তু তারা পরিমাণে এবং শক্তিতে অনেক বেশি ছিল। এছাড়াও আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিছু বাহিনী মুসলিম বাহিনী হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম ছিল না এবং তারা ইসলামের আরও ক্ষতি করছে। আমি শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলাম যে "এদের শক্তিগুলি খুব বেশি। আপনি এখানে বসে বিশ্রাম নিন এবং আল্লাহর প্রশংসা করুন। আমি আল্লাহর সাহায্যে একাই এই শক্তিগুলির সাথে লড়াই করব।" এবং তারপর

আমি আল্লাহর নূর এর সাহায্যে এই শক্তিগুলির সাথে লড়াই শুরু করি এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন যে "কাসীমকে সাহায্য করুন!" এবং তারপরে সমস্ত শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং কেবল সেই লোকেরাই রয়ে গিয়েছিল যারা শান্তি পছন্দ করেছিল। কোনো মুনাফিক শক্তি আল্লাহর নূরের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। আমরা আবার সেই ইসলামিক ভবন ফিরে পেয়েছিলাম কিন্তু সেই ভবনটি অনেকটাই ভেঙে গেছে। আমি শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলি যে আমাদের এখন এই ভবনটি পুনর্নির্মাণ করা দরকার। ভবনটি ফিরে পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। এবং তারপরে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন যে, "কাসীম! আমি অন্য মুসলমানদের বলতে গেলাম তুমি এখানেই থাক" এবং তারপরে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মুসলমানদের বলেছিলেন যে "আমরা আমাদের জায়গা ফিরে পেয়েছি এবং প্রত্যেককে সেখানে যেতে হবে। কাসীম সেখানে আছে এবং ইসলাম পুনর্গঠনে আপনাদের ভূমিকা পালন করুন।" স্বপ্নটি সেখানেই শেষ হয়েছিল।

(জিবরাঈল (আঃ) এবং জান্নাত)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৩ সালের এই স্বপ্নে আমি আমার ঘরের ছাঁদে বসেছিলাম ও আল্লাহর সাথে কথা বলছিলাম। আমি বললাম, ‘‘ও আল্লাহ্, আমাকে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পথে হাটার অনুমতি দাও এবং আমাকে তোমার করুণার বাগানগুলো দেখার অনুমতি দাও।’’ তারপর আল্লাহ্ বললেন যে, ঠিক আছে কাসীম। তোমার বাড়ির সামনে একটি পরিষ্কার জায়গায় আমি জিবরাঈল (আঃ)কে পাঠাচ্ছি এবং তিনি তোমাকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাবেন যেখানে তুমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পথে হেটে যেতে সক্ষম হবে এবং সেখান থেকে তুমি আমার রহমত ও করুণার বাগানগুলোতে পৌঁছতে পারবে। আমি সত্যিই খুব খুশী হয়ে উঠি এবং আমার ভাইয়ের কাছে যাই ও তাঁকে বলি যে, আল্লাহ্ এই মুহূর্তে আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ)কে পাঠাচ্ছেন। যখন আমার ভাই এই কথা শুনে সে বলে, কাসীম কী বলছ? কেন আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ)কে পাঠাবেন? তিনি আমার কথা শুনেননি, তাই আমি আমার বাড়ি ত্যাগ করি। তারপর বাগানের মধ্যে আমি দেখি, ভূমি থেকে একটি আলো আসছে। আমার ভাই আমাকে দেখছিল ও চিন্তা করছিল কাসীমের কী

হয়েছে। একই সময়ে আমি দেখি জিবরাঈল (আঃ) আকাশ থেকে আসছেন। তার ডানাগুলো বিশুদ্ধ রূপে সাদা ছিল ও তা থেকে আলো নির্গমন হচ্ছিল। তা দেখতে দমকা মেঘের মত লাগছিল এবং তা এত সাদা ছিল যে, তার ডানার পিছনের দিক সামনে থেকে দেখা যাচ্ছিল। এবং তার ডানাগুলো খুব দ্রুত গতিতে চলছিল। এই দেখাটা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসেছিলেন এবং তার সৌন্দর্য অসাধারণ ছিল এবং আমি অনুভব করি যে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির প্রথম ফেরেশতা। আমি তাকে বললাম যে, আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, আপনি আমাকে কিছু জায়গায় নিয়ে যাবেন। এবং তিনি বললেন, জী। আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন, আমার হাত ধরুন এবং আপনিও আমার সাথে উড়বেন। আমি তার হাত ধরলাম ও আমার ভাইকে বললাম, দেখ এই হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ) এবং তিনি আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছেন। এবং আমার ভাই আশ্চর্য হল, যে আমি সত্যি বলেছিলাম। জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সে দৌড় দিল। কিন্তু সে জানেনা, তার সামনে একটা চত্বর ছিল এবং সে ভিতরে পরে যাচ্ছিল। ঐ মুহূর্তে জিবরাঈল (আঃ) তাকে ধরলেন ও মাটিতে নামিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে দূরে নিয়ে যান ও আমাকে অবতরণ করান। তিনি বলেন, এই হল যেখানে আপনাকে আনার জন্য আমি নির্দেশিত হয়েছিলাম। আমি বললাম ঠিক আছে এবং তারপর তিনি চলে গেলেন আমার দৃষ্টির সামনে থেকে। আমি জানিনা আমি কোথায় ছিলাম। কিন্তু তারপর আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পায়ের চিহ্নগুলো দেখি। আমি ঐ চিহ্নগুলো অনুসরণ করতে থাকি, যতক্ষণ না আমি এক বিস্ময়কর জায়গায় পৌঁছি। এই জায়গার বাগানগুলো ও গাছগুলো ভিন্ন ধরণের ছিল এবং গাছপালা এমন যে আমি পূর্বে কখনোই দেখিনি। সেখানে ছিল এমন সুন্দর ঘ্রাণ, যে আমি কখনো আগে এমন ঘ্রাণ পাইনি এবং সেখানে একটি শান্তির হাওয়া ছিল, যা আমার দেহের বিরুদ্ধে ভাল অনুভব হচ্ছিল। আমি অনেক খুশী হই এবং অদ্ভুত ধরনের আনন্দ অনুভব করি। একটা অনুভূতি যা আমি আগে কখনোই অনুভব করিনি। একটি অনুভূতি আনন্দের, মুক্তির, পরিতৃপ্তির একসাথে আসে। তারপর আমি দেখি, এক ব্যক্তি খুব সুন্দর সুরে সূরা রহমান তেলাওয়াত করছেন। তার সুর এমন ছিল যে, আমি আগে কখনোই এমন শুনিনি। আমি অবিলম্বে আকৃষ্ট হই ও তার পাশে বসি তার তেলাওয়াত শুনার জন্য। এবং তার এই আয়াত তেলাওয়াতের প্রতিটা সময় আমি এক অদ্ভুত আনন্দ পাই "ফাবি আই্হিআলা ই রব্বিকু মাতুকাজ্জিবান।" আমি বাগানের দিকে তাকাই ও বলি, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহর নিয়ামতের কোন

অস্বীকার করতে পারিনা। তারপর আমি উঠি ও আমার সামনে আমি আল্লাহর নূর দেখি, তারপর আমি নিদ্রালু অনুভব করি এবং সেখানে শুয়ে পরতে শুরু করি। আল্লাহর শ্রীয় রহমতে আমাকে এখানে আনার জন্য আমি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাই। একটি স্থান যা আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনা। তারপর আমি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহর প্রসিদ্ধ পেইন্টিং)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের স্বপ্নে আমি একটি বিশাল ঘর দেখেছি যেখানে প্রাচীরে একটি বিশাল রঙের বোর্ড ছিল। সেখানে বিভিন্ন রঙের রং এবং ব্র্যাশের জোড়া ছিল। আমি ঘাসের উপর ৩ বা ৪টি গরু চারণ করতে দেখি। হঠাৎ করেই আল্লাহ্‌ আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন এমন একটি ছবি আঁকতে বলেছিলেন। আমি এক পাশ থেকে পেইন্টিং শুরু করি এবং আমি সেভাবেই অংকন করছিলাম আল্লাহ্‌ ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন। তারপর আমি ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অনেক শক্তি ব্যবহার করার পরে। আমি বোর্ডের অর্ধেক ছবি আঁকলাম। আমি নিজেকে বলছিলাম, কীভাবে? এর তুলনায় আমি আর বেশি আঁকতে পারিনা। আমি এত ক্লান্ত ছিলাম। আমি কেবল অর্ধেক পেইন্টিং সম্পন্ন করেছি। অন্য অর্ধেক এখনও বাকি ছিল। সব হতাশার মধ্যে আমি পেইন্টিং ছেড়ে দেই। আমি ঘরের অন্য পাশে হাঁটতে শুরু করেছিলাম যেখানে একটি দরজা ছিল। আমি যে পেইন্টিং তৈরি করেছি তার দিকে আমি এক চূড়ান্ত নজর দিলাম। আমি নিজেকে বলেছিলাম, আমি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি যে কাজটি দিয়েছেন সেটি আমি শেষ করতে পারিনি। সেই মুহূর্তে আল্লাহ্‌ গরুগুলোকে চিত্রের বাকি অর্ধেক পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। আমি আশ্চর্য যে গরু তাদের সামনের পায়ে এক একটি ব্রাশ নেয় এবং পেইন্টিং শুরু করে। আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। এই গরু কীভাবে এত বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। আমি তাদের দিকে দৌঁড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তারা এত দ্রুত পেইন্টিং করছিল যে আমি সেখানে যাওয়ার আগেই তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর তারা ঘাস খেতে ফিরে গেল। যখন আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তখন তারা সাড়া দেয়নি। পেইন্টিংটা খুবই সুন্দর ছিল। এটি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিখ্যাত হয়েছিল। মানুষ আমাকে বলেছে, কাসীম একজন মহাশিল্পী। আমি বললাম, না, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি সেরা ফ্যাশনার।

আল্লাহ্ নিজে একটি বিশাল এবং মহৎ পেইন্টিং তৈরি করেছেন। কেউ আগে কখনও এই রকম একটি পেইন্টিং তৈরি করেনি। এবং তারপর আল্লাহ্ এক কোণে আমার নাম লিখেছেন। জনগণের কাছে সুবহানআল্লাহ্ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মানুষ মনে করে আমি একজন আশ্চর্যজনক চিত্রশিল্পী ছিলাম। মিডিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি এই ধারণাটি কোথায় পেয়েছি। আমি নীরব থাকলাম কিন্তু আমার অন্তরে আমি জানতাম যে আল্লাহ্ এই পেইন্টিংটি তৈরি করেছেন। তিনি আমাকে ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করতে চান। সেই স্বপ্নে যখন আমি সেই পেইন্টিং দেখেছিলাম তখন সুবহানআল্লাহ্ ছাড়া আমারও কোন কথা ছিল না। স্বপ্ন শেষ হয়।

(কঠিন ঈমানী পরীক্ষা এবং অলৌকিক শহর ভ্রমণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ সালের স্বপ্নে আমি নিজেকে খুব দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর ভ্রমণের সমাপ্তি করতে দেখেছিলাম এবং তারপর আমি এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছিলাম যেখানে আমি লম্বা বিল্ডিংগুলো দেখেছিলাম এবং আমি একটি ছাদে চড়েছিলাম। এবং নিজেকে বলেছিলাম যে, আমি এই ছাদের কিনারা দিয়ে দৌড়াব, তারপর আমি আল্লাহর রহমতে বায়ু দিয়ে চলব। তাই আমি সবকিছু পরিষ্কার ছিল কিনা দেখতে চারপাশে দেখলাম। কিন্তু আমি যখন আকাশের দিকে তাকালাম তখন আমি জানতে পারলাম যে, কিছু বাহিনী একটি জাল ছড়িয়েছে যে কাউকে উড়তে বাধা দেয়ার জন্য। সত্যিই আমাকে নিরুৎসাহিত করা। আমি নিজে ভাবি যে, "আমি এখন কি করব?" যদি আমি এই বিল্ডিংয়ের প্রান্ত অতিক্রম করি, তাহলে আমি উড়ে যেতে পারবনা। আমি উপরের নেটের কারণে সম্ভবত নিচে পড়ে যাব। তারপর আমি নিজেকে বলেছিলাম যে, "না কাসীম, আল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন এবং তিনি আমাকে ব্যর্থ করতে দেবেন না।" আমার কাছে অন্য কোন বিকল্প ছিল না, এই লাফ দেওয়া এবং আল্লাহর উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা রাখা ছাড়া। অন্যথায় আমি সফল হতে পারবনা। তারপর আমি আল্লাহর উপর আমার সমস্ত ভরসা রাখি এবং আমি প্রান্তের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। এবং তারপর আমি দৌড়ে গেলাম এবং তারপর উড়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেলাম, তারপর আল্লাহ্ তাঁর রহমত দ্বারা নেটকে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি সেখানে থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলাম খুব সহজেই। এবং তারপর আমি নিচে লোকেদের দেখলাম। নিচে যারা তাদেরকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। তবে কয়েকজন

লোক আমাকে দেখেছিল এবং বলেছিল, "দেখ, কাসীম বাতাসে উড়ছে।" এবং কিছু লোক বলেছিল যে, "যেখানেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই সেই জায়গা, যেখানে আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে।" তখন তিনি বললেন, "আস, চল যাই তার পিছনে।" এবং তারপর সেই সব মানুষ তাদের মিষ্টি বাড়ি ও চাকরী ছেড়ে দেয় এবং একই দিক দিয়ে চলতে শুরু করল। আমি অনেক দূরে উড়ে গিয়েছিলাম এবং তারপর আমি এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছিলাম, যেখানে একটি খুব সুন্দর শহর ছিল। এটি অত্যন্ত উন্নত এবং খুব ভাল ডিজাইন এবং সুন্দর স্থাপত্য ছিল। এমন যে, আমি আগে কখনো দেখিনি। সেখানে ছিল সুন্দর ভবন এবং বাড়ি এবং এমনকি রাস্তাগুলোও আশ্চর্যজনক ছিল। এই শহরটি আশ্চর্যজনক রং দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং এমনকি ভবনগুলো খুব পরিষ্কার ছিল। কোন শব্দ কখনও সেই শহরের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেনা এবং কোন মন এটা কখনও কল্পনা করতে পারবেনা। মনে হচ্ছে এই শহরটি একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল। তারপর আমি ভাবলাম যে, এই লোকগুলো কারা? আল্লাহ্ তাদেরকে এমন একটি শহর বানিয়েছেন, আর কত বুদ্ধিমান তারা হবে? এবং সে সঙ্গেই, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বলেছিলেন যে, "কাসীম, এই শহরটি তোমার দ্বারা নির্মিত হবে এবং যারা তোমার সাথে আছে, আমার রহমত ও আমার সাহায্যের দ্বারা।" এবং স্বপ্ন শেষ হয়।

(আল্লাহর নূর এবং ৪টি চাঁদ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ছিল, এবং আকাশও খুব অন্ধকার ছিল, বিশাল মেশিন এবং প্লেন আকাশ জুড়ে উড়তেছিল। এবং তাদের অধীনে তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল, লোকদের কোন বিকল্প ছিল না, যদি না তারা তাদের স্বৈরশাসন গ্রহণ করে। এবং আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম চাঁদ অনুসন্ধানের জন্য। আমি ইহা পেয়েছিলাম। তারপর আমি নিজেকে বললাম, আমার স্বপ্ন অনুসারে আমি কি দেখেছিলাম যখন সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ছিল এবং আমি দেখলাম ৪টি চাঁদ। তারপর ইহার মানে যে, এই হয় সময় যখন আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন। তাই আমি খুব যত্নের সাথে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং আমি পেয়েছিলাম ১ম চাঁদ, তারপর ২য়, তারপর ৩য় এবং তারপর আমি বলেছিলাম যে এখানে ৪র্থ চাঁদ থাকা উচিত, তাই আমি পুরো আকাশের দিকে তাকালাম কিন্তু যখন আমি ৪র্থ

চাঁদ দেখতে পাইনি। তারপর আমি হতাশ হয়েছিলাম এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সাহায্য কখন আসবে? এবং সাথে সাথে আমি ঠিক নিজের উপরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং আমি দেখলাম ৪র্থ চাঁদ। তাই আমি খুব খুশি যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে। আমি একটি উচ্চ বিল্ডিংয়ে আরোহন এবং লাফ দিয়েছিলাম এবং সাথে সাথে আমি বাতাসে দৌড়াতে শুরু করি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়ায়। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নূর আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের উপর হাজির হয় এবং আমি বিশাল মেশিন এবং প্লেন ধ্বংস করা শুরু করি, আমি আকাশে চলতে থাকি এবং মেশিনগুলি ধ্বংস করলাম। এবং মানুষ খুশি হতে শুরু করেছিল যে, অন্তত কেউ একজন চেষ্টা করেছিল তাদের ধ্বংস করতে। যখন সমস্ত মেশিন এবং প্লেন আল্লাহর সাহায্য দিয়ে ধ্বংস করা হয় তখন একটি খুব বিশাল মেশিন টাইপ প্লেন শেষে রয়ে যায়, অগ্নিসংযোগ যা আমার দিকে খুব ভারীভাবে এসেছিল, এবং আমিও খুব তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম। এবং তারপর আমি আকাশে আল্লাহ্ নূর ছুড়ে ফেলি। এবং তারপর সমস্ত আকাশে দ্রুত নূর ছড়িয়ে পরে। তারপর বিশাল প্লেন আল্লাহর নূর দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল এবং সাথে সাথে সমস্ত আকাশ আল্লাহর নূর এর সঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে। এবং সবাই মুক্ত হয়ে গেল এবং মানুষ খুব খুশি হয়ে ওঠে। তারপর আমি জমির উপর এসেছিলাম। এবং লোকেরা আমার কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আপনি একটি আশ্চর্যজনক জিনিস করেছেন। তারপর আমি বললাম, না, বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সহায়তায় এটি সম্ভব হয়েছে এবং সত্যিই আল্লাহ্ তার ক্রীতদাসদের সাহায্য করেন। পরে লোকেরা আমাকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল এবং আমি বললাম যে এটির প্রয়োজন নেই কিন্তু তারা জোর করে। এবং আমি মজা করে বললাম যে, যদি শুধুমাত্র আমি নিজেকে ক্লোন করতে পারি তারপর আমি সক্ষম হব প্রত্যেকের বাড়িতে যেতে। সুতরাং তারা হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, কোন ব্যাপার না, কি ঘটেছে, আমরা তোমাকে একা ছেড়ে যাব না। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহ্ কেন পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নে আমি ১৪০০ বছরের পুরাতন গোপন প্রচার কতে যাচ্ছি যে, কেন পাকিস্তান সৃষ্টি হল? ২০০৬ সালে আমি আল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা

করি যে, "ও আল্লাহ্, কেন তুমি পাকিস্তান সৃষ্টি করলে? প্রত্যেক অধার্মিকতা পাকিস্তানে বিদ্যমান আছে, সেখানে কোন শান্তি নাই, উন্নতি নাই, সেখানে সর্বত্র আছে অবিচার এবং অত্যাচার।" তখন আল্লাহ্ আমাকে বললেন যে- কাসীম, ১৪০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে যখন মোহাম্মাদ (ﷺ) উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি প্রায়ই আমার কাছে দোয়া করতেন যে, "ও আল্লাহ্, কিয়ামতের কাছাকাছি এমন একটি দেশ সৃষ্টি কর যাহার নাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এবং যখন আমার ইসলাম সমগ্র বিশ্বে দুর্বল হয়ে পরবে, তখন তা আবার এই দেশ থেকে সমগ্র বিশ্বে জাগরণ হবে।" এবং কাসীম, আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর এই মিনতি গৃহীত করেছি এবং তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাকিস্তান সৃষ্টি করার। এবং কাসীম, আমি পাকিস্তানকে সমর্থন করব এবং আমি পাকিস্তানকে রক্ষা করব। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নের প্রথম নিদর্শন- তারা পাকিস্তানকে "তোরা বোরা" হিসাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৬ জুন ২০১৭ তারিখের স্বপ্নে আমি নিজেকে একটা বড় বিল্ডিংয়ের হল রুমে দেখলাম। আমি আমার স্বপ্নগুলো কিছু মানুষকে বলতেছিলাম যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাই ঘটবে এবং একটি খুব খারাপ সময় মুসলমানদের উপর আসবে এবং এমনকি সেখানে ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়ার প্রচেষ্টাও করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্ মুসলিমদের সাহায্য করবেন এবং ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। তারপর একজন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে- কাসীম, কখন আপনার স্বপ্নগুলো সত্যি হবে? আমি তখন চুপ হয়ে গেলাম এবং চিন্তা করলাম যে, একমাত্র আল্লাহ্ জানেন কখন এই স্বপ্নগুলো সত্য হবে। আপাতত আমি শুধুমাত্র অগ্রহণীয় আনুমান করতে পারি। অন্য ব্যক্তি বলল যে, আপনার স্বপ্নগুলো যে সত্যি হবে তার নিদর্শন কী? আমরা কীভাবে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি? কোন ঘটনা ঘটবে আমাদেরকে বলুন যা প্রমাণ করে যে, আপনার স্বপ্নগুলো সত্য হতে যাচ্ছে। এবং তারা আমাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করল। এবং আমার বলার মত কিছুই ছিল না, তাই আমি সেখান থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর একজন ব্যক্তি যে আমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করত সে

বলল যে, তার স্বপ্নগুলো সত্য। আমি এই বিষয়ে আমার গবেষণা করব এবং কখন এই স্বপ্নগুলো সত্য হবে এটি আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং পূর্বে যে ঘটনাবলী ঘটবে। তারপর তিনি চলে যান এবং রুমের মত কিছু লাইব্রেরিতে প্রবেশ করেন। সেখানে একটা বই ছিল এবং তার মধ্যে একটা কাগজ ছিল। তিনি কাগজটা খুললেন এবং তার উপরে কিছু লিখা ছিল। বলতেছিলেন, কাসীমের স্বপ্নের প্রথম নিদর্শন হল- তারা পাকিস্তানকে "তোরা বোরা" হিসাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তান এবং মুসলিম দেশগুলিতে দুষ্ট শক্তি ভয়াবহ ধ্বংস চালাবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্ন আমি ৭ জুলাই ২০১৭ সালে দেখেছিলাম, এই স্বপ্নে আমি একটি বড় ভবনের ভিতরে ছিলাম, কেউ আমার কাছে এসেছিল এবং বলল যে, এই ভবন থেকে বেড়িয়ে যাওয়া আমার জন্য ভাল হবে কারণ, কিছু বাহিনী আমাদের ভবন আক্রমণ করছে, কিন্তু আমি থাকলাম আমার কাজ অসমাপ্ত ছিল। সেই বাহিনীগুলো অনেক ধ্বংস ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু আমি তখনও অনুভব করলাম না যে ভবনটা ক্ষতিকর ছিল। ঐ দুষ্ট-বাহিনী জানত যে, এই ভবনের মধ্যে একটি মানুষ বসবাস করে যে, ভবিষ্যতে সব দুষ্ট-বাহিনীকে পরাজিত করবে। তাই তারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল যে সেই সাথে ভবনে যত মানুষ বাস করে সবাই মারা পরবে। কিছু সময় পর, ঐ বাহিনী ধরে নিয়েছিল যে বিল্ডিং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছিল তাই তারা চলে গিয়েছিল। এবং আমি আমার কাজ শেষ করলাম, যখন আমি গিয়েছিলাম তারপর বিল্ডিং একটি বড় পরিমাণে ধ্বংস হয়, এবং আমি বলেছি যে এই ভবনটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং এমনকি আমি এটা সম্পর্কে জানতাম না, আমি এই বাহিনীর অনুসন্ধানে গিয়েছিলাম? আমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি কিছু দূরত্ব ভ্রমণ করলাম, তারপর আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি আমি কত দূরত্ব অবতীর্ণ করেছিলাম। এবং প্রায় আনুমানিক আমার জন্য কত দূরত্ব বাকি আছে ঐ বাহিনীর কাছে পৌঁছাতে। তারপর আমি একটু দূরে তাকালাম এবং দেখলাম কিছু বিল্ডিং একটার পর আরেকটা, হঠাৎ সেখানে প্রথম বিল্ডিংয়ের মধ্যে বিরাট বিস্ফোরণ হল। এবং বাতাসে শক্তিশালী চাপের প্রভাব সৃষ্টি হল। প্রচুর বায়ুর চাপে সর্বত্র ধ্বংস প্রাপ্ত,

যেগুলো আমাকে মাটির উপর ফেলে দিল। এবং আমি আমার কান বন্ধ করলাম শব্দের প্রভাব আসার পূর্বে কিন্তু তখনও আমি সত্যি উচ্চতর শব্দ শুনলাম। আমি বললাম যে, কী প্রকার বোমা হয় এটা যে ইহা এমন প্রভাব তৈরি করে যদিও আমি অনেক দূরে? তারপর একটি আলোড়ন শুরু হল এবং পরবর্তী বিল্ডিং এর মধ্যে বিস্ফোরণ হল এবং এর প্রভাব পূর্বের থেকে বেশি ছিল, আমি বললাম যে, আল্লাহ্ এর দয়া আছে, কারা এইগুলো আতঙ্কজনক বিরাট প্রভাব ঘটাচ্ছে? প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছিল এবং সেখানে সর্বত্র চিৎকারের শব্দ ছিল এবং সেই লোকগুলো যারা সংরক্ষিত ছিল তারা এখানে সেখানে দৌড়াচ্ছিল এবং তারা নিজেদের দৌড়ানো দেখতেছিল। আমি বললাম যে, এরা হয় ঐ লোকগুলো যারা আমার স্বপ্নের মধ্যে আমাকে সাহায্য করতে বলেছিল। আমি একটা নৌকার মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় পাঠালাম। তারপর তৃতীয় বিস্ফোরণ ঘটেছে যা ছিল পূর্বের দুইটার থেকেও অনেক বেশি তীব্র এবং প্রভাব ও ছিল অনেক বেশি যে সেই সময় আমি মাটির উপর ফ্লাট হয়ে পরলাম এবং আমার কান বন্ধ হয়ে গেল এবং কিছুক্ষনের জন্য আমি কিছুই শুনতে পারছিলামনা। এবং আমি কষ্ট সহকারে নিজেকে পুনঃরুদ্ধার করলাম এবং যখন আমি আমার জ্ঞানে ফিরে আসলাম এবং চারিদিকে তাকালাম তারপর দেখলাম অনেক মৃত দেহ অনেক লোকের যা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। কারণ এর প্রভাব ছিল অনেক বেশি এবং বায়ু বহন করছিল ঐসব মৃত দেহগুলোকে সব জায়গায় এবং সেখানে সর্বত্র রক্ত ছিল। চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পরেছিল সবদিকে এবং বেঁচে যাওয়া লোকগুলো দৌড়াচ্ছিল যেন বিচারের দিন আসছে এবং আমি বললাম যে আমি এই অবস্থায় তাদের সাহায্য করতে পারবনা তাই এটাই ভাল যে বড় কোন ঘটনা ঘটার আগেই এখান থেকে চলে যাওয়া, আমি দৌড় দিলাম সেখান থেকে এবং একটা জায়গায় একজন লোক আমায় ছুরি দিয়ে আক্রমণ করল এবং সে ছিল পেশাদারী এবং আমি বললাম যে সে নিশ্চিত সেই দুষ্ট বাহিনী থেকে আসছে। আমি সামান্য আঘাত পেলাম কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় তাকে পরাজিত করলেন এবং আমি চলে গেলাম উঁচু নিরাপদ জায়গায়, দেখি কেমন ধ্বংস হয়েছিল এবং কারা করেছিল এবং আমরা কীভাবে তাদের মোকাবেলা করতে পারি? যখন আমি তাকালাম তারপর ধ্বংসের বিস্তার আমার কল্পনাকে অতিক্রম করেছে এবং ইহা বিস্তার রাখছে। আমি বললাম যে এই ধ্বংস মেরামত করতে একমাত্র আল্লাহ্ পারেন তাঁর বিশেষ দয়া এবং সাহায্য দ্বারা এবং স্বপ্নটি শেষ হয়।

(পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্যে ভাইরাস এবং সেনাবাহিনীর প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৬ মে ২০১৮ সালের স্বপ্নে আমি চিন্তা করলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্য কী হয় যে, শত্রুরা তাদের ক্ষতি করতে পারে? তারপর আমি একটি কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি যে বলেছে, এটা ডলার এবং জ্বালানি। যদি দুটি শেষ হয়ে যায় তাহলে সেনাবাহিনী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে এবং কোন আন্দোলন করতে সক্ষম হবেনা। তারপর আমি মনে করি যে, ডলার থেকে জ্বালানি তেল কেনা হয়, যদি ডলার শেষ হয়ে যায় তবে তারা জ্বালানি তেল কিনতেও সক্ষম হবেনা। তারপর আমি দেখতে পাই পাকিস্তানের অবস্থার অবনতি হয়েছে। পাকিস্তানকে ঋণ কিস্তির পরিশোধ করতে হয়েছিল যা আমাদের করা ছিল না। যদি আমরা কিস্তি পরিশোধ করি, তাহলে সেখানে কোনো ডলারের ভাণ্ডার থাকবেনা। এক বা দুই সেনা কর্মকর্তারা নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিদেশী পাকিস্তানীদের আমাদের কাছে ডলার পাঠানো উচিত যাতে আমরা জ্বালানি কিনতে পারি। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কতক্ষণ ধরে তারা আমাদের কাছে ডলার পাঠাতে থাকবে, তাদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব চাহিদা থাকতে হবে, কেন সেনাবাহিনী এত অকার্যকর পরিকল্পনা করছে? তারপর ঋণ কিস্তি দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ডলার মজুদ কিছুই কাছাকাছি নেই। এরপর আমি দেখি সেনাপ্রধানকে খরচ কমানোর জন্য সব ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে। এতটা, যাতে টিভি চ্যানেলগুলি সরকারী সেবা বার্তা সম্প্রচার শুরু করে, যাতে নাগরিকরা সহজতর জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে। ক্রীড়া এবং ইভেন্টের মত সমস্ত অতিরিক্ত কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করা হয়। তারপর সেনাবাহিনী খোলাখুলি স্বীকার করে যে, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অন্যদিকে শত্রুরা ৪ থেকে ৫টি বড় শহরগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনার বাইরে চলে যায়, যাতে সেনাবাহিনীর জন্য তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়। তারপর আমি এক বড় সেনা কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে যাই। আমি মনে করি এটা লেফটেন্যান্ট জেনারেলের বাড়ি ছিল। আমি সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছি যাতে আমি তাকে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে বলতে পারি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে, আমি কিছু জিনিসের জন্য বাইরে যাই। আমি বাইরে অনেক নিরাপত্তা খুঁজে পাই, এবং রাস্তার উভয় পাশে একটি অবরোধের সাথে ঘরটি সুরক্ষিত ছিল। হঠাৎ দুটি বড় গাড়ি দেখা যায়। দরজা খোলা হয় এবং তারা বাড়িতে প্রবেশ করে। আমি অবিলম্বে ভিতরে যাই

যাতে আমি অফিসারের সাথে দেখা করতে পারি। যখন আমি ভিতরে যাই, আমি খুজে বের করি ইহা অন্য কিছুই নয় তবে উনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। তারপর আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই অবরোধ এবং নিরাপত্তা এর কারণ ছিল। আমি আমার স্বপ্নের কথা স্মরণ করলাম, পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের জীবন বিপদের মধ্যে ছিল, আমি যদি নিজেকে সেই সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করি? যাইহোক, আমি ভিতরে গিয়ে সেনাপ্রধানের সন্ধান করি। আমি সম্ভবত তাকে টিভি আরাম কক্ষে খুঁজে পাই। আমি তাকে আমার সালাম জানাই। এবং তাকে বলি যে, তার সাথে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে কথা বলার আছে। তিনি আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন যেখানে আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা বলতে শুরু করি। তিনি শান্তভাবে আমার কথা শোনেন। আমি তাকে গাজওয়া ই হিন্দ সম্পর্কেও ভালভাবে বলি। এবং কীভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাহিরে চলে যাবে এবং কীভাবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে। পাকিস্তানের কৌশল কী হওয়া উচিত? আমি তাকে আরও বললাম যে, বিশ্বের মুসলমানরা গাজওয়া ই হিন্দের প্রথম বিজয় দেখতে পাবে, এবং সেনারা কীভাবে এর জন্য পরিকল্পনা করবে? আমার বক্তব্য শোনার পর সেনাপ্রধান বলেন, কাসীম আমার কথা শোন, এইসব স্বপ্ন এবং বাস্তবতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা পাকিস্তান প্রতিরক্ষার জন্য সবকিছু করব। এখন এটা একটি কঠিন সময়, কিন্তু আমরা সবকিছুর যত্ন নিব। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির গোপন পরিকল্পনা !!! তিনি ফিলিস্তিনের মত পাকিস্তানকেও তৈরি করবেন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের স্বপ্নে, আমি একটি খবর শুনেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল কিছু ঘোষণা করতে যাচ্ছে, আমি ভাবি যে এটা ফিলিস্তিন সম্পর্কিত হবে, তারপর আমি বললাম যে, এই ঘোষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং আমার অবশ্যই সেখানে যাওয়া উচিত এবং খোজা উচিত। কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য। তারপর আমি প্লেন এর মত যন্ত্রে বসি এবং সেখানে যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কিছু জায়গায় অফিসে বসা ছিলেন, আর কিছু লোকও সেখানে বসে ছিল, আমি সেখানে ভিতরে গেলাম এবং কেউ আমাকে লক্ষ্য করেনি। তারপর হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়েছেন, এবং তার হাতে একটি কাগজ ছিল এবং তিনি বলেন, "Hi India" আমি বললাম

যে কেন তিনি এটা বললেন? তারপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট সবাইকে কাগজপত্র দেখিয়েছেন এবং আমি ঐ কাগজটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম, সেখানে পাকিস্তান এবং ভারতের মানচিত্র একই রঙের ছিল। এবং তারপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন যে এখন পাকিস্তান ভারত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তিনি মানচিত্রে স্বাক্ষর করেন এবং জোরে জোরে হাসলেন, এবং এটি সাইন ইন করার পরে মানচিত্র দেখিয়েছেন, এবং হাসতে থাকেন যে, এখন ভারত পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই দেখার পরে, আমি মাথায় প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলাম এবং বললাম "Oh No", আমি বুঝলাম তিনি বলেছিলেন, "Hi india" এর পরিবর্তে "Hail India", আমি তার পরিকল্পনা বিশ্বাস করতে পারছিলামনা এবং পিছন ফিরে দৌড় দিলাম। আমি পাকিস্তানের জনগণকে বলেছিলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফিলিস্তিনের পরে পাকিস্তানের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছেন, জেগে উঠুন এবং এই দেশটি বাঁচান, তারা বলেছিল যে, কাসীম, এই ধরনের পরিকল্পনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্বে তৈরি হলেও কিছুই হয়নি এবং পাকিস্তান এখনও এখানে আছে, এবং আমাদের সেনাবাহিনী খুব শক্তিশালী এবং কেউই পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনা। এবং আমরা আগেও বহুবার ভারতকে পরাজিত করেছি, আমি বললাম হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দমনমূলক বাহিনীকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, এবং এই সময় ভারতের অন্যান্য বাহিনীও আছে, আপনার সবকিছু মনে নেই যে, মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধে একই কথা চিন্তা করে বলেছিল যে, তারা প্রাথমিক ভাবে মনে করেছিল যে তারা যুদ্ধ জয় করেছে। এবং হঠাৎ করে তারা রক্ষীবাহিনী দ্বারা বন্ধি হয়। ছকগুলো পরিবর্তন হয়েছিল এবং মুসলমানদের ক্ষতি হয় গুরুতর, আমাদের শত্রুকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয় এবং তারা পরিকল্পনা করছে, আমরা আমাদের দেশকেও রক্ষা করতে চাই। তারপর আমি অন্য পথে গিয়েছিলাম। পথে আমি আকাশে উড়ন্ত কিছু পাখি দেখেছি। আমি বললাম, এসব পাখি কি? যখন আমি দেখলাম তাদের তুলনায় পাখি ছিল না কিন্তু কিছু বাহিনীর বিমান খুব উচ্চ উঁচুতে উড়ছিল, আমি পাকিস্তানের আকাশ সীমায় উড়ন্ত অচেনা প্লেন দেখে চিন্তিত হয়ে উঠি। তারপর আমি কিছু বিশাল বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে কিছু মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হল এবং তাদেরকে বললাম। এবং তারাও বলেছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এটি যত্ন নেবে, চিন্তা করনা। আমি বললাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কত কাজ করবে? তারা সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ? আপনারা কোন কিছুর জন্য দায়ি হবেন না? আমি বললাম যে সেনাবাহিনী সবকিছু করতে পারে, কিন্তু তহবিল

অভাবের কারণে তারা সর্বত্র রক্ষা করতে সক্ষম হয়না, অনেক জায়গা দুর্বল, এবং পাকিস্তানও টাকা হারাচ্ছে, সেনাবাহিনী তহবিল ছাড়া যুদ্ধ করতে পারেনা। তারপর আমি সেখান থেকে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়িতে আসলাম এবং ভাবতে শুরু করলাম যে, এই সমস্ত মানুষ ঘুমাচ্ছে, কীভাবে তাদের পরিকল্পনা সম্পন্ন করা থেকে থামানো যাবে? এবং স্বপ্নটি এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানে ফিরছেন নওয়াজ শরিফ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন ৭ মে ২০২১ তারিখে দেখেছিলাম, আমি দেখি পাকিস্তানে বড় কোনো ঘটনা ঘটার পর একদল বাদে সবদলই খুশি হয়ে যায়। তারপর আমি দেখি যে, তারা পুরো প্রোটোকল সহ নওয়াজ শরীফকে ফিরিয়ে আনছে এবং এবার নওয়াজ শরীফকে অনেক শক্তিশালী দেখাচ্ছে এবং তার সমস্ত অনুসারীরা তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছে এবং মরিয়ম তাদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য / এজেন্ডা সফলভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের খুব খুশি দেখাচ্ছে। তাদের খুশির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে মানুষ সবধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিল কিন্তু তবুও নওয়াজ শরিফ সফল হন। এবং আমি নিজেকে মরিয়ম নওয়াজের পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি এবং আমি স্বপ্নে খুশি ছিলাম কারণ আমার বক্তব্য সত্য হচ্ছে। এরপর আমি মরিয়ম নওয়াজের কাছাকাছি এসে বলি যে আমার বক্তব্য আমি যেভাবে বলেছি সেভাবেই সত্য হচ্ছে। তারপর তিনি আমাকে ইতিবাচক উত্তর দেন যে, হ্যাঁ, আপনার বক্তব্য সত্য হয়েছে। স্বপ্নে, মরিয়ম নওয়াজকে আমার এই কথা বলার অর্থ ছিল এই যে, আমার অতীতের বক্তব্য যেমন সত্য হয়েছে, তেমনি আমার ভবিষ্যতের বক্তব্যও সত্য হবে, ইনশাআল্লাহ। আর এরপরেই স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এর মৃত্যু)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২ মে ২০১৮ তারিখে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই স্বপ্নে আমি দেখি যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, তিনি অযোগ্য হয়ে আছেন এবং তিনি সারা দেশে বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত করেন এবং তার বিখ্যাত স্লোগান নিয়ে প্রতিবাদ করছেন ‘Mujhe Kiyu Nikala’ মানে, কেন আমাকে অযোগ্য

করছেন! এটা অন্যায় এবং এটা হয় না। একটি রাষ্ট্র বা একটি দেশ আপনি কীভাবে চালাবেন। আমি একটি ভাল চিন্তা করার পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আমি ছেড়ে দিতে যাচ্ছিনা। তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ তার সাথে থাকেন এবং সেও একই সাথে একই ধরনের প্রতিবাদ করছেন। অনেকে নওয়াজ শরীফের ভাষণের সাথে উপহাস করে এবং তারা তাদের অভিমুখে হাসে। তারা তার বিরোধিতায় অবস্থান করে এবং এর বিরুদ্ধে পাল্টা বর্ণনা করে কিন্তু নওয়াজ শরীফ এখনো ফিরে আসেনা। এরপর নওয়াজ শরীফের রাজনৈতিক কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায় এবং তার বক্তব্য প্রকাশ করা হয়না। অনেক মানুষ তার রাজনৈতিক দল ছেড়ে চলে যায় এবং এর ফলে তার জন্য আরো সমস্যা এবং সংকটময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণে তিনি অনেক মানসিক চাপ পায় এবং এই কঠিন পরিস্থিতির বাইরে কীভাবে বের হতে হবে তা বুঝতে পারেননা। নওয়াজ শরীফ তার ক্ষমতা হ্রাস করে রাখে কিন্তু তিনি আগের চেয়ে আরও বেশি প্রতিবাদ করছেন। তারপর তিনি নিজের বাড়িতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেন এবং সেখানে তার প্রতিবাদ রেকর্ড করা শুরু করেন যে আমার সাথে অবিচার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কেউ আমাকে থামাতে পারবেনা এবং আমার ঘরে বসে থাকার পরও আমি সারা বিশ্বের কাছে আমার বার্তা পাঠাচ্ছি। তিনি বলেছেন যে তারা আমার কার্যক্রম সীমিত করছে এটা সঠিক জিনিস নয় এবং তার কন্যা সর্বত্র তার সাথে থাকেন এবং সম্পূর্ণভাবে তার অবস্থান সমর্থন করেন। অনেকে নওয়াজ শরীফ এর বিরুদ্ধে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এবং মানসিক চাপের কারণে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। আমি এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং তারপর আমি দেখি নওয়াজ শরীফ তার রুমের দিকে যাচ্ছেন। তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ ইন্টারনেটে বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে ব্যস্ত। কিছু শক্তি এই অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে, তারপর আমি দেখি কিছু শত্রুরা নওয়াজ শরীফের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে কিছুটা ভুল হচ্ছে এবং আমি নওয়াজ শরীফের বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করি। যখন আমি সেখানে পৌঁছাতে পারি, আমি বাড়ির এক পাশে কিছু দুষ্কর্মকারী খুঁজে পাই এবং তারপর ভিতরে প্রবেশ করার জন্য একটি ভিন্ন প্রবেশদ্বার ব্যবহার করি। সেখানে একটা বড় হল এবং এটা বিভিন্ন পথে এগিয়ে যায়, আমি এমন পথ খুঁজছি যে আমাকে নওয়াজ শরিফের রুমে নিয়ে যাবে। তারপর আমি দেখতে পাই যে সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা এক পাশ থেকে আসছে এবং মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীও নওয়াজ শরীফকে সাহায্য ও রক্ষা করার চেষ্টা করছে। যখন আমি এটা দেখি যে আমি নিজে বলেছি যে যদি

কিছু ঘটে নওয়াজ শরীফ এর সাথে তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যাবে এবং এ কারণে সেনাবাহিনী তাকে রক্ষা করার জন্য এখানে রয়েছে। সেনা কমান্ডো নওয়াজ শরিফের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন হঠাৎ খবর এসেছে যে নওয়াজ শরীফ মারা গেছেন এবং এই শুনে আমি নিজেকে বলি যে সম্ভবত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সেনাবাহিনীর বিলম্ব হয়েছে। চারপাশে হাঁটার পর আমি একটা বড় কক্ষে এসে পড়ি যেখানে মরিয়ম নওয়াজ উপস্থিত আছেন এবং তিনি কান্না করতেছেন আর বলতেছেন যে, কেউ আমার বাবাকে হত্যা করেছে। এটা নিজে দেখে আমি পরিস্থিতির উপর দুঃখ প্রকাশ করেছি যা ঘটেছে তা খুব খারাপ ছিল। তারপর আমি সেখান থেকে চলে যাই, আমি কিছু দুর্বৃত্তদের দেখি কিন্তু আমি সেখানে থেকে পালাতে সক্ষম। কিন্তু এই সময়ে নওয়াজ শরীফ এর মৃত্যুর খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র হয় বিশৃঙ্খলা। পাকিস্তানের শত্রুরা এই পরিস্থিতির সুবিধা নিতে চেষ্টা করে এবং এইসব জায়গায় অস্থিরতা এবং অরাজকতা ছড়িয়ে দেয় যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং এমনকি সেনাবাহিনী তা পরিচালনা করতে সক্ষম নয়। স্বপ্নের দৃশ্য খুব ভয়ঙ্কর এবং বিরক্তিকর ছিল। যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন পাকিস্তান এবং পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায় তখন ঘটনাটি ঘটতে থাকে। যেহেতু আমি আমার স্বপ্নের মাধ্যমে প্রচার করেছি। যখন মানুষ সাক্ষ্য দেয় যে ঘটনাগুলি ঘটছে, যেমন আমি আমার স্বপ্নে দেখেছি এবং সেগুলি শেয়ার করেছি, তখন তারা আরও স্বপ্ন অনুসরণ করা শুরু করে এবং তাদের বিশ্বাস করে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইলুমিনাতি বাহিনীর পরিকল্পনা, বিমানে আগুন ধরে এবং প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়ে যায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৫ মে ২০১৭ সালের স্বপ্ন। এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, আকাশে একটি সবুজ রঙের স্তর আছে যা প্রায়-স্বচ্ছ। এবং আমি এই স্তরের মাধ্যমে নীল আকাশ দেখতে পারি। সেখানে যাত্রীবাহী বিমান আকাশে উড়ন্ত আছে এবং তারপর আমি দেখি যে, একটি যাত্রীবাহী বিমান অবতরণের জন্য নিচে আসতে থাকে। এই বিমানের মধ্যে একজন বড় নেতা উপস্থিত আছেন। হঠাৎ এই বিমানে আগুন ধরে এবং প্রচণ্ড শব্দে এটি মাটিতে পড়ে যায়। তারপর আমি দেখি যে, অন্য

একটি বিমান যা অবতরণের জন্য নীচের দিকে নামছে এবং এই বিমানেও আগুন ধরে এবং তারপর প্রচণ্ড শব্দে এটিও মাটিতে পড়ে যায়। এটা দেখে মানুষ একেবারে হতাশ হয়, আমি রাস্তার সম্মুখে দৌড়িয়ে আছি এবং দেখি সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, এবং লোকজনও সবদিক থেকে ভয়ের কারণে দৌড়াচ্ছে। তারপর আমি আমার বাড়ির ছাদে ফিরে যাই। আমি দেখেছি আকাশে সবুজ স্তর সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এতে নীল রঙের প্যাচ রয়েছে এবং এতে এখন নীল এবং সাদা স্তর আছে। আমি নিজে চিন্তিত যে, হঠাৎ আকাশে কি ঘটেছে যে, এটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে? তারপর আমি একটি অনুভূতি পাই যে, এইসব মন্দ বাহিনীদের, যারা সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করতেছে এবং আকাশের পরিবর্তিত রং হল এর একটি চিহ্ন। তারপর আমি লক্ষ্য করি যে, আকাশে কোন উড়ন্ত বিমান নেই। যার মানে হল যে, মন্দ বাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সবকিছু নিয়েছে। তারপর আমি দেখি যে, তাদের মেশিনগুলো ঘর এবং ভবনগুলো ধ্বংস করা শুরু করতেছে। তারপর এই মেশিনগুলি সেই জায়গা থেকে শুরু করে যেখানে আমি উপস্থিত থাকি। তারপর আমি আবার নিচে আসি এবং দেখি যে, অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। এবং আমি তাদের ব্যাখ্যা করি যে, এই মেশিনগুলি মন্দ বাহিনীর অন্তর্গত এবং আমাদের কিছুই নেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তারপর আমি বললাম যে, এই বাহিনীগুলির সাথে লড়াই করতে আমাদের ভারী গোলাবারুদ দরকার, এবং আমি এই ভারী গোলাবারুদ খুঁজতে বের হই। তারপর আমি একটি জায়গা দেখতে পাই এবং আমি নিজেকে এই বলি যে, আমি এখানে ভারী গোলাবারুদ খুঁজে পেতে পারি। যখন আমি সেই জায়গায় পৌঁছাতে চেষ্টা করি তখন কিছু বাহিনী কিছু সবুজ রঙের কুমির পাঠায়। এবং আমার পথে অন্যান্য ছোট ডাইনোসরের মত বিপজ্জনক প্রাণীরা সেখানে পৌঁছানো থেকে আমাকে থামায়। এই দেখে আমি ফিরে আসি এবং আমার বন্ধুদের দেখি। আমি তাদের বলি যে, তোমরা আগে যেমন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ এবং তোমরা ভালভাবে এই বাহিনীর সাথেও যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি আমার সাথে আসার জন্য এবং তারা সম্মত হয় এবং তারপর আমরা একসঙ্গে এই বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ভারতের লাহোর আক্রমণ এবং লাল পতাকা দেশের সাহায্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখের একটি স্বপ্ন। আমি আফগানিস্তানের সীমান্তের মত দেখতে পাকিস্তানী সীমান্তে একটি এলাকা দেখতে পাই। এবং শত্রুরা সেখান থেকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের পাঠায়। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই সন্ত্রাসীদের সাথে খুব ভালভাবে আচরণ করেছে এবং তাদেরকে নির্মূল করেছে। এই দেখে শত্রুরা খুব রাগান্বিত হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সবসময়ই তাদের পথে। তারপর শত্রুরা তাদের প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসীকে পাকিস্তানে পাঠিয়েছে এবং তারা তাদেরকে রাতে দেখার দৃষ্টি যন্ত্র ও আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি তারা পাকিস্তানী এলাকায় প্রবেশ করে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের চলাফেরাকে তাদের পদ্ধতিতে সনাক্ত করে এবং প্রতিটি সন্ত্রাসীকে বের করে দেয়। এইসব দেখতে পেয়ে সন্ত্রাসীরা খুব হতাশ এবং রাগান্বিত হয়, কারণ তাদের কোন পরিকল্পনাই কাজ করেনা। তারপর তারা পরিকল্পনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় অভ্যন্তরীণ আক্রমণ চালানোর, পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল করে দেয়ার জন্য এবং তারপর সীমান্ত থেকে আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্যের মধ্যে তারা কিছু ধরণের ভাইরাস বা রাসায়নিক মিশ্রিত করে এবং খাবার খাওয়ার পরে সেনাবাহিনী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় এবং তারা চারপাশে নড়াচড়া করতে পারেনা। তারপর শত্রুরা বলল যে, এখন আমরা পাকিস্তানে আক্রমণ করব। এবং ভারত পূর্ব সীমান্ত থেকে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে এবং আফগানিস্তান পশ্চিম সীমান্ত থেকে আক্রমণ করে। তারপর ভারত লাহোরে একটি বিশাল খারাপ আক্রমণ শুরু করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই হামলাটি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়না। তারপর পাকিস্তানের মানুষ অস্ত্র ও গোলাবারুদ নেয় এবং ভারতের সাথে লড়াই করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে লড়াইয়ের জন্য আমিও সীমান্তের দিকে নজর দিচ্ছিলাম। আমি একটি বড় মেশিন বন্দুক খুঁজে পাই এবং আমি শত্রুকে গুলি ছোড়া শুরু করি। আমার সাথে অন্যান্য সৈন্য আছে। যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ একসঙ্গে লড়াই করে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিপরীতে তারা চুপ থাকে। এই সময় আমি আমাদের লোকজনদের বলি যে, আমাদের ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। এবং আমাদের জনসাধারণকে একটি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করুন কারণ আমরা ভারতীয় সেনাদেরকে খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য

থামাতে পারবনা। কিছু লোক বলে যে, আমরা এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি এবং আমরা মরতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা ফিরে যাব না। তারপর যখন আমরা শহরে ফিরে যাই তখন কিছু লোক বলেছিল যে, যদি সেনাপ্রধান কাসীমের স্বপ্ন বিশ্বাস করতেন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতেন তবে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত। এবং এইসব বিশৃঙ্খলার সময় লাহোরের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর আমি একটি জায়গায় যাই যা একটি ভবনের একটি ভূগর্ভস্থ ভিত্তির মত। তারপরে মনে হয় আমি কিছু জায়গার খোঁজ করছি। এই সময়ে একটি লাল রঙের পতাকাযুক্ত দেশটি ভারতকে খুব শক্তিশালী সতর্কবাণী দেয় যে, আপনারা সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দিন যেখানে তারা আছে। অন্যথায় আমরা আপনাদেরকে ধ্বংস করব। তারপর এই দেশটি সমর্থন করে এবং পাকিস্তানকে সাহায্য করে। তারা পাকিস্তানী সেনাদের চিকিৎসা করার জন্য তাদের ডাক্তারদেরও পাঠায়। রাষ্ট্রের প্রধান তাদের নৈতিক সমর্থন প্রদর্শন করতে নিজেই পাকিস্তান সফর করেন। পাকিস্তানকে সাহায্য করার সাথে সাথে তারাও কিছু ক্ষতি বহন করে কিন্তু তবুও তারা এই বিষয়ে অভিযোগ করেনা। ভারত ড্রোনগুলির দ্বারা সস্তা কৌশল গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া পাঠায়। এই কারণে পাকিস্তানী শিশুদের একটি বিশাল পরিমাণ প্রভাবিত হয় এবং অসুস্থ হয়। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং তাঁর সাহায্য চাই। আল্লাহ্ তাঁর রহমত দ্বারা বৃষ্টি পাঠান এবং সব ভাইরাস অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর আমি কিছু গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলাম এবং আমার পথের দিকে আমি একটা এলাকা দেখি যা তৃণভূমির মত। লাল পতাকার দেশের রাষ্ট্র প্রধান, যিনি পাকিস্তানকে সাহায্য করেন, তিনিও সেখানে আছেন। তিনি মানুষের মধ্যে বসা এবং তাদের সাথে কথা বলতেছিলেন। আমাকে দেখার পর তিনি আমাকে চিনতে পারেন এবং বলেন, আপনি কাসীম, তাই না? আমি আপনার স্বপ্ন সম্পর্কে শুনেছি এবং যা ভালভাবে সত্য হওয়া শুরু হয়েছে। তাকে শুভেচ্ছা জানানোর পর আমি একটি জায়গা খুঁজতেছিলাম, এবং আমি মনে করি যে, এই জায়গা খুঁজে না পেলে আমরা এই সমস্যা থেকে বের হতে পারবনা। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানের সকল স্থানে বিশৃঙ্খলা এবং মুক্তির পথ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৩ মে ২০১৮ তারিখের একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্নটি পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলার সাথে শুরু হয় এবং সেখানে মানুষের মধ্যে অনেক আতঙ্ক হয়। পাকিস্তানের সম্পদ এবং তহবিলও সমাপ্ত হয়েছে, সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে পারছেনা এবং এই দেশটি বেঁচে থাকবে কিনা তা নিয়ে ভাবনা আছে। ভারত এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুবিধা ব্যবহার করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সদর খুলেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ হত্যা শুরু করে। পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা কম এবং তারা সীমান্ত বরাবর চলতে থাকে কিন্তু তারা সমগ্র সীমান্ত দক্ষতার সাথে প্রতিরক্ষা করতে পারেনা। প্রত্যেক পাকিস্তানী দুঃখিত হয় পাকিস্তানীদের ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য। তারপর ভারত একটি জায়গায় অন্য আক্রমনাত্মক সদর খুলে দেয় এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী চালু করা হয়। আমি কেবল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সমগ্র সহায় দুইটি হেলিকপ্টার দেখতে পাই। এই দেখে আমি নিজেকে বলেছিলাম যে, এই পরিস্থিতি আমার আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। যেখানে আমি দেখেছি যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে এবং তারা কেবল ২টি হেলিকপ্টার রেখে গেছে এবং সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে কিছু গোলাবারুদ রয়েছে। এবং অন্যদিকে একটি বড় ট্যাংক টাইপ মেশিন আছে যা ধ্বংস করা হচ্ছেনা। এই সুযোগে মানুষ সেনাবাহিনীর প্রধানকে অভিযোগ করতে শুরু করে যে, যদি পূর্বে সেনাবাহিনীর প্রধান কাসীমের স্বপ্ন বিশ্বাস করতেন, তবে আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। তখন লোকেরা আমাকে বলল, কাসীম, দয়াকরে কিছু কর এবং আমাদের এই দুঃখ থেকে বের করে দাও। যারা খারাপ পরিস্থিতিতে তাকিয়ে। আমি বললাম যে এখন খুব দেরি হয়ে গেছে, কীভাবে আমি এই জগাখিচুড়ি ঠিক করতে পারি এবং মানুষ আমাকে কী বলছে তা উপেক্ষা করি। মানুষ খুব আশাহীন হয়ে ওঠে যে, এই অসহায় অবস্থা থেকে বের হওয়ার কোন আশা নেই। তারপর ভারত কিছু জায়গায় একটি বড় অপারেশন শুরু করে এবং পাকিস্তানী মানুষ হত্যা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভারতকে বলে, এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুন! ভারতবর্ষে এই বড় অপারেশনকে প্রত্যাহার করার পর আপনি কেবলমাত্র পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং হত্যার নয়। আমি এইসব দেখে খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম যে, আমাদের ঐ অপমানের সময়টা মোকাবেলা করতে হয়েছিল এবং পাকিস্তানের জনগণও খুব মনঃক্ষুণ্ন ছিল। একবার

আবার মানুষ আমার দিকে ঘোরে এবং চেষ্টা করে এবং আমাকে কিছু করার জন্য ধাক্কা দেয়। সেনাপ্রধান বলেন, কাসীম! আমরা ভুল ছিলাম, আমাদের উচিত ছিল, যেকোন পরিস্থিতিতে আপনার কথা শোনা এবং আমাদের পাকিস্তানকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। আমরা একটি ভুল করেছিলাম এবং আমরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, দয়াকরে কিছু করুন এবং আমাদের সাহায্য করুন। আমি বললাম, আল্লাহর সাহায্য ও রহমত ব্যতীত আমি কিছুই করতে পারিনা। এ পর্যায়ে আমি দৃঢ় অনুভূতি লাভ করি যে, আল্লাহ্ যা বলবেন তা তাঁর করুণা দ্বারা ঘটবে। তারপর আমি আল্লাহর নাম স্মরণ করি এবং নিজেকে বলি যে, তারা এখনো আল্লাহর বাহিনীকে দেখেনি। তারপর আমি বাহিরে আসি এবং অনেক যোদ্ধা জেট, অন্যান্য যুদ্ধ মেশিন এবং ট্যাংক পৃথিবীতে প্রকাশিত হতে দেখি এবং যে অস্ত্রশস্ত্র দেখে ভারত পুরোপুরিভাবে নিশ্চুপ হয়েছিল। তারপর আমি বললাম, আল্লাহর সাহায্যে এখন আমরা সব ধরনের অন্ধকার শেষ করব এবং আমাদের থামানোর কেউ থাকবেনা। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানে সমস্যা ! সেনাপ্রধানের সাহায্য এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি। আমি একটি বড় ঘরে ছিলাম। সেনাবাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা একটি বৃত্তাকার টেবিলে কথা বলছিলেন। আমি বাহিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই মিটিংটি জরুরিভাবে একটি গুরুতর সমস্যা মোকাবেলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই সমস্যাটি ছিল এমন, সেখানকার মানুষ যারা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা করেছিল। তারা সাধারণ পোশাকের পোশাক পরেছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান তাদের পরিকল্পনা শুনে, পরে সে খুব বিরক্ত হয়ে গেল। তিনি বলেন যে কিছু না করতে, অথবা আমি আরোপ করব সেনা শাসন। তারপর অন্যান্য লোকজন উত্তর দিয়ে বলল আপনি আমাদের থামাতে পারবেন না এবং আপনি পরেও কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবেন না। তারপর সেনাপ্রধান নীরব হয়ে গেল। তারপর তিনি বলেন, আমি আপনাকে সতর্ক করলাম, তা করবেন না। কিন্তু তারা তাকে উপেক্ষা করেছে, এবং তাদের পরিকল্পনা করা অব্যাহত রেখেছে। রাগান্বিত হওয়ার পর, সেনাবাহিনীর প্রধান বেরিয়ে আসেন

দরজার দিকে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। যখন তিনি বাহিরের দরজার কাছাকাছি আসলেন, তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, এবং বললেন, কাসীম আমাদের সাহায্য কর। ঐ লোকদের থামাও অন্যথায় এই দেশ পৃথক হবে এবং কাজ শেষ করে আমায় দয়াকরে জানাবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করব। তিনি রুম থেকে চলে গেলেন এবং আমি বললাম, যদি সেনাবাহিনীর প্রধানরা তাদের থামাতে না পারে, কীভাবে আমি পারব? অতঃপর আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করেছি। আমি বৃত্তাকার টেবিলের উপর গিয়েছিলাম, এবং দেখলাম যে, তারা ইতিমধ্যে তাদের পরিকল্পনা শুরু করেছে। আমি কিছু সময় তারা কী করছেন তা দেখছিলাম। তারপর আমি তাদের সাথে কথা বলা শুরু করি, কিন্তু আমি মনে করি না ঠিক আমি কি বলব? তবে শেষ পর্যন্ত, আমি তাদের থামাতে সক্ষম ছিলাম। তারপর আমি সেনাবাহিনীর প্রধানের কাছে গিয়েছিলাম, এবং বললাম যে আমি তাদেরকে থামিয়েছিলাম। তারপর সেনাবাহিনীর প্রধান খুশি হয়েছিলেন এবং বললেন যে তুমি একটি দারুন কাজ করেছ, এখন আমাদের সাথে থাক তাহলে আমরা আমাদের দেশকে পুনঃনির্মাণ করতে পারব এবং শীঘ্রই আমরা শক্তিশালী হব এবং শান্তি এবং রহমত প্রসারিত হবে। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানের রাজনৈতিক কিছু লোক দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে দিতে চায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নটি ২০ অক্টোবর ২০১৯ সালে দেখেছিলাম। আমি এই স্বপ্নে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দেখেছিলাম, তখন আমি মনে মনে বলতে ছিলাম এটা সেই সময় নয় তো? যে সময় রাজনৈতিক কিছু লোক দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে দিতে চায়, তখন সেনাপ্রধান তাদেরকে নিষেধ করেন এটি করতে এবং বলেন যে, দেশের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ, আপনারা এটি করলে দেশের অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু ঐ লোকগুলো সেনাপ্রধানের কথা মান্য করেনি। আমি এ বিষয়গুলো আগে থেকে আমার স্বপ্নে দেখেছি, তারপর আমি নিজেকে বলতেছিলাম এখন ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী সে তো দেশকে ভালবাসে সে কীভাবে এই বিশৃঙ্খলাকে সামলাবে? তারপর আমি দেখেছি সরকার এবং

সরকারি দলের সমর্থকরা তাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে থাকেন এবং তাদেরকে থামানোর জন্য ধমক দিয়ে থাকেন। তারপর আমি বলেছিলাম যে, সরকারি দল নিজেরাই তাদেরকে উস্কানি দিয়েছিলেন এবং ইমরান খানও এই উস্কানির অংশ হয়ে যাবেন। তখন আমি বলতে ছিলাম এই লোকগুলোতো প্রতিবাদ করে চলে যাবেন দেশের বেশি ক্ষতি হবেনা। যাইহোক লোকগুলোর এই বিশৃংখলার পদক্ষেপটি দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সহানুভূতির কারণ হতে পারে, এবং দেশের অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে। ইমরান খানের উচিত দেশের এই বিশৃঙ্খলাকে থামানো বিস্তৃত হওয়া থেকে, ইমরান খান দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তার উচিত বুদ্ধিমানের মত কাজ করে এই বিশৃংখলা কমানো এবং বাড়তে না দেওয়া। স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানে ইসলামিক সরকার)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, লোকেরা রাজনীতি নিয়ে একটি বড় কক্ষে আলোচনা করছে যে, "পরিস্থিতি খারাপ হলে ইমরান খানের সরকার শেষ হয়ে যাবে এবং তার পরে সেনাবাহিনী বা অন্য কেউ ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।" আমি বলেছিলাম যে "যদি ইমরান খানের সরকার শেষ হয় তবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং লোকেরা আবারও ইমরান খানকে ভোট দেবে কারণ তাকে এখনও সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।" যতক্ষণ না ইমরান খানের উৎপাদনশীলতা ৩০% এরও কম হয়ে যায় মানুষ তার সাফল্যের অভাব সম্পর্কে জানতে পারবেনা এবং তারপরে আরও কিছু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমরান খানই শেষ রাজনৈতিক বিকল্প। তারপরে এমন এক জাতীয় প্রশাসনের ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে যা হবে ইসলামীক এবং এটি হবে রাষ্ট্রপতি সরকার গঠনের ব্যবস্থা। স্বপ্ন শেষ হয়।

(আল্লাহর রাগ এবং পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮ সালের এই স্বপ্নটিতে আমি দেখেছিলাম যে, আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে কিছু ব্যাখ্যা করছেন কিন্তু তারা মনোযোগ

দেয় না। আল্লাহ্ রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন- ‘‘কাসীম! আমার বার্তাটি লিখে এই লোকদের কাছে পৌঁছে দিন, তারা মনোযোগ দিচ্ছেনা। আমি তাদের উপর আমার ক্রোধ চাপিয়ে দিব।’’ আল্লাহ্ রাগান্বিত সুরে কথা বলছেন এবং আমার কাছে বার্তাটি লেখা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ্ কথা বলতে শুরু করেন এবং বলেন- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ" অর্থ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর শেষ রসূল।" এর পরে আল্লাহ্ এমন কিছু বর্ণনা করেন যা আমার মনে নেই। আল্লাহ্ রাগান্বিত হন এবং তিনি রাগান্বিত কণ্ঠে কথা বলেন, কিন্তু এই রাগ আমার জন্য নয়। আমি লিখতে থাকি এবং তারপরে কিছু লোক আমার কাছে আসে। তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্ কাসীমকে তাঁর বাণী লেখার জন্য বলেছেন এবং কাসীম তা অবিরত লিখছেন এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আল্লাহর ক্রোধ ও বিরক্তি অটল থাকে এবং তা অব্যাহত থাকে এবং আমি আল্লাহর ভয়ে আর লিখতে ভয় পাই। আমি নিজেকে বলেছিলাম, আল্লাহ্ কেন আমাকে এই বার্তাটি লিখতে বলছেন, আমার অন্য কোনও বিকল্প না থাকায় আমি এখন কী করতে পারি? তারপরে যারা আমার সাথে আছেন আমি তাদেরকে বাকী বার্তাটি লিখতে বলি। তারপরে আমি তাদেরকে বলেছি যে, আল্লাহ্ আমাকে যা কিছু বলছেন তা আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করব এবং আপনারা কেবল এটি লিখতে থাকুন এবং তাদের একজন বলেছিলেন "হ্যাঁ, এটিই ভাল, আমরা এটি লিখব।" আল্লাহ্ এইসব দেখেছেন এবং যখন এই লোকেরা প্রস্তুত হয়, তখন আল্লাহ্ কথা বলতে শুরু করেন। আমি এটি শুনি এবং লোকদের কাছে এটি বর্ণনা করি এবং তারা এটি লিখতে থাকে। এই কাজটি খুবই ভাল। আল্লাহর রাগ এবং ক্রোধ এই লোকদের জন্য নয়। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে, এই লোকেরা বেশ সাহসী যে তারা এইসব কিছু লিখতে শুরু করেছে। যখন আল্লাহ্ বাণীটি শেষ করেছেন তখন তাদের একজন বলে যে, "আল্লাহ্ যে বাণীটি বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভীতিকর।" ভারতও পাকিস্তানের কিছু অংশ দখল করবে। তখন আমি তাদের বললাম, হ্যাঁ! কিন্তু যখন আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করবেন, তখন আমরা সেই অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার করব। তারপরে এটিও ঘটতে হবে যে একটি ভূমিকম্প আসবে এবং এর পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। তারপরে কম তীব্রতার একটি ভূমিকম্প হয় এবং আমরা বুঝতে পারিনা যে এটি একই ভূমিকম্প

যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম এবং সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল যে সেই লোকেরা যারা দুটি বড় প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, এই ভূমিকম্পের পরে তাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে এবং তারা মারা গেছে। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে এটি খুবই হালকা ভূমিকম্প ছিল কিন্তু এতে তাদের ঘরগুলো ভেঙে পড়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এর পরে আরও খারাপ হয়ে যায় এবং কী ঘটছে এবং কীভাবে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা কেউ জানেনা। বিশৃঙ্খলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এটা ঠিক এভাবে ঘটেছিল যেভাবে আল্লাহ্ বর্ণনা করেছিলেন এবং সেখানে সর্বত্র ছিল অন্ধকার। তারপরে আমি কিছু পোশাক পরিধান করি এবং তারা এমনকি অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছিল এবং লোকেরা আমাকে বহুদূর থেকে দেখতে পারছিল। স্বপ্নটি এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এবং পাকিস্তান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, বসন্ত বা গ্রীষ্মের প্রথম দিকে ২০১১ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর (সিংহাসন) আরশে ছিলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলমানদেরকে পাকিস্তান সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এবং তারপর আল্লাহ্ পাকিস্তানীদের শেখানোর জন্য সবকিছু করেছিলেন কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝতে পারেনি। তারপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেকে আরব সাগরের দিকে নির্দেশ করেন এবং পাকিস্তানীদের বলেন যে "তোমরা বোঝ না।" আমি একটি ছোট মেঘ থেকে এইসব দেখছিলাম। আমি বসে ছিলাম। এইসব দেখে আমি চিন্তিত। তারপর পাকিস্তানের মানুষকে বোঝাতে নামলাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন দেখেন যে, কাসীম এই কাজটি করছে তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। ১.৫ বছর পরে আমি এই স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ দেখলাম। আমি পৃথিবীতে পৌঁছে পাকিস্তানে ঘুরেছি। তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার চারপাশে একটি সীমানা বেঁধে দেন যাতে কোন কিছুই আমার ক্ষতি করতে না পারে। তারপর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে "হে আল্লাহ্ পাকিস্তান এবং এর জনগণের প্রতি আপনার আশীর্বাদ

প্রেরণ করুন" তখন পৃথিবী আল্লাহর নিয়ামত এবং তার ভান্ডার বর্ষণ করতে শুরু করে। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(আল্লাহর কালো হেলিকপ্টার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৪ ডিসেম্বর ২০১৫ সালের স্বপ্নে দেখি আমি কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করলাম যেন আমাকে শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথে চলার সুযোগ করে দেন এবং আমাকে এমন কাজ করার সুযোগ দেন যাতে তিনি খুশি হন। এরপর একটা বিশাল আর উঁচু দালান দেখে ভিতরে গেলাম। অতঃপর আমি এগিয়ে গিয়ে বিল্ডিং এর ছাদে পৌঁছালাম এবং বললাম যে, এটাই এমন সময় যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার সাথে কথা বলবেন। এরপরই আল্লাহ্ আকাশ থেকে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বললেন যে, কাসীম! আমি আপনার জন্য একটি শক্তিশালী কালো হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি এবং তারপরে আমি আপনাকে এটি কীভাবে উড়াতে হয় তা শিখিয়ে দিব। কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টারটি এল এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে হেলিকপ্টার এবং এটি কিভাবে উড়াতে হবে সে সম্পর্কে বললেন। আমি এটি উড়িয়েছিলাম কিন্তু আমি এটি সঠিকভাবে উড়াতে পারিনি। তারপর আমি হেলিকপ্টার উড়াতে শিখেছিলাম এবং আমি হেলিকপ্টারটি উড়িয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে নিয়ে এসেছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিছু মিশনে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাই আমি তাদেরকে বললাম তাদের সাথে আমাকে নিয়ে যেতে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে এই হেলিকপ্টারটি দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, কাসীম, একদিন মুসলিম উম্মাহকে অন্ধকার থেকে বের করে আনতে আপনার প্রয়োজন হবে! তারপর সেনাপ্রধান বললেন যে, আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ! আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, এই অপারেশনের জন্য আমরাই যথেষ্ট! তাই আমি বললাম, আপনার ইচ্ছা। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশনের জন্য বেরিয়েছিল এবং আমি তাদের সাথে কিছুটা দূরে গিয়েছিলাম এবং তারপরে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম। অতঃপর

রাত হল, আমি হেলিকপ্টারে ঘুমালাম এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে এসে বললেন, 'কাসীম! পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটা কষ্টে ফেঁসে যাচ্ছে আর তাদের গোলাবারুদও শেষ হয়ে যাচ্ছে!' আমি জেগে উঠে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে যাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করি কিন্তু আমি তাদের খুঁজে পাইনি। আমি বললাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী, তারা এটাকে সামলাতে পারবে এবং তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আমার স্বপ্নে এসে বললেন, কাসীম! ইসলামের শেষ দুর্গ পাকিস্তান! জাগো! তোমার পাকিস্তানকে বাঁচাতে হবে এবং তাদের সাহায্য করতে হবে। তারপর আমি ঘুম থেকে উঠে বললাম, যখনই শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্বপ্নে দুইবার আসবেন তখনই এর অর্থ হল আমাকে সেই কাজটি করতেই হবে। তারপর আমি খোঁজ নিয়ে বলি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় গেছে? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে বলি যেন তিনি আমাকে পথ দেখান, ফলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নূর আমার সামনে হাজির হয় এবং আমি সেই নূরকে পূর্ণ গতিতে অনুসরণ করতে থাকি এবং আমি সেখানে পৌঁছে যাই যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়েছিল। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম যেখানে কিছু সন্ত্রাসী অবশিষ্ট ছিল এবং তারা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আমি তাদের মেশিনগান দিয়ে হত্যা করি কিন্তু আমি সঠিকভাবে লক্ষ্য করতে পারিনি এবং প্রচুর গোলাবারুদ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমি তাদের সবাইকে হত্যা করেছিলাম। তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম অন্য জায়গায় অপারেশন হয়েছে কিন্তু কিছু সন্ত্রাসী তখনও সেখানে রয়ে গেছে। মনে মনে বললাম, 'কাসীম! এই ছোট সন্ত্রাসীদের ছেড়ে যান এবং সেনাবাহিনীকে সাহায্য করুন।' তাই আমি আবারও হেলিকপ্টারটি দ্রুত গতিতে উড়িয়ে সেই জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন চালাচ্ছিল। মেশিনের মত একটি বিশাল ট্যাঙ্ক ছিল যা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল কিন্তু তা ধ্বংস হচ্ছিলনা এবং কেবল সেনাপ্রধান এবং অন্য দুটি হেলিকপ্টারের কাছে গোলাবারুদ ছিল। বাকি সবার গোলাবারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং পাকিস্তানের দু-একটি হেলিকপ্টারও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালাই। আমার লক্ষ্য খুব একটা সঠিক ছিল না কিন্তু আমি

আল্লাহর সাহায্যে তা ধ্বংস করে দিয়েছি। এরপর আরেকটি মেশিন আসে যা শেষেরটির চেয়ে অনেক বড় ছিল এবং সেটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এবং আমি সেই ক্ষেপণাস্ত্রটি বাতাসে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বলেছিলাম যে, তোমরা সবাই চলে যাও এবং আমাকে এই মেশিনের সাথে যুদ্ধ করতে দাও। তাই পাকিস্তান সেনাবাহিনী একপাশে গিয়ে মেশিনের সামনে দুটি ছোট ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এবং সেই মিসাইলগুলো ভিতরে যাওয়ার পর বিস্ফোরিত হয়। মেশিন ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আল্লাহু আকবার স্লোগান দেয় এবং সবাই খুশি হয়ে যায়। সেনাপ্রধান বলেছিলেন যে, আপনি সহজেই মেশিনটি ধ্বংস করেছেন, আপনার কথা আমাদের আগেই শোনা উচিত ছিল, আপনি সময়মত এসেছেন নাহলে আমাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং সেই মেশিনটিও ধ্বংস হচ্ছেনা। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম কিন্তু যাই হোক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে সঠিক সময়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্যে মেশিনগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই হেলিকপ্টার পাঠিয়েছেন এবং এর সামনে কোনো যন্ত্র টিকতে পারবেনা। আর এই স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(সেনাপ্রধানের কাছে মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি টিভিতে একটি সাক্ষাৎকার দিচ্ছি এবং আমাকে পাকিস্তান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় "কীভাবে আপনার স্বপ্নের বিজ্ঞাপন হবে?" আমি বলি, "ইমরান খান আশা করেন যে তিনি সফল হবেন কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার দল বিভক্ত হয়ে যায় এবং দলের ভিতরের লোকেরা বলে যে আপনি যদি এটি করেন তবে আমরা আপনাকে সমর্থন করব, অন্যথায় আমরা সমর্থন করবনা, সাধারণত রাজনৈতিক লোকেরা যেমন করেন। ইমরান খানও তাই করেন এবং বলেন, দেখুন এখন কী হয়। হয়ত উপায় আছে এবং তিনি এই ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করতে থাকেন কিন্তু পরিস্থিতি যখন খারাপ হয় তখন তিনি বলেন, আমি সরকার ছেড়ে দেব এবং ভেঙে দেব সমাবেশ।" তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়,

ইমরান খান আপনার স্বপ্ন কি জানতে পারবে? আমি বলি যে "আপনি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা জানেন তবে পরিস্থিতি যখন খুব খারাপ হয়ে যায় তখন ইমরান খান ভাবেন, আমি কেন ব্যর্থ হয়েছি? এবং আমার ব্যর্থতার কারণ কী? তারপর তিনি আমার স্বপ্ন বিবেচনা করেন এবং তারপর সেনাপ্রধানও আমার স্বপ্ন সম্পর্কে জানেন।" ইমরান খান সরকার ছাড়লে পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ হয়। যার কারণে দেশের পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় সেনাপ্রধানকে। তার আগে সেনাপ্রধানও আমার স্বপ্ন জানতেন এবং শেষ নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপ্রধানের কাছে আমার স্বপ্নের সাক্ষ্য দেন এবং তারপর সেনাপ্রধানকে একটি নতুন ব্যবস্থার অধীনে একজন নেতা নির্বাচন করতে হয় এবং তাকে সরকার দেওয়া হয়। এরপর শিরক বিলুপ্ত হয় এবং দেশের উন্নতি হয়। স্বপ্নটি এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম সত্যিকারের ইমাম মাহদী)

যেই ভিডিও এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা মোহাম্মাদ কাসীমের গোপন স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা তিনি অন্যদের সাথে প্রচার করতে লজ্জা পান। যিনি এই ভিডিওটি বানিয়েছেন তিনি কিছু দিন আগেই মোঃ কাসীমের কিছু গোপন স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তিনি এগুলো প্রচার করছেন কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং মোহাম্মাদ (সঃ) সরাসরি মোহাম্মাদ কাসীমকে আদেশ করেছিলেন যেন কাসীম তার সকল স্বপ্নগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। এছাড়াও মোহাম্মাদ কাসীমের এই গোপন স্বপ্নগুলি লোকজনের কাছে প্রচার করতে রাজি না তবুও তার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, এই ভিডিও বানানে ওয়ালার ইচ্ছা যেন সকল মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যে, মোহাম্মাদ কাসীম তিনি আসলে কে? এই ভিডিওতে কাসীমের গোপন স্বপ্নগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে যাতে মোহাম্মাদ কাসীমের পরিচয় এবং শেষ সময়ের দিকে মানে কিয়ামতের পূর্বে মোহাম্মাদ কাসীম যেই ভূমিকা পালন করবেন তার আরও বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য। আমরা দর্শকদেরকে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিই। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শেষ নবী এবং রসূল।

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, তিনি এই স্বপ্ন ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দেখেছেন, তিনি বলেন, আমি নিজেকে একটি ট্রেনে দেখি এবং আমার কিছু লোকদের সাথে আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাচ্ছি। পথে ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের ট্রেনকে আক্রমণ করে এবং তারপর আমি আমার শাহাদাত আঙ্গুলে আল্লাহর নূর ব্যবহার করে আল্লাহর রহমতে তাদের পরাস্ত করে হত্যা করি। আমি অনেক স্বপ্নে আমার শাহাদাত আঙ্গুলে আল্লাহর এই নূর দেখেছি কিন্তু আমি ঠিক জানি না যে, এটা কি বা কিভাবে ব্যবহার করি। হয়ত এটা কোন প্রতীকী আল্লাহই ভালো জানেন। ইয়াজুজ মাজুজের স্বপ্নে আমি এই প্রথম দেখলাম ও জানলাম যে, আমার শাহাদাত আঙ্গুলে প্রকাশিত হওয়া আল্লাহর এই নূরকে আমি কিভাবে ব্যবহার করি। ট্রেনে কিছুক্ষণ পর আমি ও আমার সঙ্গীরা ফজরের সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছে যাই। আমি ট্রেন থেকে নামলাম এবং আমার ভাইবোনও আমার সাথে আছে। যখন আমার ভাই বোন আমার মধ্যে সমস্ত নিদর্শন দেখেন এবং তাদের সামনে হযরত ঈসা (আঃ)কে দাড়িয়ে থাকতে দেখেন তখন তাদের মধ্য থেকে এক জন সত্য জানতে পেরে বলেন যে, কাসীম এখন বুঝতে পারলাম যে তুমিই আসলে ইমাম মাহদী। এটা শোনার পর আমি তাদের দিকে ফিরে হাসলাম এবং আমি মনে মনে ভাবি যে এত কিছু ঘটেছে এবং আমার ভাইবোন ৩ বিশ্বযুদ্ধ, গাজওয়া ই হিন্দ দেখেছে, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ দেখেছে এবং অন্যান্য ঘটনা সহ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং এখন শুধুমাত্র ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখার পর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, আমিই ইমাম মাহদী। তারপর আমি এবং আমার সঙ্গীরা বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলাম এবং ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেল। আমি তখন কাউকে বলতে শুনি যে এখন ফজরের নামাযের সময় হয়েছে এবং আমাদের আগে নামাজ পড়তে হবে। এ সময় ঈসা আলাইহিস সালাম উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, আজ কাসীম নামাজের ইমামতি করবেন। আমি তখন তাকে জবাব দিয়ে বলি যে, একজন নবীর উপস্থিতিতে আমি এমন কে যে নামাজের ইমামতি করবে, আপনাকে অবশ্যই নামাজের ইমামতি করতে হবে। এবং ঈসা আলাইহিস সালাম জবাবে আবারো বলেন যে, না, আজ আপনাকে নামাজের ইমামতি করতে হবে। ঈসা আলাইহিস সালাম বারবার জোরাজুরি করেন এবং বলতে থাকেন যে কাসীম আমি

আপনার পিছনে নামায পড়তে চাই যাতে এই সমস্ত লোকেরা সাক্ষ্য দিতে পারে যে আমি নিজে এখানে নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলাম অনুসরণ করতে এসেছি এবং আমি এখানে অন্য কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে আসিনি। আমি এখানে নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করতে এসেছি এবং আমি নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক উম্মতের পিছনে নামাজ পড়তে চাই, যখন লোকেরা এই কথা বুঝতে পাড়ল। তখন আমি ইসা আলাইহিস সালামের অনুরোধে রাজি হই এবং বলি যে, ঠিক আছে, আমি এইবার ইমামতি করছি কিন্তু এখনের পর আপনাকে অন্য সকল নামাজের ইমামতি করতে হবে। এর উত্তরে ঈসা (আঃ) বলেন ঠিক আছে, আমি এটা করতে পারি। এটাই হল সেই সময় যখন আল্লাহর পৃথিবীতে মাত্র কয়েকজন মুমিন বেচে আছে, অনেক মুসলিম দাজ্জালের বাহিনী দ্বারা নিহত হয়েছে। আমি এবং আমার সঙ্গীরা মদিনায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে আমাদের বাকি জীবন শান্তিতে কাটাই। আমি দেখেছি যে, ঈসা আলাইহিস সালাম বিয়ে করেছেন এবং তার একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। কিন্তু আরও কিছু মানুষ আছে যারাও পৃথিবীতে রয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার তারা কাফির এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। তারা ইয়াজুজ মাজুজের কারণে কোথাও লুকিয়ে থাকে এবং ইয়াজুজ মাজুজ মারা যাওয়ার পর তারা আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসে। এবং তারা আবারো ইবলিসকে পূজা করতে শুরু করে। এবং ইবলিস লোকজনের মধ্যে প্রকাশ্যে বেড়িয়ে আসে। আমি স্বপ্নে ইবলিসকে অনেক বার দেখেছি। সে একজন জরাজীর্ণ এবং বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহর লানত তার উপর পরুক। অবশেষে আমি পৃথিবীর জন্তু দাব্বাতুল আরদকেও দেখেছি যার উপমা ছোট শিংওয়ালা একটি ছাগলের মতো সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার গায়ের রঙ দেখতে হাতির দাতের মত হাল্কা সাদা। আল্লাহ্ ভাল জানেন। স্বপ্ন শেষ হয়।

শাহাদাত আঙ্গুল আলাদা করে রাখেন

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা এবং ঘোষণা করা যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর শেষ নবী এটি ইসলামের ভিত্তি এবং

এটি না বুঝে এবং স্বীকৃতি না দিয়ে কেউ মুসলিম হতে পারে না। এই বিষয়ে, আজ আমি আপনাদের সাথে মোহাম্মাদ কাসীমের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা শেয়ার করব। এ সম্পর্কে জানার পর আপনি নিশ্চিত হবেন যে মোহাম্মাদ কাসীমের অন্তরে আল্লাহ ও নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্য কি আছে। আমি আসলে মোহাম্মাদ কাসীমের কাছ থেকে সরাসরি এই বিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করেছি এবং আমরা এই ভিডিওতে পরে তার অডিও রেকর্ডিং (তার উত্তর) চালাব এর আগে এ নিয়ে একটু গল্প করি, কিছুকাল আগে মালয়েশিয়া থেকে একদল লোক পাকিস্তানে মোহাম্মাদ কাসীমকে দেখতে গিয়েছিলেন তারা মোহাম্মাদ কাসীমের সাথে একটি ছবি তুলেছিলেন এবং দ্বিতীয় ছবিতে তারা তাদের শাহাদাত/তর্জনী তুলেছিল আমি এই ছবিটি সম্পর্কে মালয়েশিয়ার কিছু লোকের সাথে কথা বলেছিলাম এবং তারা আমাকে বলেছিল যে মোহাম্মাদ কাসীম তার শাহাদাত / তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে অনন্য কিছু করেন তাই আমি আরও অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলাম, মোহাম্মাদ কাসীম তার আঙুল দিয়ে কী করেন এবং কেন করেন। তা জানতে আমি মোহাম্মাদ কাসীমের কিছু পুরানো ছবি দেখলাম এবং আমি লক্ষ্য করলাম যে মোহাম্মাদ কাসীম শাহাদাত আঙুল আলাদা করে রেখেছেন। আমি আরও কিছু লোকের সাথে কথা বলেছিলাম যারা অতীতে মোহাম্মাদ কাসীমের সাথে থেকে ছিলেন এবং তারাও মোহাম্মদ কাসীমের এই অভ্যাস সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। এমনকি যখন তিনি ঘুমিয়ে থাকেন, মোহাম্মদ কাসীম তার শাহাদাত/তর্জনীকে আলাদা রাখেন বা উঁচু করে রাখেন। তাহলে এখন আসুন মোহাম্মদ কাসীমের কাছ থেকে শুনি কেন তিনি এমন করেন?

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম এবং আমি নামাজ বা সালাহ পড়তাম, আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমরা নামাজের সময় শাহাদাত পাঠ করতাম এবং তর্জনী উঠাতাম। তখন ভাবতাম আমরা কেন শুধু নামাজের সময় এটা করি কেন আমরা শাহাদাত (একত্ববাদের স্বাক্ষী) সব সময় দেই না? নামাজের সময় আমরা যেমন শাহাদাত দেই, আমি মনে মনে সবসময় সাক্ষ্য দিতে চেয়েছিলাম। তাই আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ এক এবং হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শেষ নবী। এখন স্পষ্টতই কখনও কখনও আমাদের মোটরবাইক বা গাড়ি চালানোর কাজ করতে হয় তাই আমাদের উভয় হাত ব্যবহার

করতে হয় এবং কখনও কখনও আমি এটি করতে পারি না কিন্তু তারপরও আমি আমার শাহাদাত/তর্জনী আলাদা রাখার চেষ্টা করি যাতে আমি নিজেকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকি এবং সাক্ষ্য দিতে পারি যে আল্লাহ এক এবং হযরত মোহাম্মাদ আল্লাহর শেষ নবী। তাই এটি আমার উদ্দেশ্য এবং আমি ১৭ বছর বয়স থেকে আমার শাহদাত বা তর্জনীকে এভাবে আলাদা করে রাখছি। তাই এখন আমার বয়স প্রায় ৪৫ তাই এটি ৩০ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে এবং আল্লাহ আমার মনে এটি রেখেছেন তাই আমি একইভাবে এটি করছি।

তাই এটা জানার পর বুঝতে পারবেন আমাদের নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ও আল্লাহর জন্য মোহাম্মাদ কাসীম তার হৃদয়ে কতটা শ্রদ্ধা ধারণ করেন। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন এবং আল্লাহ অবশ্যই আমাদের অন্তরের কথা এবং আমাদের সমস্ত গোপন কথা জানেন। এবং বিষয়টি আমার খুব অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে যে, তার অল্প বয়স থেকেই মোহাম্মাদ কাসীম ক্রমাগত নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার আঙুলটি আলাদা রেখেছিলেন। এবং তার উদ্দেশ্য হল তাকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্ এক এবং নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) তার শেষ রসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি ৩০ বছর ধরে আল্লাহর একত্ববাদ এবং আমাদের নবীর সম্মানের সাক্ষ্য বহন করার অবস্থায় থাকে এবং আল্লাহ ও নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জন্য এটি অব্যাহত রেখেছেন, এই ধরনের ব্যক্তি মিথ্যাবাদী কারসাজি বা মিথ্যা দাবিদার হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মাদ কাসীমের সমস্ত স্বপ্ন সত্য এবং একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে এবং সেগুলি যেভাবে তিনি দেখেছিলেন ঠিক সেভাবেই ঘটবে। মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন আমাদেরকে সতর্ক করে যে, কিয়ামতের বড় লক্ষণগুলো বাস্তবে আমাদের জীবদ্দশায় ঘটবে। যারা মোহাম্মাদ কাসীমকে দোষারোপ করেন বা তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি নির্দেশিকা এবং স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবেও কাজ করবে বলে আমি আশা করি। কাসীমের অন্তরে আল্লাহ ও নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্য কী আছে তা তাদের চিনতে হবে এবং ভুল সিদ্ধান্তে আসা এড়িয়ে চলতে হবে।

শেষ সময় সম্পর্কে কিছু হাদীস

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সত্যের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং তাদের ইমাম তাকে নামাজের নেতৃত্ব দিতে বলবেন। কিন্তু ঈসা (আঃ) উত্তর দেন যে আপনি এর বেশি অধিকারী এবং সত্যই আল্লাহ এই উম্মাতের মধ্যে তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের উপর সম্মানিত করেছেন।’’

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই মারিয়াম পুত্র ন্যায় বিচারক হিসেবে তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন ও শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া বাতিল করবেন এবং সম্পদ এত বেশি হবে যে কেউ তা গ্রহণ করবে না।’’

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি সংস্করণ অনুসারে এটি লেখা হয়েছে, "আল্লাহর কসম, মরিয়ম পুত্র অবশ্যই ন্যায়বিচারক হিসাবে অবতীর্ণ হবেন, তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে শূকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া বাতিল করবেন, যুবুতি উটনিগুলোকে একা ফেলে রাখা হবে এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও কেউ তাদের প্রতি আগ্রহ দেখাবে না এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং যখন তাদেরকে সম্পদ দেওয়ার জন্য ডাকা হবে তখন কেউ তা গ্রহণ করবে না।’’

আল-নাওয়াবী আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত করেন, ‘‘এর অর্থ হল যে সম্পদের প্রতি কোন আগ্রহ থাকবে না এবং প্রচুর সম্পদ রাখার ইচ্ছা থাকবে না; কিছু ইচ্ছা থাকবে এবং কোন চাওয়া থাকবে না এবং জ্ঞান থাকবে যে কিয়ামতের পর পুনরুত্থান নিকটে রয়েছে।’’ যুবুতি উটনির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা উটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আরবদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এটি সেই আয়াতের মতো যেখানে আল্লাহ বলেছেন এবং যখন গর্ভবতী উটগুলিকে অবহেলা করা হয়।

“এই শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এবং কেউ তাদের প্রতি কোন আগ্রহ দেখাবে না তা হল যে তাদের যত্ন নেওয়া হবে না এবং তাদের মালিকরা তাদের অবহেলা করবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে না এটি মুসলমানদের ধার্মিক বিশ্বাস এবং প্রসারের একটি পর্যায় হবে।”

মানুষ সাত বছর থাকবে কোনো দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো শত্রুতা না থাকলে, তারপর আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে শীতল বাতাস প্রেরণ করবেন এবং পৃথিবীতে এমন কেউ থাকবে না যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ নেকি বা কল্যাণ থাকবে। কিন্তু এই ঈমান তার মৃত্যু ঘটাবে এমনকি যদি তোমাদের কেউ পাহাড়ের বুকে প্রবেশ করে তবে তা তার উপর প্রবেশ করবে এবং তাকে মৃত্যুবরণ করাবে। সেখানে সবচেয়ে খারাপ লোক ছাড়া আর কেউ থাকবে না যাদের উপর কিয়ামত আসবে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামত আরম্ভ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে না যে আল্লাহ আল্লাহ বলে।”

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “মানুষের সবচেয়ে খারাপ লোকদের মধ্যে তারাই হবে যাদের উপর কিয়ামত আসবে যখন তারা জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে উপাসনাস্থল হিসেবে গ্রহণ করবে।” তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ লোক অবশিষ্ট থাকবে যারা পাখির মতো নির্লিপ্ত হবে এবং বন্য পশুর মতো নিষ্ঠুর হবে তারা কোনো ভালোকে স্বীকার করবে না বা কোনো মন্দকে নিন্দা করবে না তখন শয়তান তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং বলবে তোমরা কি আমার কথা শুনবে না? তারা বলবে আপনি আমাদেরকে কি করতে আদেশ করবেন? সে তাদেরকে মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের প্রচুর রিযিক ও সুন্দর জীবন থাকবে সেখানে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে।

আল-নাওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী সম্পর্কে বলেছেন, “সবচেয়ে মন্দ লোককে ছেড়ে দেওয়া হবে যারা পাখির মতো উদাসীন হবে এবং বন্য প্রাণীর মতো নিষ্ঠুর হবে।” পণ্ডিত বলেন, এর অর্থ হল, খারাপ কাজ করতে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের তাড়াহুড়োয়

তারা হবে পাখির মতো এবং তাদের শত্রুতা ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে তারা বন্য পশুর মতো হবে।

(আব্দুর রহমান কিভাবে দাজ্জাল হল)

ইমাম মাহদী মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, যখন আমার বয়স ১৩ বছর ছিল এবং প্রথম বার আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল (সঃ)কে স্বপ্নে দেখেছি তখন থেকেই আমি অন্য একজন ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে আসতেছি। আমার প্রথম স্বপ্নে আল্লাহ্ তাকে আব্দুর রহমান নাম বলে ডাকে। সে অনেক ভাল, ধার্মিক এবং পরহেজগার মানুষ ছিল। আল্লাহ্ আমাকে আব্দুর রহমানের উদাহরণ দিত যে, কাসীম, তুমিও নিজেকে তার মত নেক এবং সত্যিকারের মুসলমান বানাও। কিন্তু ২০১৫ সালে প্রথম বার আল্লাহ্ তাকে দাজ্জাল বলে ডেকেছে। এসব কিভাবে হল? সে একজন নেক ও পরহেজগার মুসলমান থেকে কিভাবে দাজ্জাল হল আসুন জেনে নিই, কাসীম বলেন, শুরুতে আমি আমার স্বপ্নে দেখি যে, কোন কাজের জন্য আল্লাহ্ ২ জন বান্দাকে নির্বাচিত করেন। আমাকে নির্বাচিত করেন রসুল্লাল্লাহ মোহাম্মাদ (সঃ) এবং তাকে মানে আব্দুর রহমানকে কে নির্বাচিত করেছে তা এখনো আমি জানতে পারিনি। ঐ ব্যক্তি আব্দুর রহমান অনেক ধনী ছিল এবং আরব দেশের কোন এক আলিশান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে আমি পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করি এবং গরীব ছিলাম। আল্লাহর কোন বড় কাজ করাতে হবে এবং এর জন্য আমাদের ২ জনের মধ্য থেকে কোন ১ জনকে নির্বাচিত করতে হবে। আল্লাহ্ আমাকে বলেন, তুমি নিজে নিজেকে ঠিক কর। তারমানে ঠিক তেমন যেমন আল্লাহ্ চান কোন মোসলমান ব্যক্তি হবে। তারপর আল্লাহ্ আমাকে এক ব্যক্তির মানে আব্দুর রহমানের উদাহরণ দেওয়া শুরু করে যে, কাসীম ঐ ব্যক্তি এমনই যেমন আমি চাই। তারপর আল্লাহ্ আমাকে এমনকি দেখান যে, ঐ ব্যক্তি মানে আব্দুর রহমান অনেক ভাল, ধার্মিক এবং পরহেজগার ছিল। তার উত্তম চরিত্র এবং নম্রতার সাথে সে লোকদের সাথে আচরন করে। আল্লাহ্ আমাকে বলেন, কাসীম, সত্যিকারের মুসলিম এমনই হয়। আমি বলি, সে ত বহুতই নেক এবং পরহেজগার মানুষ। আমি ত এমন হতে পারব না। আমাদের মধ্যে ৩টি পরিক্ষা হবে যে যত বেশি নাম্বার পাবে সেই ঐ কাজের জন্য নির্বাচিত হবে যেই বড় কাজটা আল্লাহ্ করাবেন এবং যে আমাদের মধ্যে

বিজয়ী হবে আল্লাহ্ তাকে তার ইচ্ছামত ৫টি শক্তি বা ৫টি ক্ষমতা দান করবেন। এটা এই জন্য যে, যেই কাজ তাকে করতে হবে তা করার জন্য ঐ শক্তি তাকে সাহায্য করবে। আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম পরিক্ষায় আমি বিজয়ী হই। আমি ৫ নাম্বার পাই এবং সে ৪ নাম্বার পায় কিন্তু দ্বিতীয় পরিক্ষায় আমি যোগ দিতেই পারিনি এবং অনুপস্থিত থাকি। আমার অনুপস্থিতির কারণে তৃতীয় পরিক্ষায় আমরা পৌছাইই না এবং সে বিজয়ী হয়ে যায় এবং ঐ কাজের জন্য নির্বাচিত হয়ে যায়। যেই কাজটা আল্লাহ্ করাবেন। এখানে একজন ব্যক্তি যে এসব দেখতেছিল সে আমাকে বলে, কাসীম, তুমি ব্যর্থ হয়েছ, তোমাকে আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে, এখন তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতের জীবন কিভাবে পার করবে? আমি তাকে বলি আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারাবে না, আল্লাহর রহমত থেকে ত শুধু কাফিরাই আশা হারায়। তারপর আমি সামনে যাই এবং খুবই সুন্দর একটা জায়গায় পৌছাই। আমি দেখি যে, ঐ ব্যক্তি আব্দুর রহমান এবং তার এক সাথী ঐখানে বসে থাকে কারণ সে বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ কাজের জন্য নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিল। যে কাজটা আল্লাহ্ করাবেন এবং নিয়ম অনুযায়ী এখন তার ইচ্ছামত ৫টি ক্ষমতাও সে পাবে। মানে হচ্ছে সে যে কোন ৫টি ক্ষমতা আল্লাহর কাছে চাইতে পারবে এবং আল্লাহ্ তাকে তা অবশ্যই দিবেন। তাকে দেখে আমার মনে একটি শয়তানি চিন্তা আসে আমি বলি কাসীম ২ জন ব্যক্তিই নির্বাচিত হয়েছিল ঐ কাজের জন্য যেই কাজটা আল্লাহর নিতে হবে বা করাবেন। যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলি তাহলে ঐ কাজের জন্য শুধু আমিই অবশিষ্ট থাকব যেই কাজটা আল্লাহকে করাতে হবে কিন্তু তারপর আমি বলি, না, এটা ভুল কাজ। আমাকে আমার অন্তর বড় রাখা উচিত এবং কারো বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়, এমনকি যদি এটা সে ই হয়। আমি তার কাছে যাই এবং তাকে মোবারকবাদ দেই। আমি তার নাম নিয়ে বলি, আব্দুর রহমান তোমাকে মোবারক। আল্লাহ্ তার দয়ার দ্বারা সফলতা দিয়েছেন এবং ঐ কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তারপর এখানে আমি তাকে আমার সেই অসহায়ত্ব বলে দেই, যার কারণে আমি দ্বিতীয় পরিক্ষায় অংশগ্রহনই করতে পারিনি। সে এটা শুনে আমার অসহায়ত্বের ঠাট্টা করে এবং তারা ২ জন আমার উপর হাসা শুরু করে এবং হাসতেই থাকে। আল্লাহ্ এসব দেখতেছিলেন। তার এই আচরণের কারণে আল্লাহ্ অনেক রাগান্বিত হন। আল্লাহ্

তার আরশ থেকে অনেক দ্রুত আমাদের দিকে আসেন। আল্লাহ্ বলেন, কাসীম তুমিও মুসলিম এবং সেও মুসলিম। মুসলিম হওয়ার পর ত এটা হওয়া উচিত ছিল যে, সে তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে তোমার অসহায়ত্বকে উপহাস করেছে এবং তোমার উপর হাসা শুরু করে দিয়েছে। কাসীম, এখন আমি তোমাকে দেখাব যারা কাউকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করে আমি তাদের কি বিচার করি। আল্লাহ্ ঐ কাজ থেকে যেই কাজের জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়েছিল তাকে অপমানজনক ভাবে সরিয়ে দেন এমনকি ঐ ভাবেই যেভাবে শয়তান আদম (আঃ)কে হিংসা এবং অহংকারের কারণে সিজদা করেনি এবং সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এভাবেই কাউকে নিয়ে মজা করা উপহাস করাও অহংকার এবং হিংসার একটি রুপ হয়। এবং একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে নিজের থেকে নিকৃষ্ট বা কম দামী মনে করে। এবং শয়তানও আদম (আঃ)কে নিকৃষ্ট মনে করেছিল, এই কারণে তাকে সিজদা করেনি। এখানেও সে আমাকে তার থেকে নিকৃষ্ট বা কম দামী মনে করে আমাকে উপহাস করেছে এবং আল্লাহ্ তাকে ঐ কাজ থেকে সরিয়ে দাজ্জাল বানিয়ে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ আমাকে বলেন, কাসীম তাকে দিয়ে আমি যেই কাজটি করাতাম এখন ঐ কাজটি আমি তোমাকে দিয়ে করাব। যেহেতু সে বিজয়ী হয়েছিল এই কারণে আমি তাকে তার ইচ্ছামত ৫টি ক্ষমতা দিব এবং ঐ ক্ষমতাগুলো ব্যবহার করার জন্য আমি তাকে সুযোগও দিব। আমি বলি, ইয়া আল্লাহ্ যদি তুমি তাকে তার ইচ্ছামত ৫টি শক্তি দান কর তাহলে ত সে অনেক শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং আমি কিভাবে তার সাথে মোকাবেলা করব? তখন আল্লাহ্ বলেন, কাসীম তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি তোমাকে আমার নূর দিব। স্বপ্ন শেষ হয়।

(এই বাহিনীই হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ সালের একটি স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম যে, আমি আমার বাড়িতে বসে ছিলাম। বাড়িটি ছিল ভাড়ায় চালিত এবং পুরনো। আমি আমার ঘরে কিছু সংখ্যক লোকের সাথে ছিলাম। আল্লাহ্ আমার কাছে একটি উড়ন্ত যন্ত্র পাঠিয়েছিলেন এবং একটি বার্তা দিয়েছিলেন যে, শূন্যের মধ্যে একটি জায়গা আছে। তিনি আমাকে সেখানে ডেকেছিলেন। আমি খুবই খুশি

হয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে করার জন্য কিছু কাজ দিয়েছিলেন এবং জিবরাঈল (আঃ)ও সেখানে এসেছিলেন। আমি ইতোমধ্যেই ঐ যন্ত্রটিতে আরোহণ করেছিলাম। আমি তাঁর দিকে তাকালাম কিন্তু তিনি ঐ ঘরে চলে গেলেন যেখানে লোকগুলো বসে ছিলেন। তারপর আমি ঐ জায়গার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি খুব দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগুচ্ছিলাম এবং আমি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমি একটি জায়গা অতিক্রম করেছিলাম যেখানে সর্বত্র অন্ধকার ছিল এবং যখন আমি পিছনে ফিরে তাকালাম তখনো সেখানে অন্ধকার ছিল। কিন্তু আমি থামলাম না এবং সামনের দিকে এগুতে থাকলাম। হঠাৎ কিছু শত্রুবাহিনী এসেছিল এবং বলছিল যে, তাকে থামাও, যদি সে ঐ জায়গায় পৌঁছে যায় তাহলে আমরা ধবংস হয়ে যাব। তারা আমার উড়ন্ত যন্ত্রে আক্রমণ করেছিল এবং উড়ন্ত যন্ত্রটি ধবংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আল্লাহর সাহায্যে বেঁচে গিয়েছিলাম এবং শূন্যে থাকা সত্বেও আমার কিছুই ঘটেনি। আমি সংঘর্ষণ থেকে ওড়া অব্যাহত রেখেছিলাম। তারপর আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম এবং ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলামনা যে, আমি কোন পথে এসেছিলাম। তারপর আমি আনুমানিক একটি পথ নেই এবং আমি আমার বাহুদ্বয় ব্যবহার করে ঐ অভিমুখে যাচ্ছিলাম। প্রচুর শক্তি এবং শিঘ্রই আমি অনেক গতি লাভ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে শূন্যে হেফাযত করেছিলেন এবং কোন যন্ত্র ছাড়াই আমাকে উড়তে সমর্থন করেছিলেন, তাই তিনি আমাকে সঠিক পথও দেখাবেন। আমি সোজা পৃথিবীর দিকে যাব, তারপর আমার বাড়ি। আমি ওড়া অব্যাহত রেখেছিলাম এবং ভয়ও পেয়েছিলাম যে, যদি আমি ভূল পথে যাই তাহলে আমি সম্ভবত আর ফিরে যেতে সক্ষম হব না। হঠাৎ আমি পৃথিবী দেখতে পাই এবং খুবই খুশি হই। তারপর আল্লাহ্ আমাকে আমার বাড়িতে নেন। যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম, তারপর জিবরাঈল (আঃ) তখনো ঐসব লোকের সাথে বসেছিলেন। আমি অনুভব করেছিলাম, তিনি ঐসব লোকের সাথে কথা বলছিলেন এবং লোকদেরকে আমার সম্পর্কে বলছিলেন। আমি ফিরে আসার পরে তিনি আমাকে দেখা শুরু করেছিলেন। আমি বলেছিলাম যে, কেন জিবরাঈল (আঃ) আমাকে দেখছিলেন এবং কেন তিনি এখনো এখানে? আমি অনেক দূর থেকে এসেছিলাম কিন্তু তিনি এখনো এখানে এবং তিনি ঐসব লোকের সাথে বসে কি

করছিলেন? তার কিছুক্ষণ পরে জিবরাঈল (আঃ) সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং ঐসব লোকেরাও সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পরে আমি কারো সাথে সাক্ষাৎ করিনি, না আমি কারো সাথে কোন কথা বলেছিলাম। আমি চলে গিয়েছিলাম এবং অন্য একটি ঘরে বসেছিলাম। তারপর চিন্তা শুরু করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, কেন আল্লাহ্ আমাকে বলেননি যে ঐ পথে বিপদ ছিল! যদি আল্লাহ্ আমাকে বলতেন তাহলে কখনো আমি ঐপথে যেতাম না। আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আমি অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলাম এবং অনেক দূরে গিয়েছিলাম। আমি আমার সমস্ত এনার্জি ব্যবহার করেছিলাম এবং ফলাফল কিছুই ছিল না। যদি আমি অবগত থাকতাম তাহলে আমি এই ভ্রমণে যেতাম না। তারপর আমি দূর্বল হতে শুরু করেছিলাম। আমি কিছু জায়গায় গিয়েছিলাম এবং আমি ঐসব লোকের মধ্যে একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যারা ঐ ঘরে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমার সাথে কি ঘটেছিল? কেন তুমি এত বিমর্ষ? আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজ দিয়েছিলেন করার জন্য এবং আমি এটা করতে পারিনি। আমি দূর্বল হয়ে যাচ্ছি এবং এই কাজ আমার সামর্থের বাইরে। তিনি বললেন, এভাবে আশা হারাইয়োনা, এই কঠিন সময়ও অতিক্রম করতে হবে। তোমার কিছু ডাক্তার দেখানো উচিত। তারপর আমি একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি ঔষধের প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এগুলো খাও। তুমি আবারও ভাল হয়ে যাবে। আমি ফিরে এসেছিলাম এবং ভাবছিলাম যে, আমি এই ঔষধগুলো কোথায় পাব? আমি চিৎকার করেছিলাম ঐ লোকটির দিকে। তিনি বলেছিলেন, আমি জানি এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। আমি তোমার জন্য এগুলো নিয়ে আসব। তারপর আমি কিছু জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে একজন লোক একটি বাড়ি নির্মাণ করছিলেন এবং তিনি সেটা সত্যিই সুন্দরভাবে স্থাপন করেছিলেন। দেখার পরে আমি বলেছিলাম যে, আমি আশা করি যদি আমারও এরকম একটা বাড়ি থাকত! তারপর আমি দ্বিতীয় ব্যাক্তির সাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং তিনি ঘরের ঐসব লোকের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বললেন, কাসীম আমরা তোমার জন্যও একটি বাড়ি তৈরি করেছি। আমি খুবই অবাক হলাম, তারা আমার জন্যও বাড়ি তৈরি করছে? কোন জায়গায় এবং কোথায়? তিনি আমাকে একটি জায়গায় নিলেন এবং

ঘরের ঐসব লোক ও সেখানে ছিলেন। আমি বললাম যে, এই লোকগুলো একই লোক যারা ঐ বাড়িতে ছিলেন। ভ্রমণে যাওয়ার আগে আমি তাদের সাথে ছিলাম। কেন ঐসব লোক এসব আমার জন্য করেছেন? তারা কীভাবে জানল যে, আমার একটি বাড়ি চাওয়ার ছিল? ঐ লোকগুলো নিষ্ঠা এবং সততার সাথে কাজ করছিল। আমি ভেবেছিলাম যে, তারা কি আল্লাহর থেকে কোন বার্তা পেয়েছিল যে তারা এসব করেছে। তারপর ঐ লোকটি ঔষধ নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। সেই ঔষধগুলো দেখার পর আমি বলেছিলাম যে, এগুলো মাল্টিভিটামিন যেগুলো আমার বাবারও অভ্যাস ছিল খাওয়ার। তারপর আমি ঔষধগুলো নিলাম এবং ঐ বাড়িটি দেখা শুরু করেছিলাম। বাড়িটি বরং ছোট ছিল দেখার উপর। আমি বলেছিলাম যে, এটা একটি ছোট বাড়ি, কষ্ট সহকারে আমরা সকলে এটার মধ্যে মানানসই হতে পারি এবং এটার মধ্যে হাঁটাচলা করার মত যথেষ্ট জায়গাও ছিল না। আমার একটি বড় বাড়ি তৈরি করা উচিত ছিল এবং আমার মনের মধ্যে একি রকম বড় বাড়ি এসেছিল। সেটা আমি আমার স্বপ্নে প্রায়ই দেখেছিলাম। তারপর আমি বলেছিলাম, এটাই উত্তম কিছু না থাকার চেয়ে। এখনকার জন্য আমরা এই বাড়িতে থেকে তৈরি করতে পারি। তারপর যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে আমরা বড় বাড়িও পেতাম। এই লোকগুলো সত্যিই কঠিন কাজ করেছিল এই ছোট বাড়িটি তৈরি করার জন্য। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে এইসব কিছু চিন্তা করছিলাম যে, কেউ একজন আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল যে, একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে এরুপ একটি জায়গায় যেটা বিখ্যাত। আমি বলেছিলাম যে, এটা কীভাবে সম্ভব? সে বলেছিল, সবকিছু হঠাৎ ঘটেছিল। তুমি নিজে দেখার জন্য যেতে পার। যখন আমি টেলিভিশন দেখলাম, তখন সেখানে সত্যিই একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেই যুদ্ধটি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এটা একটি বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, এটি ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেসব লোক আমার সাথে কাজ করত, তারা আরো বেশি কাজ করা শুরু করেছিল এবং তারা জনগনকে বলছিল যে, ঐসবকিছু ঘটতে যাচ্ছে, যেগুলো কাসীম স্বপ্নে দেখেছিল। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম সবকিছু দেখে। আমি বলেছিলাম যে, এই মানুষগুলো খুব সৎ যারা এসবকিছু করেছিল। তারা বার্তাটি মানুষের কাছে বহন করছিল এবং তাদেরকে একত্র হওয়ার জন্য বলছিল। যদি তারা তা না করে তবে ঐ যুদ্ধে অনেক মুসলিম দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক লোক তাদেরকে ঘিরে

বসেছিল এবং এগুলো শুনছিল এবং অনেকে বিশ্বাসও করেছিল। আমি বলেছিলাম যে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত এবং দেখা উচিত সেখানে কি ঘটছে। যখন আমি সেখানে পৌঁছলাম তারপর একটি তীব্র যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে। আমি বুঝতে পারছিলামনা যে, আমার কি করা উচিত। মুসলিমরা খুব খারাপ ভাবে পরাজিত হচ্ছিল। আমি সাহস জড়ো করেছিলাম এবং সামনে চলে এসেছিলাম। সেখানে একটি পথ ছিল কিছু জায়গায় নেতৃত্ব দেয়ার মত। আমি এর মধ্যে গেলাম, তারপর একটি খোলা জায়গায় পৌঁছলাম এবং অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে কি হচ্ছে! অবিশ্বাসীদের বাহিনী সেখানে প্রস্তুত হচ্ছিল যেটা আমি আমার স্বপ্নে দেখেছিলাম। যখন এটা তুর্কি এবং সৌদি ধবংস করে এবং পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়, সেখানে অনেক প্লেন, হেলিকপ্টার এবং ল্যান্ড ট্রুপস ছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এই বাহিনীই হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী। এগুলো দেখার পরে আমি বলেছিলাম যে, আমরা মুসলমানেরা যথেষ্ট শক্তিধর নই এই বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আমি ফিরে আসলাম এবং ঐসব লোকের কাছে গেলাম এবং সবকিছু বললাম যে, অমুসলিমদের বাহিনী তৈরি এবং এটাই সেই সময় যখন অমুসলিমরা মুসলিম দেশ ধবংস করবে। তারা বলেছিল যে, তার মানে সময় বেশি নাই। এই লোকগুলো চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল সব লোকের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং বলছিল যে, অমুসলিমরা পরিকল্পনা করেছে আমাদের উপর একটি বড় আক্রমণ করার জন্য। যদি আমরা আমাদের মেধা ব্যবহার না করি এবং একত্র না হই, তাহলে একটি বড় ক্ষতি আমাদের উপর আসবে, পাকিস্তান এই যুদ্ধে একটি বড় ভুমিকা রাখবে, গাজওয়া ই হিন্দ যুদ্ধের সময় খুব নিকটে। এই সময় আমি দেখি যে, কিছু ভাল জ্ঞানী লোক এসেছিল এবং তাদের কাছে বসেছিল আর খুব সতর্কতার সাথে শুনছিল। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(দাজ্জালের ক্ষমতা ও যাদু তৈরি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্নটি ৪ নভেম্বর ২০১৫ সালে দেখেছি। আমি একটি জায়গায় পৌঁছে গিয়ে একটি বড় হল দেখতে পেলাম যেখানে দাজ্জাল উদ্ভিদ স্থাপন করে (যাদু তৈরি করে) তার শক্তি বাড়িয়ে চলেছে এবং সে নতুন শক্তি

তৈরিতে ব্যস্ত ছিল, কিছু লোক এতে কাজ করছে। দাজ্জাল কোথাও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছিল এবং কিছু লোককে তার সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করছিল, যারা তাকে অস্বীকার করছিল তাদের সে হত্যা করছিল। এবার দাজ্জালকে দেখতে পেলাম অন্যরকম চেহারায় সে ভয়ঙ্কর, লম্বা এবং অনেক শক্ত শরীরের ছিল। সে বলছিল, খুব শিগগিরই আমার শক্তি বৃদ্ধি পাবে, আমি কিছু নতুন শক্তি পাব, তাই আমি পুরো বিশ্বে আমার ভয় তৈরি করব, গোটা জগতটি হয় আমার সামনে মাথা নত করবে অথবা আমি তাদের মেরে ফেলব। আমি এইসব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দাজ্জাল হাজির হলে আমি কীভাবে বিশ্বকে শান্তিতে পূর্ণ করব এবং কীভাবে আবার পুরো বিশ্বে সত্য ইসলাম বিরাজ করবে। আমি প্রার্থনা করলাম, 'হে আল্লাহ্! দয়া করে দাজ্জালকে থামান তার পরবর্তী কাজ থেকে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে তরবারির মত অস্ত্র দেন। আমি সেই জায়গায় ফিরে গেলাম যেখানে দাজ্জালের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেখানে আমি তরোয়ালটির সাহায্যে দাজ্জাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমস্ত গাছপালা (যাদু উৎপাদক) ধ্বংস করতে শুরু করি। আমি যখন সমস্ত গাছপালা (যাদু তৈরির) ধ্বংস করি তখন দাজ্জাল আমার কাছে এসে বলে, কাসীম! আপনি ভাল করেননি! আমি কখনো আপনাকে ছাড়বনা। সুতরাং আমি তাকে বলি যে, আপনি সন্ত্রাসীদের মধ্যে রয়েছেন, এখানেই আপনার শেষ হওয়া উচিত। তখন দাজ্জাল আমাকে জবাব দেয়, কী ভাবছ? তুমি কি আমাকে থামিয়ে দেবে? তারপরে আমি তাকে একই তরোয়াল দিয়ে আঘাত করেছি, সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে তবে মারা যায়না। আমি তাকে পৃথিবীর গভীরতায় কবর দিই এবং তার উপর গলে যাওয়া লোহা ঢালি। তারপরে আমি নিজেকে বলি, দাজ্জাল মারা যায়নি তবে এখান থেকে বের হয়ে আসতে তার অনেক বছর সময় লাগবে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(আল্লাহর রহমতের দরজা এবং দাজ্জালের যাদু)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৭ জুন ২০১৭ তারিখে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছিলাম। আমি আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পেয়েছি এবং আমাকে কিছু বার্তা লোকদের কাছে ছড়িয়ে দিতে বলা হয়েছিল। এরপর আমি লোকদের সাথে দেখা করতে শুরু করলাম, কিন্তু দাজ্জাল জানতে পেরেছিল যে, আমি মুসলমানদের হারানো ভাগ্য

ফিরে পেতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। তাই দাজ্জাল তার শক্তি প্রয়োগ করা শুরু করে দিল। আমি মুসলমানদের সাথে দেখা করে এই বার্তাটি দিয়েছিলাম কিন্তু দাজ্জাল ইতিমধ্যেই তাদেরকে বিবেকহীন করে ফেলেছে এবং লোকেরা আমার বার্তা শোনেনি বা আমার কথায় কান দেয়নি। তবে কিছু লোকের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত ছিল, তাদের উপর দাজ্জালের কোন ক্ষমতা ছিল না, তারা আমার কথা শুনছিল এবং আমাকে চিনতেও পেরেছিল যে, আমার নাম কাসীম। আমি এই লোকদের সাথে দেখা করে খুশি হলাম। তারপর এই লোকেরাই আমার সাথে অন্যদেরকে বার্তা দিয়েছে, তবে কয়েকজন লোক ছাড়া কেউ আমাদের কথা শোনেনি। তখন আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন দু'একজন লোক চলে গেল, আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, তাদের কী হয়েছে? এরপরেই আমি শ্বাস নিতে কষ্টবোধ করছিলাম। তখন আমার সাথে থাকা এক বন্ধু বলল, আপনার চেহারাত বদলে গেছে! আমি অবাক হয়ে আয়নার দিকে তাকালাম এবং দেখলাম যে আমার মুখে একটি মুখোশ রয়েছে। আমি বললাম, এর জন্যেই আমার শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। তখন কিছু লোক আমাকে ছেড়ে চলে যায় কারণ তারা মুখোশের জন্য আমাকে চিনতে পারেনি। আমার বন্ধু বলল এটি অবশ্যই দাজ্জালের কাজ, যাতে আপনার উপর বিশ্বাসী লোকেরা আপনাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি মুখোশটি খুলে বললাম যে, দাজ্জাল এখনও পুরো ক্ষমতা পায়নি কিন্তু ইতিমধ্যেই সে এত শক্তিশালী হয়েছে, পুরো ক্ষমতা পেলে সে কতটা বিপজ্জনক হবে? এরপর আমরা কয়েকজন বড় লোকেদের কাছে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, তবে তাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই দাজ্জাল তাদেরকে বধির, নিঃশব্দ এবং অন্ধ করে ফেলেছিল এবং তারা কোমায় রয়েছে যে এমন কিছু ভাবতে বা বুঝতেও সক্ষম হয়নি। আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে দাজ্জাল কেন এত শক্তিশালী! সে কীভাবে জানতে পারে যে আমরা এই জায়গাগুলিতে যাচ্ছি! যাতে সে তাদের উপর যাদু করতে পারে। আমি আমার সাথের লোকদের বললাম যে, দাজ্জাল আমাদের পেছনে লেগে আছে কিন্তু আমার কাছে এমন কিছু আছে যা আল্লাহ্ (ﷻ) আমাকে দিয়েছেন। দাজ্জাল এখনও সম্পূর্ন ক্ষমতা পায়নি তাই সে আমাদের সামনে উপস্থিত হবেনা কিন্তু সে আড়ালে থেকে তার যাদু বিদ্যার সাহায্যে আক্রমণ করবে, সুতরাং আপনারা সাবধান হন এবং দাজ্জাল থেকে রক্ষা পেতে নবী হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সমস্ত

পরামর্শগুলো অনুসরণ করুন! তারপরে আমরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জনগণের সাথে যোগাযোগ করি। আমার সাথে দু-তিন জন লোক ছিল। আমরা একটি নদী বা সমুদ্রের তীরে পৌঁছালাম এবং সেখানে একটি নৌকা ছিল। এটি দেখে আমি বললাম যে, আমরা এই নৌকায় বসব এবং অন্য জায়গায় যাব, তবে কিছু লোক ছিল যারা বার্তা দেওয়ার জন্য অন্য জায়গায় গিয়েছিল। আমরা একজনকে নৌকায় রেখে বাকিদের ডাকতে গেলাম যারা অন্য লোকের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েছিল। আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে এনে দেখি নৌকায় রেখে যাওয়া সেই ব্যক্তিটি কাদা জলে পা দিয়ে বসে আছে। এবং হঠাৎ সে চিৎকার করে তার পা বের করে নিল, তার পা হাঁটু পর্যন্ত জ্বলছিল যেন কেউ তার উপর এসিড ফেলেছে। এটি দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, কী হয়েছে? আমি তাকে বললাম, তুমি বসে বসে কাদা জলে পা ফেলেছো কেন? আমি ইতিমধ্যেই বলেছিলাম যে, দাজ্জাল আমাদের পিছনে রয়েছে এবং সে কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবেনা! সে হাঁটতে পারছিল না এবং অন্য লোকেরা তাকে নৌকায় তুলে রাখল। আমি আবার ফিরে গিয়ে বড় লোকদের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই লোকেরা কখন জেগে উঠবে? আর কতক্ষণ তারা একই অবস্থায় থাকবে? এই লোকেরা কেবল তখনই আমাকে বিশ্বাস করবে যখন তারা জেগে উঠবে এবং যখন তাদের অনুসারীরা আমাকে বিশ্বাস করবে! এই সমস্ত ঘটনা কখন ঘটবে? তারপরে আমি বলেছিলাম যে, আমার উচিত তাদেরকে ছেড়ে নৌকায় অপর প্রান্তে যাওয়া, সম্ভবত সেখানে কিছুটা আশা পাওয়া যাবে। ফিরে আসার পথে আমি আমার সাথে কিছু মেডিকেল চিকিৎসাও নিলাম। তারপর আমরা তার পায়ে প্লাস্টার জড়িয়ে দিই যাতে সে খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠে। তখন একজন ব্যক্তি বলল, আমরা এই নৌকায় কোথায় যাব? আমি বললাম, হয়ত আমরা এখানে চেষ্টা করার কারণে কিছুটা আশা খুজে পেতে পারতাম, কিন্তু কিছুই হয়নি। যখন আমরা নৌকাটিতে করে রওনা দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম তখন আমরা কিছু লোককে দেখতে পাই যা দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা কোনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কারা? তারা বলল, আমরা যে জায়গায় বাস করতাম সেখানে হঠাৎই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের ঘরগুলি খারাপভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা এখানে তা আর বানাতে পারবনা। আমি জানতে চাইলাম যে, সেখানে কী ঘটেছিল যে তাদের সমস্ত বাড়ি ঘর ধ্বংস

হয়ে গেছে এবং তারা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে? আমি আমার সাথে যারা ছিল তাদের বললাম, প্রথমে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যাক এরপর আমরা আমাদের যাত্রায় বের হব। তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে খুব উঁচু প্রাচীর সহ একটি বিশাল দুর্গের মত ঘর ছিল, এটি দেখার পরে আমি বললাম যে, এটিই সেই জায়গা যেখানে আমি যেতে চেয়েছিলাম। আমি লোকদের বললাম, এখানে একটি বিশাল দরজা রয়েছে যা আমরা দুর্গে প্রবেশের জন্য খুলব! এরপর আমরা দরজাটি অনুসন্ধান করলাম কিন্তু আমরা সেটি পেলামনা। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে কেন আমরা দরজাটি খুঁজে পাইনি? এটিই তো সঠিক দুর্গ। তারপরে আমি একটি স্তম্ভ দেখলাম এবং বললাম যে, দরজাটি কাছেই আছে সুতরাং আমি কেন এটি দেখতে পারছিনা? যখন আমরা স্তম্ভটি থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম তখন আমরা দরজাটি দেখতে পেলাম। কিন্তু আমি যখন কিছুটা পিছনে গিয়েছিলাম তখন এটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এক ব্যক্তি বলেছিল যে, সম্ভবত দাজ্জাল এই দরজাটি সম্পর্কে জানত এবং সে তার জাদু দিয়ে এই দরজাটি লুকিয়ে রেখেছিল যাতে দরজাটি কেউ দূর থেকে না দেখতে পারে। আমি বলেছিলাম যে, হ্যাঁ! এটি কারণ হতে পারে। মাঝখানে জাদুর প্রাচীর রয়েছে যা দরজাটিকে লুকিয়ে রেখেছে এবং যখন আমি দূর থেকে তাকিয়েছিলাম তখন আমি কেবল প্রাচীরটি দেখতে পেরেছিলাম কিন্তু যখন কাছে এসেছিলাম তখন আমি দরজাটি দেখতে শুরু করি। একজন ব্যক্তি বলেছিলেন যে, এই দরজাটি কীভাবে খোলা হবে? আমি দরজার কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু এটি খোলা হয়নি। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম যে, সম্ভবত দাজ্জাল এটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে, নইলে আমার আগমনে এই দরজা অবশ্যই খুলে যেত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে জিনিস দিয়েছিলেন তা আমি বের করে এনেছিলাম, এটি একটি বিশুদ্ধ পানি ছিল এবং আমি এটি দরজার এক জায়গায় ঢেলে দিয়ে দরজাটি আপগ্রেড করতে শুরু করি। আমি আমার সাথে থাকা লোকদের বলেছিলাম, এই দরজার ৬টি স্তর রয়েছে তবে এই খাঁটি জল ঢালার মাধ্যমে এটি আপগ্রেড হতে শুরু করেছে এবং এটি দশম স্তরে উন্নীত হবে এবং তারপরে এটি দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবে এবং তারপরে এটি খুলবে! একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এই দরজাটি আপগ্রেড করতে কতক্ষণ

সময় লাগবে? আমি বলেছিলাম যে আল্লাহ্ ভাল জানেন। এখন আমার সাথে আসুন এই দরজার কাছে একটি গোপন পথ রয়েছে যা থেকে আমরা দুর্গের ভিতরে দেখতে পারি এবং যদি আমরা ভিতরে কাউকে দেখতে পাই তবে আমরা তাকে বোঝাতে পারি যে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমরা যখন গোপনীয় পথ থেকে ওপরে উঠেছিলাম, তখন দুর্গ অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যায় এবং এটি পরিত্যক্ত হয় এবং দেখে মনে হয় কয়েক শতাব্দী ধরে কেউ এখানে আসেনি। এটিকে পরিত্যক্ত দেখে আমি খুব দুঃখিত হয়ে গেলাম। আমি দরজার দিকে তাকালাম এবং এটি আপগ্রেড হচ্ছে এবং এটি কেবল যখন খোলা হবে তখন আমরা ভিতরে যেতে পারব। আমরা সেখানে কেবল দরজা ব্যতীত কিছুই পাইনি এবং তারপরে আমরা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেন দরজাটি খোলার সাথে সাথেই আমরা কিছু করতে পারি। হঠাৎ একটি সবুজ রঙের পেইন্ট বালতি আমার দিকে চিৎকার করতে করতে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল যে, কাসীম আপনি এসেছেন, আমি এখানে অনেকক্ষণ ধরে লুকিয়ে ছিলাম, দাজ্জাল সমস্ত কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং সে সবকিছুকে বদলে ফেলেছে ভূতের মত। কারণ কী ঘটছে তা বুঝতে তারা এখন অক্ষম এবং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিরা নিরাপদে আছেন যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কারণ দুর্গের প্রত্যেকেই আমাকে জানত যে, তারা বেঁচে আছে কি নেই, তবে দরজা কেন খোলেনি তা জানেনি। তারপরে আমি বালতিতে খাঁটি পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম এবং হঠাৎ আমার নাম বলার সময় একটি ময়ূর উড়ে এসেছিল এবং বলেছিল যে, কাসীম আপনি এসেছেন! সেই ময়ূরটি খুব সুন্দর ছিল এবং আমি এটাতে খাঁটি জল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম এবং এটি জ্বলতে শুরু করে এবং তার পরে আরও একটি ময়ূর এসেছিল। আমরা এইসব দেখে খুশি হয়েছি যে কমপক্ষে আমরা কিছু আশা পেয়েছি এমনকি যদিও এটি পাখি এবং জীবজন্তু, এটি আমাদের জন্য খুব দুর্দান্ত লক্ষণ। তখন আমি দুর্গের কোণে তাকালাম এবং দেখলাম একটি কালো দুর্বল ও ক্ষুধার্ত গরু যা শৃঙ্খলিত ছিল, এর মুখটি ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত এবং ভয়াবহ এবং আমি অনুভব করলাম যেন দাজ্জাল এটিকে এ অবস্থায় এনেছে। যখন আমি এর ভয়াবহ চোখে তাকালাম তখন আমি অনুভব করেছি যে দাজ্জাল এই দুর্গে রয়েছে এবং সে এই গরুর চোখ থেকে আমার দিকে তাকাচ্ছে। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(দাজ্জাল এর ২ মুখি রূপ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে একটি ছোট স্বপ্নে দেখি যে, একজন লোককে তার মধ্য বয়সে দেখা যাচ্ছে এবং তার চেহারা খুব ধার্মিক এবং সে কল্যাণমূলক কাজ করে এবং মানুষকে সাহায্য করে এবং নিজেকে খুব সুন্দর এবং ধার্মিক ব্যক্তি এবং ধার্মিক হওয়ার ভান করে। এবং তারপরে আমি নিজেকে এমন একটি জায়গায় আবিষ্কার করি যেখানে কিছু লোক আমাকে খুঁজছিল। ঐ ব্যক্তি একটি হুডি (কালো রঙের পোশাক) পরেছিল। আর সেই ব্যক্তি আমাকে খুঁজছিল এবং সে আমাকে খুন করা বা ক্ষতি করার জন্য খুঁজছিল। কিন্তু আমি নিজেকে এমন একটি জায়গায় খুঁজে পেলাম যা সহজে দেখা যায়না, ঠিক যেমন আপনি দেখেন ঘরের ভিতরে একটি চিমনি বা আগুনের জায়গা রয়েছে। কিছু পশ্চিমা নির্মাণের মত, আপনি অগ্নিকুণ্ডলীগুলি দেখেন যা কক্ষের মধ্যে তৈরি করা হয় যাতে এটি হিটার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাই ঐ ধরনের জায়গায় আমি নিজেকে লুকিয়ে থাকতে দেখি। আর সেই হুডী লোকটি আমাকে খুঁজছিল কিন্তু সে আমাকে দেখতে পায়নি। সেই ফায়ারপ্লেসের নিচে আমার অবস্থানের কারণে আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখতে পাই। কিছুক্ষণ পর সেই ব্যক্তি একজন মহিলাকে দেখতে পেল যে ইসলামিক পোশাক পরা ছিল এবং সে দেখতে ধার্মিক ছিল এবং সেই ব্যক্তি তাকে সেখানেই জবাই করে ফেলে। এবং তাকে জবাই করার সময় তার চেহারা কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারপরে আমি তার মুখ দেখতে সক্ষম হই এবং আমি স্বপ্নে নিজেকে বলি যে, হ্যাঁ! এই দাজ্জাল। এর আগে আমি জানতাম না যে আমাকে খুঁজতে থাকা ব্যক্তি দাজ্জাল ছিল এবং আমি তখন বুঝতে পারি যে হ্যাঁ! এই হল দাজ্জাল যে আমার পরে ছিল। আমি মনে করি যে ঐটা হল স্বপ্ন সম্পর্কে। তবে মূলত, সেই স্বপ্নটিতে দাজ্জাল ২টি মুখ নিয়ে ছিল। জনসম্মুখে দাজ্জাল তার মধ্য বয়সে একজন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তির মত জীবনযাপন করছে এবং সে কল্যাণমূলক কাজ করে এবং নিজেকে একজন সুন্দর এবং ধার্মিক লোক হিসাবে জাহির করে এবং একজন যত্নশীল মুসলমান হওয়ার ভান করে কিন্তু তার অন্য মোডে সে আসলে এক ধরণের ঘাতক যে ধার্মিক ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এবং

আল্লাহর পথে থাকা মানুষকে আঘাত করে এবং বিনা কারণে হত্যা করে এবং সে দুই মুখ ও দুই উপস্থাপনের মত জীবনযাপন করে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের যুদ্ধ দাজ্জালের সাথে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, একটি স্বপ্নে হঠাৎ দেখি আমার ডান হাতের তর্জনীতে আল্লাহর নূর ফুটে উঠেছে। আল্লাহ আমার চেহারাকেও আমার একটি ছোট সংস্করণে রূপান্তরিত করেছিলেন। এমনকি তিনি আমার পোশাককে তাজা এবং সুন্দর পোশাকে পরিবর্তন করেছিলেন। এবং দাজ্জাল খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল এবং সে একটি ঘুষি ছুড়ে মারে। কিন্তু আমি কোনোভাবে এটাকে ব্লক করতে পেরেছি এবং আমি তাকে ঘুষি মারলাম। এবং এটি তাকে পিছনের দিকে উড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। এতে সে খুব রাগ হয় এবং সে লাল হয়ে যায়। সে তার চেহারা পরিবর্তন করে আরও ভয়ঙ্কর। এবং সে আবার আমার দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে থেমে গিয়ে চিৎকার শুরু করে। আমি এই লোককে কিভাবে মারতে পারি এমন কথা বলছে? আমি তাকে ধ্বংস করতে চাই। সে তাই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। যে, সে তার আশেপাশের লোকজনের কাছে গিয়ে তাদের মারধর শুরু করে। এবং সে এতটাই বিব্রত ছিল যে, সে আমার সাথে লড়াই করতে পারেনি। সে জানত যে তার কাছ থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার বিশেষ কিছু আছে। এবং সে জানত যদি সে আমার সাথে যুদ্ধ করে। তাহলে তাকে আরও মারধর করা হবে। আর স্বপ্নটা সেখানেই শেষ হয়।

(দাজ্জাল আতংকজনক বজ্রঝড়বৃষ্টি পাঠিয়েছিল মুসলমানদের বাড়িতে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি ১৯ আগস্ট ২০১৭ সালে। আমি খুব বড় একটি বাড়ির ছাদে ছিলাম, যেটা অন্যান্য ছোট ছোট বাড়ির সাথে যুক্ত ছিল যেখানে আমি সহ অন্যান্য মুসলমানরা বাস করত। দূরত্বে আমি দুইটি পৃথক বড় বাড়ি দেখেছিলাম এবং তার চারপাশে খুবই কম ছোট বাড়ি ছিল যেখানে মুসলমানরা বাস করত। সেখানে চারপাশে বিশাল অতি উন্নত বিল্ডিংগুলো ছিল।

আমি দেখেছিলাম মানুষগুলো একত্রে একটি বড় প্লেন তৈরি করছিল। কিন্তু তারা শুধু একটি পাখার সাথেই ইঞ্জিন স্থায়ী করছিল এবং অন্যটির সাথে নয়। যখন এটি উড়তে শুরু করল আমি খুবই আঘাত পেলাম। আমি বলেছিলাম যে, কোন ধরনের মানুষ এরকম বিশাল প্লেন তৈরি করতে পারে এবং দুই দিক স্থায়ী করেনা উড়ানোর আগে। এই প্লেনটি ধ্বসে যাবে যখনি এটি ছাড়বে এবং অনেক ধ্বংসের কারণ হবে। তারপর আমি দেখলাম, প্লেনটি একটু ঘুড়ল এবং হঠাৎ আমি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলাম আর আমার বাড়ির দিকে উড়তে শুরু করলাম। আমি খুবই ভীত হয়েছিলাম। প্রভাবিত হওয়ার মুহুর্তে অনেক বড় একটি বিস্ফারণ সৃষ্টি হয়েছিল যেটা আমাকে আঘাতে নত করেছিল। আমি সাহস সঞ্চয় করি এবং উঠে দাঁড়াই। আমি দেখেছিলাম যে, প্লেনটি আমার সংলগ্ন একটি বাড়ির উপর অবতরণ করেছিল এবং বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আগুনের কণাগুলো সর্বত্র পড়ছিল। এটার কারণে আমাদের বাড়ির একটি দেয়াল আগুন ধরার উপক্রম হয়েছিল। আমাদের বাড়ির লোকজন ভীত হয়েছিল। বলছিল, কে এটা করেছে? তারপর আমি তাকালাম এবং জায়গাটি দেখলাম যেখান থেকে প্লেনটি উড়েছিল এবং নিকটে আমি দেখেছিলাম দাজ্জাল একটি বাড়ির ছাদে ছিল। আমি আঘাত পেলাম এবং সন্দেহযুক্ত ছিলাম যে, সে ওখানে কি করছে? সে মনে হয় অদ্ভুত কিছু করছে। তারপর সে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে বাতাস ও মেঘকে একত্রিত করে এবং একটি ভয়াবহ বাছাইকৃত বজ্রঝড়বৃষ্টি তৈরি করে। সে এটি পাঠিয়ে দেয় ঐ জায়গার দিকে যেখানে দুইটি বড় বাড়ি আর কিছু ছোট ছিল। এই বজ্রঝড়বৃষ্টি খুবই ভয়াবহ ছিল যেটা শুধু দেখেই মুসলমানরা ভীত হয়ে যায়। বজ্রঝড়বৃষ্টিটি থেমে যায় ঐ বাড়িগুলোর উপরে। গভীর কালো মেঘের সাথে আলো এবং দ্রতগামী বাতাস ছাদগুলো আবৃত করে, যেন একটি বিশাল হারিকেনের মত ঘুড়ছিল। এটা এমন অনুভূত হচ্ছিল যেন সবকিছু ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছিল। হারিকেনটি এত বৃহদাকার ছিল যে এটার মেঘগুলো আমার ছাদের দিকে আসছিল। একটি বিশাল আতঙ্ক বাড়ির মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়েছিল। কোন মুসলমান অথবা বিদ্বান ব্যক্তি সাহস জড় করে কোন কিছু বলতে পারেনি। সকল মুসলমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শুরু করেছিল এই বজ্রঝড়বৃষ্টি বন্ধ অথবা শেষ হওয়ার জন্য। আমি বলেছিলাম যে, দাজ্জাল এইসবকিছু করছে। মিনতি করার চেয়ে কার্যকর কিছু করাই উত্তম। আমি দাজ্জাল এর দিকে তাকিয়েছিলাম, সে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল এবং কিছু ভাবছিল। আমি অবাক হয়েছিলাম যে, সে কি দেখছিল এবং কিসের অপেক্ষা

করছিল। তারপর হঠাৎ দাজ্জাল আকাশে তার হাত উঁচু করেছিল এবং কিছু করেছিল। আমি নির্ধারণ করলাম যে নেমে সেখানে যাওয়া এবং অন্য শত্রুদের প্রতিরোধের চেষ্টা করাই উত্তম। যখনি আমি চলে গেলাম বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া শুরু হয়েছিল। আমার নেমে যাওয়ার পথে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে ঘরের ছাদের নিচের অংশ পর্যন্ত পানির ফোটায় পরিপূর্ণ হচ্ছিল। আমি বলেছিলাম যে, এটা কি, পানি কি ছাদ থেকে পড়ছিল? এমনকি সেখানে একটি ছিদ্রও ছিল না। তারপর নিচের মেঝেতে আমি লক্ষ্য করলাম একই পানি ছাদের নিচের অংশ থেকে ক্ষরিত হচ্ছিল আগের মতই। আমি আতংকিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে এটা কীভাবে সম্ভব! এটা আমাদের বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে। আমি অন্যদের দিকে তাকালাম এবং তাদেরকে খুবই দুশ্চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তারপর আমি ছাদে ফিরে এলাম। বৃষ্টি এতটাই বেশি ছিল যে, তাই দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি কিনারার উপর তাকিয়েছিলাম এবং দেখেছিলাম যে, পানি পুরো বাড়িতে সঞ্চিত হচ্ছিল। পানি চারপাশে অনিয়মিত ধাক্কা দিচ্ছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এটা দেয়ালগুলো ভাঙতে যাচ্ছে। আমি প্রধান ফটকের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং এটা বন্ধ ছিল। আমি খুবই আঘাত পেয়েছিলাম দাজ্জালের শক্তি দেখে। আমি বলেছিলাম যে, আমার প্রধান ফটকটি খুলে দেয়া উচিত যাতে পানিগুলো চলে যেতে পারে এবং যেন প্রেসার প্রত্যাহার হয় দেয়ালগুলো ভাঙার আগে। আমি সর্বনিম্ন তলে গেলাম এবং দেখলাম অনেক লোক পানিতে ডুবে যাচ্ছিল। আমি সাঁতার কেটে প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছিলাম এবং সেটি আঁকড়ে ধরেছিলাম। পানিগুলো শক্তি দিয়ে ঠেলাঠেলি করছিল কিন্তু আমি দরজা খোলা পরিচালনা করছিলাম। সব পানি চলে গিয়েছিল এবং আমরা সবাই নিরাপদ হই। তারা বলেছিল, কাসীম যদি তুমি দরজাটি খুলে না দিতে তাহলে আমরা অবশ্যই ডুবে যেতাম। তারপর হঠাৎ কিছু বাহিনীর লোক এসেছিল এবং আমাদেরকে হুশিয়ারি দিয়েছিল যারা আমাদের বাড়িগুলো আক্রমণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে। লোকজন হতাশ হয়ে বলছিল কীভাবে একটা সমস্যা সমাধান হয়েছিল এবং এখন আর একটা শুরু হল। যখন বাহিনীর লোকজন চলে গেল, আমি তাদেরকে অনুসরণ করা নির্ধারণ করলাম নির্দোষীদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। তারপর আমি থামলাম এবং বুঝলাম আমার গোলাবারুদ প্রয়োজন যুদ্ধ করার জন্য। বাড়িটি খোঁজার পরে, একটি ঘরে আমি কিছু গোলাবারুদ এবং শক্তিশালী অস্ত্র সুযোগ সহ এবং একটি পোশাক পাই। আমি দেখেছিলাম যে, বাড়িটির পিছনের দিকটা অযত্নে

নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং দেয়ালের অন্য দিকে সেখানে একটি বাড়ি ছিল। তারপর আমি পিছনে আমার পথ তৈরি করি। বাহিনীরা কিছু লোকের সাথে যুদ্ধ করছিল কিন্তু তাদের গোলাবারুদ ছিল দূর্বল এবং বের হয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের শত্রুরা ছিল খুবই শক্তিশালী। ঐ শত্রুদের ছিল খুবই শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বাহিনীদের ছেড়ে যাওয়া বিশাল অপকারীতা ছিল। আমি ভালভাবে লুকিয়েছিলাম এবং সুযোগের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। আমি দেয়াল থেকে খুব পরিষ্কারভাবে তাকাতে পারছিলাম। আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম এবং অস্ত্র চালু করেছিলাম যেটা দেয়াল এর ডানদিক থেকে যাবে এবং শত্রুদের আঘাত করবে। শত্রুরা হিংস্র হয়েছিল এবং অবচেতন হয়ে গিয়েছিল। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম, ভাবছিলাম যে কি অস্ত্র এটা! আমি আরো কয়েকবার অস্ত্রটি চালু করেছিলাম এবং বাকী শত্রুরাও অজ্ঞান হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীও আমাকে দেখেছিল এবং আশ্চর্য হয়েছিল যে, এটা কি রকম অস্ত্র? আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, এই শত্রুরা খুব শক্তিশালী এবং শুধু এই অস্ত্রটাই তাদের থামাতে পারে। তারপর আমরা একটি ঘরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে একজন লোক পুরো দালানটি নিয়ন্ত্রণ করছিল। তাকে দেখার পর, আমি জেনেছিলাম যে, সে দাজ্জালের একজন সাহায্যকারী। আমি ঐ ব্যক্তিকে ধরেছিলাম এবং সৈন্যবাহিনীকে বলেছিলাম যে, তাকে সতর্কতার সাথে পাহারা দিতে। সে তার নেতা কোথায় সে সম্পর্কে জানে। আমি সৈন্যবাহিনীকে বলিনি যে দাজ্জাল এই লোকগুলোকে পাঠিয়েছিল। তারপর আমরা ফিরে আসি এবং সৈন্যবাহিনী বলেছিল যে, শত্রুর মোকাবিলা হয়েছে এবং সবাই খুশি। তারপর তারা বলেছিল, কাসীম এইসব শত্রুদের পরাজিত করেছিল যখন আমরা কোনকিছু করতে অপারগ ছিলাম। লোকজন আশ্চর্য হয়েছিল এবং বলেছিল, কাসীম, তুমি কীভাবে শত্রুদের প্রতিহত করেছিলে? কোথায় তুমি এই অস্ত্র এবং পোশাক পেয়েছিলে? তুমি কি সৈন্য? আমি বলেছিলাম, জ্বী, আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একজন সৈন্য। তারপর আমি দাজ্জাল সম্পর্কে ভাবছিলাম এবং বলেছিলাম যে, এটা মাত্র শুরু হয়েছে। আমি কখনো সুযোগ নিতে চাইনা কী পরিমান ধ্বংস সৃষ্টি করেছিল বজ্রঝড়বৃষ্টি তা দেখার জন্য। এটা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণ। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

✉ আবু দারদা (রাঃ)
হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-
"যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ এর (আল কোরআন, সূরা নং- ১৮) প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের (ফিৎনা) থেকে পরিত্রান পাবে।" অন্য বর্ণনায় "কাহ্‌ফ সূরার শেষ দিক থেকে" উল্লেখ হয়েছে।

সূরা কাহ্‌ফ এর প্রথম ১০টি আয়াত (১-১০) এবং শেষ ১০টি আয়াত (১০১-১১০) মোট ২০টি আয়াত মুখস্ত করুন।

(সহীহ মুসলিম; হাদীস নং- ৮০৯)

(দাজ্জাল এর আগমন এবং চূড়ান্ত ঈমানী পরীক্ষা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি দাজ্জালকে আমার স্বপ্নে অনেক বার দেখেছি। দাজ্জালের উচ্চতা ৬ ফুট ১ বা ২ ইঞ্চি। সামান্য কোঁকড়ানো চুল, সামান্য কালো রঙের চামড়া। দাজ্জালের মুখ ছিল নিষ্ঠুর এবং যখন সে হাঁটে তখন মনে হয় যে, তার সামনে কেউ দাড়াতে পারবেনা। আমার কাছে তাকে একটি সাধারণ মানুষই মনে হয়। কিন্তু তার আছে অনেক জাদুবিদ্যার শক্তি। এক স্বপ্নে শয়তান তাকে ডাকে, তার ধনী সেনাপতি হিসেবে। যখন আল্লাহ্‌ সমগ্র পৃথিবীকে তার নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন তার করুণা দ্বারা। তারপর এটা কিছু সময়ের জন্য শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল এবং কয়েক বছর পর হঠাৎ দাজ্জাল আবির্ভূত হয়। যখন দাজ্জাল হাজির হয় তখন লোকজন চিন্তিত হয়ে পরে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু দাবি করে এবং তার ক্ষমতাও তার এই দাবিকে সমর্থন করে। দাজ্জাল চেষ্টা করে লোকজনকে অনন্ত যৌবন এবং জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে এবং দুর্বল ঈমানের লোকজন খুব দ্রুত তাকে অনুসরণ করা শুরু করে। আমি দাজ্জালকে থামাতে গিয়েছিলাম এবং সে বলল যে, "কাসীম, আমার সাথে যোগদান কর। আমি অবশ্যই তোমাকে অনন্ত যৌবন এবং জীবন দিব।" তাই আমি দাজ্জালকে জিজ্ঞাসা করি যে, "এইসব দিয়ে কী হবে? একদিন আমরা সবাই মরে যাব এবং তুমি কখনোই তোমার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবেনা এবং একদিন তোমাকেও মরতে হবে। আমার এবং তোমার

প্রভু হচ্ছেন, এক আল্লাহ্। তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু।'' এইসব শুনে দাজ্জাল বিরক্ত হয়ে উঠে এবং তার চেহারাটিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি রূপে রূপান্তরিত করে। এবং আমার দেহ কাঁপতে শুরু করে এবং আমি আর কিছু বলার সাহস পাইনি। এবং দাজ্জাল আমাকে বলল যে, ''কাসীম, যদি তুমি আমার সাথে যোগদান না কর, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। অতএব বাড়িতে যাও এবং সাবধানভাবে চিন্তা কর, তুমি কোন পথ বেছে নিতে চাও?'' তারপর আমি বাড়িতে মুসলমানদের কাছে আসি এবং বলি যে, ''কেউ যদি দাজ্জালের কাছে যায় তাহলে তার ৯৯.৯% সুযোগ রয়েছে যে, সে তার সাথে যোগ দেবে। দাজ্জাল একটি মহাপরীক্ষা। এবং শুধুমাত্র তারাই এই পরীক্ষা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে, যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ করুণা হয়। এবং ও মুসলমানেরা, দাজ্জালের সাথে যোগদানের পরিবর্তে এটাই উত্তম যে, আমরা মুসলমান হিসেবে মারা যাই। আসুন আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আল্লাহর পথে মরতে থাকি।'' সকল মুসলমানরা আমার সাথে একমত হল। তারপর আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করি। মুসলমান সেনাবাহিনীরা দাজ্জালের সেনাবাহিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আমি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করি এবং তাকে ব্যস্ত করা হয়েছে। তাই সে মুসলমান সেনাবাহিনীর উপর তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম হবেনা। যাতে করে মুসলমান সেনাবাহিনীরা দাজ্জাল সেনাবাহিনীকে যতটা সম্ভব ধ্বংস করতে পারে। আল্লাহর নূর আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে হাজির হয়। আমি আল্লাহর নূর দ্বারা দাজ্জালের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু দাজ্জাল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল। এবং তার সাথে যুদ্ধ করার সময় হঠাৎ আল্লাহর নূর আমার শাহাদাত আঙ্গুল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং আমি বললাম যে, কাসীম এখান থেকে পালিয়ে যাও। এবং দাজ্জাল আমার পিছনে আসছে এবং বলল যে, কাসীম, আমি আজ তোমাকে জীবিত যেতে দিব না। এবং আমি আল্লাহর করুণা দ্বারা বাতাসে দৌড়াতে শুরু করি এবং আমি দৌড়াতে থাকি, আমি একটি পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছা পর্যন্ত। এবং দাজ্জালও সেখানে আমার পরে এসেছিল। দাজ্জাল আমাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে এবং আমি সেখানে আহত হয়ে পড়েছিলাম। সেখানে একটি বড় পাথর পরে ছিল এবং এটি খুলে গেল এবং বলল যে, ''কাসীম, আমার ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে ফেল। আমি তোমাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করব।'' কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

এবং সেই সাথে দাজ্জাল আমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং বলল যে, কাসীম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। সে আমাকে মেরে ফেলছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি আল্লাহ্‌কে ডাকি যে, "ও আল্লাহ্, আমাকে সাহায্য কর।" এবং তারপর আকাশ থেকে লিখিত আল্লাহ্ শব্দটি নেমে এসেছে। এবং তারপর আল্লাহ্ নিকটবর্তী পাহাড়ে বজ্রবিদ্যুৎ নিক্ষেপ করেন। এবং একটি আতঙ্কজনক শব্দ উৎপাদিত হয় এবং কালো হয়ে উঠলে পাহাড়টি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এবং দজ্জাল অজ্ঞান হয়ে যায় এবং নিচে পড়ে যায়। এবং তারপর আল্লাহ্ আমার আঘাত সুস্থ করে দিলেন এবং বললেন যে, "দাজ্জাল শুধুমাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান হয়েছে এবং তারপর সে ৪ ঘণ্টা পরে জেগে উঠবে। তুমি এখান থেকে দূরে চলে যাও এবং কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রাখ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আদেশ না করি, ততক্ষণ দাজ্জালের সামনে আসবে না।" আমি আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। এবং তারপর আমি সেখান থেকে পালিয়ে যাই। যখন দাজ্জাল আবার জেগে উঠে তখন সে ভাবে যে, সে আমাকে হত্যা করে ফেলেছে। এবং দাজ্জাল মুসলমানদের কাছে ফিরে আসে এবং তাদেরকে বলে যে, সে আমাকে হত্যা করে ফেলেছে। এবং এটা শুনে মুসলমানরা ভীষণ দুর্বল হয়ে পরে। এবং কোনও বাধা ছাড়াই দাজ্জাল আবার তার মিশন অব্যাহত রাখল।

(দাজ্জালের বিস্তারিত বর্ণনা)

বহুবছর আগে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আদম (আঃ) সৃষ্টির সময় থেকে কিয়ামতের দিনের মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে বড় অনিষ্ট কিছুই নেই।"

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি আমার স্বপ্নে মিথ্যা মসিহের সাথে সম্পর্কিত অনেক কিছুই দেখেছি এবং আজ আমি এগুলি একত্রিত করতে যাচ্ছি, আমি যে মসিহ আদ-দাজ্জাল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছি তার একটি বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপন করতে চাই। দাজ্জালের উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ১ বা ২ ইঞ্চি, তার গায়ের রঙ বাদামী, মুখটি নিষ্ঠুর, তার আছে ক্লিন শেভ এবং তার গালের উপর একটি তিল আছে। দাজ্জালের হালকা কোঁকড়ানো চুল রয়েছে, এবং সে একটি সাধারণ দক্ষিণ এশীয় বা

মধ্যপ্রাচ্যের লোকের সাথে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রাখে। দাজ্জালের শরীর পেশীবহুল এবং আমি যখন তাকে দেখলাম তখন তার চোখের কোনওটিই ফুঁসে উঠতে (স্ফীত) দেখিনি বরং তারা স্বাভাবিক ছিল। আমি জানিনা যে তার এক চোখ অন্ধ কিনা, তবে তার আকৃতি পরিবর্তন করার দক্ষতা রয়েছে, তাই সে যে কোনও চেহারা গ্রহণ করতে পারে এবং এই ক্ষমতাটিকে ব্যবহার করে একটি মনোজ্ঞরূপে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে। দাজ্জাল যখন হাঁটে, তখন সে প্রচুর গর্বের সাথে এগিয়ে যায় এবং মনে হয় যে কেউই তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারবেনা, এমনকি যাদের অদম্য সংকল্প বলে মনে হয় তারাও তার প্রতারণার শিকার হবে। আমার স্বপ্নগুলিতে দেখেছি, ইবলিসকে এই বলে সম্বোধন করতে যে ‘‘দাজ্জাল আমার ধনী যুদ্ধের কর্তা’’ আমি যা দেখেছি তা অনুসারে, দাজ্জাল প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যে ঘনঘন ফেতনা ছড়ায় এবং ষড়যন্ত্র করে। মনে রাখবেন, সে এখনও তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছতে পারেনি, তাই বেশিরভাগ অংশে আমি তাকে কিছু কালো-যাদুকরী সুরক্ষার উদ্ভিদ তৈরি করতে দেখেছি, যা সে তার শক্তিগুলি বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করে। একটি বিশেষ স্বপ্নে আমি তাকে দেখেছি যে সে খুলি দিয়ে যাদুবিদ্যার শক্তি সংগ্রহ করেছিল এবং এমন জ্বালানি ট্যাঙ্কে সংগ্রহ করেছিল যা আপনি যাদুবিদ এবং যাদুকরদের দেখেন তার অনুরূপ একটি সংগ্রহস্থল হিসাবে কাজ করেছিল। একটি স্বপ্নে, আমি দাজ্জালকে বলতে শুনেছি ‘‘খুব শীঘ্রই আমার শক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং আমি কিছু নতুন শক্তি অর্জন করব। আমি আমার ভয়কে পুরো বিশ্বজুড়ে বাস্তবায়ন করব এবং পুরো বিশ্ব হয় আমার কাছে নতি স্বীকার করবে অন্যথায় আমি তাদের হত্যা করব।’’ সম্ভবত এটি অশুভ কিছুর জন্য প্রতীকী। আল্লাহ্ আরও ভাল জানেন। আমার কাছে মনে হয় যে দাজ্জাল পৃথিবীর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত শক্তি সংগ্রহের অপেক্ষায় রয়েছে এবং যাদু-সুরক্ষার উদ্ভিদ স্থাপন করে সে এই শক্তি অর্জন করে। আমি নিশ্চিত নই যে ৩য় মন্দির নির্মাণ আরও ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাঁর রীতিনীতিটির একটি অংশ কিনা, আল্লাহ্ ভাল জানেন। মালহামা বা ৩য় বিশ্বযুদ্ধের পরে আল্লাহর নূর সমগ্র পৃথিবীতে পরিপূর্ণ হয় এবং মুসলিম উম্মাহ সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রয়োগ করে এবং এই শান্তি প্রায় এক দশক (৯ বছর ধরে) স্থায়ী হয়। এই শান্তিপূর্ণ শাসনামলে মুসলিম সেনাবাহিনী দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুত করার জন্য ভারী, উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রযুক্তি তৈরি করে। যখন মুসলিম উম্মাহ এই বিচারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন কয়েকটি কাফের দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে, তাদের বেশি লোকই ইয়াহুদি (কাফের) থেকে এসেছিল। দাজ্জাল যখন জনসমক্ষে আবির্ভূত হয়, সে দ্রুত পুরো বিশ্বকে বশীভূত করতে সক্ষম হয় যার ফলে মুমিনগণ তাঁর সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। দাজ্জাল দাবি করে যে, সে একজন ঈশ্বর এবং সে সহজেই জনগণের কাছে আবেদন করতে এবং তার শয়তানি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার দাবির পক্ষে সমর্থন করতে সক্ষম হয়। দাজ্জাল অনেক লোককে বোকা বানায় এবং দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তিরা খুব তাড়াতাড়ি তার সাথে যোগদান শুরু করে। অনেক লোক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে যে দাজ্জাল তার প্রতারণামূলক অলৌকিক কাজ সম্পাদন করতে প্রযুক্তি বা জিন ব্যবহার করবে কিনা। আমি যা দেখেছি, তা থেকে বলছি দাজ্জাল কালো যাদু ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর অতিপ্রাকৃত বিজয় সম্পাদন করতে সক্ষম হবে কেবলমাত্র আল্লাহর আদেশেই সে এ জাতীয় ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং সে মানবজাতির জন্য অনির্দিষ্টকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। আমার স্বপ্নে আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমরা সিনেমা এবং টেলিভিশনে যে অতিপ্রাকৃত কৌতুকগুলি দেখি তা খুব সহজেই দাজ্জাল দ্বারা সম্পাদিত হবে। দাজ্জাল মানুষকে পৃথিবীতে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি দেয় যে পুরুষদের সে নারী, সম্পদ, সম্পত্তি এবং যা তাদের অন্তর কামনা করে, মহিলাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের চেহারা সুন্দর করে তুলবে, তাদের আরও আকর্ষণীয় করবে, এবং তাদের যা ইচ্ছা তা দেবে। এ কারণে কয়েক দিনের মধ্যে কোটি কোটি মানুষ তাঁর সাথে যোগ দেয়। ইসলামী বাহিনী দাজ্জালকে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যায় এবং তাকে এবং তার অনুসারী সৈন্যদের প্রতিহত করে, তবে আমাদের প্রচেষ্টা কোনও ফলস্বরূপ বলে মনে হয়নি, এবং আমাদের ভারী ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ছিল দাজ্জালের সামনে আতশবাজির মত। দাজ্জাল ও তার বাহিনী খুব সহজেই আমাদের আক্রমণগুলি প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, আমি দাজ্জালের সাথে লড়াই করতে যাই, এবং সে আমাকে তার সাথে যোগ দিতে রাজি করতে থাকে এবং আমাকে অনন্ত জীবন এবং একটি উচ্চ মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি তাকে ত্যাগ / তিরস্কার করে বলেছিলাম "এর দ্বারা কী হবে? আমরা সবাই একদিন মরে যাব এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই চিরজীবন বেঁচে থাকতে

পারেনা, আপনি আপনার চেষ্টায় ব্যর্থ হবেন এবং আপনিও একদিন মারা যাবেন। আপনার পালনকর্তা এবং আমার পালনকর্তা একমাত্র একজন, সে হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা, সমস্ত জগতের একমাত্র প্রভু।" এই কথা শুনে দাজ্জাল প্ররোচিত (বিরক্ত / আক্রমণাত্মক) হয়ে যায় এবং তার উপস্থিতিকে খুব ভয়াবহ আকারে বদলে দেয়, যার ফলে আমার শরীর কাঁপছিল এবং আমি কিছু বলতে সাহস জোগাতে পারিনি। দাজ্জাল তখন বলে উঠল "যদি আমি তার সাথে আনুগত্যের অঙ্গীকার না করি তবে সে আমাকে হত্যা করবে এবং আমাকে বাড়ি যেতে এবং আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বলে।" এই মুখোমুখি হওয়ার পরে, আমি দাজ্জালের উপস্থিতি থেকে বের হয়ে বাড়ি ফিরে যাই। আমি মুসলমানদের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছি যে "যদি কেউ দাজ্জালের মুখোমুখি হয়, তবে তারা তার সাথে যোগ দেবে, এমনকি ৯৯.৯% সম্ভাবনা রয়েছে, দাজ্জাল প্রকৃতপক্ষে একটি দুর্দান্ত পরীক্ষা এবং যাদের উপর আল্লাহ্ তাঁর রহমত দান করেছেন কেবল তারাই এই পরীক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন।" আমি তাদের নির্দেশ দিয়েছি যে "হে মুসলমানরা, আমরা যদি আল্লাহ্ ও মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসি তবে আমরা দাজ্জালের সাথে আনুগত্যের ওয়াদা করার চেয়ে মুসলমান হয়ে মারা যাওয়াই ভাল, আসুন আমরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করার সময় আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে মারা যাই।" মুসলমানরা আমার সাথে একমত হয় এবং বিশ্বাসী মুসলিমরা দাজ্জাল ও তার (গোষ্ঠী) কাফের মহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জড়ো হয়। এবং তার সাথেই শুরু হয় সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে যুদ্ধ। আমি দাজ্জালকে আমার শাহাদাত আঙুলের উপর আল্লাহর নূরের সাথে জড়িত করেছি, এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাকে আক্রমণ করেছি যাতে সে মুসলিম বাহিনীর উপর তার ক্ষমতা ব্যবহার না করে। আমি দাজ্জালকে জড়িত রাখি যাতে মুসলমানরা দাজ্জালের সেনাবাহিনীর কিছুটা ক্ষতি করতে পারে। আল্লাহর নূরের কারণে আমি বেশ কিছুক্ষণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করতে পেরেছিলাম তবে, দাজ্জাল খুব শক্তিশালী ছিল। যুদ্ধের মাঝে, আল্লাহর নূর হঠাৎ আমার তর্জনী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপরে আমি নিজেকে বলি যে কাসীম, এখান থেকে পিছিয়ে পড়া সবচেয়ে ভাল, আমি দাজ্জালকে আক্রমণ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, এবং তারপরে আল্লাহর

রহমতে আমি বাতাসে দৌড়াতে শুরু করি এবং দাজ্জাল উড়ে এসে আমার পিছনে আসে এবং সে চিৎকার করে বলেছিল "কাসীম, আমি তোমাকে আজ বাঁচতে দিব না!" আমি পাহাড়ের ভূখণ্ডে প্রবেশের ব্যবস্থা করি, দাজ্জাল আমাকে সেখানে অনুসরণ করে এবং তার আক্রমণ চালিয়ে যায়। দাজ্জাল আমার পিঠে আঘাত করে এবং আমাকে আহত করে, আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যাই। আমার পাশের একটি বিশাল পাথর খুলে বলল "কাসীম, নিজেকে আমার ভিতরে লুকিয়ে রাখ, আমি তোমাকে দাজ্জাল থেকে বাঁচাব।" আমি অফারটি প্রত্যাখ্যান করি, "কাসীম, মারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও" যেই বলতে গিয়েছি সেই মুহূর্তেই দাজ্জাল আমার কাছে আসে। আমি তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি "ইয়া আল্লাহ্, আমাকে সাহায্য করুন!" তারপরে আকাশ থেকে "আল্লাহ্" শব্দটি নেমে আসে এবং তারপরে আল্লাহ্ পর্বতমালার দিকে বজ্রপাত করেন। পর্বতটি গাঢ় কালো রঙের হয়ে যায় এবং এটি বিভিন্ন টুকর টুকর হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে একটি ভীতিজনক শব্দ উত্থাপন করে। এই শব্দ শুনে দাজ্জাল ততক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ আমার ক্ষত সারিয়ে তুললেন এবং আমাকে বললেন যে, "কাসীম, দাজ্জাল কেবল চার ঘন্টার জন্য বেহুশ হয়ে গেছে, তার পরে সে জেগে উঠবে। আল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন যে, কাসীম এখান থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকুন, তারপরে আমি আপনাকে বলব কী করতে হবে পরবর্তীতে, এবং যতক্ষণ না আমি আপনাকে অনুমতি দিব ততক্ষন দাজ্জালের সামনে আসবেন না। আমি বলি "যেমন আপনি আমার রব আমাকে আদেশ করেন" আমি তাই করব এবং আমাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করার জন্য আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তারপরে আমি অন্য কোনও জায়গায় যাত্রা করে নিজেকে আড়াল করি। দাজ্জাল যখন আবার সচেতন হয়ে ওঠে, সবেমাত্র যে ঘটনা ঘটেছিল তা আর তার মনে পড়ে না এবং সে বিশ্বাস করে যে আমাকে সে হত্যা করেছে। দাজ্জাল ফিরে গিয়ে মুসলমানদের কাছে গর্বিত হয়ে বলে যে, সে আমাকে হত্যা করেছে। এই সংবাদ শুনে মুসলিম সেনাবাহিনী হতাশ ও হতাশায় পরিণত হয় এবং এর সাথে দাজ্জাল বিনা প্রতিরোধে তার মিশন শুরু করে এবং একে একে মুসলমানদের পতন হয়। দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের ফলে কয়েক লক্ষ লোকের জীবনের ক্ষতি হয়েছিল, তাদের বেশি লোকেরাই ছিল মুসলমান। দাজ্জাল তাঁর অনুগামীদের জন্য অবৈধ

কাজকর্ম, প্রতারণা, ব্যাভিচারে ভরা এবং মূলত একটি মিথ্যা "পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য" জীবনযাত্রা তৈরি করেছিল এবং এই ফিতনা ৪-৫ সপ্তাহ অবধি চলতে থাকে, যতক্ষণ না ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়। আমার স্বপ্নে, আমি দেখেছি যে আমাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, মনে হচ্ছে তাঁর ভেজা কালো চুল রয়েছে এবং তিনি একজন মধ্যপ্রাচ্যের লোকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি এবং কয়েকজন বিশ্বাসী ঈমানদার যারা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে বসবাস করতে শুরু করেছিলাম, তারপরে আল্লাহ্ ইয়াজুজ ও মাজুজের ক্রোধ থেকে মুমিনদের উদ্ধার করেন।

(ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নেমে আসবেন, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং জুলকারনাইন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি ইয়াজুজ এবং মাজুজ সম্পর্কে। আমি এখন এই স্বপ্নগুলো আপনাদেরকে বলছি। ইয়াজুজ মাজুজ ২ রঙের, একটি কালো ও অপরটি সাদা। উভয় একই রকমের, তাদের রঙ্গে শুধু পার্থক্য আছে। ইয়াজুজ মাজুজ ভিন্ন ধরণের বড় গরিলার মত। যখন তারা বাইরে আসতে শুরু করবে তখন তারা আর থামবে না এবং তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি একটি ভিন্ন ধরণের রাগ আছে। কারণ মানুষের জন্য তারা শত শত বছর যাবৎ বন্দী হয়ে ছিল। এই কারণে তারা মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে। ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীর ভিতরে একটি বিশাল হলে বসবাস করে এবং এই হলে যাওয়ার জন্য একটি বড় গুহা আছে। এই ছবিটাকে দেখুন, এটা একটা উদাহরণ। এটার মত ঐটা অনেক বড় একটি গুহা এবং এটার ভিতর থেকে একটি দীর্ঘ পথ পৃথিবীর সম্মুখে এসেছে। এই পথগুলো ছোট গুহার মত। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ খুব সহজেই এই পথটি দিয়ে গুহা থেকে আসা যাওয়া করতে পারত। হলের ছাঁদ খুব উঁচু ছিল এবং ইয়াজুজ মাজুজ এটা আরোহণ করতে অক্ষম। ছাঁদের ছোট ছোট গুহার মাধ্যমে আলো বাতাস আসত। ইয়াজুজ মাজুজ যখন হলের মধ্যে তখন তারা বুঝতে পারেনাই যে, হলের গুহায় বা প্রধান গুহার মুখে কী হচ্ছে। ইয়াজুজ মাজুজ যখন বাহিরে আসত তখন তারা অনেক অশান্তি সৃষ্টি করত। অশান্তি সৃষ্টি করার পর তারা হলে চলে যেত।

তারা এই হলে ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত থাকত, বাহিরে আসত না। এই সময়ে জুলকারনাইন গুহার মুখে একটি প্রাচীর তৈরি করেন। জুলকারনাইন প্রথমে গুহার ভিতরের পথ বন্ধ করেন। এবং যখন ভিতরের পথ বন্ধ হয়, তখন ইয়াজুজ মাজুজ আটকা পরে যায়। তারপর জুলকারনাইন গুহার মুখে একটি শক্তিশালী ধাতুর প্রাচীর তৈরি করেন। এই প্রাচীর তৈরি করতে ৬ বছর লেগেছে। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মানবতার খারাপ যুদ্ধ দাজ্জালের সাথে শেষ হয়। এবং প্রায় সব গোলাবারুদ ঐ যুদ্ধে শেষ হয়ে যায়। যখন ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হয়ে আসে, তখন ইয়াজুজ মাজুজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোন ভারী অস্ত্র থাকেনা। এই স্বপ্নের মধ্যে আমি এক শক্তিশালী নেতৃত্বাধীন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে যাই। এবং যাওয়ার আগে আমি আমার পরিবার ও কিছু মানুষকে একটি আধুনিক ট্রেনে রেখে যাই। আমি তাদেরকে বলি, আপনারা আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করেন। আমি যখন আবার আসব আমরা সবাই এই জায়গা থেকে চিরদিনের জন্য চলে যাব ও নবী ঈসা (আঃ) এর সাথে যোগ দিব। যখন আমি ঐ শক্তিশালী নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিটিকে আল্লাহর সাহায্যে হত্যা করি তখন আমি হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি বলেন, "কাসীম, ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে গেছে, দ্রুত তোমার বাড়িতে যাও।" আমি ইয়াজুজ মাজুজের আগে বাড়ি চলে যাই। যখন আমি সেখানে পৌঁছাই তখন সবকিছু ভাল ছিল। আমি লোকদেরকে বলছি আপনারা সবাই সতর্কতার সাথে বসেন। ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে গেছে। তারা আমাদের ট্রেনকে আক্রমণ করতে পারে। আমি ট্রেনকে চালু করে তার ছাঁদে উঠে পরি। যদি ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের ট্রেনকে হামলা করে আমি যেন তাদেরকে আল্লাহর নূর দিয়ে মারতে পারি। আল্লাহর নূর আমার শাহাদাত আঙুলে আছে। রাস্তার মধ্যে সাদা রঙের ৪, ৫ টা ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের ট্রেনকে হামলা করে। যখন আমি তাদেরকে দেখি মনে হয় যেন তারা আকাশ থেকে নেমে আসছে। তারা একটি আতঙ্কজনক আর্তনাদ ও অনেক গতির সঙ্গে আক্রমণ করে। যখন আমি তাদের দিকে আল্লাহর নূর দেই তখন তারা বাতাসেই মরে যায়। এক স্বপ্নে আমি দেখেছি, ইয়াজুজ মাজুজ দ্রুত দৌড়াচ্ছে, তারপর তারা ছোট ছোট লাফ দেয় ও পরে একটা বড় লাফ দেয়, তারা বাতাসের অনেক উঁচুতে চলে যায় এবং নিচে নেমে এসে হামলা করে। এতে কেউ নিজের আত্মরক্ষা করতে পারেনা। ইয়াজুজ মাজুজকে

হত্যা করার ভাল উপায় বলতে আমি যা বুঝেছি সেটা হল, তাঁদেরকে বাতাসের মধ্যেই হত্যা করা। কারণ তারা দ্রুত গতিতে চলে এবং তাদের দেহ খুবই শক্তিশালী। তাঁদের হাতে ও পায়ে অনেক শক্তি আছে। এই পথে আমি কিছু মানুষকে দেখেছি ও আমি তাদের বোর্ডে ট্রেনটি থামাই। আমার সাথে যারা ছিল তারা বলেছে, না থামানোর জন্য এতে বিপদ হতে পারে। কিন্তু আমি বললাম, সম্ভবত আমি আরও কিছু মানুষকে বাচাতে পারব। আমি ট্রেনটি থামাতেই কালো রঙের ইয়াজুজ মাজুজ আক্রমণ করে। রাত হবার কারণে আমি তাদেরকে ভাল ভাবে দেখতে পারিনি। আমি তাঁদের সবাইকে মেরে ফেলি আল্লাহর নূরের সাহায্যে। আমার সাথে যেসব লোকজন ছিল আল্লাহর রহমতে তারা ভাল ছিল। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ঐ লোকজন মারা গেছে, যাদের জন্য আমি থামিয়ে ছিলাম। মানুষ আমাকে বলেছে, কাসীম, তুমি কিছু লোক বাঁচানোর জন্য আমাদেরকেও মেরে ফেলবে। আমি বললাম, তোমরা ঠিকই বলেছ। আমাদের ঝুঁকি নেয়া উচিৎ নয়। আমরা আর কোন যায়গায় থামাই না। এবং আল্লাহর রহমতে ফজরের সময় ঈসা (আঃ) এর নিকট পৌঁছে যাই। আমাদের পৌঁছার কিছু সময় পূর্বে ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে নেমে আসেন। তারপর আমরা ঈসা (আঃ) এর সাথে থেকে যাই। আমি আমার স্বপ্নে দেখি না ইয়াজুজ মাজুজ কি খায় এবং তারা কীভাবে এত বৎসর হলের মধ্যে বেঁচে ছিল, আর তারা কত জন ও তাদের সবাইকে কে হত্যা করল? কিন্তু আমি দেখেছি, ইয়াজুজ মাজুজ সারা পৃথিবী ধ্বংস করছে এবং মাত্র অল্প কিছু মানুষ বেচে ছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(ইয়াজুজ ও মাজুজ কেন মানুষদের হত্যা করবে, জুলকারনাইন কীভাবে প্রাচীরটি নির্মাণ করেছেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, অনেক সময় যাবৎ অনেক পণ্ডিত, চিন্তাবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ ইয়াজুজ ও মাজুজের মত বিভ্রান্তিকর বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। এবং এই প্রাণীকে ঘিরে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা এবং তত্ত্বগুলি আছে। আমি এই প্রাণীগুলির সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলি স্বপ্ন দেখেছি, এবং আজ আমি ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যা প্রত্যক্ষ করেছি সেই স্বপ্নগুলো একত্রিত করে তার একটি বিস্তৃত

বিবরণ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। এটি কেবল একটি উদাহরণ এবং আল্লাহ্ ভাল জানেন। ইয়াজুজ এবং মাজুজ দুটি বর্ণের যা ছায়াময় কালো ও সাদা, এগুলি দেখতে খুব বড় ধরণের গরিলার মত এবং সমস্ত দেহে চুল দিয়ে ঢাকা থাকে। আমি তাদের সঠিক উচ্চতা অনুমান করতে পারিনা কারণ এটি তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তবে আমি বলতে পারি যে তারা মানুষের গড় উচ্চতার চেয়ে অনেক লম্বা। ইয়াজুজ ও মাজুজের অবিশ্বাস্য শক্তি, মনোবল এবং গতি রয়েছে এবং তারা দুই পায়ে দৌঁড়ায়, যদিও তারা যখন বাতাসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তখন চারটি অঙ্গ ব্যবহার করে। এই ছবিটি একবার দেখুন, আমি ইয়াজুজ ও মাজুজকে যেমন দেখেছি তার এটিই নিকটতম উদাহরণ। ইয়াজুজ এবং মাজুজের নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, তারা ডারিয়াল ঘাটের কাছাকাছি বা কাজাখিস্তান ও উজবেকিস্তানের পার্বত্য সীমান্তের আশেপাশে বা রাশিয়ার উত্তর দিকে কোথাও অবস্থান করছে কিনা তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। আমি দেখতে পেলাম যে পাহাড়টি অনেক লম্বা, খাড়া, তীক্ষ্ণ এবং আরোহণ করা খুব কঠিন ছিল। একটি পরিষ্কার চিত্র আঁকার জন্য, আমি এই পর্বতটিকে পাকিস্তানের নাঙ্গা পর্বত, ডাকনাম ঘাতক পাহাড়ের সাথে তুলনা করব কারণ এটি আরোহণ করা কঠিন। ইয়াজুজ ও মাজুজ একটি উঁচু ছাদ বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থে একটি বড় হলে বাস করে যা তারা আরোহণ করতে পারেনা। এই হলটিতে পৌঁছানোর জন্য পর্বতে একটি খোলা জায়গা রয়েছে যা একটি বিশাল সুড়ঙ্গ, যা দিয়ে অবশেষে বড় হলে বা তাদের আবাসে পৌঁছে যায়। তাদের আবাসের আনুমানিক মাত্রা সম্পর্কে আল্লাহ্ ভাল জানেন, এটি কেবল একটি উদাহরণ এবং বাস্তবিকভাবে নেওয়া উচিত নয়। ইয়াজুজ ও মাজুজ যে হলে বাস করে তার ছাদে ছিদ্র থাকে তাই অক্সিজেন এবং সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে। তারা কখন কী খায় বা পান করে তা আমি কখনও দেখিনি তবে আমার স্বপ্নে আমি আকর্ষণীয় কিছু দেখেছি যে ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের হলগুলির দেয়ালে মানুষের মুখের চিত্রকর্ম আঁকে এবং তাদের বংশধরকে মানুষ সম্পর্কে শেখায়, এবং আরও শেখায় এই মানুষগুলির কারণে আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে, সুতরাং তাদের প্রজন্মের বিদ্বেষ বজায় রয়েছে এবং তাদের বংশধররা এভাবেই বংশেরধারা বহন করে চলেছে। আমার স্বপ্নে আমি দেখেছি যে ইয়াজুজ ও মাজুজ যখন তাদের গুহা থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন

তারা দুষ্টুমি ও বিপর্যয় ঘটাতে থাকে। এবং তারপরে তারা ৪ থেকে ৬ মাসের জন্য তাদের বাড়িতে ফিরে আসত, আর এই সময়সীমার মধ্যেই জুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজকে লোহার প্রাচীর দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। আমার স্বপ্নে আমি এই প্রাচীরটি জুলকারনাইন এবং তার সাহায্যকারীদের দ্বারা তৈরি করতে দেখেছি। প্রথমে, জুলকারনাইন অভ্যন্তরীণ সুড়ঙ্গ প্রবেশ পথটি অবরুদ্ধ করেন যা ইয়াজুজ ও মাজুজের হলে যেতে পথপ্রদর্শন করে, এরপরে তিনি বাইরের খোলা পথ বন্ধের জন্য কাজ শুরু করেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়াটি শেষ করতে উনার ৬ বছর সময় লেগেছিল। এখানে কোনও ক্রেন বা কোনও ধরণের মেশিন ছিল না যা শ্রমিকদের কোনো উপকারে আসতে পারে। তাই গলিত আকরিক দিয়ে পাহাড়ের গোড়াটি পূরণ করার পরে, বাকী শূন্যস্থান পূরণের জন্য তারা পাহাড়ের চূড়া থেকে লোহা ও তামা দিয়ে তৈরি গলিত আকরিক ঢালতে শুরু করল এবং পর্বতটি খুব তীক্ষ্ণ এবং খাড়া ছিল বলে এটি করা একটি কঠিন কাজ ছিল। আমি জুলকারনাইনকে দূর থেকে দেখছিলাম বলে আমি তাঁর মুখ দেখিনি, তবে আমি বলতে পারি যে লোহার প্রাচীর তৈরিতে কাজ করার সময় তিনি ধূসর পোশাক পরেছিলেন। এই ছবিটি দেখুন, আমি দেখেছি জুলকারনাইনের নির্মার্ণ করা প্রাচীরটি এটির চারপাশে মরিচাযুক্ত এই রঙের সাথে মিল ছিল এবং এটি লোহা এবং তামা দ্বারা গঠিত ছিল। প্রতিদিন ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের বন্দি দশা থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় জুলকারনাইন নির্মিত লোহার প্রাচীরের ভিতরে ঢুকে তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য, তারা প্রত্যেকে প্রাচীরের কাছে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোন উপকার হয়না। আমি দেখেছি তারা ইতিমধ্যে তাদের টানেলের প্রবেশ পথের বাঁধা ভেঙেছে। আমি আরও দেখেছি যে বাইরের প্রাচীরটি এখন প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান দ্বারা আচ্ছাদিত কারণ কাঁদা, ঘাস এবং অলকগুচ্ছ এই বাঁধাটির উপর বাড়তে শুরু করেছে, সুতরাং আপনি বলতে পারবেন না যে সেখানে একটি প্রাচীর রয়েছে। ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে মানবতার সবচেয়ে খারাপ যুদ্ধ দজ্জালের সাথে সংঘটিত হয়। এবং প্রায় সমস্ত গোলাবারুদ সেই যুদ্ধে শেষ হয়েছিল। ইয়াজুজ ও মাজুজ যখন বেরিয়ে আসে মানুষের কাছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোনো ভারী অস্ত্র থাকেনা। স্বপ্নে আমি একজন শক্তিশালী মাথাওয়ালা ব্যক্তির সাথে লড়াই করতে যাই। এবং যাওয়ার আগে আমি আমার পরিবার এবং আরও কিছু লোককে উন্নত

ধরণের ট্রেনে রেখে যাই। আমি তাদের বলি "এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করুন, আমি ফিরে আসার পরে আমরা এই জায়গাটি চিরতরে ছেড়ে চলে যাব এবং ঈসা আলাইহিস সালাম (যীশু) এর সাথে যোগদান করব।" আল্লাহর সাহায্যে সেই শক্তিশালী মাথাওয়ালা ব্যক্তিকে লড়াই ও পরাধীন করার পরে তখন আমি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর কন্ঠস্বর শুনি "কাসীম, ইয়াজুজ এবং মাজুজ বের হয়েছে দ্রুত আপনার বাড়িতে যান।" যখন ইয়াজুজ ও মাজুজ বেরিয়ে আসে তারা নিরলসভাবে আক্রমণ করে। আমি তাদের দুটি পায়ে দৌড়াতে দেখেছি এবং মাঝে মাঝে তাদের চারটি অঙ্গকে একসাথে করে লাফাতে দেখেছি। বিশেষত যখন তারা আকাশে লাফিয়ে উঠে। আমি খুব দ্রুত আমার বাড়িতে পৌঁছে যাই, যখন আমি সেখানে পৌঁছেছি তখন দেখি পরিস্থিতি ঠিক আছে আমি লোকদের বলছি যে "আপনারা সবাই সাবধানতার সাথে বসুন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ বেরিয়ে এসেছে এবং তারা যে কোনও সময় আমাদের ট্রেনে আক্রমণ করতে পারে।" আমি ট্রেনটি চালাতে শুরু করলাম এবং ট্রেনের ছাদে উঠলাম, যাতে করে ইয়াজুজ ও মাজুজ যদি আক্রমণ করে। তাহলে আমি তাদেরকে আল্লাহর নূর দিয়ে হত্যা করব। আল্লাহর নূর তখন আমার তর্জনীতে উপস্থিত হয়েছিল এবং পথে চার-পাঁচটি সাদা বর্ণের ইয়াজুজ ও মাজুজ আমাদের ট্রেনে আক্রমণ করেছিল, যখন আমি তাদের দেখলাম মনে হয় তারা আকাশ থেকে নেমে আসছে। তারা আতঙ্কজনক তীব্র চিৎকার এবং প্রচুর গতিতে আক্রমণ করে। কিন্তু যখন আমি তাদের উপর আল্লাহর নূর নিক্ষেপ করি তখন তারা বাতাসে মারা যায়। অন্য একটি স্বপ্নে আমি দেখেছি যে ইয়াজুজ এবং মাজুজ দ্রুত দৌঁড়ায় এবং তারা ছোট ছোট লাফ দেয় এবং তারপরে তারা একটি দুর্দান্ত লাফ দেয় যা তাদের আকাশে নিয়ে যায় এবং তারা উঁচ্চ থেকে উঁচ্চতায় পৌঁছে যায়। তারা কত উঁচুতে লাফাতে পারে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, তবে আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমার একটি স্বপ্নে যখন আমি তাদের আক্রমণটির অপেক্ষায় ছিলাম তখন আমি তাদের আকাশ থেকে আক্রমণ করতে দেখলাম এবং তারা নীচের স্তরের মেঘের পিছনে ছিল। যা একীভূত গোলাকার মেঘ বা অনুভূমিক ও অনূর্ধ্ব মেঘ খণ্ডের মত মনে হয় তবে আল্লাহ্ ভাল জানেন। ইয়াজুজ ও মাজুজ যখন আকাশে ওঠে তখন তারা তীব্র গতিতে এমনভাবে নেমে আসে যে, কেউ তাদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়না। ইয়াজুজ ও

মাজুজকে মেরে ফেলার সবচেয়ে ভাল উপায় যা আমি বুঝতে পেরেছি তা হল তারা বাতাসে থাকাকালীন তাদের চলাচল সীমিত হওয়ায় তাদের হত্যা করা এবং স্থলভাগে তারা দ্রুত চলতে পারে এবং প্রচুর গতি পেতে পারে এবং তাদের দেহও খুব শক্তিশালী এবং তাদের বাহু ও পায়ে প্রচুর শক্তি রয়েছে যা তারা তাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। আমি ইয়াজুজ ও মাজুজকে কোন অস্ত্র বহন করতে দেখিনি তবে তারা অস্ত্র ব্যবহার করবে কিনা তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। উন্নত ট্রেনে উঠার সময় আমি কয়েক জনকে দূর থেকে দেখেছি এবং তাদের ট্রেনে চড়ানোর জন্য আমি সেখানে থামলাম, এবং আমার সাথে থাকা লোকেরা আমাকে বলেছিল যে এটি থামানো উচিত না কারণ এটি বিপদজনক হতে পারে। তবে আমি বলেছিলাম যে "সম্ভবত আমি আরও কয়েক জনকে বাঁচাতে সক্ষম হব" এবং আমি যখন ট্রেন থামিয়ে ছিলাম কালো রঙের ইয়াজুজ এবং মাজুজ আক্রমণ করেছিল, এবং যেহেতু রাত ছিল, তখন আমার পক্ষে তাদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তবে আমি তাদের সকলকে আল্লাহর নুরের কাছে বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছি এবং যে লোকেরা আমার সাথে ছিল তারা আল্লাহর রহমতে রক্ষা পেয়েছিল এবং কোন ক্ষতি হয়নি। তবে আমি যাদের জন্য আমাদের ট্রেন থামিয়েছিলাম তাদের হত্যা করা হয়েছিল, এবং লোকেরা বলেছিল যে "কাসীম আপনি কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য কি আমাদের হত্যা করবেন।" এবং আমি বলেছিলাম যে "আপনারা ঠিক বলেছেন আমাদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।" এই ঘটনার পরে আমরা কোথাও থামিনি এবং অবশেষে আল্লাহর রহমতে ফজরের সময়ে ঈসা আলাইহিস সালাম (যীশু) এর কাছে পৌঁছে গেলাম। ঈসা আলাইহিস সালাম (যীশু) এর কাছে পৌঁছানোর কয়েক মুহূর্ত পূর্বে উনি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন এবং তারপরে আমরা ঈসা আলাইহিস সালাম (যীশু) এর সাথে বসবাস শুরু করি। ইয়াজুজ ও মাজুজ এতদিন তাদের গুহায় কীভাবে বেঁচে আছে, বা তারা কত জন এবং কে সবাইকে মেরে ফেলেছে তা আমি কখনও দেখিনি। তবে আমি দেখেছি যে ইয়াজুজ এবং মাজুজ পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয় এবং খুব কম লোকই বেঁচে থাকে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(করোনা ভাইরাস সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বপ্ন, একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আসবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি ৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে। এই স্বপ্নে, আমি আমার স্বপ্ন জনগণের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে, একটি ভূমিকম্প আসবে এবং আমাদের ভঙ্গুর ভবন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এটি আমাদের জন্য একটি বিশাল সমস্যা তৈরি করবে, কিন্তু লোকেরা বলেছিল যে, এটি শুধু একটি স্বপ্ন, আমি তাদের বলেছিলাম যে, আমাদের ব্যবসার বিল্ডিংগুলো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচুর ফাটল রয়েছে কিন্তু তারা বলেছিল যে, আমরা অনেক ভূমিকম্প সহ্য করেছি এবং আমরা এখনও এখানে রয়েছি এবং বেশি কিছু ঘটেনি। আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ভবন আর কোনো ভূমিকম্প সহ্য করতে সক্ষম হবেনা এবং তারা পতিত হবে, এবং তারপর আমি নিজেকে বড় ফাটলযুক্ত একটি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের মধ্যে চলাচল করতে দেখেছি, এই বিল্ডিংয়ে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ব্যবসা করছিলাম, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের বলেছিলাম যে, যদি ভূমিকম্প আসে তবে আমাদের এই ভবন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে, কারণ এটি ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কিছুক্ষণ পর কিছুই ঘটল না এবং আমি ভেবেছিলাম হয়ত ভূমিকম্প আসবে না তাই আমি কাজ করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই আমি অনুভব করলাম যে পৃথিবী সামান্য ঝাঁকি দিচ্ছিল, তারপর আমি এখানে ও সেখানে দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি পাখা এবং অন্যান্য জিনিসগুলি সামান্য কাঁপছে এবং আমি নিজেকে বলেছিলাম ভূমিকম্প আসছে, আমাদের এই ভবন থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে, তারপর আমি জোড়ে জোড়ে চিৎকার করে বলছিলাম, ভূমিকম্প আসছে, দ্রুত এই বিল্ডিংটি ত্যাগ কর এবং তারপর আমি সিঁড়ি থেকে দৌড়াতে শুরু করি এবং সেই সময়ে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প এসেছিল এবং ভবনটি ভেঙে দিতে শুরু করেছিল। আমি বিল্ডিং থেকে বের হয়েছি এবং আমার বামে আমি রাস্তা জুড়ে আরেকটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবন দেখেছি সেগুলি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। এবং আমি বলেছিলাম এটা আমাদের জন্য বিশাল ক্ষতি হবে কারণ এই বিল্ডিংটি বিশাল ছিল, আমার পরিবারের কয়েক জনই বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং আমি দৌড়াতে বলেছিলাম কারণ যখন এই ভবনটি ভেঙ্গে যাবে তখন অনেক ধূলিকণা তৈরি হবে এবং তার টুকরাগুলি ধ্বসে যাবে, এবং

আমি বিপরীত দিকে দৌড়াতে শুরু করেছিলাম কিন্তু আমি দেখেছি যে অন্য ভবনগুলিও নিচে নেমে আসছে, এবং লোকেরা এখানে এবং সেখানে চিন্তিত হয়ে দৌড়াচ্ছে, আমি চলমান থাকি এবং আমার বাড়িতে যাই, প্রায় সব ব্যবসার বিল্ডিং পড়ে গিয়েছিল। আমি বললাম এটি একটি বিশাল ক্ষতি এবং এটি উদ্ধার করা যাবেনা, যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন দেখেছিলাম যে আমার বাড়িটি টিকে আছে, কোন ধ্বংস হয়নি এবং যদিও আমাদের বাড়িগুলো শক্তিশালী ছিল, ভারী ভুমিকম্প বজায় রাখতে সক্ষম, আমাদের দুর্বল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মত নয়। আমি যখন বাড়িতে আসি তখন একই পরিবারের সদস্যরা প্রবেশ করল এবং কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? এবং আমি বলেছিলাম যে, সমস্ত ব্যবসা ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বাড়িগুলিও, এবং লোকেরা এখানে সেখানে চলাচল করছে দুশ্চিন্তায় এবং সেখানে ভবন ধ্বসের কারণে ধুলা সব জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, আরেকজন বলেছিল, এখন কি করা যায়? কীভাবে আমরা এটিকে পৃথক করে বের করতে পারি? আমি বলেছিলাম, আমি আগেই আপনাদের সবাইকে জানিয়ে দিয়ে ছিলাম যে, এটি ঘটতে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তা শোনেন নি, এখন আমি জানিনা আমরা কীভাবে এই সমাধান করতে পারি, কমপক্ষে অনেক বাড়ি নিরাপদ, তারপর আমরা অন্য নিরাপদ স্থানে চলে যাই এবং সবাই চিন্তিত এবং দুঃখিত ছিল, এক জায়গায় মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংগুলো দেখছিল এবং একে অপরকে বলছিল যে, কোথায় সেই সময় চলে গেল, যে সময়গুলোতে যখন এই ভবনগুলো দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমরা খুশি ছিলাম, এখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের কি হবে? কিছু করুন এবং এইসব পুনরুদ্ধার করুন, আমি দুঃখিত হলাম এবং চিন্তা করলাম, আমি এই পরিস্থিতিতে কিছু করতে পারবনা। কেউ পারেনা, একমাত্র আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এখানেই স্বপ্ন শেষ হয়।

(করোনা ভাইরাসের টীকা তৈরির নিয়ম)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নটি ২২ মার্চ ২০২০ সালে দেখেছিলাম। এই স্বপ্নে একটি কালো ও সাদা পর্দা / স্ক্রিন রয়েছে। সেখানে আমি দেখলাম করোনা ভাইরাসটি এটি আসল আকার বা ফর্মের মধ্যে চলছে। আমি অনুভব করলাম যেন আমি একটি মাইক্রোস্কোপিক লেন্সের নীচে এই সমস্ত দেখছি। কেউ আমাকে

বলেছিল, আমরা যদি এই ভাইরাসটিকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাটি তবে তা দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। তারপরে তিনি আমার সামনে নির্দিষ্ট সময়ে ভাইরাসটি কেটেছিলেন। এখন, আমরা যদি এই দুর্বল বা অকার্যকর ভাইরাসটি মানুষের দেহে রাখি তবে এটি শরীরের কোনও ক্ষতি করতে পারবেনা। অন্যদিকে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই ভাইরাসটি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ বা নিবন্ধন করবে এবং দেহেরও বিকাশ ঘটাবে এটির (ভাইরাসটির) বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এখন, যদি আসল ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তা সনাক্ত করতে পারে এবং এটির নেতিবাচক প্রভাব দূর করবে এবং দেহে এর কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে না। এর পরে আমি বলেছিলাম যে, এই ধারণাটি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা। তবে যদি আমি এটি বিশেষজ্ঞের কাছে ব্যাখ্যা করি তবে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন। স্বপ্ন শেষ হয়।

(করোনা ভাইরাসের ৩/৪ টি ভ্যাক্সিন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৪ মার্চ ২০২০ সালের এই স্বপ্নে আমি একজন ডাক্তারকে দেখেছি, যিনি পরিক্ষাগারে করোনা ভাইরাসের ৩/৪ টি ভ্যাক্সিন তৈরি করেছিলেন এবং এই ভ্যাক্সিনগুলো পরিক্ষাগারের কাচের বোতলে সংরক্ষন করে রাখা হয়েছিল। অতঃপর কেউ আমাকে বলেছিল যে, এই ভ্যাক্সিনগুলো করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর হবেনা। তবে করোনা ভাইরাস কেটে দুর্বল করার পদ্ধতিটিই করোনা চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এবং স্বপ্ন সেখানেই শেষ হয়েছিল।

(করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নটি ৩ ডিসেম্বর ২০২০ সালে দেখেছি, আমি দেখি যে, অনেকগুলো সংস্থা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করছে। সেই ভ্যাকসিনগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একটি ছোট সংস্থা আমার আগের স্বপ্ন মার্চ ২০২০ এর উপর ভিত্তি করে ভ্যাকসিন তৈরি করে, যে স্বপ্ন আমি ইতিমধ্যে ইউটিউব এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করেছিলাম। সেই সংস্থাটি বিদেশের একটি দেশ এবং বৈজ্ঞানিক

মহলে এটি সুপরিচিত নয়। মোহাম্মাদ কাসীম দেখেছিলেন যে, এই সংস্থাটি প্রায় ৪০,০০০ ভ্যাকসিন তৈরি করতে সক্ষম। তিনি বলেন, তারপরে কেউ আমাকে বলে যে, এই ভ্যাকসিনটি করোনা ভাইরাসটির সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা। এই ভ্যাকসিনটি তাপমাত্রা বজায় রাখতে সীমাবদ্ধ নয়, এবং অন্যান্য ভ্যাকসিনের তুলনায় এটি আরও ভালভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে, অন্যান্য সমস্ত সংস্থাগুলি ভ্যাকসিন বিতরণ অব্যাহত রেখেছে এবং অনেক লোক টিকা গ্রহণ করছে। তারপরে স্বপ্নে আমি আমার এক ভাল বন্ধুর সাথে চ্যাট করি যিনি UK থাকেন। আমি তাকে বলি যে, ‘‘এই ভ্যাকসিন সংস্থাগুলি এইডস ভ্যাকসিনটির মত অনেক তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। প্রথমে, তারা ভ্যাকসিন তৈরির ঘোষণা করেছিল, পরে তারা ঘোষণা করেছিল যে ভাইরাসটি পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ভ্যাকসিনটি এখন অকার্যকর। আমি আশা করি যে, এই সংস্থাগুলি করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিনের সাথে একই ভুল করেনি।" তারপরে সেই ব্যক্তি উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, এই সংস্থাগুলি বড় আর্থিক সুবিধাগুলি থেকে প্রেরণা পেয়েছে এবং করোনা ভাইরাসের নিরাময়ের জন্য একে অপরের সামনে এগিয়ে চলেছে। সম্ভবত তারা এই সমস্ত তথ্য জনসাধারণের সাথে শেয়ার নাও করে থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, ভ্যাকসিনটি কতক্ষণ কার্যকর থাকবে।’’ তারপরে আমি তাকে এই বলে প্রতিক্রিয়া জানালাম, ‘‘যদি এই ভ্যাকসিনটি ১-২ মাসের জন্য কেবল প্রতিরক্ষামূলক হয়, তবে এটি কার্যকর নয়। এমনকি যদি এটি ৪-৫ মাস স্থায়ী হয় তবে ভাল, কিন্তু কীভাবে লোকেরা এক বছরে এতগুলি ভ্যাকসিন ডোজ সহ্য করতে পারবে? তবে এই ভ্যাকসিনের প্রভাব যদি এক বছরের জন্য স্থায়ী হয়, তবে এটি স্বস্তিকর যে কমপক্ষে লোকদের বছরে একবার কেবল ভ্যাকসিন দরকার হবে। তারপরে আমি তাকে বলি যে, "আমি একটি সংস্থার সন্ধান পেয়েছি যা ২০২০ সালের মার্চের স্বপ্নের অনুসারে করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন তৈরি করেছে এবং এই ভ্যাকসিন অন্যদের তুলনায় আরও কার্যকর। তবে সমস্যাটি হল এই সংস্থাটি ছোট এবং সুপরিচিত নয় এবং তারা কেবল এই ভ্যাকসিনের সীমিত সংস্করণ তৈরি করেছে।" স্বপ্নটি এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে উপহাস)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের একটি স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি কোথাও দৌঁড়াচ্ছিলাম এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় যাচ্ছি? মোহাম্মাদ (ﷺ) আলোতে হাঁটায় অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় জায়গাটিকে আলোয় পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং তারপর সেখানে আমি। কে পথ খুঁজে পাবেনা মোহাম্মাদ (ﷺ) এর জাতি হওয়ার পরেও। আমি আল্লাহর কাছে মিনতি করি মোহাম্মাদ (ﷺ) এর পথে চলার জন্য। যাতে আমি অবশ্যই সফল হই। তারপর আমি একটি ভবন দেখতে পাই, আমি ভিতরে প্রবেশ করি, সেখানে একটি মেয়ে রান্নাঘরে রুটি তৈরি করছিল। আমি তাকে খাবারের জন্য বলি কিন্তু সে আমার দিকে কর্ণপাত করেনি। আমি তাকে অনেকবার ডেকেছিলাম, কিন্তু না সে আমার দিকে কর্ণপাত করছিল, আর না আমার দিকে তাকিয়েছিল। সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আমি দেখি সিঁড়ি উর্ধ্বমূখি এবং আমি উঠলাম। আমি সেখানে একটি বড় কক্ষ দেখতে পাই, সেখানে মুসলমানেরা এবং তাদের নেতারা ছিল। আমি তাদের নিকটে যাই, তারপর আল্লাহ্ আমার ডান কানে বলেন, কাসীম, আমি তোমাকে যে স্বপ্নগুলো দেখিয়েছি সেগুলো বর্ণনা কর। আমি থামলাম এবং তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) অনেক বছর ধরে অবিরত আমার স্বপ্নে আসছেন। আল্লাহ্ আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন তিনি আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমাকে এই অন্ধকার থেকে বের করে নিবেন। এবং আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে সোজা পথ দেখিয়েছেন। এসব শোনার পরে তারা (স্বপ্ন অবিশ্বাসীরা) হাসতে শুরু করে এবং বলে যে, তুমি কি পাগল? কে আল্লাহ্কে স্বপ্নে দেখেছে? কিছু মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে, এবং আমি বলি, কেন নয়? আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে, কাসীম, যে কেউ তোমাকে সমর্থন করল সে এমন ব্যক্তি যে আমাকে সমর্থন করল। কিন্তু তারা আবারো আমাকে নিয়ে মজা করল। আমি বললাম, তোমরা কেবল আমাকে নিয়ে মজা করছ, কারণ আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে অবিরত আসছেন। তাদের নেতা বলেছিল, হ্যাঁ, এই কারণে এবং তুমি মিথ্যা বলছ। আমি নিজেকে নীরবে বললাম, এই জাতি আল্লাহর কাছে মিনতি করছে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করার জন্য এবং যখন আল্লাহ্ কাউকে পাঠান তারপর তারা উপহাস করে। আমি ঐখান থেকে এগিয়ে যাই এবং

যেসব লোক বিশ্বাস করেছিল তারাও আমার সাথে হাঁটা শুরু করেছিল। তাই বাকি লোকেরা তাদেরকে বলছিল, আমার সাথে না হাঁটতে এবং এটা পাপ। কিন্তু তারা তাদের দিকে কর্ণপাত করেনি। এবং যেসব লোক আমার পাশে এসেছিল, আমি আমার সঙ্গীদের বলছিলাম, যদি এই লোকগুলো বিশ্বাস না করে তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকি দিবেন এবং এর সাথেই একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং প্রত্যেকে ভয় পায়। আমি অনুভব করলাম যেন ভবনটি ধ্বসে যাবে। আমি বললাম, যদি ভবনটি ধ্বসে যায়। তারপর এর ছাদ চূর্ণ হবে। আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের বাইরে নিবেন। ভূমিকম্প থেমে যায় এবং যেসব লোক তাদের নেতাদের সাথে ছিল, বেশির ভাগই ভয়ে দৌঁড়ে আসে। নেতারা এবং তাদের কিছু সঙ্গী আবারো আমাকে উপহাস করা শুরু করে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ্ এরকম ভয়াবহ ভূমিকম্প পাঠিয়েছেন এবং এখনো তোমরা বুঝতে পারছনা এবং তোমরা কখনোই বুঝবেনা। আল্লাহ্ তাঁর সিংহাসনে খুব রাগান্বিত রুপে ছিলেন এবং আল্লাহ্ বলেছিলেন, তোমরা কাসীমকে উপহাস করতে থাক, তোমাদের হাত ভেঙ্গে যাবে এবং তোমরা ছারখার হয়ে যাবে। আল্লাহর এরকম রাগান্বিত কন্ঠস্বর শোনার পরে আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের অধ্যবসায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, সেই সময় আমি ফেসবুকে আমার স্বপ্ন শেয়ার করছিলাম। ২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আগামিকাল আমি আমার সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট মুছে দিব এবং আমি এই কাজটি একেবারের জন্য এবং সকলের জন্য পরিত্যাগ করব। তারপর রাতে মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে হাজির হন। মোহাম্মাদ (ﷺ) বলেন, কাসীম আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হইও না। তিনি তোমাকে সাহায্য করছেন এবং তুমি তোমার নিয়তির খুব কাছাকাছি। কাসীম শুধু একটু অপেক্ষা কর, আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন। মোহাম্মাদ (ﷺ)এর কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। এটা ছিল এমন যেন আমি আমার সবকাজ বন্ধ করে দিলে তিনি সবকিছু হারিয়ে ফেলবেন। আমি কখনো উনাকে পূর্বে এমন চিন্তিত দেখিনি। কাসীম এবং তার সাথীরা কোন কিছুর ধার ধারেনা, যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাদের বিপরীতে চলে যায়। তারা শুধুমাত্র

তাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে যত্নশীল। এবং যখন তারা শুনতে পায় যে তাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) কান্না করছেন। আল্লাহর সাহায্যের দ্বারা তারা এটার উপর অবিচল থাকতে পারেননা। তাদের হৃদয় কান্না করে এবং তারা মোহাম্মাদ (ﷺ)কে সাহায্য করতে দৌড়াতে চায়। তারা বিচারের দিন মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথী হতে চায় পৃথিবীর যে কোন কিছুর বিনিময়ে। কাসীম ও তার সঙ্গীরা জানেন যে তারা বিশেষ কিছু নয়। তারা কেবল আল্লাহর বন্ধু হতে চায়। এবং তারা সমস্ত সৃষ্টির উপরে আল্লাহর রসূল মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসেন।

(স্বপ্ন ছড়িয়ে দেওয়ার মিশনে কাজ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সালের একটি স্বপ্নে আমি দেখি, আমরা একটি বাড়িতে বসবাস করছিলাম, আমি অনেক আগেও আমার স্বপ্নে এই বাড়িটি দেখেছিলাম। এটি অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেকেই এটি মেরামত করছিলেন। আমি ভিতরে কিছু কাজ করছিলাম। কাজ শেষ করার পর আমি বললাম। আমার অন্য মানুষদের দেখতে হবে, তারা কাজ সম্পন্ন করেছেন কিনা। তারা কাজ করছেন কিন্তু আমার নিজের কাজের কারণে আমি তাদের সাথে দেখা করতে পারিনি। আমি বাহিরে গিয়েছিলাম এবং আমি দেখছিলাম এই লোকেরা বাড়ির রং করছে। দেয়ালগুলো মেরামত করার পর তারা বাহিরে অন্যান্য কাজ করছিল। তারা ভিতরে আসছিল না কারণ তারা বাইরের কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি দরজার কাছে গিয়েছিলাম এবং আমি দরজা থেকে মানুষদের দেখছিলাম। এবং তারা তাদের কাজে ব্যস্ত ছিল, আমি দরজার স্থান থেকে তাদের কাজ দেখেছিলাম। আমি বললাম অনেক কাজ বাকি আছে। তারা বাহিরের কাজটি প্রথমে শেষ করবে তারপর তারা ভিতরে যাবে। এবং এটি কিছু সময় নিতে পারে। আমি যখন বাহিরে গিয়েছিলাম তারা আমাকে দেখে এবং সেখানে আমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়। আমি তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করা শুরু করি। আমি তাদের বলেছিলাম যে, আমি আমার নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলাম এবং আমি এইমাত্র সময় পেলাম আপনাদের সাথে দেখা করার। তারা বলেছে, চিন্তা করবেন না, আমরাও এখানে কাজ করছি। তারপর আমরা আমাদের কাজ সম্পর্কে কথা বলা শুরু করি। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মুসলমানদের একতা এবং বিশ্ব শান্তির সুসংবাদ)

মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলো থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে বিশ্ব শান্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন। মোহাম্মাদ কাসীমের প্রতি আল্লাহর প্রথম হুকুম হল, বিশ্বে এই খুশীর সংবাদ প্রচার করা। এই হল যে, উম্মতরা সচেতনভাবে এবং দ্রুত কাজ করবে। কেন আপনি দেখেন না যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলমানদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে নিয়ে যাবে এবং আমাদেরকে একের পর এক হত্যা করবে। ওহে মোহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মত, আসুন এবার জেগে উঠি এবং একতা বদ্ধ হয়ে দাড়াই এবং এক আল্লাহ্ প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতিগুলো ছড়িয়ে দেই। মোহাম্মাদ কাসীম স্বীকার করেন যে, এটি তার কঠোর পরিশ্রম হবে। কিন্তু তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যখন আমরা একটি দলের আকারে কাজ করব, তখন পুরো পৃথিবী আমাদের কথা শুনবে। এই হচ্ছে মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন, তিনি বলেন, আমি কোথাও হাঁটছিলাম এবং আমি জানি যে, আমার গন্তব্য হল শান্তির যুগ। এবং একজন ব্যক্তি আমার সাথে মিলিত হন এবং আমরা একই গন্তব্যের সামনে ছিলাম। যদিও তিনি ভূল পথে চলছেন, আমি কিছুই বলিনি বা তাকে বাধ্য করিনি। কিন্তু আমি তাকে ইঙ্গিত করেছিলাম যে, আপনি ভূল পথে যাচ্ছেন। যাইহোক, অন্য ব্যক্তিটি লক্ষ্য করল এবং সঠিক দিকে আসল এবং এক ঝলক রসিকতার মত ছিল। তিনি কয়েক জন লোককে জড়ো করলেন। তারা এক পর্যায়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারা আমার নাম জানত এবং আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেটি আমাকে বিস্মিত করেছে এই ভেবে যে, কোথায় আমি তাদের সাথে আগে দেখা করেছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, এটার কারণ হল তুমি তোমার সকল মৌলিক স্বপ্নগুলো প্রচার করেছ এবং তারা তোমাকে চিনেছে। তারা অসাধারণ মানুষ ছিল, খুব চমৎকার এবং দয়াশীল। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? মানে আমাদের কাজ কী। যখন তারা জানল আমি শান্তিপূর্ণ ভূখণ্ডের পথে চলছিলাম, তারা আমাকে অনুসরণ করা শুরু করল এবং এমনকি আমার চেয়ে দ্রুত হাঁটছিল। তারপর আল্লাহ্ আমাদেরকে গাড়ী দিলেন এবং আমরা দ্রুত গতিতে চলে গেলাম। এক পর্যায়ে লোকটি আরো অনেক লোক জড়ো করল এবং তারপর সমগ্র বিশ্ব

আমাদের প্রচেষ্টা দেখল। আমি আশাকরি আপনিও সেই ব্যক্তিটি হতে পারেন। স্বপ্ন শেষ হয়।

(শান্তির ভূখণ্ড এবং যারা পিছনে থেকে যাবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালে আমি এই স্বপ্নটি দেখি, এই স্বপ্নের মধ্যে সেখানে সর্বত্র অন্ধকার এবং ধ্বংস ছিল। এটা এ কারণে ছিল যে, একটি দুষ্ট দেশ একটি পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল। আমি এবং কিছু অন্যান্য মানুষ সেখানে থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। আমার কিছু ধরণের উড়ন্ত মেশিন ছিল এবং এটার ভিতরে গ্যাস ছিল, প্রত্যেকেই ভিতরে গিয়েছিল কিন্তু আমি বাইরে ছিলাম, কারণ গ্যাসটিতে আগুন ধরল না। আমি ভেবেছিলাম যে সম্ভবত ইঞ্জিনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, আমি কিছু করেছি এবং আগুন উপস্থিত হয়েছিল তবে তারা খুব ছোট ছিল। প্রায় ৫ বা ৬ বার স্পার্কের পর গ্যাসটি অবশেষে আগুন ধরে। পারমাণবিক বোমার বিকিরণের কারণে আমি অসুস্থ বোধ করছি। আমি সবেমাত্র শ্বাস নিতে পারি এবং আমার বাইরে থাকার জন্য এটি খুব কঠিন ছিল। তারপর আমি অন্যদের সাথে যোগ দিলাম এবং মেশিনটি উড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এটি সঠিকভাবে উড়তেছিল না, এক পর্যায়ে মেশিনটি প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এটিকে প্রায় শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছিলেন। তারপর এটা সঠিকভাবে উড়তে শুরু করে এবং পূর্ণ গতির সঙ্গে এগিয়ে যায়। এবং তারপর আমরা অবশেষে সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলাম এবং অবশেষে আমরা সূর্যকে বের হতে দেখলাম। মাটিতে কিছু লোক আমাদের মেশিনকে দেখেছিল এবং বলল এই লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে, তারা অবশ্যই একটি শান্তিপূর্ণ জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা সবাই বলল আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাও। আমরাও এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই এবং শান্তির দেশে পৌঁছাতে চাই। কিন্তু মেশিনটি সম্পূর্ণ গতিতে উড়ে যাচ্ছে এবং কারো জন্য থামেনি। এটিতে শুধুই সেই লোকজন ছিল যারা উড়ে যাওয়ার সময় ভিতরে বসেছিল। বাকি লোকগুলো আমাদের পরে হাটতেছিল বা দৌড়াতেছিল যে কোন উপায়ে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ জায়গায় পেতে। তখন আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত পৃথিবীতে নেমে আসছে। এবং আমাদের মেশিনকে ঘিরে ফেলে এই কারণে আমাদের মেশিন আরো অনেক বেশি উচ্চ এবং দ্রুত

গতিতে উড়তে থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের মেশিনকে রক্ষা করেন যার কারণে আমরা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি এবং লোকজন আমাদের পিছু ছুটছিল। এবং স্বপ্ন সেখানে শেষ হয়।

(নোংরা বাড়ি ঘর)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের স্বপ্নে আমি নিজেকে একটি বড় বাড়ির ভেতরে খুঁজে পাই। সেখানে আমি মানুষকে বিভিন্ন ধরনের মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতে পাই এবং তা অন্ধকারে পূর্ণ। ময়লা-আবর্জনার কারণে ঐ বাড়িটির অবস্থা খুবই খারাপ। আমি একটি পাইপে পানি চালু করি এবং সেই ঘরটি ধোয়া শুরু করি। ঘরের সর্বত্রই মাকড়সার জাল, ময়লা ও পোকামাকড়। এই বাড়িটি অনেক বড় এবং এতে অনেকগুলো ঘর রয়েছে। ঘর পরিষ্কার করা শেষ হলে ক্ষুধা লাগে। শেষ পর্যন্ত আমি আমার পরিচিত লোকদের সাথে নিজেকে খুঁজে পাই এবং সেখানে আরও কিছু লোক রয়েছে। স্বপ্নটি শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের কাজে বস খুশি হন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালের স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি অকেজো অন্ধকারে জীবন যাপন করছিলাম। তারপর আমি এমন একটি কোম্পানি দেখলাম যে কাউকে নিয়োগ দিতে আগ্রহী নয়। আমি মনে করি এই কোম্পানির মালিক একজন ভাল মানুষ, আমার উচিত তার সাথে কথা বলা। আমি গিয়ে তার সাথে কথা বলি এবং তাকে বলি যে "আমি অন্ধকারে জীবন যাপন করছি যদি আপনি আমাকে সুযোগ দেন আমি এই অন্ধকার জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।" মালিক আমাকে খুব বেশি মনোযোগ দেয়না কিন্তু বলে যে আমি কেবল আপনাকে একটি সুযোগ দিতে পারি, যদি আপনি ভাল না করেন তবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবনা। তিনি আমাকে একটি সুযোগ দেন এবং তারপরে আমি আমার কাজ শুরু করি, আমি ভাল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। তারপর ধীরে ধীরে আমার উন্নতি হতে শুরু করে। আস্তে আস্তে মালিক আমার কাজ নিয়ে খুশি হতে শুরু করে এবং মনে করে যে আমি ভাল কাজ করছিলাম এবং এটি তার

প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল। তারপর মালিক আমার কাজ সম্পর্কে অন্য লোকদের বলতে শুরু করে যে কাসীম ভাল করছে। তারপর তিনি এত খুশি হন যে তিনি ক্যামেরার মাধ্যমে আমার উপর নজর রাখা শুরু করেন। তিনি আমার সাথে এত খুশি যে একবার তিনি একটি উচ্চপদস্থ সভায় যোগ দিচ্ছিলেন এবং আমি এর মাঝখানে ফোন করলাম। তিনি পুরো মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনতে শুরু করেন এবং সভায় থাকা লোকদের উপেক্ষা করেন। অন্যান্য উপস্থিত লোকেরাও মনে করেন যে মালিক কাসীমের প্রতি অনেক মনোযোগ দিচ্ছেন এবং আমাদের উপেক্ষা করছেন। মানে মালিক চরম খুশি হন। স্বপ্ন শেষ হয়।

(কাসীম চাকরী পায় এবং সমস্যার মুখোমুখি হয়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালের এই স্বপ্নে, আমি নিজেকে আমার ঘরে দেখেছি। আমি মনে মনে বললাম ‘‘আমার কোন কাজ নেই। এই জীবন কি এবং এর উদ্দেশ্য কি এবং এটা কি ধরনের জীবন?’’ একটি খুব বড় কোম্পানি আছে যেটা ম্যানেজার চাকরীর জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। তারা বেশ কিছুদিন ধরে কাউকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয়না। তারা কাউকে নিয়োগ করতে চায় এবং আরও বেশি বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে। তারা টিভিতে একটি প্রশ্নপত্রের বিজ্ঞাপন দেয় এবং কে সেরা উত্তর দেয় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে। আমি মনে মনে বললাম, ‘‘আমার যোগ্যতা এত বেশি নয় এবং এই কোম্পানিটি বড়। আমি হয়ত চাকরী পাব না।’’ আমি কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেখছি যে প্রশ্নাবলী আছে এবং আমি অনুভব করি যে "আমি সহজেই উত্তর দিতে পারি।" আমি উত্তরগুলি লিখি, এবং সেগুলি লেখার পরে, আমি উত্তরগুলি একটি খামে রাখি এবং অভ্যর্থনায় প্রশ্নপত্রটি হস্তান্তর করি। রিসেপশনিস্ট আমাকে জানায় যে আগামীকাল ইন্টারভিউ। সেখানে এমন কিছু লোক আছে যারা অবাক হয়ে যায় যে সে কীভাবে ইন্টারভিউ দিল এবং আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, "কেন তারা আমাকে ফোন করেছিল?" আমি সকালের জন্য আমার কাপড় ইস্ত্রি করে প্রস্তুত করি। সকাল হলেই বাসা থেকে বের হই। আমি পথের মধ্যে একটি মেয়ে দেখি, এবং আমি সেই মেয়েটিকে পছন্দ করি এবং আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আমি মেয়েটিকে

অনুসরণ করি এবং সে যেখানেই যায়, আমি তাকে অনুসরণ করি এবং প্রায় সারা দিন তার পিছনে দৌড়াই। তারপর রাত নেমে আসে আর না মেয়ে পেলাম না চাকরী পেলাম আর মন খারাপ হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবি যে "যে কোম্পানি নিয়োগ করছে সে অবশ্যই একজন ম্যানেজার নিয়োগ করেছে।" আমার চেক করা উচিত কে নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। আমি মনে মনে বললাম, "যদি আমি সঠিক সময়ে ইন্টারভিউ দিতে যেতাম, তাহলে আমিই হয়ত ভাগ্যবান মানুষ হতে পারতাম।" তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি, যখন আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি, আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি যে কে কাজ পেয়েছে এবং আমি খুঁজে বের করতে চাই। আমি বাইরে গিয়ে দেখি কে কাজ পেয়েছে। আমি ওয়েবসাইট চেক করি কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। আমি অফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি আমার জামাকাপড় দেখেছি এবং সেগুলি অপরিষ্কার এবং এত পরিষ্কার নয়। আমি মনে মনে বললাম, "আমি এই অবস্থায় বাইরে গেলে তারা আমাকে নির্বাচন করবেনা।" যাইহোক, আমি বাসায় ফিরে গোসল করি এবং গোসল শেষ হলে দেখি কোথাও থেকে নতুন জামাকাপড় এসেছে! এই নতুন পোশাকগুলো পরে আমি ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারি। আমি জামাকাপড় পরিবর্তন করি, প্রস্তুত হয়ে কোম্পানির অফিসে চলে যাই। রিসেপশনে আমি একজন ভদ্রমহিলাকে দেখি যিনি সেখানে বসে খামগুলো তুলে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে সে উঠে সালাম দেয় এবং আমাকে সন্মান করে সালাম করে বলে, "স্বাগত স্যার।" যেন তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। অন্য অনেক লোক আমাকে সালাম জানান এবং তারা সবাই আমাকে স্বাগত জানায়। তারা আমাকে বলেছিল যে "তারা সাক্ষাৎকারটি নিয়েছে এবং আমি নির্বাচিত হয়েছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আমি কীভাবে নির্বাচিত হতে পারি?" আমি মালিকের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম তাই তারা আমাকে তার অফিসে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা বলে দেয় এবং আমি সেখানে যাই। আমি খুব অবাক এবং কৌতূহলী যে কীভাবে আমি এই কাজের জন্য নির্বাচিত হলাম। আমি দ্রুত রুমে গিয়ে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করি। মালিক সেখানে বসেছিলেন। সে বলে "এখানে এসো কাসীম! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং তোমাকে ম্যানেজার হিসেবে বেছে নিলাম।" আমি বললাম, "আমি শুধু ইন্টারভিউ দিতে এসেছি।" বস বললেন "আমি দেখতে চেয়েছিলাম কে সেরা উত্তর দেয় এবং আমি দেখেছি যে তুমি ছাড়া আর কেউ

যথেষ্ট ভাল উত্তর দেয়নি।" তখন আমি ভাবলাম যে এমন ভাল উত্তর দিয়েছে সেই ব্যক্তি কে? আমি ভাবলাম কেন সে ইন্টারভিউ দিতে আসেনি; সে নিশ্চয়ই সমস্যায় পড়েছে বা অন্য কিছুতে আছে।" তারপর আমি মনে মনে বললাম, "আমি আমার বাসা থেকে বের হয়ে এসেছিলাম এবং বাইরের সমস্যায় পড়েছিলাম।" মালিক বললেন, ‘‘আপনার অফিসে যান সেখানে আপনার জন্য একটি রুম বরাদ্দ করা আছে। আমরা আপনাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব কীভাবে কাজটি করতে হবে।’’ আমি বললাম, "কি করতে হবে তা আমি কিছুটা জানি।" আমি কিছু লোকের সাথে দেখা করি এবং তারা আমাকে পণ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হলাম। আমি অফিসটি দেখি এবং এটি একটি বিলাসবহুল অফিস ছিল, এতে ক্যামেরা এবং মনিটর ছিল। আমি একটি মনিটরের দিকে তাকালাম এবং আমি ভাবলাম "আমার গাড়ি কোথায়?" এটি একটি সাদা রঙের গাড়ি এবং আমি এটি পর্দায় দেখেছি। আমি ভাবলাম, আমার বাইরে গিয়ে বাকি লোকদের সাথে দেখা করা দরকার। আমি একটি আয়নায় তাকিয়ে দেখি যে আমার চুল পুরানো এবং অগোছালো এবং আমাকে এটিকে চিরুনি দিয়ে জেল দিয়ে সেট করতে হবে যাতে নিজেকে আরও স্মার্ট দেখায়। আমার মালিককে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি তার জেল থাকে যাতে আমি আমার চুলকে পরিপাটি করতে পারি। আমি হলের মালিকের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তার কাছে হেয়ার জেল চেয়েছিলাম যাতে আমি মানুষের সাথে দেখা করতে পারি। মালিক আমার চুলের দিকে মনোযোগ দেয় না এবং আমাকে একটি পুরানো জেল দেয় যা একটু শুকনো। আমি মনে করি এটা ঠিক আছে! আমাকে এটা ব্যবহার করতে হবে।" যখন আমি আমার চুলে জেল লাগাই, তখন এটি পরিপাটি হয়না। আমি নিজেকে বললাম যে "এত বড় কোম্পানির মালিকের অন্তত আমাকে আরও ভাল জেল দেওয়া উচিত যাতে আমি আরও ভালভাবে আমার কাজটা করতে পারি। লোকে কি বলবে? কিন্তু মালিক তা দেয়নি।’’ রেগে গিয়ে আমি জেল হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলি। আমি বললাম, "মালিক নিজেই যদি তার ম্যানেজার দেখতে কেমন তা চিন্তা না করে, তাহলে তাই হোক।" আমি সেখান থেকে চলে যাই এবং মনে করি যে আমাকে এই অবস্থায়ই গিয়ে লোকদের সাথে দেখা করতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়।

(ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৪ নভেম্বর ২০২১ সালের এই স্বপ্নে আমি দেখতে পাই যে আমি একটি বড় বিল্ডিং নির্মাণের এলাকায় আছি, ব্লক এবং ভবন সহ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মত। এছাড়াও খোলা মাঠ আছে, এবং কিছু অংশ যেখানে নির্মাণ এখনও চলছে। চারিদিকে অন্ধকার। এছাড়াও এই এলাকায় অনেক নিরাপত্তাকর্মী উপস্থিত রয়েছে। এই অন্ধকারে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, অন্য অনেক লোকের মধ্যে যাদের আমি চিনিনা। আমি তখন একটি বার্তা পাঠাই যে আমাদের নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ইসলাম প্রচার করতে হবে। আমি এই বার্তাটি কাকে পাঠিয়েছি তা আমি জানিনা, তবে আমি এটি পাঠিয়েছি। তারপর আমি অনুভব করি যে বার্তাটি কিছু রহস্যময় লোকের কাছে পৌঁছেছে এবং তারা আমাকে তাড়া করতে শুরু করেছে। আমি তখন এই লোকদের এড়াতে দৌঁড়াতে শুরু করি এবং আমি একটি জায়গায় পৌঁছে যাই। আমি যখন এই স্থানে পৌঁছেছি, তখন আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ্, আমরা আর কতদিন ছুটতে থাকব, দয়া করে আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার পথ দেখান। তারপর আমি কাছাকাছি একটি পুকুর খুঁজে পাই, সেখানে নীল রঙের পানি ছিল। ততক্ষণে, কিছু লোকও আমার সাথে যোগ দিয়েছে, প্রায় ৩ বা ৪ জন, কিন্তু আমরা চারপাশে রহস্যময় লোকদের কারণে ইসলাম সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলিনা। আমি দেখছি, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান এবং বাংলা বংশোদ্ভূত কিছু লোক পুকুরের নিচ থেকে উপরে উঠছে। তারপর নীল জল থেকে তারা আবির্ভূত হয়। আমি অনুভব করি যে আল্লাহ্ এই লোকদের আমার দিকে পাঠিয়েছেন। এই দলটি আমাকে ইঙ্গিত করে যে তারা যে দিক থেকে এসেছে সেদিকেই যেতে। আমি তখন আমার সাথের লোকদের বলি যে আমাদের সেই দিকে যেতে হবে, তারপর আমরা সবাই সেখানে যাই। পুকুরে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমরা লিফটের মত নামতে শুরু করি। আমরা একটি হোটেলের একটি রুমে অবস্থান করি। আর এই হোটেলের রুমে একটা জানালা আছে যেটা দিয়ে আমি বাইরে দেখতে পারি। দেখলাম এই জায়গাটা পাহাড়ের কাছে। আমি বলি, আল্লাহ্ তাঁর

রহমতে আমাদের এই অবস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন এবং এখন আমরা স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করতে পারি। ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান এবং বাংলাদেশিদের দল রুমে উপস্থিত নেই, তবে আমি অনুভব করি যে তারা আমাদের দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে। আমি যখন ঘরের চারপাশে তাকাচ্ছি, তখন আমি দেখতে পাচ্ছি আরও লোক আসছে রুমে এবং আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। তারপর, আমি নিজেকে ঘরের একটি পৃথক এলাকায় খুঁজে পাই এবং আমি ক্ষুধার্ত বোধ করতে শুরু করি। দেখলাম কিছু শুকনো চ্যাপ্টা রুটি আর কিছু পাতা ছাড়া খাওয়ার কিছু নেই। আমি বলি, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে এই খাবারটি আমাদের জন্য আশীর্বাদ। আমি পাতা দিয়ে রুটি খেতে শুরু করি। পাতাগুলির একটি মিশ্র মিষ্টি এবং টক স্বাদ ছিল এবং মোটামুটি ভাল স্বাদ ছিল। আমি মনে করি, পাতাগুলি সাধারণত তিক্ত এবং খারাপ স্বাদের হয় তবে এইগুলি সুস্বাদু। তখন আমার মনে আসে যে নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠিন সময়ে তিনিও একই ধরণের খাদ্যাভাস এবং অসুবিধায় পড়েছিলেন, তাই আমাদের আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তারপর আমি অনুভব করি যে ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ার লোকদের একটি দল আমাদেরকে দূর থেকে দেখছে এবং তারা বলছে যে এই লোকেরা কঠিন পরিস্থিতিতে বাস করছে এবং তাদের খাবারও ভাল নয়, আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য খাবার এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা আরো আরামদায়ক বসবাস এবং সহজে কাজ করতে পারে। তখন আমি বলি যে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করছেন এবং সর্বদা আমাদের উপর নজর রাখছেন। আমাদের অবশ্যই আমাদের ফাউন্ডেশন শুরু করতে হবে এবং এটিকে বড় করতে হবে যাতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের লোকেরাও আমাদের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে এবং আমরা নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য একসাথে কাজ করতে পারি। স্বপ্ন সেখানেই শেষ হয়েছিল।

(মোহাম্মাদ কাসীম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৯ নভেম্বর ২০২১ সালের এই স্বপ্নে দেখি আমি আমার বাসার নিচ তলায় আছি। কিছু লোক পাকিস্তানে আমার সাথে দেখা করতে আসে,

তারপর তারা চলে যায়। তারপর দেখলাম একটা জায়গা (সম্ভবত ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া) বৃষ্টির অভাবে ভুগছে এবং খরার সম্মুখীন হচ্ছে। এই এলাকায় কিছু লোক রয়েছে যারা বৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে। একই সাথে আমি এটাও ভাবছি যে আমার বাড়িতে বাতাসে আর্দ্রতা না থাকলে আমার গাছপালা বাড়বেনা। অন্য জায়গায় বৃষ্টির অভাবের কারণে পাকিস্তানও প্রভাবিত হয়েছে এবং সে কারণেই বাতাসে আর্দ্রতা কম। অতঃপর আমি দেখি যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঐ দলগুলোর ডাকে সাড়া দেন এবং সেই এলাকায় বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির কারণে, এটি আমার বাড়িতেও প্রভাব ফেলে, এবং আমি আমার জানালা দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি দেখতে পাই। আমি খুশি যে এই আর্দ্রতা আমার গাছপালা বাড়তে সাহায্য করবে। তারপর আমি আমার বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখি কি ধরনের মেঘ এই বৃষ্টি নিয়ে আসছে, কিন্তু আমি কোন কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছিনা, আমি কেবল সাদা মেঘ এবং বৃষ্টি দেখতে পাই। তারপর আমি আমার বাড়ির ভিতরে ফিরে আসি। তারপর স্বপ্ন চলতে থাকে এবং মনে হয় কয়েক মাস কেটে গেছে এবং যারা আগে এসেছিল তারা আবার ফিরে আসে। আমার মনে হয় এই সময়টা জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারি। তারা ফিরে গেলে আবার কাজ শুরু হয় এবং অনেকেই আমার স্বপ্নের কথা জানতে পারেন। যখন স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়ে, আমি দেখি অ্যাঙ্কর এবং সাংবাদিকরা আর চুপ থাকেনা এবং তারা আমার স্বপ্নের কথা বলে। আরও বেশি সংখ্যক লোক আমাদের সাথে যোগ দেয় এবং আমিও দেখি যে আমার পোশাক আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। স্বপ্নগুলি তখন ছড়িয়ে পড়ে এবং বছর চলে যায় এবং আমি অনুভব করি যে এই সময়ে আমি একজন পরিচিত ব্যক্তি হয়ে উঠি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সাহায্য করে চলেছেন এবং আমি বলি যে এই বছরের শেষ নাগাদ কাজটি হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। স্বপ্ন শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম তার সঙ্গীদের জন্য লোহা ও স্বর্ণ নরম করছেন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৩ মে ২০২২ তারিখ, এই স্বপ্নে আমি দেখি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে কিছু লোক পাকিস্তানে এসেছে এবং তারা কিছু কাজ করছে, কিন্তু তারা যেভাবে চেয়েছিল তা হয়না বা সম্পূর্ণ হয়না। তাদের মধ্যে আমিও সেখানে উপস্থিত। তাদের কাছে লোহার তৈরি একটি পাইপ রয়েছে যা তারা ধরে রেখেছে এবং কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু তা কাটার মত কোনো যন্ত্রপাতি তাদের কাছে নেই। তারপর আমি আমার তর্জনীতে (শাহাদাত আঙুল) লালা রাখি এবং পাইপের উপর একটি লাইন আঁকি যেখানে এটি কাটা দরকার। আমি বৃত্তটি শেষ করার সাথে সাথে পাইপটি কেটে যায় এবং এটি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই কীভাবে এটি ঘটেছিল। তারপর আমি দেখতে পাই যে সেখানে প্রচুর লোহা আছে যা গলাতে হবে যাতে কিছু লোক এটি ব্যবহার করে কিছু তৈরি করতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে এই লোহা গলানোর কিছু নেই। তারপর দেখি যে আমি আমার দুই হাতে আমার লালা রেখে লোহা স্পর্শ করি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমার স্পর্শে নরম হয়ে যায়। আমি এটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকি (আমার হাতে লালা রাখি এবং তারপরে লোহা স্পর্শ করি) এবং ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পরে লোহাটি বালির মত নরম হয়ে যায়। তারপর আমি সোনার সাথে একই প্রক্রিয়া করি এবং আমি এটিকে নরম এবং বালির মত করি। তারপর আমি এই নরম ধাতুগুলো আমার সাথে যারা আছে তাদের দিয়ে দেই, যাতে তারা তা ব্যবহার করতে পারে এবং তাদের দোকান ডিজাইন করে খুলতে পারে। আর আমি বিস্ময়ে বলি, আল্লাহ কিভাবে আমাদের জন্য এটা ঘটালেন। স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোহাম্মাদ কাসীম বিন আব্দুল কারীম এর ছবি সহ সাক্ষাৎকারের অনুবাদ)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানবজাতিকে অন্য কারো চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসেন এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি একটি আত্মার উপর যা সে

সহ্য করতে পারেনা তার চেয়ে বেশী বোঝা চাপিয়ে দেন না কারণ ন্যায়পরায়ণতা তার একটি গুণাবলী। কাউকে দয়া বা একটি আশীর্বাদ দেন তার রহমত দ্বারা এটা তাঁর উপরে। লাহোরের নাগরিকদের উপরও আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীম, যিনি ৪২ বছর বয়সী এবং গত ২৮ বছর ধরে আল্লাহ্ ও রসূল মোহাম্মাদ (ﷺ) তার স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তার এই বৈশিষ্ট তাকে আমাদের বাকী সকলের থেকে আলাদা করে। বিশেষ করে (একেশ্বরবাদ) তাওহীদের উপাদান তার স্বপ্নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। মোহাম্মাদ কাসীম আমাদেরকে বলেছিলেন যে তার স্বপ্নে অন্যান্য সব জিনিসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া জিনিসটি হল শিরক এড়িয়ে চলা এবং এটি সাফল্যের চাবিকাঠি। মোহাম্মাদ কাসীমের আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তার শেষ ও চূড়ান্ত রসূল হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্য সত্যিকারের ভালবাসা রয়েছে। মোহাম্মাদ কাসীম, যিনি তাঁর স্বপ্নে ৩০০ বারেরও বেশি সময় ধরে মোহাম্মাদ (ﷺ)কে দেখে সম্মানিত হয়েছেন, তিনি তার মাথা উত্তোলন করতে কখনো সাহস পেতেননা এবং নবী (ﷺ) এর পবিত্র মুখ দেখতে, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে অভিজ্ঞতা হল সেখানে অনেক নূর থাকে এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি ও তার সাথে কথা বলি। তিনি আরো বলেন যে তিনি ৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্নে যখন তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে আকাশে যাবার সিঁড়ি আরোহণ করেন, তখন অবশেষে তিনি এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছলেন যেখানে তিনি মনে করেছিলেন যে এই সিঁড়ি সোজা তাকে নিয়ে যাবে জগত সমূহের একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে। মোহাম্মাদ কাসীম আরও বলেন যে, তিনি ১২ বা ১৩ বছর বয়সী ছিলেন যখন তাঁর স্বপ্নের মধ্যে প্রথমবারের মত আল্লাহ্ ও মোহাম্মাদ (ﷺ) উপস্থিত হন এবং তারপর ১৭ বছর বয়স থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের ঐশ্বরিক স্বপ্নগুলো ধারণ করেছিলেন। ২০১৪ সালে, প্রথমবারের মত আল্লাহ্ ও মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে একটি স্বপ্নে আদেশ দেন যেন সবার কাছে আমার স্বপ্নগুলো প্রচার করি। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তখন থেকে তিনি তার স্বপ্নগুলো সকল ইসলামিক দেশগুলির ওয়েবসাইটে, পাকিস্তানের সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারী ওয়েবসাইটগুলিতে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটগুলিতে শেয়ার

করেছেন। মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, তার স্বপ্নের প্রথম চিহ্ন হল যে শত্রুরা পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন এবং পাকিস্তান ইসলামী বিশ্বের নেতা হবে। পাকিস্তান অনেক অগ্রগতি অর্জন করবে এবং একটি অত্যন্ত উন্নত দেশ হয়ে উঠবে, এটি উন্নতি করবে এবং এমনকি নিজেই সবকিছু তৈরি করবে এবং সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের এমন একটি ব্যবস্থা গঠন করা হবে যা কেবলমাত্র মুসলমান নয়, এমনকি অমুসলিমরাও বাকি বিশ্ব থেকে এসে পাকিস্তানে বসবাস শুরু করবে। ইসলামের উত্থানে পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনী প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তার কথোপকথনের সময় পাক-ভারত উত্তেজনাকে সবার দৃষ্টিগোচর করার জন্য মোহম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ মার্চ ২০১৭ সালের স্বপ্নের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করার জন্য একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র দেখেছিলেন। শত্রুরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর খাবারে কিছু রাসায়নিক মিশ্রিত করে যার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে পক্ষাঘাত করার চেষ্টা করা হয়। তারপর ২৬ মে ২০১৮ এর একটি স্বপ্নে মোহাম্মাদ কাসীমকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, এই খাদ্যটি জ্বালানি এবং ডলার কারণ যখন ডলার থাকেনা তখন আমরা কোন জ্বালানি কিনতে সক্ষম হব না এবং যদি তা ঘটে তবে দেশের পরিবহন এবং সেনাবাহিনীর গতিবিধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোহাম্মাদ কাসীম আরও বলেছেন যে যখন শত্রুরা পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, তখন পাকিস্তানের জনগণ পাক-সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজেকে সামনের সারিতে খুঁজে পান। মোহাম্মাদ কাসীম আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী ইউসুফ (আঃ) যেভাবে অবিশ্বাসী মিশরীয় রাজা ও তার জনগণকে দুর্ভিক্ষ এবং দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি তৈরি করেছিলেন, একইভাবে পাকিস্তানকেও এই ঐশ্বরিক স্বপ্নের আলোকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে এবং তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা দুইগুণ বৃদ্ধি করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রধানকে একটি বার্তা দিয়েছেন। আমাদের সেনাবাহিনীকে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং এর মান বাড়ানো দরকার যাতে ভবিষ্যতে আমরা যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি। ৩য় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলার সময় মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই যুদ্ধের সময়

মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে যুদ্ধক্ষেত্র হবে আরব দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা শান্তির সন্ধানে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবে এবং পাকিস্তানকে তাদের বাসস্থান ও আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বৈঠকে মোহাম্মাদ কাসীম বারবার কালো যুদ্ধ বিমানের কথা বলেছেন এবং কীভাবে এই কালো যুদ্ধ বিমানগুলি পাকিস্তানের সীমানা রক্ষা করবে এবং এই কালো যুদ্ধ বিমানগুলো বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত বিমান হবে বলে উল্লেখ করেছেন এবং তারা অপরাজেয় হবে। এই কালো যুদ্ধ বিমানগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে বিশেষ রহমত পাবে এবং তাদের সহায়তায় আমরা গাজওয়া-ই-হিন্দের আগেই কাশ্মীরকে মুক্ত করে দিব এবং ভারত এই কালো যুদ্ধ বিমানগুলির কারণে এত ভয় পাবে যে এটি একা পাকিস্তানে আক্রমণের সাহস করবেনা। মোহাম্মাদ কাসীম আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন এই কালো যুদ্ধ বিমানগুলো মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করবে তখন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়কেই পরাজিত করবে এবং তাদেরকে থামাতে সেখানে কেউ থাকবেনা। শেষ সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলার সময় মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, তিনি তার স্বপ্নে দজ্জালকে অনেক বার দেখেছেন এবং তিনি দেখেছেন ইয়াজুজ ও মাজুজ যখন তারা মুক্তি পায় ও আক্রমণ করে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে নবী ঈসা (আঃ)কেও দেখেছি এবং তার অবতরণের পর মুসলমানরা তাঁর সাথে বসবাস করা শুরু করেছে। তাঁর কথোপকথনের সময় মোহাম্মাদ কাসীম যে বিষয়ের উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছিলেন তা হল শিরক এড়িয়ে চলা উচিত এবং এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, একবার আমরা শিরক ও তার রূপগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করি এবং রাষ্ট্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ অনুযায়ী শরীয়ত পালন করি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল শিরক ধ্বংস করি, তারপর আল্লাহ্ আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষণ করবেন, তিনি আমাদেরকে এমন ভাবে প্রদান করবেন যেখানে আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। কিন্তু যতক্ষণ না শিরক ও তার সকল রূপগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয় ততক্ষণ আল্লাহর সাহায্যও আসবেনা এবং আমরা অন্ধকারে হারিয়ে যাব এবং আমরা অগ্রগতি লাভ করবনা। শুধু এইরকম কল্পনা করুন যে শিরককে এড়িয়ে চলা হল একটি চাবিকাঠি যা

দিয়ে অগ্রগতি ও কল্যাণের সকল দরজা খুলে যাবে যা আমরা এ পর্যন্ত খুলতে ব্যর্থ হয়েছি। একসময় আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শির্ক বিলুপ্ত করলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাকিস্তান বিশ্বের বাকি অংশকে অতিক্রম করবে এবং একটি বাস্তব কল্যাণ রাষ্ট্র হয়ে উঠবে এবং বিশ্ব পাকিস্তানের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির উদাহরণ দেবে। মোহাম্মাদ কাসীম ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিরক এড়িয়ে চলার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশী চাপ দেওয়ার কারণটিও এই কারণে যে, সকল নবীর মাধ্যমে আল্লাহর প্রেরিত সর্বপ্রথম বার্তাটি হল শিরক এড়িয়ে যাওয়া এবং (একেশ্বরবাদ) তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকা এবং শেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লোকদেরকে তাওহীদের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে শির্ক ধ্বংস করতে বলেছিলেন এবং তারপর সফল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোহাম্মাদ (ﷺ) এর একজন ছোট উম্মত হিসাবে আমাদেরও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে এবং একটি সফল ও কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল শিরক অপসারণ করা দরকার। মোহাম্মাদ কাসীম তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উম্মাতকে যে বার্তা দিয়েছেন তা হল যে, যদি তারা সফল হতে চায় তবে তার ব্যক্তি এবং তাঁর গুণাবলীর মধ্যে মানে আল্লাহর সাথে কোন প্রকারের কোন অংশীদারকে সংযুক্ত করবেন না। দিনে এবং রাতে "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম" জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন। এবং মোহাম্মাদ (ﷺ) উপর সব সময় দুরূদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে শান্তি ও আশীর্বাদ পাঠান। তার কথোপকথনের সময় মোহাম্মাদ কাসীম আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, যখন তার স্বপ্নগুলোর খবর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের কাছে পৌঁছায়, তখন নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) স্বপ্নের মাধ্যমে তাদেরকে সাক্ষ্য দেবেন যে, কাসীমের স্বপ্নগুলো সত্য এবং তা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং এই ঘটনাগুলোই ঘটতে যাচ্ছে যেমন কাসীমকে তার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে এবং তারপর আল্লাহর সাহায্যে আমরা ইসলাম ও পাকিস্তানকে রক্ষা করি।

(পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোহাম্মাদ কাসীম এর সাক্ষাৎকার)

লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার পথে ডাকে। কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যক লোক আছে যারা মানুষকে তাওহীদ ও আল্লাহর পথে আহ্বান করে গোপনে এবং লুকিয়ে থেকে। মোহাম্মাদ কাসীমও এমন একজন ব্যক্তির মত, দার্শনিক, যার কোন দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি তার শৈশব থেকে সত্য স্বপ্ন দেখছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ১২ বা ১৩ বছর বয়স থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)কে আমি আমার স্বপ্নে দেখি। আমার স্বপ্নের প্রথম চিহ্ন হল যে, শত্রুরা পাকিস্তানে আক্রমণ করবে ও ভাঙ্গার চেষ্টা করবে, তবে আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে পাকিস্তান অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি করবে এবং এটি বিশ্বের ইসলামের নেতৃত্ব দেবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশেষ রহমত ও আশীর্বাদ রয়েছে পাকিস্তানের উপর কারণ এটিই একমাত্র রাষ্ট্র যা ইসলামের নামে বিদ্যমানে আসে, তাই আল্লাহ্ নিজেই পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো যোগ করেছেন যে তার সমস্ত স্বপ্নের সামগ্রিক বিবরণ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়, আমার স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে শির্ক থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন এবং একই বার্তা নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর সকল উম্মতের জন্যও, সকাল ও সন্ধ্যায় যিকির এবং তাসবীহ পড়তে (কালীমা ও নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখতে) এবং শেষ ও চূড়ান্ত নবী ও রসূল মোহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাতে। ২০১৪ সালে, প্রথমবারের মত আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছিলেন আমার স্বপ্নগুলো প্রচার করতে এবং জনগণের মধ্যে এই বার্তা পাঠাতে। পাক-ভারত উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত স্বপ্নের বিষয়ে মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, পাকিস্তানী নাগরিকরা সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রথম সারিতেও নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন এবং তিনি যে কোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। লাল পতাকা নিয়ে একটি দেশ থেকে আসা সেনাবাহিনীও এই পাক-ভারত লড়াই এ অংশ নেয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে

সতর্ক করে দেয় যে, যদি আপনি এখন এক ধাপ এগিয়ে যান তবে আমরা ভারতকে ধ্বংস করব। এই সাক্ষাৎকারে মোহাম্মাদ কাসীম বারবার কালো যুদ্ধ বিমানের কথা বলেছিলেন এবং এই কালো যুদ্ধ বিমান সর্বদা পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তারা শত্রুদের যেকোনো হুমকির প্রতি সাড়া দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ৩য় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মোহাম্মাদ কাসীম আমাদের বলেছিলেন যে, এই যুদ্ধের সময় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাকিস্তান অভিবাসনের শুরু করে এবং তারপর পাকিস্তান ৩য় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। পাকিস্তানের কালো যুদ্ধ বিমানগুলো এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়কেই পরাজিত করে এবং এভাবেই পাকিস্তান বিশ্বে নতুন সুপার পাওয়ার হিসাবে উঠে আসে। মোহাম্মাদ কাসীম একটি বার্তা দিয়েছেন নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মতের প্রতি যে, যদি তারা সফল হতে চায় তাহলে নিজেদেরকে শির্ক থেকে রক্ষা করা ও পৃথিবীতে অহংকারে না হাঁটা এবং দয়ার সঙ্গে মানুষের সাথে আচরণ করতে হবে। যতক্ষণ না আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শির্ক বিলুপ্ত না করব, আল্লাহর সাহায্য পৌঁছাবেনা এবং এটাই সফলতার একমাত্র উপায় এবং বর্তমান সময়ে পাকিস্তানকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে এবং একটি মহৎ শক্তি হয়ে উঠার জন্য সব পর্যায়ের সকল শিরক ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মোহাম্মাদ কাসীম যে কারো সাথে তার স্বপ্ন প্রচার করতে অনিচ্ছুক বোধ করতেন, কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশের কারণে তিনি এখন তার স্বপ্নকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। মোহাম্মাদ কাসীম নিজেকে ভাবেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর একজন ছোট ক্রীতদাস এবং শেষ ও চূড়ান্ত নবী এবং রসূল হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর একজন ক্ষুদ্র চাকর।

(মোহাম্মাদ কাসীমের টিভি ৩য় সাক্ষাৎকার)

সাক্ষাৎকারকঃ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের স্টুডিওতে মোহাম্মাদ কাসীম আছেন। আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকারগুলি পড়েছি বলে তাঁর পরিচয়ের দরকার নেই, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাঁর সাক্ষাৎকারগুলি দেখেছি। আসুন আমরা উনার সাথে উনার স্বপ্নগুলির প্রত্যাশিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে কথা বলি। কাসীম

সাহেব! আপনি কবে প্রথম স্বপ্নে নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ যখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। এবং যখন আমার বয়স ১৭ বছর, আমি এখনও অবধি আমার স্বপ্নগুলিতে তাকে দেখতে পাচ্ছি।

সাক্ষাৎকারকঃ আপনার দেখা যেসব স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে কিছু বলুন।

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু স্বপ্ন সত্য হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে আমি তুরস্ক সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তুরস্ক সিরিয়ায় অপারেশন করে এবং সিরিয়ার কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয়। আপনি যদি ২০১৮ এর সংবাদপত্রটি দেখেন, তুরস্ক সিরিয়ায় অপারেশন করেছিল এবং এর কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। আমার এক সাম্প্রতিক স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, জারদারি সাহেব জনসমক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি রাজনীতিবিদ সম্পর্কে কথা বলছিলেন তখন আমি বলি যে খুব শীঘ্রই আমারও প্রকাশ্যে ভাষণ দেওয়ার পালা আসবে যার জন্য আমার কিছু প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। এই স্বপ্নের পরে আমি বিভিন্ন পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিয়েছি, টিভি চ্যানেলে ও এবং এই মুহূর্তে আমি আপনার সাথে রয়েছি। এটি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এবং আমি নির্বাচনের দিন দেখেছি যে ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হবেন তবে তিনি ব্যর্থ হবেন যে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সক্ষম হবেনা। যেটি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চলছে।

সাক্ষাৎকারকঃ ভবিষ্যতে কোন স্বপ্নটি পূরন হতে চলেছে বলে আপনি মনে করেন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ ৩য় বিশ্বযুদ্ধ এবং গাজওয়া ই হিন্দ সম্পর্কে স্বপ্নগুলি অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হতে পারে। আমার স্বপ্নগুলি এখন মিডিয়ায়। এর পরে তারা রাজনীতিবিদদের কাছে পৌঁছে যাবে, তারপরে নেতাদের কাছে, তারপরে সেনাপ্রধানের কাছে।

সাক্ষাৎকারকঃ আপনি কেন আপনার স্বপ্নগুলি প্রকাশ করতেছেন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমি এই স্বপ্নগুলি ২৮ বছর ধরে দেখছি। আমি এগুলি আগে কারও সাথে শেয়ার করতে চাইতামনা। তবে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে, আমাকে

প্রথমবারের মত আমার স্বপ্নগুলি জনগণের কাছে শেয়ার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাদেরকে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ এবং গাজওয়া ই হিন্দ এর মত ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক করতে পারি যাতে আমরা এটির জন্য কৌশলগুলি তৈরি করতে পারি যেহেতু আমরা জানি যে, সূরায়ে ইউসুফে রাজা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইউসুফ (আঃ) তার ব্যাখ্যা দিলেন এবং মানুষদেরকে বাঁচানোর কৌশল করলেন। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের উচিত আমাদের নিজেদেরকে আরও ঝামেলা থেকে বাঁচাতে আমার স্বপ্ন অনুযায়ী পরিকল্পনা করা।

সাক্ষাৎকারকঃ ভারত-পাক সম্পর্কে কোন স্বপ্ন আছে?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ ভারত পাকিস্তানের অগ্রগতি বন্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং ভারত পাকিস্তানকে আরও বেশি ক্ষতি করার চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যতে বর্তমান উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

সাক্ষাৎকারকঃ বর্তমান সরকার সম্পর্কে আপনি কেন বলেন যে বর্তমান সরকার ব্যর্থ হবে?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ ইমরান খান তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর সাথীদের কারণে তিনি সফল হতে পারবেন না। ব্যর্থতার পরে তিনি ভাবেন যে কেন আমি ব্যর্থ হলাম? তারপরে সে আমার স্বপ্নগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। তারপরে তিনি আমার সাথে দেখা করেন এবং তিনি কেন ব্যর্থ হলেন আমি তাকে ব্যাখ্যা করি। তারপরে আমার স্বপ্নগুলি সেনাপ্রধানের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের জন্য মূল বার্তাটি হল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা দেশ থেকে সমস্ত প্রকারের শির্ক শেষ করি আমরা সফল হতে পারবনা। যতক্ষণ না আমরা দেশ থেকে সমস্ত ধরণের শির্ক সরিয়ে না ফেলি কোনও পরিকল্পনা এবং সিস্টেম সফল হবেনা। আমরা শিরকের বিষয়ে চিন্তা করিনা, তবে আল্লাহর কাছে তা অনেক বড় পাপ। আমরা যদি শির্ক করি তবে আল্লাহর সাহায্য কখনোই আসেনা। শির্ক আল্লাহর একত্বকে চ্যালেঞ্জ করে যা আল্লাহ্ তায়ালাকে রাগান্বিত করে এবং তিনি মুসলিমদের সাহায্য করেছেননা। উম্মাহর দীর্ঘায়িত ঝামেলার মূল কারণ হল এই শির্ক এবং এটি আমাকে আমার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে।

সাক্ষাৎকারকঃ গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে বলুন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমার স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্য তুরস্ক থেকে ধ্বংস শুরু হয়। রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অঞ্চল দখল করে। তারপরে আমেরিকাও দখল নেবে এবং ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয়রা আমার স্বপ্ন অনুসারে পরিকল্পনা করে তাই পাকিস্তান অগ্রগতি শুরু করে। ৩য় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে, ভারত তার মিত্রদের নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, যাকে হাদীসে গাজওয়া ই হিন্দ বলা হয়। আল্লাহ্ পাকিস্তানকে কালো যুদ্ধজেট দিয়ে সাহায্য করেন। শত্রুরা মনে যে, তারা পাকিস্তানকে পুরোপুরি শেষ করবে ফেলবে (আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন) তবে পাকিস্তান জিতেছে, পাকিস্তানের ন্যূনতম ক্ষতি হতে হবে ১০% এর বেশি নয়। তারপরে পাকিস্তান রাশিয়া এবং আমেরিকাকে পরাস্ত করবে যারা মধ্যপ্রাচ্যে লড়াই করে যাচ্ছিল, তখন পাকিস্তান একমাত্র সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে।

সাক্ষাৎকারকঃ আপনার স্বপ্ন দেখার সময় ২৮ বছরের বেশি পার হয়েছে আপনি এখন প্রচার করছেন কেন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমি ইতিমধ্যে আপনাকে জানিয়েছি যে ২০১৪ সালে আমাকে আমার স্বপ্নগুলি জনসাধারণকে জানাতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এবং এটা আমার জন্য বেশ কঠিন ছিল ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) আমার স্বপ্নে ২ বার এসেছিলেন এবং ইসলাম ও পাকিস্তানকে বাঁচাতে আমার স্বপ্ন জনগণের কাছে শেয়ার করার প্রতি জোর দিয়েছেন। আমার স্বপ্নে এটিও দেখানো হয়েছে যে, ইসলামের ৩টি দুর্গ রয়েছে যার মধ্যে পাকিস্তান সর্বশেষ দুর্গ, মুসলমানরা পাকিস্তানকে বাঁচাতে সফল হয়েছিল। পাকিস্তানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত, ভবিষ্যতের কঠিন ঘটনাগুলো পরিচালনা করতে প্রথমে সেনাবাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা উচিত।

সাক্ষাৎকারকঃ আপনি বলেছেন যে ইমরান খানের সরকার ব্যর্থ হবে। কেন আপনি এই প্রচার করছেন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমার স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে যে ইমরান খান তার মেয়াদের মাত্র ৩০% পূর্ণ করবেন। আমি আমার একটি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে একটি বড় হলে লোকেরা জড়ো হয়েছিলেন ইমরান খান সম্পর্কে কথা বলছিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কতটা শাসন করবেন। আমি তাদের বলছি যদি তিনি সংসদ ভেঙে দেন তবে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনি আবার নির্বাচিত হবেন, আবার তিনি সরকার গঠন করবেন। সুতরাং তার সমর্থকরা এবং ভোটাররা তাঁর সময়কালের ৩০% দেখতে দিন যাতে তারা তাঁর ব্যর্থতা নিজেই দেখতে পান অন্যথায় তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে থাকবে। ইমরান খানের ৩০% মেয়াদ দেখার পরে তার ভোটার এবং সমর্থকরা তাঁর থেকে ১০০% হতাশ হয়ে পড়েছেন। তারপরে দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারকঃ স্বপ্নের বাস্তবতা কী?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমাদের স্বপ্ন সম্পর্কে কুরআনের দুটি আয়াত রয়েছে। নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছিলেন যে, নবুওয়াতের শৃঙ্খলা শেষ হয়ে গেছে তবে সুসংবাদ অব্যাহত থাকবে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে? নবী (ﷺ) বলেছেন, সত্য স্বপ্নের আকারে। আমাদের ইতিহাসে নূর উদ্দিন জঙ্গির গল্প আছে। তাকে তার স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে কিছু খারাপ লোক নবী (ﷺ) এর পবিত্র সমাধির ক্ষতি করতে চায়। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তাদের চেহারা দেখিয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের গ্রেপ্তার করেন এবং তাদের শাস্তি দেন। স্বপ্নের গুরুত্ব আছে। এবং এটি হাদীসে আছে যে, শেষ সময়ের খুব কম স্বপ্নই অসত্য হবে।

সাক্ষাৎকারকঃ খিলাফতে উসমানীয়া বা তুরস্ক সম্পর্কে আপনি কিছু দেখেছেন?

মোহাম্মাদ কাসীমঃ আমার স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে যে ইসলামের তিনটি দুর্গের মধ্যে প্রথমটি ছিল তুরস্ক। শত্রুরা প্রথমে তুরস্ককে ধ্বংস করে দেয়। তুরস্কের ধ্বংস ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে। শত্রুরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায় তবে আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করেন।

(মালয়েশিয়ান মুসলিম ভাইয়ের সাথে মোহাম্মাদ কাসীম এর সাক্ষাৎকার)

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ। ওয়াআলাইকুম সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহ ওয়াবারকাতুহ। আপনার জন্য আমার ৩টি প্রশ্ন আছে। ঠিক আছে বলুন। প্রথম প্রশ্ন, অনেকে দাজ্জাল সম্পর্কে কথা বললেও অনেক মতভেদ রয়েছে। আপনি আপনার স্বপ্নে যা দেখেন তার ভিত্তিতে দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন এবং দাজ্জাল কীভাবে মানুষকে তার অনুসরণে প্রভাবিত করতে পারে? দাজ্জাল সম্পর্কে আমি আমার স্বপ্নে যা দেখেছি তা হল সে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি এবং একটি শক্তিশালী দেহের অধিকারী, তার উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ১/২ ইঞ্চি, সে অহংকারী ভাবে হাঁটে যেন কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারবেনা। তার আছে যাদুর ক্ষমতা, আল্লাহ্ ভাল জানেন। অনেকে মনে করেন তারা দাজ্জালের মোকাবিলা করতে সক্ষম। কিন্তু যখন তারা দাজ্জালের মুখোমুখি হয় তখন তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তার আনুগত্য করে। আমি আমার স্বপ্নে যা দেখি তা থেকে বলছি, তার কাছে না যাওয়াই ভাল এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। যদি কিনা সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত না থাকে। দাজ্জালের মূল লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্ব শাসন করা। এবং সে চায় যে সমস্ত মানুষ তার বশ্যতা শিকার করবে ও তার বাধ্য থাকবে। আমি আমার স্বপ্নে যা দেখেছি, আমরা প্রায়ই চলচ্চিত্রে যা দেখে থাকি (যেমন জাদু এবং অন্যান্য অর্থহীন জিনিস), দাজ্জাল বাস্তব জগতে সেগুলি সহজেই করতে সক্ষম। তার ক্ষমতা বিশাল। যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি দাজ্জাল খুবই দয়ালু। কিন্তু যারা তাকে অনুসরণ করেনা তাদের কাছে সে তার খুব শক্তিশালী শরীর এবং খুব হিংস্র মুখ দেখাবে। আমার এক স্বপ্নে শয়তান দাজ্জালকে তার "ধনী যুদ্ধবাজ নেতা" বলে ডাকে। ইয়াজুজ এবং মাজুজ সম্পর্কে অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে। তাদের সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় তথ্য হল তারা মাটি থেকে ভূপৃষ্ঠে আসবে। আপনি ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে আপনার স্বপ্নে কি দেখেছেন? আমি ইয়াজুজ এবং মাজুজ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি, মানে আপনি যদি ঐ ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আমি মনে করি তারা প্রায় একধরনের গরিলার মত। আল্লাহ্ কোরআনে

বলেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা একদল মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তারা বানরে পরিণত হয়েছে। তারাও হতে পারে ইয়াজুজ ও মাজুজ, এমন একদল লোক যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন, তবে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইয়াজুজ এবং মাজুজ সর্বদা তাদের হাত-পা দিয়ে বন্দী দেয়াল ধ্বংস করার চেষ্টা করে। হয়ত সে কারণেই তাদের হাত-পা এত শক্ত হয়ে গেছে। তারা বের হয়ে এলে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। আমার স্বপ্নের মধ্যে, ইয়াজুজ এবং মাজুজ উপর থেকে এসেছিল। এরকম হতে পারে কারণ তারা বাতাসে এত উঁচুতে লাফ দিতে পারে যে, সে কারণেই তারা উঁচু জায়গা থেকে আসছে বলে মনে হয়। শেষ প্রশ্ন, আমি ৩০০০ যুদ্ধবিমান সম্পর্কে আপনার একটি স্বপ্ন শুনেছি। আমি আপনার কাছে যা জানতে চাই তা হল, ৩০০০ ফাইটার জেটের পাইলট কারা হবেন? তারা কি পেশাদার সেনাবাহিনী যেমন ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনী, মালয়েশিয়ান সেনাবাহিনী, বাংলাদেশী সেনাবাহিনী, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইত্যাদি, নাকি তারা সাধারণ মানুষ যাদেরকে ৩০০০ যুদ্ধ বিমান চালানোর জন্য বিশেষ ক্ষমতা (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) দিবেন? আমি আমার স্বপ্নে ব্ল্যাক ফাইটার জেট বা কালো যুদ্ধ বিমান সম্পর্কে যা দেখি তা হল যে তারা খুব শক্তিশালী এবং উন্নত মানের। আমি দেখেছি যে বিমানগুলি খুব শক্তিশালী, খুব দ্রুত, আরও বন্দুক গোলাবারুদ ছিল এবং প্রচুর ধ্বংসাত্মক শক্তি ছিল। আমার স্বপ্নে, এমনকি আমেরিকার সামরিক প্রকৌশলীরাও খুব অবাক হয়েছিলেন যে সেই সময়ে এই নেতার অধীনে পাকিস্তানের এই কালো যুদ্ধ বিমান আছে। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে কে এই কালো যুদ্ধ বিমানের পাইলট হবে কিন্তু আমার মনে হয় তারা পেশাদার। আর ৩০০০ কালো যুদ্ধ বিমান কোথা থেকে আসবে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, পাকিস্তান সবগুলো কালো যুদ্ধ বিমান বানাবে নাকি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে পাঠাবেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। ঠিক আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, ভাই।

(মোহাম্মাদ কাসীমের সাক্ষাৎকার ভিডিওর অনুবাদ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, পাকিস্তানের উপর একটি বড় যুদ্ধ আরোপিত হয়, যার নাম হাদীসে গাজওয়া ই হিন্দ দেওয়া হয়েছে। আমি বলতে চাচ্ছি ৭০ বছর হয়ে

গেছে, অনেক রাজনৈতিক নেতা এসেছেন, এমনকি সামরিক বাহিনীও যুদ্ধ বিষয়ক আইনের অধীনে শাসন করেছে। কিন্তু তারা তাদের পরিকল্পনায় সফল হয়নি যেমনটা তারা কল্পনা করেছিল। ইমরান খান যখন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন তখন তিনি তার ব্যর্থতার পেছনের কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করেন। এবং তারপর তিনি জানতে পারেন আমার স্বপ্ন সম্পর্কে এবং যেগুলো সত্য হয়েছে। এরপর পাকিস্তানের সেনাপ্রধানও আমার স্বপ্নের কথা জানতে পারেন। তারপর নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) সেনাপ্রধানের স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং তাকে অবহিত করেন যে, মোহাম্মাদ কাসীম তার স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা বলেননি, প্রকৃতপক্ষে তার স্বপ্ন সত্য এবং বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলী ঠিক তেমনই ঘটবে যেমন কাসীমকে তার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে।

আপনি কখন থেকে এমন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন?

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম- মোহাম্মাদ কাসীম বিন আব্দুল কারিম। আমার বাড়ি পাকিস্তান। আমি যখন প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর। তারপর পরবর্তীতে এই ধরনের স্বপ্ন ১৩ বছর বয়সে দেখেছিলাম। যখন আমি ১৭ বছর বয়সী ছিলাম, তখন থেকে আমি নিয়মিত এইরকম স্বপ্নগুলো দেখতেছি এবং এখনও আমি এই স্বপ্নগুলো দেখি।

আপনি কী জনপ্রিয় হওয়ার জন্য এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করছেন?

আমি ২৮ বছর ধরে এই স্বপ্নগুলো দেখছি এবং আগে আমি এই স্বপ্নগুলো কারো সাথে শেয়ার করিনি। যদি আমার এইরকম অনন্য বা অসাধারণ বা ইউনিক কিছু শেয়ার করে, জনপ্রিয়তা বা খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা থাকত, মানুষ জন এসব তরুণ বয়সে করে। যখন আপনি তরুণ হন, আপনি স্বাভাবিক ভাবেই বিখ্যাত হওয়ার এবং অন্যান্য লোকদেরকে আপনাকে মেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যদি আমি সত্যিই এই কারণে এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করার ইচ্ছা করতাম এবং আমার নিজের বক্তৃতায়, তাহলে আমি যখন যুবক ছিলাম তখন তা করতাম। এখন আমার বয়স অনেক বেশি এবং এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করার আমার কাছে কোনো ব্যক্তিগত মূল্য নেই এবং আমি এর থেকে উপকৃত হতে পারিনা।

তাহলে আপনি কেন এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করছেন?

২০ বা ২২ এপ্রিল ২০১৪, প্রথম বারের মত আমাকে আমার স্বপ্নে বলা হয়েছিল যে, আমাকে অবশ্যই এই স্বপ্নগুলো বিশ্বের সবার কাছে শেয়ার করতে হবে। সুতরাং আমি অবাক হয়েছি যে, এত বছর পরে, আমি কেন স্বপ্নে এমন নির্দেশনা দেখছি? অতএব, প্রথমে আমি সেই সময়ে কিছুই করিনি এবং আমি অপেক্ষা করেছি। তারপর, আমি স্বপ্নে হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ)কে দেখি। উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কাসীম, তোমাকে এই স্বপ্নগুলো বিশ্বের সবার সাথে শেয়ার করতে হবে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে, আমি একই স্বপ্নে হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ)কে দুই বার দেখেছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন যে, ইসলাম এবং পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য আমাকে অবশ্যই এই স্বপ্নগুলো বিশ্বের সবার সাথে শেয়ার করতে হবে। যখন আমি এই স্বপ্নগুলো দেখছিলাম, তখন আমি এই স্বপ্নগুলো কেন দেখছিলাম এবং কী উদ্দেশ্যে এবং সেগুলোর অর্থ কী, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। অনেক বছর পরে আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে বলা হয়েছিল যে, এই স্বপ্নগুলো বিশ্বের সবার সাথে শেয়ার করতে। যখন আমি এই স্বপ্ন দেখলাম, আমি কীভাবে এটি করব তা ভেবে হতবাক হয়ে গেলাম। আমি বিভ্রান্ত ছিলাম কীভাবে আমি মানুষকে বোঝাতে পারব যে, এই স্বপ্নগুলো সত্য। এমনকি আমার নিজের পরিবারও এই স্বপ্ন বিশ্বাস করবেনা। বিশ্বনবী মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে এই স্বপ্নগুলো বিশ্বের সবার সাথে শেয়ার করতে বলেছিলেন। এখন আপনি আমাকে বলুন, যদি হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) আপনাকে স্বপ্নে কিছু করতে বলেন, তাহলে আপনি কি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন? এমন কোন সত্যিকারের মুসলমান নেই, যারা শেষ নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) তাদের থেকে যা চায় তা করতে অস্বীকার করবে। যে কোন সত্যিকারের মুসলমান হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর আদেশ পালন করতে তাদের সম্পদ এবং জীবন ব্যয় করবে। সুতরাং, আমি এমনই ছিলাম যখন হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করতে বলেছিলেন, আমি এমনকি হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্য আমার জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এবং হ্যাঁ, আমি আমার স্বপ্ন সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য এবং মতামত পাই, সত্য হল, আমি কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু আমি শুধু হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্য এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

স্বপ্নগুলো শয়তান থেকেও হতে পারে, আমরা কীভাবে জানব আপনার স্বপ্নগুলো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে?

আচ্ছা, আপনি নিজেই বিচার করতে পারেন যে, এই স্বপ্নগুলো শয়তানের নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। প্রথমত, আমার স্বপ্নে, আমাকে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আদেশ করা হয়েছে তা হল শিরক থেকে দূরে থাকা (বহুদেববাদ, মূর্তিপূজা) এবং আধুনিক সমাজে শিরকের রূপগুলো দূর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শয়তান কাউকে স্বপ্নে এমন নির্দেশ দেবেনা এবং তাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখতে এবং শিরক করা থেকে বিরত থাকতে বলবেনা। শয়তান এর ঠিক উল্টোটা করত। দ্বিতীয়ত, আমাকে স্বপ্নে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দিন রাত আল্লাহর প্রশংসা ও জিকির করার জন্য। শয়তান আল্লাহর প্রশংসা করার নির্দেশ দেবেনা, সে বিপরীত কাজ করার শপথ করেছে এবং আমরা এটা জানি। এবং তৃতীয়ত, আমাকে হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই ৩টি জিনিস ইসলামে বিশ্বাসের অংশ এবং শয়তান কারো স্বপ্নের মধ্যে এসে এই বিষয়গুলোর কোনো নির্দেশনা দিতে পারবেনা। এরপর ২০০৮ সালে আমাকে স্বপ্নে এটাও দেখানো হয়েছিল যে, আমি যেন ঘুমানোর আগে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করি, যাতে আমি শয়তান থেকে রক্ষা পাই। এছাড়াও কোনো মুসলমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা বলতে পারেনা। আর যদি কেউ মিথ্যা বলে ও মিথ্যা সৃষ্টি করতে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করা অব্যাহত রাখবেন না।

রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি? ইমরান খানের কী হবে?

ইমরান খান যখন ব্যর্থ হন, তখন তিনি তার ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে চিন্তিত হন। সেই মুহূর্তে তিনি আমার স্বপ্ন এবং সেগুলো কীভাবে সত্য হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারেন। তারপর আমি দেখেছি যে আমি তাকে আমার স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছি যা আমি দেখেছি। সে কেন ব্যর্থ হয়েছে এবং ঘটনাগুলো কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তারপর পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আমার স্বপ্নের কথা জানতে পারেন এবং তিনি আমার স্বপ্ন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান। তারপর আমি আমার স্বপ্নে

দেখেছি যে, নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের স্বপ্নেও উপস্থিত হন এবং স্বপ্নে তাকে বলেন যে, কাসীম তার স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন না এবং স্বপ্নগুলো সত্য। এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা ঠিকই প্রকাশ পাবে যেমন কাসীমকে তার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এই ঘটনার পর সেনাপ্রধান তখন আমার স্বপ্ন বিশ্বাস করেন, তাই তিনি সাহসী পদক্ষেপ নেন। এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানগুলো ও মানুষ এই স্বপ্ন অনুযায়ী পরিকল্পনা করে।

কেন আপনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই স্বপ্নগুলো দেখেন?

সব কিছুর উপর আল্লাহর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ্ চাইলে সূর্যকে পূর্ব বা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করতে পারেন। আল্লাহ্ তার সিদ্ধান্তে কোনো অংশীদার নির্বাচন করেন না, আল্লাহ্ যা করতে চান তাই করেন। আল্লাহ্ নিজেই তার কাজের জন্য মানুষকে বেছে নেন এবং আল্লাহ্ই ভাল জানেন কেন তিনি আমাকে এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের কাছে কেন এই স্বপ্ন আসেনি? আল্লাহ্ সত্য এবং সব কিছুর কারণ জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। আপনি যদি দেখেন প্রথমে কীভাবে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে, তাহলে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, কায়েদে আজম, মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, বাবা-ই-কওম, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এবং তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য একটি জাতি ও দেশ তৈরি করা হয়েছিল। আপনি নিজেই দেখতে পারেন, আমি কোন ধরনের ভাল কাজ করেছি, অথবা আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে কি পছন্দ করেছেন যে, আমি এই স্বপ্নগুলো পাচ্ছি। শুধু আল্লাহর রহমতেই আমি এই স্বপ্নগুলো দেখছি।

পাকিস্তানের এখন কি হবে? আমরা কি কখনো উন্নতি করতে পারব?

আমাকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে তা হল, যতক্ষণ না আমরা এই দেশ থেকে শিরক (বহুদেববাদ, মূর্তিপূজা) এবং এর রূপগুলো মুছে ফেলব, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসবেনা। এখন আপনি বলুন পাকিস্তানের মানে কি? এর অর্থ একটি পরিচ্ছন্ন, পাক, পবিত্র স্থান, এমন একটি স্থান, যেখানে কোন শিরক নেই বা এর অনুশীলন করা হয়না। তাই যদি আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই, তাহলে

আমাদের অবশ্যই এই দেশ থেকে শিরকের সকল প্রকার রূপ ও প্রথা দূর করতে হবে। পাকিস্তানের ৭০ বছরের ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং সরকার, বিভিন্ন মতাদর্শ এবং পরিকল্পনা দেখেছি। প্রতিটি নেতা এবং রাজনৈতিক দল দেশের জন্য, জনগণের মধ্যে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে, কিন্তু আমরা এই ফলাফলগুলো দেখিনি। এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনা যেমনটি তারা ভেবেছিল তেমন কার্যকর হয়নি। এর প্রধান কারণ হল যে, আমরা শিরক সম্পর্কে ভুলে গেছি এবং জীবনযাপনের এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি যা শিরককে উন্নীত করে। তাই আমার স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে যে আমরা যখন পাকিস্তান থেকে শিরক দূর করি, তখন আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করেন। এবং তারপরে আমাদের পরিকল্পনাগুলোও। আমরা যে ফলাফলগুলো চাই তা অর্জন করি এবং আল্লাহর রহমত এবং বরকত প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটা যেমন ইব্রাহিম (আঃ) এর ঘটনা ছিল, তিনি শিরক অপসারণের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য মানুষের পূজা করা মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন। একইভাবে, হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের পর পূজা করা মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন এবং শহরকে শিরক থেকে পরিষ্কার করেছিলেন। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি নিজে খুব একটা ধার্মিক ব্যক্তি নই, আমি কী? আপনার সামনে যা দেখছেন তাই আমি। সুতরাং আমি স্বপ্নে যা দেখেছি তা হল আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করার কারণ হল আমি নিজেকে শিরক এবং এর রূপ থেকে রক্ষা করি। অতএব, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে এই স্বপ্নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছেন। বিশ্বজুড়ে এমন লোক আছে, যাদের আমি চিনি না, এবং আমি কখনও দেখা করিনি, তবুও তারা এই স্বপ্নে বিশ্বাস করে। তারা এই স্বপ্নগুলোকে তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে এবং সেগুলো তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় মানুষের সাথে শেয়ার করে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব হত না।

আপনার স্বপ্ন কবে পূরণ হবে?

আমার স্বপ্ন অনুযায়ী, আমার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার প্রথম লক্ষণ হল পাকিস্তানকে তোরা বোরাতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই দেশ এবং এর জনগণকে রক্ষা করুন। মধ্যপ্রাচ্যে যেমন ঘটেছিল যে আরব বসন্তে অনেক

দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ইসলামের শত্রুরা পাকিস্তানেও একই কাজ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করেন এবং যেমন আমি বলেছিলাম যে, আমার স্বপ্নের বার্তা পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের কাছে পৌঁছায় এবং এরপর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানগুলো আমার স্বপ্ন অনুযায়ী পরিকল্পনা করে। তারপর আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করেন, এবং আমরা শুধু পাকিস্তানকেই বিপদ থেকে রক্ষা করিনা, বরং পাকিস্তান খুব অল্প সময়ে আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদে অনেক উচ্চতায় উন্নীত হয়।

আপনার মতে, স্বপ্নের গুরুত্ব কি?

ইসলামে স্বপ্নের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নবী মোহাম্মাদ (ﷺ) জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত এবং ওহী পাঠানো তাঁকে দিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী চলবে, মুসলিম উম্মাহকে পথ দেখানোর জন্য। নবী মোহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ কি? তিনি বলেছিলেন সত্য স্বপ্ন। আপনি যদি ইতিহাস থেকে দেখেন, নূর উদ্দীন জঙ্গি (তুর্কি রাজবংশ) স্বপ্নের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিলেন এবং তিনি দেখেছিলেন যে ২ জন ব্যক্তি হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ)-এর কবরে পৌঁছতে চেয়েছিল। তাই তিনি মদীনার জমি অনুসন্ধান করেন এবং সেই লোকদের খুঁজে পান এবং তিনি তাদের বিচার করেন। এবং সেই লোকেরা আসলেই নবী (ﷺ) এর কবরের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ইতিহাসের এই এবং অন্যান্য অনেক উদাহরণের মাধ্যমে, আপনি সত্যিকারের স্বপ্নের গুরুত্ব নির্ধারণ করতে পারেন।

আপনি ইসলামের কোন সম্প্রদায়ের?

আমি শুধু হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর ধর্ম (দ্বীন) অনুসরণ করি এবং আমি এই পথে থাকব ইনশাআল্লাহ্। এবং আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমি এই বিশ্বাস এবং ধর্মের সাথে মারা যাই। আমি ঐতিহ্য অনুসারে সুন্নি মুসলিম, কিন্তু আমি আসলে এই সম্প্রদায়ের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনা। আমাকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে তা হল হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর গৃহীত পথটিই

সত্য এবং সর্বোত্তম পথ এবং আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি একই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

আপনি কি এই স্বপ্নগুলো জনপ্রিয় বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে শেয়ার করেছেন?

শুরুতে, আমি আমার স্বপ্নগুলো ইমেল এবং ওয়েবসাইট ফোরামের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার, এমনকি সেনাবাহিনীদের যোগাযোগের মাধ্যমে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। তারপর ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে, আমি এই স্বপ্নগুলো বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটে প্রকাশ্যে শেয়ার করা শুরু করি। এরপর থেকে মানুষ অনুসরণ করে এবং এই স্বপ্নগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করে। এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনও ব্যক্তিগত লাভ বা উপকারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমার যদি খ্যাতির জন্য প্রকাশ্যে আসার কোন আগ্রহ থাকত, তাহলে আমি আমার স্বপ্ন সম্পর্কে লাইভ সেশনগুলো নিজে করতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে, কিছু মানুষ যারা স্বপ্নে বিশ্বাস করে, যেমন ওয়ায়েছ নাসির এবং ইমরান আব্বাসি, তারা এই লাইভ সেশনগুলো করছেন।

আপনার স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামের আলেমরা কি বলেন?

আমি এবং কিছু মানুষ যারা আমার স্বপ্নকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে তারা আমার স্বপ্নকে ইসলামের সকল বিখ্যাত আলেম উলামাদের সাথে শেয়ার করছে, যা আপনি আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কোনো আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভবিষ্যতে কি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ হবে?

ভবিষ্যতে পাকিস্তানের উপর একটি বড় যুদ্ধ আরোপিত হবে, যাকে হাদীসে হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) গাজওয়া ই হিন্দ নাম দিয়েছেন। এই যুদ্ধে ইসলাম ও পাকিস্তানের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে পাকিস্তান একাই লড়াই করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই যুদ্ধে প্রায় ৩০০০ ব্ল্যাক ফাইটার জেট মানে কালো যুদ্ধ বিমান দ্বারা পাকিস্তানকে সাহায্য করেন এবং আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান এই যুদ্ধে জয়ী হয়। তারপরে, পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করে যেখানে ইতিমধ্যে একটি যুদ্ধ চলছিল সেই সময়,

এবং পাকিস্তান সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মত পরাশক্তিকে পরাজিত করে। এবং পাকিস্তান শুধু পরাশক্তিগুলোকে পরাজিতই করেনা বরং যুদ্ধে মুসলিমদের হারানো ভূমিগুলো তুর্কী ও মধ্যপ্রাচ্য উদ্ধার করে। পাকিস্তান সেই ভূমিগুলোকে পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে এবং বিশ্বে হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এর মূল ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে।

আপনার স্বপ্ন অনুযায়ী, সবচেয়ে বড় ঘটনাটি কি হবে যা পরবর্তী সময়ে ঘটবে? এবং স্বপ্নে আপনাকে কি কি সুখ সমৃদ্ধি দেখানো হয়েছে?

আমার স্বপ্নে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যেখানে প্রায় সব মুসলিম দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনি এটিকে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ বলতে পারেন এবং এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু হয়। মুসলমানরা তুরস্ক এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশকে হারায়। এবং আমি আমার স্বপ্নে এই যুদ্ধের খুব বিরক্তিকর ঘটনা এবং দৃশ্য দেখেছি। আমি মনে করি, ভাল জিনিস হল যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিম এবং পাকিস্তানকে সাহায্য করেন। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ৩টি দুর্গ ইসলামকে রক্ষা করছে। এই যুদ্ধে বাকি শেষ দুর্গটি পাকিস্তান এবং আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করেন। তারপর পাকিস্তান সমগ্র বিশ্ব শাসন করে এবং বিশ্বের প্রত্যেকের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির সময়কাল রয়েছে।

আপনি কি সরকার বা প্রতিষ্ঠানের পুতুল এবং তাদের এজেন্ডা হয়ে খেলছেন?

আজও আপনি ইন্টারনেটে আমার করা প্রথম পোস্টগুলো খুঁজে পেতে পারেন এবং অনুসন্ধান করতে পারেন যখন আমি আমার স্বপ্ন শেয়ার করা শুরু করি। আপনি এটি বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং নিজেকে বিচার করতে পারেন যে, এটি একটি পরিকল্পিত এজেন্ডা নয়। সেই পোস্টগুলো ছিল অব্যবসায়ী এবং অপরিকল্পিত। যেসব পোস্ট আমি প্রথমে ফেসবুক এবং ইউটিউবে শেয়ার করেছি, আপনি সেই পোস্টগুলোর ইংরেজি পোস্ট বিশ্লেষণ করতে পারেন, এবং আপনি সহজেই নির্ণয় করতে পারবেন যে, এই পোস্টগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস ৫ বা ৬ এ পড়ে এমন কেউ করেছে। যদি কোনও এজেন্সি কাউকে চালু করতে চায়, তাহলে তারা পেশাগতভাবে তা করবে এবং তারা তাদের কৌশলের কোনো ত্রুটি চাইবেনা।

তাদের ভাষা পেশাদার, তাদের বিষয়বস্তু সংগঠিত। আমার সমস্ত ইতিহাস ইন্টারনেটে রয়েছে, এবং আপনি নিজেই এটি বিচার করতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যদি এজেন্সি কাউকে প্রচার করতে চায়, তাহলে তারা এমন একজনকে বেছে নেবে, যিনি ইতিমধ্যেই একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব বা মানুষেরা যাকে অনুসরণ করে। কেন কোনো সংস্থা আমার মত একজনকে বেছে নেবে, যে ব্যক্তি তার আশেপাশের লোকজন এর কাছেই ভালভাবে পরিচিত নয়?

এমন মানুষ আছে কী যারা আপনার স্বপ্নে বিশ্বাস করে?

আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার নিজের এলাকায় অনেকেই আমাকে চেনে না। যখন আমি এই স্বপ্নগুলো শেয়ার করা শুরু করলাম, তখন আমি একা ছিলাম। কিন্তু আজ আল্লাহর রহমতে বিশ্বজুড়ে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এই স্বপ্নে বিশ্বাস করেন। প্রকৃতপক্ষে সেসব মানুষ যারা এই স্বপ্নে বিশ্বাস করে, আমি তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখাও করিনি। কিন্তু তারা এই স্বপ্নের বার্তায় বিশ্বাস করে এবং তাদের নিজের ইচ্ছায় তারা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শেয়ার করার জন্য তাদের ভাষায় অনুবাদ এবং ভিডিও তৈরি করে। দেখুন, এগুলো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কখনো হতে পারেনা। আমাকেও অনেকে বলে যে আপনি দিনের বেলা আপনি সচেতনভাবে যা ভাবেন তা স্বপ্নে দেখেন এবং এটি আপনার চিন্তা আপনাকে এই স্বপ্নগুলো দেখায়।

আধুনিক যুগে, অনেক আলেম-উলামা আছেন যারা ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন এবং তাদের তো প্রতিদিনের কাজই হল ইসলাম শিক্ষা দেওয়া। এমনকি তাদের মধ্যে, সেখানে অনেকে নেই যারা আমার মত প্রকৃতই স্বপ্ন দেখেছে, যদিও তারা আরও জ্ঞানী এবং ধর্ম সম্পর্কে প্রতিদিন কথা বলেন। এবং আমার স্বপ্ন কিন্তু শুধু একটি নয়, অনেক স্বপ্ন আছে। সুতরাং এটি এই সত্যটি প্রমাণ করে যে, এমন সম্পর্কিত স্বপ্ন দেখার জন্য আপনাকে সচেতনভাবে কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবেনা। ইতিহাস দেখায় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বদা অনন্য বা অসাধারণ বা তুলনাহীন কিছু সৃষ্টি করেন। অতএব যদি কেউ আমার মত স্বপ্ন না দেখে, অথবা অতীতে সেগুলো শেয়ার না করে থাকে, অথবা নিজেরাই এমন স্বপ্ন তৈরি করতে

না পারে। তাহলে এর প্রকৃত অর্থ হল, এই স্বপ্নগুলো একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে।

দয়াকরে এই স্বপ্নগুলো অন্যদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং আমার স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য অথবা অন্যান্য নতুন স্বপ্নগুলো সম্পর্কে জানার জন্য বা আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে দেখুন। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

(অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল)

- **youtube.com/MuhammadQasim**
- **youtube.com/MuhammadQasimPk**
- **youtube.com/MuhammadQasimBangla**

(অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ)

- **facebook.com/MyDDreams**
- **facebook.com/ImamMahdiBangla**
- **facebook.com/Muhammad.Qasim.Bangla.3**

-:মোহাম্মাদ কাসীম এর ছবি ও পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু ছবি নিচে দেওয়া হল:-

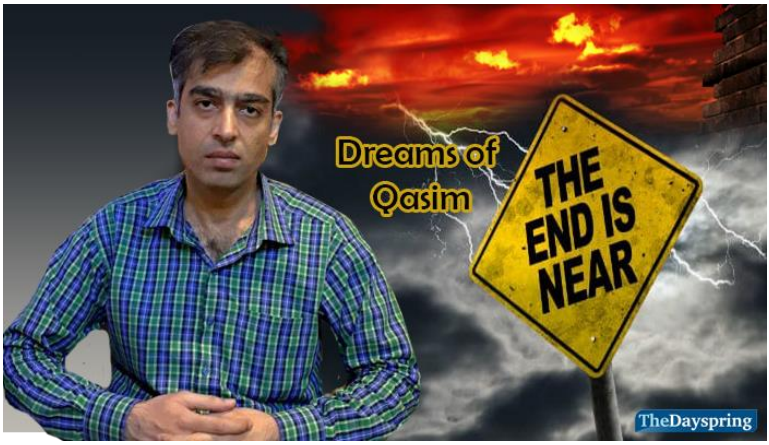

تیسری عالمی جنگ میں پاکستان روس اور امریکہ کو شکست دے گا کالے جہاز کھولی کرینگے محمد قاسم

عالمی جنگ میں مشرق وسطی تباہ ہوگا، مشرق وسطی کے عوام کے پاکستان آنے پر پاکستان خود کو جنگ کیلئے تیار کرے گا

شرک سے بچیں، صبح شام تسبیحات اور نبی پاکؐ پر درود پاک بھیجتے رہیں، درویش صفت شخصیت کی اوصاف سے بات چیت

محمد قاسم اوصاف سے گفتگو کررہے ہیں

محکمہ اوقاف مذہبی امور میں کرپشن کیسوں کی انکوائریوں کا ریکارڈ طلب

حکومت پنجاب کے طلب کرنے پر سیکرٹری اوقاف نے 10 سال کا ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کردی

بحریہ ٹاؤن لاہور میں نئے سال کا جشن، بھرپور جشن

Saturday 30 March 2019

روزنامہ اذکار

Daily AZKAAR Rawalpindi/Islamabad

www.azkaar.com.pk

azkaar@cyber.net.pk

راولپنڈی اسلام آباد

چیف ایڈیٹر محمد الماس عباسی

آنیوالے دن مشکل، معاشی حالات مزید بدتر ہونگے پھر صدارتی نظام تیز رفتار ترقی لائیگا محمد قاسم ابن عبدالکریم

عمران خان آخری سیاسی آپشن ہیں، انکو 30 فیصد وقت ملے گا پھر معاشی حالات اتنے بدتر ہو جائینگے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئینگے

بھارت پلوامہ حملے کے بعد ایک اور حملے کا الزام پاکستان پر لگائے گا جس کے بعد دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ پھر چھڑ سکتی ہے

حکمران شرک سے اجتناب کریں، عمران کے بعد صحیح اسلامی نظام آیگا، 28 سال سے رحمانی خواب دیکھنے والی شخصیت کا اذکار کو انٹرویو

اسلام آباد (انٹرویو۔ریحان عباسی) معروف روحانی شخصیت اور درویش صفت انسان محمد قاسم ابن عبدالکریم نے کہا ہے کہ پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور آنے والا دور اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جائینگے، پھر ایک ایسا نظام آئے گا جس میں پاکستان تیز رفتار ترقی کریگا یہ صدارتی طرز کا نظام بھی ہوسکتا ہے، ان خیالات کا اظہار (باقی صفحہ 4 بقیہ نمبر 7)

معروف روحانی شخصیت محمد قاسم ابن عبدالکریم "اذکار" سے گفتگو کررہے ہیں

محمد قاسم نواز شریف اور زرداری کے حوالے سے بھی خواب دیکھ چکے

قاسم انتہائی سادہ طبیعت سحر انگیز شخصیت کے مالک

42 سالہ محمد قاسم 17 سال کی عمر سے رحمانی خواب دیکھ رہے ہیں

لاہور کے 42 سالہ
28 سال سے حضور پاکؐ کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے: محمد قاسم

گزشتہ سال خواب میں دشمن کو پاک فوج کی غذا میں کیمیکل ملاتے دیکھا، یہ غذا ڈالرز ہیں

پہلا خواب پانچ برس کی عمر میں آیا پھر یہ سلسلہ مستقل ہو گیا، 2014 میں خوابوں کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی: آزادی سے گفتگو

ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں: کامران بنگش

مقامی حکومتوں کے دفاتر میں کمپیوٹرائزڈ سہولیاتی مراکز قائم کئے جائیں گے

عمرکوٹ: بارش کے بعد سول ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کی چھت ٹپکنے لگی

دبئی: خاتون پولیس اہلکار کو چومنے والا ورکر

یہ واقعہ 13 جون 2018 کو القوز کے علاقے

Daily Azadi
Newspaper
23 Jan, 2019

لاہور کے 42 سالہ شہری کا 28 سال سے خواب میں حضور پاکؐ کی زیارت کا دعویٰ

پہلا خواب پانچ برس کی عمر میں آیا پھر یہ سلسلہ مستقل ہو گیا 2014 میں پہلی بار اللہ اور محمدؐ نے خوابوں کو بیان کرنے کی اجازت دی: محمد قاسم

پاکستان خلائی جہازوں سمیت دنیا کی ہر چیز خود بنائے گا اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہو جائے گا کہ غیر مسلم بھی پاکستان میں آ کر آباد ہوں گے

گزشتہ سال خواب میں دشمن کو پاک فوج کی غذا میں کیمیکل ملاتے دیکھا، یہ غذا ڈالرز ہیں کیونکہ جب ڈالرز نہیں ہوں گے تو پٹرول بھی نہیں خرید سکتے

علیمہ خانم کے معاملے پر جے آئی ٹی نہیں بن سکتی: شفقت محمود

حکومت اٹھارویں ترمیم کے خلاف نہیں لیکن تعلیمی نصاب، اعلیٰ تعلیم وفاق کے پاس ہونی چاہیے

دو کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں جن کو تعلیمی اداروں میں لانا حکومت کیلئے بہت بڑا چیلنج ہے

28 سال سے روحانی خواب دیکھنے والے محمد قاسم "اذکار" سے گفتگو کر رہے ہیں

پاکستان کے شدید احتجاج کے بعد رہائی کی

Daily Azkaar
Newspaper
14 Jan, 2019

ذاتی، معاشرتی اصلاح سب کا نصب العین ہونا چاہیے: محمد قاسم

دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اتباع رسولؐ میں ہے: روزنامہ دنیا سے گفتگو

سی ڈی اے: عاقل زرداری ڈپٹی ڈائریکٹر پارلیمنٹ لاجز مقرر

فحش فلمیں دیکھنے پر مقدمہ درج

ایک کروڑ روپے سے زائد کے چیک ڈس آنر، مقدمات درج

اے کیو جاوید اقبال فارمیسی کونسل پاکستان

Daily Dunya
Newspaper
07 Feb, 2019

Daily Sada-E-Waqt
Newspaper
04 Feb, 2019
پاکستان کو بڑی ریاست بنانے کیلئے شرک اور اسکی تمام اقسام کا خاتمہ کرنا ہوگا محمد قاسم ابن عبدالکریم
پاکستان خلائی جہازوں سمیت دنیا کی ہر چیز خود بنائے گا، اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہو جائے گا کہ غیر مسلم بھی پاکستان میں آ کر آباد ہوں گے
لاہور کے 42 سالہ شخص کا 28 سال سے حضور پاک کی خواب میں زیارت کا دعویٰ

Daily Ittehad
Newspaper
08 Feb, 2019
ریاستی سطح پر شرک کا سدباب ہوگا تو اللہ رحمتوں کی بارش کر دیگا
معروف روحانی شخصیت محمد قاسم ابن عبدالکریم کی گفتگو
انوکھی تبدیلی پٹواریوں کی ہڑتالوں نے کروڑوں پھونک دیا، عوام شدید مشکلات کا شکار
کرپشن کی بے پناہ دولت بے نقاب ہونے کے خوف سے پٹواریوں نے ہڑتالیں کر کے عوام کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے
کروڑوں کا نقصان سے عوام کا کباڑہ ہو چکا اور حیران کن طور پر تبدیلی سرکاری حکومت مکمل بے فکری سے پی کر سوئی ہے

28 سال سے حضور پاک کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے، لاہور کے 42 سالہ محمد قاسم کا دعویٰ

NATIONAL & INTERNATIONAL NEWS
بین الاقوامی خبریں
خبرکار
Daily Khabar Kar Newspaper 23 Jan, 2019
ایران میں ٹویٹر کے بعد انسٹاگرام پر بھی پابندی
28 سال سے حضور پاک کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے
افریقہ پر قبضے کا الزام، فرانس میں اطالوی خاتون سفیر کی طلبی

روزنامہ اخبارِ حق (2) جمعرات 24 جنوری 2019ء
28 سال سے حضور پاک کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے، لاہور کے 42 سالہ محمد قاسم کا دعویٰ
پہلا خواب پانچ برس کی عمر میں آیا پھر یہ سلسلہ مستقل ہو گیا، 2014 میں پہلی بار اللہ اور محمدؐ نے خوابوں کو بیان کرنے کی اجازت دی، محمد قاسم
آرمی چیف اپنی نفری بھی ڈبل کریں ہمیں فوج کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر کرنا ہوں گی کیونکہ اسلامی نشاۃ ثانیہ میں فوج ہی مرکزی کردار ادا کرے گی
پاکستان خلائی جہازوں سمیت دنیا کی ہر چیز خود بنائے گا، اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہو جائے گا کہ غیر مسلم بھی پاکستان میں آکر آباد ہوں گے
گزشتہ سال خواب میں دشمن کو پاک فوج کی غذا میں کیمیکل ملاتے دیکھا، یہ غذا ڈالرز ہیں کیونکہ جب ڈالرز نہیں ہوں گے تو پٹرول بھی نہیں خرید سکتے
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خواب میں دیکھ چکا ہوں، ریاستی سطح پر شرک کا سدباب کریں گے تو اللہ ہم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے گا، اخبارِ حق سے گفتگو
Daily Akhbar-E-Haq Newspaper 24 Jan, 2019

Daily Jinnah Newspaper 27 Jan, 2019
پاکستان عالم اسلام کی سربراہی کریگا
ملکی صورت حال کے حوالے سے محمد قاسم کی پیش گوئیاں
توصیف احمد عباسی
عامر سلطان

ISLAMABAD: Chinese citizens hold placards during their protest against the arrest of Xuan Le Zhang outside National Press Club.

Rivers flow and reservoir level report

Spiritual figure appears in Lahore

Abdullah Qureshi

KARACHI Feb 24: A lahore based 42 year old spiritual figure has come to the surface with his claim to have the blessings and mercy of Allah Amighty and Holy prophet in dreams.

He says that Allah SWT loves the mankind more than anyone else and He is the most forgiving, most merciful.

He says " Allah doesn't burden a soul more than it can bear because Al-Adl (The Just) is also one of His attributes. It is up to Him to bestow someone with goodness or a blessing by His mercy.

"Allah's special mercy is also with a citizen of Lahore, Muhammad Qasim Ibn Abdul Karim who claims that for the last 28 years his concentration is on Allah and Prophet Muhammad PBUH. In particular the element of Tawheed (Monotheism) is most prominent and important in his dreams.

Muhammad Qasim told us that the thing which takes precedence over other things in his dreams is to avoid shirk and this is the key to success. Muhammad Qasim has true love for Allah SWT and his last and final messenger, Muhammad PBUH.

Muhammad Qasim, who has had the honour of seeing Prophet Muhammad PBUH in his dream with no audacity to lift his head up and look into the blessed face of the Prophet PBUH.

He further added that since then he has shared his dreamb to the websites of all the Islamic countries, the official and government websites in Pakistan and Pakistan Army websites.

Muhammad Qasim said that the first sign of his dream is that the enemy will try to damage and break up Pakistan but Allah will protect Pakistan and Pakistan will also become a leader of the Islamic world.

"Pakistan will progress a lot and become a highly developed country, it will develop and manufacture everything on its own even the space shuttles, and such a system of good governance and social justice will be formed that not only the Muslims but even the non-Muslims from the rest of the world will also come and start living in Pakistan. Pakistan and its Army will play the central role in the rise of Islam".

During his conversation whilst highlighting the Pak-India tensions Muhammad Qasim said that, in a dream on 20th March 2017 he saw an Indian conspiracy to paralyse the army of Pakistan.

Muhammad Qasim further said that when the enemy starts advancing towards Pakistan, then the people of Pakistan also stand shoulder to shoulder with Pak-Army and he also finds himself in the front row to fight the enemies.

Qasim empasised that there is need to provide maximum facilities to our Army and raise its standards so that we can meet any kind of challenges in the future.

During his conversation the thing that Muhammad Qasim stressed upon most is to avoid shirk, and in this regard he mentioned that once we try and protect ourselves from shirk and its forms and run the affairs of the state according the commandments of Allah SWT and abolish shirk at the state level, then Allah will shower his blessings and mercy upon us. Allah will provide us from where we can't even imagine.

Annual maintenance power suspension schedule:IESCO

Decision to hasten sale of SOEs lauded

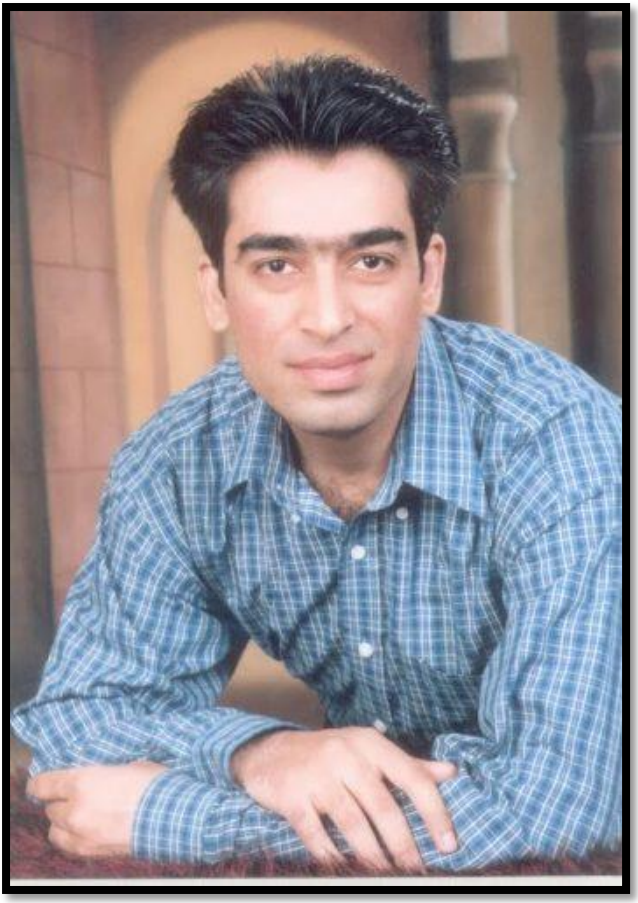

NIKE

(অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লিংক)

- **DivineDreams.co**
- **MuhammadQasimPk.com**
- **MuhammadQasimBangla.com**

Updated: September 2023
Muhammad Bayezid Fakir
Bangladesh.

Join WhatsApp Group
Phone: +88 01723 616255